২১১ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে

অষ্টমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৭৬

৬। অতারিষ্ম তমসস্পারমস্যোষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি। শ্রিয়ে ছন্দো ন স্ময়তে বিভাতী সুপ্রতীকা সৌমনসায়াজীগঃ।

৬। 'অস্য' নৈশস্য 'তমসঃ' অন্ধকারস্য 'পারং' সমাপ্তি-প্রদেশং 'অতারিষ্ম' উত্তীর্ণাঃ অভূম। অনন্তরং 'উচ্ছন্তী' নৈশং তমঃ বর্জয়ন্তী 'উষা' 'বয়ুনা' বয়ুনানি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং জ্ঞানানি 'কৃণোতি' নির্ম্মিমীতে 'শ্রিয়ে' সম্পদর্থং 'ছন্দঃ' 'ন' 'স্ময়তে' যথা উপচ্ছন্দয়িতা বশীকরণে সমর্থঃ পুরুষঃ আঢ্যসমীপং প্রাপ্য তৎপ্রীত্যর্থং স্ময়তে হসতি এবং 'বিভাতী' বিশিষ্টপ্রকাশং কুর্ব্বতী উষা স্বকীয়য়া নির্ম্মলদীপ্ত্যা হসন্তীব দৃশ্যতে। এবং 'সুপ্রতীকা' বিশিষ্ট-প্রকাশরূপবদন শোভনাঙ্গী সতী 'সৌমনসায়' সর্ব্বেষাং সৌমনস্যায় 'অজীগঃ' অন্ধকারং ভক্ষিতবতী।

৬। আমরা এই নৈশ অন্ধকারের পারে উত্তীর্ণ হইয়াছি। উষা, অন্ধকারকে নিরাস করত সমস্ত প্রাণীর জ্ঞান উৎপাদন করি-তেছেন। যেমন বশীকরণ-সমর্থ মনুষ্য হাস্য করে, সেই রূপ এই আলোক-প্রদা উষা স্বীয় কান্তি প্রভাবে যেন হাস্য করি-তেছেন। ইনি প্রিয়দর্শনা হইয়া সকলকে প্রীতি করিবার নিমিত্ত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছেন।

১০৭৭

৭। ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাং দিব স্তবে দুহিতা গোতমেভিঃ। প্রজাবতো নৃবতো অশ্ববুধ্যানুষো গো অগ্রাঁ উপমাসি বাজান্।

৭। 'ভাস্বতী' তেজস্বিনী। সূনৃতেতি বাঙ্নাম। 'সূনৃতা-নাং' প্রিয়সত্যাত্মিকানাং 'নেত্রী' প্রণেত্রী কারয়িত্রী উষসি হি জাতায়াং মনুষ্যপ্রমুখাঃ প্রাণিনঃ স্ব স্ব ব্যাপারায় ইতস্ততঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি। এবংভূতা 'দিবোদুহিতা' দ্যু-লোক সকাশাৎ উৎপন্না উষা 'গোতমেভিঃ' ঋষিভিঃ অস্মাভিঃ 'স্তবে' স্তূয়তে। হে 'উষঃ' অস্মাভিঃ স্তুতা ত্বং 'বাজান্' অন্নানি 'উপমাসি' প্রযচ্ছ। কীদৃশান্ বাজান্ 'প্রজাবতঃ' প্রজাভিঃ পুত্র পৌত্রাদিভিঃ যুক্তান্ 'নৃবতঃ' দাস ভৃত্যৈঃ নৃভিঃ উপেতান্ 'অশ্ববুধ্যান্' অশ্বাঃ বুধ্যা বিদ্যমানত্বেন বোদ্ধব্যাঃ যেষু বাজেষু তান্ যদ্বা অশ্ববুধ্যান বহুব্যাপিত্ব্যা বহুলাঃ। অশ্ববুধ্যান্ অশ্বো হি রাজ্ঞাং ধনানি

কখন মণি মাণিক্য, কখন যশো মান, কখন রাজ্য সাম্রাজ্য, কখন বা বিদ্যা-বিত্ত লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল করিতেছে এবং তাহা লাভ হইলেও তৎ সম্ভোগে ক্ষুব্ধ ও অতৃপ্ত হইয়া আবার বিষয়ান্তর উপার্জ্জনের জন্য তাহাকে অধিকতর অস্থির করিয়া তুলিতেছে, সে যে কি অমূল্য অক্ষয় ধন, কোন্ নিভৃত আকরে—কোন্ সুগম্ভীর রত্নাকরে যে তাহা নিহিত রহিয়াছে, মনুষ্য পদে পদে হতাশ্বাস ও প্রবঞ্চিত হইয়াও তাহার অনুসন্ধান করে না। সংসারের সকল স্থান সকল পদার্থের নিকট হইতে নিরাশ হইয়াও সেই চির প্রার্থনীয় লক্ষ্যস্থানের প্রতি, সেই সুশীতল অক্ষয় তৃপ্তি সরোবরের প্রতি কাহারও বিজ্ঞান-চক্ষু নিপতিত হয় না। বালকেরা যেমন এক বার বহু আয়াসে বালুকা-রাশি সংগ্রহ করিয়া গৃহ-দ্বার নির্ম্মাণ করে, আবার মনঃপূত না হইলে অমনি তাহা ভগ্ন করিয়া অন্যবিধ দ্রব্যের আহরণে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যও সেই রূপ সুখোদ্দেশে এক বার কোন রূপ পার্থিব বিষয় উপার্জ্জন করিতে উৎসাহ উদ্যমের সহিত প্রবৃত্ত হইতেছে, আবার সেই উপার্জ্জিত বিষয়ে বাঞ্ছিত সুখ-লাভে নিরাশ হইয়া অপর পদার্থের অনুসরণ করিতেছে। কোথায়ও আর প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি লাভ হইতেছে না। কেবল ব্যর্থ পর্য্যটনে জীবন-কাল নিঃশেষিত করিতেছে। নির্ব্বোধ ভৃত্য যেমন প্রভুর আহ্বানমাত্রে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বোধের অপেক্ষা না করিয়া ব্যাকুল অন্তরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে এবং মনঃ-কল্পিত নানা দ্রব্য তাঁহার নিকটে লইয়া যাইয়াও তাঁহার তুষ্টি-সাধন করিতে পারে না; সেই রূপ আত্মার যথার্থ লক্ষ্য, প্রকৃত প্রার্থনীয় সুখের অনুধাবন না করিয়া, তাহার যথার্থ তথ্য জিজ্ঞাসা না করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সমুদায় নানা প্রকার সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে ধাবিত হয়। কিন্তু পর্ব্বত সমান ধন সম্পদ, সমুদ্র সমান যশো মান আহরণ করিয়াও আত্মার তুষ্টি-সাধন করিতে—আত্মার সুখ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় না।

জলৌকা যেমন শোণিত-প্রয়াসে একটি তৃণ পরিত্যাগ করিয়া আবার তৃণান্তর আশ্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মুখ-বিস্তার করিতে থাকে, মানব-হৃদয়ও সেই রূপ সেই আন্তরিক দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সেই প্রেম-স্বরূপ রস-স্বরূপের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্যই—সেই তৃপ্তি সরোবরের শান্তি-সুধা পান করিবার উদ্দেশে নানা বিষয়েরই প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু কুত্রাপি কোন পার্থিব বিষয়ে সেই দেব-দুর্লভ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কিছুতেই আর যথার্থ তৃপ্তি, প্রকৃত শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

দেখ, আমরা কেমন অন্ধ অচেতন জীব! আমরা দেখিতেছি যে, যে ধন-তৃষ্ণার অন্ত নাই যে বিষয় বিত্ত উপার্জ্জন জনিত ব্যাকুলতার শেষ নাই, যাহার দ্বারা চিরজীবন সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবারও প্রত্যাশা নাই, যাহার বিনিময়ে অক্ষয়-শান্তি, বিমল-আত্ম-প্রসাদ লব্ধ হইবারও সম্ভাবনা নাই, আমরা তাহারই জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, নদ নদী, সিন্ধুসাগর, পর্ব্বত প্রান্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিতেছি, তাহারই অর্জ্জন উপার্জ্জন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্ম-জ্ঞান শূন্য হইয়া জড়-পিণ্ডের ন্যায় কর্ম্ম-ভূমিতে ঘূর্ণিত হইতেছি।

আমরা বাহিরের পদার্থ হইতে যত প্রতারিত হইতেছি, তত দূরস্থ পদার্থের প্রতি ধাবিত হইয়া আরো হতাশ ও প্রবঞ্চিত

হইতেছি ; তথায় যি কটের বক্ষে দৃষ্টিপাত করি না, আরো দূর দুরান্তরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি। দৃশ্য নির্জীব জড় পদার্থের মধ্যেই চেতনাকে—প্রাণকে অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু শরীরের মধ্যস্থিত সচেতন আত্মার অভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি না। আমরা মেঘের ধূম্রবর্ণ দেখিয়া তন্মধ্যেই অনলের অনুসন্ধান করিতে আকাশ পথে উড্ডীন হইতেছি, কিন্তু হৃদয়-কন্দর হইতে যে অবিশ্রান্ত জলন্ত অনল শিখা নির্গত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে অগ্নির অস্তিত্ব অনুভব করি না। আমরা জল-স্রোতে ক্ষুদ্র বালুকারেণুর শুভ্র জ্যোতি দেখিয়া রজত-ভ্রমে তাহারই পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি, কিন্তু আত্মা রূপ সুগভীর আকরে "হিরন্ময়ে পরে কোষে" যে অক্ষয় অমূল্য-রত্ন দীপ্তি পাইতেছেন, এক বারও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পাত করি না। কে আমারদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, কি জন্য আমরা প্রেরিত হইয়াছি, কোন্ অমূল্য ধন লাভের জন্যই বা দিবারাত্র হৃদয়-ভূমিতে আশানল প্রজ্বলিত হইতেছে, একবার তাহার আলোচনা করি না।

আজ বর্ষের শেষ দিন, দেখ, যাহারা বিষয়-বিত্ত লইয়া দ্বাদশ মাস কাল বিচরণ করিয়াছে, যাহারা বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছে, আজ চৈত্র মাসের শেষ দিন, আজ তাহারা কেমন শশব্যস্ত হইয়া সম্বৎসরের-ক্ষতি লাভের গণনা করিতেছে। কিন্তু আমরা আজ এখানে—এই পবিত্র মন্দিরে কিসের জন্য একত্রিত হইয়াছি? আমরা অচির অস্থায়ী ধন সম্পদের ক্ষতি লাভের আলোচনা করিতে এখানে আসি নাই। যে সাংসারিক ধন সম্পদের একান্ত উন্নতি হইলে মনুষ্য তৃণাসন পরিত্যাগ করিয়া, অধিক হয় তো মণি মাণিক্য-খচিত কাঞ্চন সিংহাসনেই আরোহণ করিতে পারে, যদি তাহার নিতান্তই দুর্গতি হয়, সুখদ ভোজন পানে বঞ্চিত হইয়া ভিক্ষা-লব্ধ খাবারে তাহাতেই দিনপাত করিতে হয়। এই পার্থিব ধন সম্পদের উন্নতি অবনতি দ্বারা মনুষ্যের আর কি অধিক সদ্গতি ও দুর্গতি হইতে পারে? কিন্তু যে অমূল্য অক্ষয় ধন পণ্ডিত বর্ব্বর, দরিদ্র সম্রাট,—দেব মনুষ্য সকলেরই প্রয়োজন, যাহার জন্য সকলেই আকুল ও অস্থির হইয়া রহিয়াছে, সেই অমৃত-ধনের ক্ষতি লাভের আলোচনা করিতে আজ বর্ষ-শেষ-দিবসে আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। যে ধন লব্ধ হইলে মনুষ্য মর্ত্ত্য-জীব হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে, ক্ষুদ্র কীট হইয়া ভূমা ঈশ্বরের সংসর্গ লাভে সমর্থ হয়, সংসার-বন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়া অনন্ত-কাল অনন্ত উন্নতি-পথে উত্থিত হইবার সামর্থ্য লাভ করে, পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ত্রিভুবন পরিপালক "পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করে" এবং যে ধনে বঞ্চিত হইলে ঈশ্বরের সহবাসের অধিকারী হইয়াও অধোগতি লাভ করিতে হয়, মনুষ্যের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়াও পশুবৎ জীবন যাপন করিতে হয়, সকল আশা আনন্দ-বিসর্জন দিয়া, কেবল অন্ন পানের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে হয়, সেই অক্ষয় অমূল্য ধর্ম্ম-ধন—ঈশ্বর-ধন লাভে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সম্বৎসর কাল এই ভুলোকে অবস্থান করিয়া আমারদের আত্মার উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে, আইস সকলে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার অনুধাবন করি। আত্মানুসন্ধান, আত্ম-জিজ্ঞাসা দ্বারা আপনাপন দোষাদোষ আলোচনা করিয়া দোষ ও অপরাধের জন্য অনুতাপিত হৃদয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় ... শুদ্ধ

কখন মণি মাণিক্য, কখন যশো মান, কখন বা সাম্রাজ্য, কখন বা বিদ্যা-বিত্ত লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল করিতেছে এবং তাহা লব্ধ হইলেও তৎ সম্ভোগে ক্ষুব্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া আবার বিষয়ান্তর উপার্জ্জনের জন্য তাহাকে অধিকতর অস্থির করিয়া তুলিতেছে, সে যে কি অমূল্য অক্ষয় ধন, কোন্ নিভৃত আকরে—কোন্ সুগম্ভীর রত্নাকরে যে তাহা নিহিত রহিয়াছে, মনুষ্য পদে পদে হতাশ্বাস ও প্রবঞ্চিত হইয়াও তাহার অনুসন্ধান করে না। সংসারের সকল স্থানে সকল পদার্থের নিকট হইতে নিরাশ হইয়াও সেই চির প্রার্থনীয় লক্ষ্যস্থানের প্রতি, সেই সুশীতল অক্ষয় তৃপ্তি সরোবরের প্রতি কাহারও বিজ্ঞান-চক্ষু নিপতিত হয় না। বালকেরা যেমন এক বার বহু আয়াসে বালুকা-রাশি সংগ্রহ করিয়া গৃহ-দ্বার নির্ম্মাণ করে, আবার মনঃপূত না হইলে অমনি তাহা ভগ্ন করিয়া অন্যাবিধ দ্রব্যের আহরণে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যও সেই রূপ সুখোদ্দেশে এক বার কোন রূপ পার্থিব বিষয় উপার্জ্জন করিতে উৎসাহ উদ্যমের সহিত প্রবৃত্ত হইতেছে, আবার সেই উপার্জ্জিত বিষয়ে বাঞ্ছিত সুখ-লাভে নিরাশ হইয়া অপর পদার্থের অনুসরণ করিতেছে। কোথায়ও আর প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি লাভ হইতেছে না। কেবল ব্যর্থ পর্য্যটনে জীবন-কাল নিঃশেষিত করিতেছে। নির্ব্বোধ ভৃত্য যেমন প্রভুর আহ্বানমাত্রে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বোধের অপেক্ষা না করিয়া ব্যাকুল অন্তরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে এবং মনঃ-কল্পিত নানা দ্রব্য তাঁহার নিকটে লইয়া যাইয়াও তাঁহার তুষ্টি-সাধন করিতে পারে না; সেই রূপ আত্মার যথার্থ লক্ষ্য, প্রকৃত প্রার্থনীয় সুখের অনুধাবন না করিয়া, তাহার যথার্থ তথ্য জিজ্ঞাসা না করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সমুদায় নানা প্রকার সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে ধাবিত হয়। কিন্তু পর্ব্বত সমান ধন সম্পদ, সমুদ্র সমান যশো মান আহরণ করিয়াও আত্মার তুষ্টি-সাধন করিতে—আত্মার সুখ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় না।

জলৌকা যেমন শোণিত-প্রয়াসে একটি তৃণ পরিত্যাগ করিয়া আবার তৃণান্তর আশ্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মুখ-বিস্তার করিতে থাকে, মানব-হৃদয়ও সেই রূপ সেই আন্তরিক দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সেই প্রেম-স্বরূপ রস-স্বরূপের সমীপ-বর্ত্তী হইবার জন্যই—সেই তৃপ্তি সরোবরের শান্তি-সুধা পান করিবার উদ্দেশে নানা বিষয়েরই প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু কুত্রাপি কোন পার্থিব বিষয়ে সেই দেব-দুর্লভ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কিছুতেই আর যথার্থ তৃপ্তি, প্রকৃত শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

দেখ, আমরা কেমন অন্ধ অচেতন জীব! আমরা দেখিতেছি যে, যে ধন-তৃষ্ণার অন্ত নাই যে বিষয় বিত্ত উপার্জ্জন জনিত ব্যাকুলতার শেষ নাই, যাহার দ্বারা চিরজীবন সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবারও প্রত্যাশা নাই, যাহার বিনিময়ে অক্ষয়-শান্তি, বিমল-আত্ম-প্রসাদ লব্ধ হইবারও সম্ভাবনা নাই, আমরা তাহারই জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, নদ নদী, সিন্ধুসাগর, পর্ব্বত প্রান্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিতেছি, তাহারই অর্জ্জন উপার্জ্জন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্ম-জ্ঞান শূন্য হইয়া জড়-পিণ্ডের ন্যায় কর্ম্ম-ভূমিতে ঘূর্ণিত হইতেছি।

আমরা বাহিরের পদার্থ হইতে যত প্রতারিত হইতেছি, তত দূরস্থ পদার্থের প্রতি-ধাবিত হইয়া আরো হতাশ ও প্রবঞ্চিত

হইতেছি ; তথায় কি কঠোর বস্তুতে দৃষ্টিপাত করি না, আরো দূর দূরান্তরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি। দৃশ্য নির্জীব জড় পদার্থের মধ্যেই চেতনকে—প্রাণকে অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু শরীরের মধ্যস্থিত সচেতন আত্মার অভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি না। আমরা মেঘের ধূম্রবর্ণ দেখিয়া তন্মধ্যেই অনলের অনুসন্ধান করিতে আকাশ পথে উড্ডীন হইতেছি, কিন্তু হৃদয়-কন্দর হইতে যে অবিশ্রান্ত জলন্ত অনল শিখা নির্গত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে অগ্নির অস্তিত্ব অনুভব করি না। আমরা জল-স্রোতে ক্ষুদ্র বালুকারেণুর শুভ্র জ্যোতি দেখিয়া রজত-ভ্রমে তাহারই পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি, কিন্তু আত্মা রূপ সুগভীর আকরে "হিরন্ময়ে পরে কোষে" যে অক্ষয় অমূল্য-রত্ন দীপ্তি পাইতেছেন, এক বারও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পাত করি না। কে আমারদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, কি জন্য আমরা প্রেরিত হইয়াছি, কোন্ অমূল্য ধন লাভের জন্যই বা দিবারাত্র হৃদয়-ভূমিতে আশানল প্রজ্বলিত হইতেছে, একবার তাহার আলোচনা করি না।

আজ বর্ষের শেষ দিন, দেখ, যাহারা বিষয়-বিত্ত লইয়া দ্বাদশ মাস কাল বিচরণ করিয়াছে, যাহারা বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছে, আজ চৈত্র মাসের শেষ দিন, আজ তাহারা কেমন শশব্যস্ত হইয়া সম্বৎসরের-ক্ষতি লাভের গণনা করিতেছে। কিন্তু আমরা আজ এখানে—এই পবিত্র মন্দিরে কিসের জন্য একত্রিত হইয়াছি? আমরা অচির অস্থায়ী ধন সম্পদের ক্ষতি লাভের আলোচনা করিতে এখানে আসি নাই। যে সাংসারিক ধন সম্পদের একান্ত উন্নতি হইলে মনুষ্য তৃণাসন পরিত্যাগ করিয়া, অধিক হয় তো মণি মাণিক্য-খচিত কাঞ্চন সিংহাসনেই আরোহণ করিতে পারে, যদি তাহার নিতান্তই দুর্গতি হয়, সুখদ ভোজন পানে বঞ্চিত হইয়া ভিক্ষা-লব্ধ শাকান্ন ভক্ষণেই দিনপাত করিতে হয়। এই পার্থিব ধন সম্পদের উন্নতি অবনতি দ্বারা মনুষ্যের আর কি অধিক সদ্গতি ও দুর্গতি হইতে পারে? কিন্তু যে অমূল্য অক্ষয় ধন পণ্ডিত বর্ব্বর, দরিদ্র সম্রাট,—দেব মনুষ্য সকলেরই প্রয়োজন, যাহার জন্য সকলেই আকুল ও অস্থির হইয়া রহিয়াছে, সেই অমৃত-ধনের ক্ষতি লাভের আলোচনা করিতে আজ বর্ষ-শেষ-দিবসে আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। যে ধন লব্ধ হইলে মনুষ্য মর্ত্ত্য-জীব হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে, ক্ষুদ্র কীট হইয়া ভূমা ঈশ্বরের সংসর্গ লাভে সমর্থ হয়, সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত কাল অনন্ত উন্নতি-পথে উন্নিত হইবার সামর্থ্য লাভ করে, পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ত্রিভুবন পরিপালক "পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করে" এবং যে ধনে বঞ্চিত হইলে ঈশ্বরের সহবাসের অধিকারী হইয়াও অধোগতি লাভ করিতে হয়, মনুষ্যের ন্যায় অঙ্গ-সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়াও পশুবৎ জীবন যাপন করিতে হয়, সকল আশা আনন্দ-বিসর্জন দিয়া, কেবল অন্ন পানের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে হয়, সেই অক্ষয় অমূল্য ধন—ঈশ্বর-ধন লাভে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সম্বৎসর কাল এই ভূলোকে অবস্থান করিয়া আমারদের আত্মার উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে, আইস সকলে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার অনুধাবন করি। আত্মানুসন্ধান, আত্ম-জিজ্ঞাসা দ্বারা আপনাপন দোষাদোষ আলোচনা করিয়া দোষ ও অপরাধের জন্য অনুতাপিত হয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় ...

পদানত হইয়া তাঁহার কৃপা-বারি প্রার্থনা করি। যোড় করে সরল-হৃদয়ে পাপ-বিকারের অপনয়নের জন্য তাঁহার প্রসাদ ও সাহায্য ভিক্ষা করি। সম্বৎসর মধ্যে যদি কিছু ধর্ম্ম-ভাব পুণ্য-ভাব অর্জ্জন করিয়া থাকি, এস সকলে তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাকেই ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সন্নিধানে আরো অধিকতর শুভ বৃদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনা করি। সেই পুত্রবৎসল অকিঞ্চন-শরণ অবশ্যই আমারদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী-পুরুষ! তুমি আমারদিগের প্রত্যেকেরই হৃদয়ের ভাব প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছ, তুমি আমারদের প্রতি জনেরই আত্মার উন্নতি ও অবনতি স্পষ্ট অবগত হইতেছ। আমরা যে জন্য ব্যাকুল হইয়া তোমার এই অবারিত দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, আমরা চাতকের ন্যায় তৃষিত পিপাসিত হইয়া যাহার জন্য কেবল তোমারই প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছি, তুমি তোমার সেই অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তি আমারদিগের সন্নিধানে প্রকাশ করিয়া সম্বৎসরকৃত পাপ-তাপ-জনিত মহদ্ভয় হইতে বিমুক্ত কর। মন্ত্রণা গ্লানি হইতে আমারদের আত্মাকে নিষ্কৃতি দিয়া তোমার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান দান কর। নব বল, নব উৎসাহ, নবানুরাগ প্রেরণ করত আমারদের আত্মাকে তোমার দিকে উন্নত কর, তোমার উপাসনায় তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে অধিকতর উৎসাহী করিয়া আমারদিগকে তোমার মঙ্গলময় মধুময় সহবাস সুখের অধিকারী করিয়া আমারদের আত্মার দুর্নিবার্য্য-স্পৃহা চরিতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

সাপ্তাহিক উপদেশ।

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন।

"তিনি তাঁহার সঙ্গ লাভ প্রয়াস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর থাকেন।"

যেমন জ্ঞান-নেত্রে ঈশ্বরকে দর্শন করিলেই হৃদয় হইতে প্রীতিরস উচ্ছলিত হয়, তেমনি তাঁহাতে হৃদয় প্রীতিমান্ হইলেই অবিচ্ছেদে তাঁহার সহিত অবস্থান করিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। হৃদয়ে এই রূপ অকপট ব্যাকুলতা উৎপন্ন হইলেই সাধক ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। মনুষ্য যতক্ষণ জাগরিত থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার মন কোন না কোন বিষয়ে অবশ্যই সংযুক্ত হইয়া থাকে। শরীর কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেও মন এক বারে নিশ্চিন্ত হয় না। যে বিষয়ে যে পরিমাণে অনুরাগ হয়, মানুষের মন সেই পরিমাণে সেই বিষয়ের অনুসরণ করে। কোন পার্থিব বস্তু যাহাঁর অধিকতর প্রিয়, তাহাঁর চিন্তা দিবসের মধ্যে অধিক বার তাহারই প্রতি প্রধাবিত হয়। যিনি সকল পদার্থ অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাসেন, তাঁহার মন ঈশ্বরেতেই অধিক কাল সংলগ্ন হইয়া থাকে। আপনার মনের গতি পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা ঈশ্বরকে কেমন প্রীতি করিয়া থাকি। মন সহজে আপনার প্রেমাস্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না এবং অত্যন্ত ক্লেশ করিয়াও তাহাকে তাঁহার প্রতি লইয়া যাইতে হয় না। যদি বাস্তবিক তাঁহাতে প্রীতি জন্মিয়া থাকে, তবে মন সহজেই তাঁহার সঙ্গী হইয়া উঠে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাঁহাতে প্রণয় বন্ধন করিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই ভক্ত এবং তিনিই যোগী।

ঈশ্বর-প্রীতির সহিত আমাদের ইচ্ছার একটি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বরেতে যে পরিমাণে আমাদের প্রীতি হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে থাকিবে। ঈশ্বর যাঁহার যথার্থই প্রেমাস্পদ হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা-স্রোতে আপনাকে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তিনি যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া জানিতে পারেন, তাহাই সম্পাদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য হয়। তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করেন। তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে তাঁহার ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। ঈশ্বর-প্রেমের অনুরোধে তিনি পর্ব্বতসমান বিঘ্ন বিপত্তিও পদতলে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হন। যাহা তাঁহার সেই প্রেমাস্পদের অনভিপ্রেত বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয়, তাহা তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। সমুদায় প্রাণের সহিত ঈশ্বরের অনুকরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়। তিনি তাঁহাকে আপনার একমাত্র শরণ ও সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার শরণাগত হন এবং তাঁহার প্রেম-স্বরূপে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে তাঁহার দাসত্বে নিয়োজিত করেন।

কিন্তু ঈশ্বরকে জানিবার সময় আমাদের নানাবিধ ভ্রম হইতে পারে। ঈশ্বর বাস্তবিক যে রূপ নহেন, আমরা হয়তো বুদ্ধি-দোষে তাঁহাকে সেই রূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। প্রথমে ঈশ্বর সমুদায় বুদ্ধি বৃত্তির অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকেন; পরে জ্ঞানগোচর হন; জ্ঞানগোচর হইলেই যখন আমরা তাঁহাকে লইয়া চিন্তা করিতে থাকি, সেই সময়ে তাঁহার বিষয়ে নানাবিধ ভ্রান্তি হইতে পারে। এই কারণে ঈশ্বর-বিষয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সৃষ্টি ও নির্ম্মাণের ইতর বিশেষ করিতে না পারিয়া সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরকে কার্য্যতও নির্ম্মাতা বলিয়া দেখেন, তাঁহাদের এই ভ্রম হইতে আর একটি ভয়ানক ভ্রম উৎপন্ন হয়—তাঁহারা তাঁহাকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ ও উদাসীন বলিয়া অবধারণ করেন; বাক্য ও বক্তার ন্যায়, গতি ও গন্তার ন্যায় এবং দর্শন ও দ্রষ্টার ন্যায় জগৎ ও ঈশ্বরের যোগ বুঝিতে পারেন না, এবং তাঁহার বিশ্রাম-হীন কর্ম্মশীলতা ও তৎকর্ত্তৃক আমাদের সহায়তা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ঈশ্বরের অনুকরণই পরম পুরুষার্থ সাধনের উপায় এবং সেই অনুকরণে মনুষ্য স্বভাবতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য উক্তরূপ সাধকগণ আপনারাও সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চান, কর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত হইতে থাকেন কিন্তু যাঁহারা জানেন, ঈশ্বর জগতের প্রাণ; তিনি অন্ধীভূত জড় পদার্থের মধ্য দিয়া অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিতেছেন, এবং স্বাধীন আত্মা সকলের নিয়ন্তা হইয়া আমাদের সঙ্গে আছেন; সেই নির্লিপ্ত পুরুষ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন ও সংসারের প্রতি উদাসীনও নহেন; প্রত্যুত সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন এবং স্বহস্তে ইহার মঙ্গল সকল বিধান করিতেছেন;—তাঁহাদের জীবন অন্য প্রকার হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরকে দর্শন করিবার সময় যাহাতে ভ্রম-প্রমাদ উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে প্রতি সাধকের সতর্ক হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

সমুদায় সংসার সেই দেব-দেবের মন্দির। তাঁহার ভক্ত এই মন্দিরকে সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করেন। পাপ-রূপ আবর্জ্জনা সকল সংসারের যে যে স্থান মলিন করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল স্থান

পরিত্রাণ করিবার জন্য তিনি কোন ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করেন না। যাহাতে সমস্ত সংসারে ধর্ম্ম-সমীরণ অবাধে সঞ্চারিত হয়, সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহার উপায় সকল বিধান করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। কত দিন এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন, তিনি তাহা গণনা করিয়া অনুসন্ধান করেন না; কিন্তু এখানে যত দিন থাকিবেন, তত দিন এখানকার উন্নতি সাধনেই অতিবাহিত করেন; যেহেতু, তিনি আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা সাংসারিক কার্য্যের ফলাফল পরিমাণ করেন না; প্রত্যুত তাঁহার সেই ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা সেই মঙ্গল পুরুষের উদ্দেশ্য কত দূর সম্পন্ন হইল, তাহাই কেবল তাঁহার একমাত্র দৃষ্টি; সংসারের কার্য্য তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধুর কার্য্য বলিয়া জানেন, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়া আলস্যে কাল ক্ষেপ তাঁহার নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। জগতের কল্যাণ সাধনেই তিনি আপনার সমুদায় জীবন উৎসর্গ করেন। ঈশ্বরপ্রেমরূপ সুগন্ধি সমীরণে তাঁহার মন সঞ্চরণ করিয়া সর্ব্বদা স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে. আলস্য তাঁহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারে না। কি প্রকারে সেই দেব দেবের মন্দিরস্বরূপ এই জগৎ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকিবে. তাহার চিন্তাতেই তিনি আনন্দের সহিত আপনাকে নিয়োগ করেন এবং তাহার সম্পাদনেই আপনার সমুদায় ক্ষমতা সমর্পণ করেন।

তিনি দেখেন যে, পৃথিবীতে যাবতীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতেছে, ধর্ম্মের প্রতি অনবধানতাই প্রায় তৎসমুদায়ের এক মাত্র কারণ। ধর্ম্মাধিকরণ যে জনসম্বাধে আকুল হইয়া উঠিতেছে. কারাগার-সকল যে লোকে পরিপূর্ণ হইতেছে, এবং তাহার শোকধ্বনি ও বিলাপে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে. ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই ইহার মূলীভূত কারণ। মানবগণ যে পরস্পর অনিষ্ট সাধনে রত হইয়া ঘোরতর উৎপাত উপস্থিত করিতেছে, পরনিন্দা ও পরপীড়ায় যে প্রতিসমাজই নিপীড়িত হইতেছে, পাপের স্রোতঃ প্রতিপল্লীকেই যে পরিপ্লাবিত করিতেছে, ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই ইহার মূলীভূত কারণ। এক দেশের লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিতেছে, পরস্পরের শোণিত পাত তাহার দেবমন্দির এই পৃথিবীকে উচ্ছলিত করিতেছে, এবং দুর্ভিক্ষ দুঃখ দারিদ্র্য এক এক দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই ইহার মূলীভূত কারণ। অভিপ্রায়ের দুষ্টতা, বাক্যের কুটিলতা ও কার্য্যের কদর্য্যতা কেবল ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা হইতেই উৎপন্ন হয়। কোন স্থানে পতিপ্রাণা রমণী তাঁহার দুর্বৃত্ত স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন; কোন স্থানে নিরীহ স্বামী তাঁহার শীলহীনা পত্নীর অসদাচরণে আকুলিত হইতেছেন, কোন স্থানে দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের পদতলে নিপীড়িত হইতেছে. কোন স্থানে প্রভু ভৃত্যগণের বিশ্বাসঘাতকতায় সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন; তিনি এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনার মূলে ধর্ম্মের অভাব নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত হন এবং প্রাণপণে ধর্ম্মোন্নতি সাধনে আপনাকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার প্রিয়তমের পবিত্র আলয় হইতে পাপের দুর্গন্ধ দূরীকৃত হইয়া যাহাতে অনবরত পুণ্য সমীরণ সঞ্চারিত হইতে থাকে, তাহাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে অনুষ্ঠেয় হয়। কেবল ইহলোকের অশুভ নিবারণ করাই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের এক মাত্র উদ্দেশ্য হয় এরূপ নহে, তিনি ঈশ্বর-প্রসাদে যে জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি প্রতি আত্মার ভবিষ্যৎ গতিও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। সমস্ত

জনসমাজ ইহ লোকে সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া যাহাতে উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত হইয়া পরলোকে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার প্রতি তাঁহার সমধিক দৃষ্টি নিয়োজিত হয়। তিনি জানেন যে, সকল মনুষ্যই তাঁহার পরমপিতার সন্তান, অতএব তিনি স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেমের আস্বাদ পাইয়া যে বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন, যাহাতে সমুদায় নর-নারী সেই আনন্দসাগরে অবগাহন করেন, তাহার নিমিত্ত তিনি অকৃত্রিম যত্ন সহকারে চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রেমাস্পদ ঈশ্বর যেমন কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, তিনিও সেই রূপ পাপী ও পুণ্যাত্মা, সুশীল ও দুর্বৃত্ত, সকলের বন্ধু হইয়া সকলের নিমিত্তই হিত চিন্তা শুভানুষ্ঠান করত জীবনকাল অতিবাহিত করেন। তিনি স্বয়ং যেমন ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, সেই রূপ আর সকলকেও যত ক্ষণ তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সম্মিলিত করিতে না পারেন, তত ক্ষণ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার উদ্যাপিত হয় না। তিনি কেবল মতের পরিবর্ত্তন করিয়াই পরিতৃপ্ত হন না, যত ক্ষণ জনসমাজের ধর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত ও বলিষ্ঠ না হয়, যত ক্ষণ মনুষ্যের চরিত্র হইতে ধর্ম্মজ্যোতি বিকীর্ণ না হয়, তত ক্ষণ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার উদ্যাপিত হয় না।

তিনি দেখেন যে, জ্ঞানের অভাবে অনেকে সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিতেছে। যিনি ঈশ্বর, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; যাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং যাহা যথার্থই উন্নতি, তাহা অবজ্ঞাত হইয়া আছে, প্রত্যুত লোকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে অনীশ্বরের আরাধনা করিতেছে, অফল কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সমস্ত আয়ুঃ ক্ষেপণ করিতেছে এবং এক স্থানে অবস্থিত হইয়াই আপনাকে উন্নত বোধ করিতেছে। যেখানে প্রীতি করা উচিত, সেখানে দ্বেষ করিতেছে, যেখানে ভক্তি করা উচিত, সেখানে ঘৃণা করিতেছে, যেখানে অনুরাগ হওয়া আবশ্যক, সেখানে বিরাগ প্রদর্শন করিতেছে, আত্মকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল ঈশ্বরের বিড়ম্বনা ভাবিয়া অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছে, অচেতন গ্রহোপগ্রহ সকলকে আপনাদের শুভাশুভের নিয়ন্তা ভাবিয়া বৃথা বিব্রত হইতেছে, এবং বাল্যসুলভ কামনাতে উত্তেজিত হইয়া উন্নত আশা ও মহান্ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতেছে, আত্ম-নিগ্রহ দ্বারা আত্মাকে উত্তপ্ত করাই তপস্যার অর্থ, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শরীরকে পরিতাপিত করিয়া অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতেছে; ঈশ্বর অনন্ত-স্বরূপ, তাঁহাকে পরিমিত করিতেছে, তিনি সকলের স্রষ্টা, তাঁহাকে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিতেছে, তিনি সকলের প্রাণ-দাতা, মর্ত্য জীব মনুষ্য তাঁহার প্রাণ দান করিতেছে; তিনি জন্মহীন [illegible] গণ্ডে, তা [illegible] জন্ম-উদ্‌যাপন [illegible] ভাবিতেছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে স্থান বিশেষে বদ্ধ করিতেছে, তিনি প্রেমময় প্রেমাস্পদ, তাঁহাকে ভয়ের আস্পদ করিতেছে, শান্তিনিকেতন স্বর্গকে বিলাস ভূমি করিতেছে। এই সমস্ত ভ্রম হইতে যে সকল কুসংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা যে নানা দুঃখের আকর স্বরূপ হইয়া উঠে [illegible]। জ্ঞানের অভাবে কেবল যে এই দুরবস্থা হইয়াছে এমন নহে, [illegible] কার্য্যে বিষম বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইতেছে। কি সামাজিক ব্যাপার, কি পারিবারিক অনুষ্ঠান, কি সাংসারিক কার্য্য, [illegible] সকল বিষয়েই ঘোরতর অত্যাচার স্বরূপ। ভৌতিক জগৎ, মনুষ্যসমাজ ও ঈশ্বর এই তিনের সহিতই

আমাদের অনুল্লঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে; অনন্ত কালের বন্ধু ঈশ্বর ইহ কালে ভৌতিক জগৎ ও মনুষ্যসমাজের উপর জগতের বহুতর কল্যাণ গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানের অভাবে সেই কল্যাণের বহু অংশে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। দেখ, যে সকল ভৌতিক পদার্থে মনুষ্যের হস্ত নাই, তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা কেমন অবাধে জয় যুক্ত হইতেছে! পৃথিবী কেমন নিয়মিত রূপে আপনার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য কেমন যথোচিত সময়ে প্রতিদিন আমাদের সহিত সাক্ষাৎকার করে। দিবা রাত্রি, মেঘ বিদ্যুৎ ও গ্রহ তারা কেমন অবাধে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেছে। ঈশ্বরের ভক্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার ইচ্ছাকে এই রূপ জয়যুক্ত দেখিতে অভিলাষ করেন এবং সকল পদার্থ হইতেই কল্যাণ-রস নিষ্কাশণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হন। তিনি জনসমাজের অজ্ঞান ও মূর্খতাকে এই শুভ কামনার বিঘ্ন-স্বরূপ দেখিয়া জ্ঞানালোক প্রচারে যত্ন করিতে থাকেন। যাহাতে সমুদায় মনুষ্য ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ, মধুময় ধর্ম্ম, সামাজিক নীতি, শারীরিক বিধান ও ভৌতিক নিয়ম অবগত হইয়া সুশৃঙ্খল রূপে ইহ লোকের কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিয়া পর লোকে উপযুক্ত বেশে উপনীত হইতে পারেন, তাহার নিমিত্ত তিনি সাধ্যানুসারে সর্ব্বত্র সত্য জ্ঞান প্রচার করিতে থাকেন।

যাহারা মোহ বশতঃ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের মঙ্গলময় অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্ব্বিষহ দুরবস্থা ভোগ করিতেছে, তিনি তাহাদিগের বিপদ্ ও দুঃখরাশি মোচন করিবার নিমিত্ত অকপট মমতার সহিত অগ্রসর হন। "যাহারা ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে দণ্ড দিতেছেন, অতএব তাহার প্রতি মনুষ্যের দয়া করা অনুচিত" তিনি এই কুতর্কমূলক যুক্তিকে পদতলে দলিত করিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের উদার প্রীতির সহিত পরামর্শ করেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীর, রোগীর মলিন শয্যা ও শোকাতুরের নির্জ্জন গৃহ তাঁহার ভক্তিভাজন পরমেশ্বরের পরিচারণা-স্থান। দীন হীনের প্রার্থনা বাক্য, রোগীর করুণ স্বর ও শোকার্ত্তের ক্রন্দনের অভ্যন্তরে লীন হইয়া ঈশ্বরের মধুময় ধ্বনি সমর্থদিগকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছে, ঈশ্বরের ভক্ত তাহা শ্রবণ করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। দুঃখী ও দুঃখিনীদিগের অশ্রুধারা তাঁহার আলস্য ও বিলাস-স্পৃহা চূর্ণ করিয়া দেয়। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি যত ক্ষণ তাহাদিগের উপকার সাধনে পরিশ্রান্ত না হয়, তত ক্ষণ তিনি নিরস্ত হন না।

রাজনীতি, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের উপর মনুষ্য সমাজের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, ঈশ্বরের ভক্ত তৎ সমুদায়েরই উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; তিনি জানেন যে সেই ইচ্ছা কেবল মঙ্গলময় এবং জগতের মঙ্গল কার্য্যই সেই মঙ্গলময় ইচ্ছার পরিচায়ক; অতএব তিনি যাহা জগতের—মনুষ্যসমাজের কল্যাণকর দেখিতে পান, তাহাই তাঁহার প্রেমাস্পদের প্রিয় কার্য্য বলিয়া অবধারণ করেন এবং সাধ্যানুসারে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরের এ রূপ অভিপ্রায় নহে যে, এক জনকেই জগতের সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। যেমন এক জনের মুখশ্রী অন্যের মুখশ্রীতে লীন হইয়া যায় না, সেই রূপ এক জনের মন অন্যের মনের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হয় না। সকল শরীরের

উপাদান একই প্রকার হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন শরীরে বিশেষ বিশেষ ভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই রূপ ঈশ্বরের নির্ম্মাণ-কৌশলে একই উপাদানে নির্ম্মিত ভিন্ন ভিন্ন আত্মা সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকটিত করিতেছে। ইহা দ্বারাই তাঁহার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে যে, সকলে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে থাকিবে। এই বিচিত্রতাই তাঁহার সংসারের সৌন্দর্য্য। কেহ আচার্য্য হইয়া জনসমাজের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন করিতেছেন, কেহ রাজা হইয়া প্রজা সমূহের শান্তি রক্ষা করিতেছেন, কেহ বণিক্ হইয়া নানা দেশের দ্রব্যজাত স্থানে স্থানে পরিবেশন করিতেছেন, কেহ কৃষক হইয়া ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যাগণের নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছেন এবং কেহ শিল্পী হইয়া প্রয়োজনোপযোগী নানা দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেছেন, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের একই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতেছে—জগতের মঙ্গল হইতেছে। যদি পৃথিবীতে এমন কোন উচ্চ স্থান থাকিত যে তথায় আরোহণ করিলে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য অবাধে নয়ন গোচর হইতে পারে, তাহা হইলে এই বিচিত্রতা ও এই বিচিত্রতা দ্বারা এক মহান্ উদ্দেশ্যের সম্পাদন যুগপৎ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হইত। কোন নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়া দেখ, নাটকের প্রথম অঙ্ক অবধি শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত সমস্ত ভাগ কেবল বিচিত্রতাতেই পরিপূর্ণ দেখিবে; সেই বিচিত্রতাই অভিনয়ের সৌন্দর্য্য ও সূত্রধারের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতেছে। এই সংসাররূপ নাট্যশালায় সেই এক মাত্র সূত্রধারের উদ্দেশে—যে অক্ষয় অভিনয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, কোন্ কবি ইহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? ইহার বিচিত্রতা কে বা গণনা করিতে পারে? তিনি যাহাকে যে ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন, সূত্রধারের প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহারই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে থাকুন। কার্য্য ভেদে তাঁহার প্রসন্নতার ইতর বিশেষ হয় না; কর্ত্তব্য মাত্রেই তাঁহার কার্য্য। রাজগণের শান্তি স্থাপন অবধি সামান্য সূচীকর্ম্ম পর্য্যন্ত জগতের কল্যাণকর সমস্ত কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। তন্মধ্যে তিনি যাঁহাকে যে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহার অন্যথা করাই তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা।

যাঁহার যে রূপ সাধ্য, তিনি তদনুসারে সংসারের মঙ্গল সাধন করিবেন, ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিয়ম। যিনি সহস্র মুদ্রার অধিপতি, তিনি যদি দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ পঞ্চশত মুদ্রা দান করেন, এবং শত মুদ্রার অধিপতি যদি পঞ্চাশৎ মুদ্রা দেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উভয়ই সমান। সকল কার্য্যের সময়েই ঈশ্বর এই রূপ বিচার করেন। ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য আমা হইতে কত দূর অনুষ্ঠিত হইল, ইহা গণনা করিয়া কেহ যেন অভিমানী না হন; আমি আমার সমুদায় ক্ষমতা অকপটে ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি কি না, ইহার আন্দোলন করাই আমাদের শ্রেয়স্কর। তাঁহার কার্য্যের শেষ নাই; কিন্তু আমাদের শক্তিই তাঁহার কার্য্যে নিঃশেষ করা উচিত।

অনবরত প্রবাহিত কার্য্য-স্রোতে ভাসমান হইয়া মনুষ্য অনেক সময় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়েন। ঈশ্বরের প্রসন্নতা যে কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহার সহিত মনুষ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা সকল জড়িত হইয়া তাহাকে অপবিত্র করে। অতএব

সাবধান হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ কর; ঈশ্বরের সংসার হইতে ঈশ্বরের অধিকার বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিও না। ঈশ্বরের প্রসন্নতাই একমাত্র লক্ষ্য, সেই প্রসন্নতা আমাদের আত্মাতে আত্ম প্রসাদ রূপে আবির্ভূত হয়। তাহাই ভক্তের ভৃতি, তাহাই ভক্তের পুরস্কার।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম।

[illegible] হোম।

৮৮ সংখ্যার ১০ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ প্রভঞ্জৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা।

হে 'বৃহস্পতে' ত্বং 'রথেন' 'পরিদীয়াঃ' পর্য্যট 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'অপবাধমানঃ' নিস্তুদন্ 'রক্ষোহা' রক্ষসাং হন্তা তথা প্রভঞ্জন্ নিমর্দ্দং কুর্ব্বতাং টৈত্যানাং 'সেনাঃ' সৈন্যানি 'যুধা' যুদ্ধেন 'প্রমৃণো' প্রক্ষিপ তথা 'জয়ন্' সন্ অর্থাদ্বোধান্ 'অস্মাকং' 'রথানাং' 'অবিতা' 'এধি' [illegible] কোভব। ইতি দেবৈবধূয়তে।

হে বৃহস্পতি! তুমি রাক্ষসগণের হন্তা, তুমি শত্রুগণকে বিনাশ করত রথারোহণে পর্য্যটন কর, তুমি যুদ্ধে বিমর্দ্দকারী দৈত্য সৈন্য পরাভব কর এবং জয়যুক্ত হইয়া আমাদের রথ-সকল রক্ষা কর।

শুক্র স্তে অন্যদ্যজত তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা।১

১ এইটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠমণ্ডলের পঞ্চম অনুবাকের নবম সূক্তের প্রথম ঋক্। ভরদ্বাজ ঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ও পূষা দেবতা। রাজেন্দ্র স্মৃতিতে এ ঋকটি গৃহীত হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে অন্য ঋক্ আছে। এই ঋকে কেবল একটি শুক্র শব্দ আছে। তদ্ভিন্ন শক্র শব্দের উপযোগী আর কোন শব্দই নাই, শুক্র শব্দের যৌগিক অর্থ শুক্ল। মহর্ষি যাস্ক স্বীয় নিরুক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শুক্রং তে অন্যৎ, লোহিতং তে অন্যৎ; যজীয়ং তে অন্যৎ অযজ্ঞীয়ং তে অন্যৎ ইতি বা; বিষমরূপে অহনী,

হে 'অহনী' [illegible] 'শুক্রং' [illegible] অধিকরণভাবমুপগচ্ছতং। [illegible] হে [illegible] 'তে' তব অহঃ 'অন্যৎ' [illegible] তথা হে পূষন্ 'তে' তব অহঃ অন্যৎ [illegible]। অথং ভাবঃ। যস্মিন্নহনি যথাকাশ্চ [illegible] ন তত্র পূষা, যত্র পূষা ন তত্র যথাবান্। শুক্রঃ পুনরুক্তয়তোপ্যর্থ্যতে একস্মিন্নেবাহনি যথাবত্তা সহ শুক্লোহর্থ্যতে। অপরস্মিন্ পূষা সহেতি। অতএব হে অহনী 'বিষুরূপে' নানারূপধারিণী। তেন দিনদ্বয়মধ্যে যাগে অহ্নোঃ সম্বোধন পূর্ব্বক আদেশোয়ং। তথা হে 'স্বধাবন্' স্বধয়া শাক কর্ম্মোপলক্ষ্যতে সা যস্যাস্তি স স্বধাবন্ ধ্যাতে হে আত্মদেন হে সূর্য্য ইতি যাবৎ ত্বং দ্যৌরিবাসি আকাশ ইব ব্যাপকোসি 'হি' যস্মাৎ 'বিশ্বাঃ' 'মায়াঃ' 'অবসি' অবিদ্যাত্মকত্বাৎ সংসারস্য মায়ারূপত্বং জগজ্জপামায়া পোপাসি। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃপ্রজা ইতিশ্রুতেঃ সূর্য্যএব জগতঃ পালয়িতা তথা হে 'পূষন্' 'ইহ' যজ্ঞে 'ভদ্রা' শুভপ্রদা 'রাতিঃ' আশীর্ব্বাদরূপং 'তে তব দানং 'অস্তু'। সূর্য্য পূষ শুক্রানামনুকীর্ত্তনাৎ শুক্র টনেপূযপযুক্তা ঋগিয়ং।

কর্ম্মণা দ্যৌরিবাসি; সর্ব্বাণি চ প্রজ্ঞানানি অবসি; অন্নবন। মাধবাচার্য্য ধৃত।

হে পূষা তোমার বিসদৃশ দুটি দিন—একটি শুক্ল আর একটি লোহিত অথবা একটি যজ্ঞীয় আর একটি অযজ্ঞীয় তুমি কার্য্যে সূর্য্যের ন্যায়, হে অন্নবন্! তুমি সমুদায় প্রজ্ঞার রক্ষা করিতেছ।

মাধবাচার্য্য এই নিরুক্ত অবলম্বন করিয়া এই অর্থ করিয়াছেন।

হে 'পূষন্' 'তে' 'তব' 'শুক্রং' শুক্লবর্ণং অন্য, একং অহঃ ভবতি বাসরাত্মকং। তথা 'তে' তব সম্বন্ধি 'যজতং' যজিবত্র সঙ্গতিকরণে বর্ত্ততে যজনীয়ং— প্রকাশেন সংগমনীয়ং স্বতঃ কৃষ্ণবর্ণং 'অন্যৎ' একং অহঃ ভবতি রাত্র্যাখ্যং। ইথং বিষুরূপে শুক্ল-কৃষ্ণা নানা রূপে অহনী তব মহিম্না নিষ্পদ্যেতে। যদ্বা হে পূষন্ ত্বদীয়ং অন্যৎ' একং রূপং 'শুক্রং' নির্ম্মলং দিবসোৎপাদকং ত্বদীয়ং 'অন্যৎ' একং রূপং 'যজতং' কেবলং যজনীয়ং ন প্রকাশকং রাত্রেরুৎপাদকং অতএব 'বিষুরূপে' বিষম রূপে 'অহনী' অহশ্চ রাত্রিশ্চ ভবতঃ। অহোরাত্রয়োর্নির্ম্মাণে সূর্য্যএব কর্ত্তা কথমস্য প্রসক্তিরিতি তত্রাহ 'দ্যৌরিবাসি' যথা দ্যৌরাদিত্যঃ প্রকাশয়িতা তথা ত্বং প্রকাশকোহসি। কিঞ্চ হে স্বধাবঃ' (মাধবাচার্য্যমতে 'স্বধাবন্' পাঠ নাই) অন্নবন্ পূষন্ 'বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ 'মায়াঃ' প্রজ্ঞাঃ 'হি' যস্মাৎ কারণাৎ 'অবসি' রক্ষসি অতঃকারণাৎ ত্বং সূর্য্যইব ভাসি ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্য 'তে' তব 'ভদ্রা' কল্যাণী 'রাতিঃ' দানং 'ইহ' অস্মাসু 'অস্তু' ভবতু।

হে পূষ! তোমার দিন ও রাত্রিরূপ দুটি দিবস বিচিত্র অথবা পরস্পর বিসদৃশ; একটি শুক্ল অর্থাৎ শুক্লবর্ণ, আর একটী যজত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ; তুমি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক কেন না তুমি সমুদায় প্রজ্ঞা রক্ষা করিতেছ; তুমি আমাদিগকে শুভপ্রদ আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

হে স্বধাবান্! তোমার অর্চনার দিনে পুষা দেবতার অর্চনা কর না; হে পুষা! সেই রূপ তোমার পূজাদিবসেও স্বধাবানের অর্চনা কর না। কিন্তু হে পৃথক্ পৃথক্ দিবসদ্বয়; তোমরা উভয়েই শুক দেবতার আরাধনার কাল। হে স্বধাবান্! তুমি আকাশের ন্যায় ব্যাপক, কেন না তুমি বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছ। হে পুষা! তুমি এই যজ্ঞে শুভপ্রদ আশীর্ব্বাদ কর।

শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা।[1]

আপঃ 'নঃ' অস্মাকং 'শং' 'কল্যাণায়' 'ভবন্তু' কিম্ভুতাঃ 'দেবীঃ' দেব্যঃ দ্যুত্যাদিবিষয়াঃ কিমর্থং 'অভীষ্টয়ে' উপচারার্থং 'পীতয়ে' পানায় চ। কিঞ্চ 'নঃ' অস্মান্ 'অভিস্রবন্তু' কিমর্থং 'শংযোঃ কল্যাণসংযোগায়। আপোঽস্মাকমুপচারায় পানায় কল্যাণসংযোগায় চ ভবন্তু ইত্যাশংসা বাক্যার্থঃ। শনিগ্রহেণ গ্রহত্বে পূর্ব্বমভিষিক্ত ইতি তন্মন্ত্রোযং।

আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি ও পানের নিমিত্ত জলদেবতা কল্যাণরূপা হউন এবং মঙ্গলের নিমিত্ত নিঃসৃত হইতে থাকুন।

কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা।[2]

'চিত্রে' চয়নকর্ম্মণি প্রযোজক ইন্দ্রঃ কয়া 'ঊতী' 'ঊত্যা' কেন তর্পণেন 'নঃ' অস্মাকং 'সদাবৃধঃ' সদা বৃদ্ধিকারী 'আভুবৎ' ভূযাৎ 'কয়া' চ 'অবৃতা' ক্রিয়য়া 'চিত্রে' নঃ 'সখা' মিত্রং আভুবৎ কিম্ভুতয়া অবৃতা 'শচিষ্ঠয়া' সাতিশয়কর্ম্মবত্যা শচীতি কর্ম্মণোনাম তত ইষ্ঠ তেনাযমর্থঃ সাতিশয়কর্ম্মবত্যা কেন তর্পণেন কয়া বা ক্রিয়য়া পরিপাট্যা ইন্দ্রোস্মাকং বৃদ্ধিকারী সখা চ ভূযাদিতি প্রশ্নো বাক্যার্থঃ। ত্বষ্টা কল্পিত ধবং তদনুজিতাস্য। পূর্ব্বমনেন ত্বষ্টাভিষিক্ত ইতি তৎ প্রিয়োপায়ং মন্ত্রঃ।

ইন্দ্র আমাদের অভ্যুদয় কার্য্যে কি রূপ তৃপ্তি ও কর্ম্ম-পারিপাট্য দ্বারা আমাদের উন্নতিপ্রদ ও সখা হইবেন?

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা।[3]

হে কেতো প্রজ্ঞরূপ ত্বং 'সমজায়থাঃ সম্যাগুৎপন্ন উজ্জ্বমানানঃ 'উষদ্ভিঃ' বসদ্ভিঃ গুরুকৈরিত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্ 'মর্য্যাঃ' মর্ত্তাঃ তাঃ 'কেতুং' জ্ঞানং 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্। অকেতবে জ্ঞানমপিতু 'পেশঃ' কুর্ব্বন। পেশঃ শব্দেন সুবর্ণং সৌন্দর্য্যং বা অভিধীয়তে। তথাচ শাব্রীয় ব্রাহ্মণঃ। পেশস্কৃত্রী পেশসো মাত্রার্থমুপাদায়েত্যাদি। অত্র পেশঃ শব্দেন সৌন্দর্য্যমিতি ব্যাখ্যাতং। কিন্তু তেভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ অকেতবে অজ্ঞানেভ্যঃ তথা 'অপেশসে' নির্দ্ধনেভ্যঃ রূপে ভ্যোবা।

হে কেতু! জ্ঞান-হীন ও রূপ-হীন মনুষ্যগণকে জ্ঞান ও রূপ প্রদান করত গুরুজনগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ কর।

লোকপালাদির হোম

১। তৎপরে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের হোম করিবেক, যথা—

[1] এই ঋকটি গুণবিষ্ণু ভট্ট জল-দেবতার পক্ষে অর্থ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এই বলিয়া শনির প্রতি নিয়োগ করিয়াছেন যে, এই মন্ত্র বলিয়া শনি পূর্ব্বে গ্রহত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এই জন্য ইহা তাঁহারই মন্ত্র হইয়াছে।

[2] এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে তৃতীয় অনুবাকের দশম সূক্তে এবং সামবেদের পূর্ব্বার্চ্চিকে দ্বিতীয় প্রপাঠকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ঋষি বামদেব, দেবতা ইন্দ্র, ছন্দঃ গায়ত্রী, ঋগ্বেদের বামদেব কালে এই রূপ ঋষি প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্যের টীকার সহিত গুণবিষ্ণুর টীকার মিল নাই বটে কিন্তু গুণবিষ্ণু ইহাকে ইন্দ্র দেবতা পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে এই মন্ত্র দ্বারা রাহুকে অভিষেক করা হইয়াছিল এই জন্য ইহা রাহুরও মন্ত্র হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে রাহুর মন্ত্র অন্য প্রকার আছে।

[3] এইটি ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋক্। বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দাঃ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দের নাম; ইন্দ্র ইহার দেবতা। পূর্ব্বের মন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও কেবল একটি কেতু শব্দ আছে; মাধবাচার্য্য ইহার এই রূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, হে 'মর্য্যাঃ' মনুষ্যাঃ ইদমাশ্চর্য্যং পশ্যত ইত্যধ্যাহার্য্যঃ কিমাশ্চর্য্যমিতি তদুচ্যতে। আদিত্যরূপোঽয়মিন্দ্রঃ 'উষদ্ভিঃ' দাহকৈ রশ্মিভিঃ প্রতিদিন মুষঃ কালৈর্বা 'সং' সম্ভূয় 'অজায়থাঃ উদপদ্যত। অথবা সূর্য্যস্যৈবাস্তসময়ে মরণমুপচর্য্য ব্যত্যযেন বহুবচনং কৃত্বা সম্বোধনং ক্রিয়তে হে মর্য্যা প্রতিদিনং ত্বং অজায়থা ইতি যোজ্যং। কিং কুর্ব্বন্। 'অকেতবে' রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিনে 'কেতুং কৃণ্বন্' প্রাতঃপ্রজ্ঞানং কুর্ব্বন্ অপেশসে রাত্রাবন্ধকারাবৃতত্বেন অনভিব্যক্তত্বাৎ রূপরহিতায় পদার্থায় প্রাতরন্ধকার নিবারণেন 'পেশঃ' রূপং অভিব্যক্তমানং কুর্ব্বন্।

এতদনুযায়ী অর্থ এই—প্রাণী সকল রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত হওয়াতে জ্ঞানরহিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করত এবং রাত্রিতে তমসাবৃত হওয়াতে সমুদায় পদার্থ রূপহীন হইয়াছিল, তাহাদিগকে রূপ দান করত সূর্য্য কর জালের সহিত (অথবা উষা কালের সহিত) উদয় হইয়াছেন। হে মনুষ্যগণ দেখ।

ওঁ ইন্দ্রায় লোকপালায় স্বাহা। এবং বহ্নয়ে, যমায়, নির্ঋতয়ে, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়

২। এই রূপ প্রত্যেক দেবতাদিগের হোম করিবেক।

উদকাঞ্জলিসেক।

প্রথমে কুশণ্ডিকাতে উদকাঞ্জলিসেকের যে রূপ পদ্ধতি আছে, তাহার সহিত এই উদকাঞ্জলিসেকের ভেদ এই যে, সেখানে সর্বশেষে "দেব সবিতঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে পর্য্যুক্ষণ করিবার বিধি আছে; এখানে সেই মন্ত্র দ্বারাই প্রথমে পর্য্যুক্ষণ করিবেক। এবং অন্য তিনটি মন্ত্রে 'অনুমন্যস্ব' (অনুমতি কর) এই পদের পরিবর্ত্তে 'অন্বমংস্থা' (অনুমতি করিয়াছ) এই রূপ হইবেক।

যজ্ঞাস্থ্যরণ।

১। অনন্তর উত্তান হস্তদ্বয়ে আস্তীর্ণ কুশ সকল হইতে কতকগুলি কুশ লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া যথাক্রমে সেই কুশসমষ্টির অগ্র, মধ্য ও মূল ঘৃতে নিমগ্ন করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ বযোদেবতা (পক্ষিণো দেবতা) দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্তু বযঃ।

'অক্তং' ঘৃতাক্তং 'রিহানাঃ' আস্বাদয়ন্তঃ 'ব্যন্তু' ভক্ষয়ন্তু 'বয়ঃ' পক্ষিণঃ।

পক্ষী সকল এই ঘৃতাক্ত কুশ আস্বাদন করত ভোজন করুন।

২। তৎপরে সেই কুশজুটিকায় জল সিঞ্চন করিয়া নিম্নলিখিত ঋক্ দ্বারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষি অনুষ্টুপ্ছন্দঃ রুদ্রো-দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।

'যঃ' 'রুদ্রঃ' পরেষাং রোদনদাতা 'পশূনাং' গবাদীনাং 'অধিপতিঃ' স্বামী 'তন্তিচরঃ' অন্তরীক্ষকঃ 'বৃষা' বর্ষিতা পর্জ্জন্যরূপঃ। হে রুদ্র 'অস্মাকং' 'পশূন্' 'মা হিংসীঃ' 'এতৎ' 'হুতং' 'তব 'অস্তু' প্রীতয়ে ইতি শেষঃ।

অন্তর্যামী বৃষ্টিদাতা রুদ্র পশুগণের অধিপতি; হে রুদ্র! আমাদের পশুগণকে হিংসা করিও না; তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই আহুতি দিতেছি।

পূর্ণাহুতি।

১ অনন্তর যথারীতি মৃড় নামে অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও গন্ধ মাল্য তাম্বূল দ্বারা অর্চনা করিয়া নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা।

'পূর্ণহোমং' 'যশসে' কীর্ত্ত্যর্থং 'জুহোমি' 'যঃ' 'অস্মৈ' যশসে জুহোতি যশঃ কর্ত্তৃ 'অস্মৈ' হোত্রে 'বরং' অভিমতফলং দদাতি অতোঽহং 'বরং' 'বৃণে' 'যশসা' 'ভামি' 'লোকে' যশস্বী ভবামীত্যর্থঃ।

যশের নিমিত্ত পূর্ণাহুতি প্রদান করি, যিনি ইহার নিমিত্ত হোম করেন, ইনি তাঁহাকে বর দেন, অতএব এই বর চাই আমি যেন জগতে যশস্বী হই।

নূতন পুস্তক।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। আত্মোৎকর্ষ বিধান। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি প্রণীত; বর্দ্ধমান অর্য্যমাযন্ত্রে মুদ্রিত। এই গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা চ্যানিঙের সেল্‌ফ্ কলচর নামক পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত ও ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে।

২। বরিশাল ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। ইহা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ও উপাচার্য্যের উপদেশ এই দুইটি বিষয় আছে।

৩। আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বিবরণ। ইহা ইংরাজী গ্রন্থ কর্ত্তার এডিসনকে আদর্শ করিয়া লিখিত ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। হেমলতা। ইহা একখানি বিবিধ সদুপদেশ পূর্ণ সাহিত্য। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র কর কর্ত্তৃক বিরচিত ও নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। চিত্তচৈতন্যোদয়। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পদ্যে প্রণীত ও স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। স্তোত্রাষ্টক ও সঙ্গীত, এবং শিশুর নিত্যকর্ম্ম ও নীতিপঞ্চাশৎ। এই দুই খানি পুস্তক শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেন, কর্ত্তৃক রচিত ও বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই পুস্তক ইংরাজীতে লিখিত ও জি, পি, রায় কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে।

৮। অজবিলাপ। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কালিদাসের রঘুবংশের স্থল বিশেষের পদ্যানুবাদ। ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	/১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	/০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ তাৎপর্য্য সহিত	॥০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র ভাল কাগজে ছাপা (লাল কাল অক্ষরে)	১॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত ..	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	/০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৶০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	/১
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫।৬। সংখ্যা একত্র বাঁধান	।০
ব্রহ্মোপাসনা	/৩
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	/১
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	/০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	/০
দুর্গোৎসব	/০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	
তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড	
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তৃতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান ..	১॥০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র	৶০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ ..	১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১।৶০
মাঘোৎসব	১
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
প্রবচন সংগ্রহ	/১০
সংগীত মুক্তাবলী	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	।৶০
প্রশ্ন মঞ্জরী	॥০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
উদ্বোধনাঞ্জলি	/১
গৃহ কর্ম্ম	৶০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৶০
ব্রহ্মসাধন	/১০
সুভাব সঙ্গীত	।০

	Rs.	As
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		
Selections from Vaidanta		

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৯৫ ৸/০
পুস্তকালয়	৪২ ./১০
যন্ত্রালয়	৭২ ৷৷০
ডাক মাসুল	২ ./০
দ্রব্য বিক্রয়	৩ ৷৷৵০
অনিরূপিত	৷৷০
গচ্ছিত	৫৩ ৸১০
	৩৮৬ ৷৷৵০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৩৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৬৭ ৵০
পুস্তকালয়	৩২
যন্ত্রালয়	৯০ /০
ডাক মাসুল	৩৮ ৸/১০
অক্ষর ক্রয়	৪০ ৷৵৫
আলোকের ব্যয়	২৪ ৷৷/১০
অনিরূপিত	২৪ ৷৷/১৫
গচ্ছিত	
	৬৪৭ ৷৷৵০

আয় .. .	৩৮৬ ৷৷/০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৩৬৬ ৷০
	৭৫৩ /০
ব্যয়	৬৪৭ ৷৷৵০
স্থিত	১০৫ ৷৵৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের

দাতব্য আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১২
" যদুনাথ দে	২
" রামমোহন দে ..	২
	১৬

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ..	২৫
" ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১৬
" হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	২
	৪৪
	৬০

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর মাঘ ও ফাল্গুন মাসের বেতন	২০
আয়	৬০
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	২০৪ ./১০
	২৬৪ ./১০
ব্যয়	২০
স্থিত	২৪৪ ./১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২০ বৈশাখ [illegible]বার

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ১৭৯০ শক।

২৯৮ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ উষাদেবতা।[১]

১০৮১

১১। ব্যূর্ণ্বতী দিবো অন্তাঁ অবোধ্যপ স্বসারং সনুতর্য়ুযোতি। প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য চক্ষসা বি ভাতি।

১১। 'দিবঃ' নভসঃ 'অন্তান্' প্রান্তান 'ব্যূর্ণ্বতী' বিবৃতান তমসা বিযুক্তান্ কুর্ব্বতী উষাঃ 'অবোধি' সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ অজ্ঞায়ি জ্ঞাতাভূৎ। তদনন্তরং 'স্বসারং' উষসঃ প্রাদুর্ভাবে সতি স্বয়মেব সরন্তীং নিশাং 'সনুতঃ' অন্তর্হিত নামৈতৎ অন্তর্হিতপ্রদেশে 'অপযুয়োতি' অপগময্য পৃথক্ করোতি। 'মনুষ্যা' মনুষ্যানাং সম্বন্ধীনি 'যুগানি' কৃতত্রেতাদীনি 'প্রমিনতী' গমনাগমনাভ্যাং প্রকর্ষেণ হিংসতী 'জারস্য' রাত্রের্জরয়িতুঃ সূর্য্যস্য 'যোষা' জায়া উষাঃ 'চক্ষসা' আত্মীয়েন প্রকাশেন 'বিভাতি' বিশেষেণ প্রকাশতে।

১১। যে উষা আকাশের প্রান্তভাগ সকল অন্ধকার হইতে বিমুক্ত করেন, সকলে তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছে। যে নিশা উষার উদয়ে স্বয়ং প্রস্থান করে, উষা তাঁহাকে অন্তর্হিত প্রদেশে দূর করিয়া দেন। ইনি মনুষ্যদিগের যুগচতুষ্টয় বিনষ্ট করেন। সূর্য্যদেব ইহাঁকে ভার্য্যাত্বে স্বীকার করিয়াছেন। এই উষা স্বীয় তেজে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

১০৮২

১২। পশূন্ন চিত্রা সুভগা প্রথানা সিন্ধুর্ন ক্ষোদ উর্বিয়া ব্যশ্বৈৎ। অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি সূর্য্যস্য চেতি রশ্মিভির্দৃশানা।

১২। 'সুভগা' শোভনধনা 'চিত্রা' চায়নীয়া পূজনীয়া উষাঃ 'পশূন্' 'ন' যথা পশূন্ গোপালকো বনেষু বিস্তারয়তি তথা 'প্রথানা' তেজাংসি বিস্তারয়ন্তী 'উর্ব্বিয়া' উর্ব্বী মহতী এবম্ভূতা সা 'ব্যশ্বৈৎ' সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্নোৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'সিন্ধুঃ ন ক্ষোদঃ' যথা স্যন্দনশীলং উদকং নিম্নদেশে অচিরাদেব ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। ঈদৃশী উষাঃ 'সূর্য্যস্য' 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ সহ 'দৃশানা' দৃশ্যমানা সতী 'চেতি' প্রজ্ঞাতা আসীৎ। কিং কুর্ব্বতী 'দৈব্যানি' দেবসম্বন্ধীনি ব্রতানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি 'অমিনতী' অহিংসতী অনুষ্ঠানে যজমানান্ প্রবর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ। উষসঃ প্রাদুর্ভাবানন্তরং হ্যগ্নিহোত্রাদীনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অনুষ্ঠীয়ন্তে। ন রাত্রৌ ন সায়ং মন্ত্র দেবতা অদৃষ্ট মিতি শ্রুতেঃ।

১২। ইনি পশুপালকের ন্যায় স্বীয় তেজ বিস্তার করিয়া থাকেন। যে প্রকার জল নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ ইনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন। ইনি সূর্য্যের কিরণ সহ দৃশ্যমান হন এবং দেবকার্য্যের প্রবর্ত্তক।

---

১ বৈশাখ মাসের পত্রিকায় 'সোমো দেবতা' স্থলে 'উষা দেবতা' হইবে।

১২। শোভন-ধন-সম্পন্না মহতী পূজনীয়া উষা গোপালক যেমন অরণ্য-মধ্যে পশু সকল বিস্তার করে সেই রূপ আপনার তেজ সকল বিস্তারিত করিয়া প্রভুত সলিল যেমন নিম্ন দেশে ব্যাপ্ত হয়, সেই প্রকার স্বয়ং সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। উষা দেবী দৈব কার্য্য সকল প্রবর্ত্তিত করত সূর্য্য কিরণের সহিত দৃশ্যমান হইয়া পরিজ্ঞাত হন।

উষ্ণিক্ ছন্দঃ।

১০৮৩

১৩। উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্ম-ভ্যং বাজিনীবতি। যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে।

১৩। হে 'বাজিনীবতি' হবির্লক্ষণং অন্নং অন্নবতী ক্রিয়া বাজিনী তথা ক্রিয়য়া যুক্তে 'উষঃ' উষো দেবতে 'অস্মভ্যং' 'চিত্রং' চায়নীয়ং 'তৎ' ধনং 'আভর' আহর প্রযচ্ছ। যেন ধনেন 'তোকং' পুত্রং 'তনয়ং' তৎপুত্রং চ ধামহে দধ্মহে ধারয়ামঃ। অত্র নিরুক্তং উষস্তচ্চিত্রং চায়নীয়ং ধনমাহরাস্মভ্যমন্নবতি যেন পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ দধীমহি।

১৩। হে অন্নবতী উষা। তুমি আমাদিগকে সেই মহার্হ ধন প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমরা পুত্র পৌত্রদিগকে প্রতিপালন করিতে পারি।

১০৮৪

১৪। উষো অদ্যেহ গোমত্য-শ্বাবতি বিভাবরি। রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি।

১৪। হে 'গোমতি' অশ্বমত্যং দানৈর্ব্যোঃ গোভিঃ যুক্তে তথা 'অশ্বাবতি' অশ্বৈর্যুক্তে 'বিভাবরি' বিশিষ্ট প্রকাশোপেতে 'সূনৃতাবতি' প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ সূনৃতা তাদৃশ্যা বাচা যুক্তে দেবতে হে 'উষঃ' উষো দেবতে 'অদ্য' ইদানীং প্রভাত সময়ে 'ইহ' অস্মিন দেশে 'অস্মে' অস্মাকং 'রেবৎ' ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা 'ব্যুচ্ছ' নৈশং তমো বিবাসয়।

১৪। হে উষা! তুমি গো এবং অশ্বযুক্ত প্রকাশশীল ও সুনৃত বাক্য সম্পন্ন। এক্ষণে নিশার অন্ধকার নিরাকরণ কর, আমরা এই স্থানে মহা আড়ম্বরে দৈব কর্ম্ম সম্পাদন করি।

১০৮৫

১৫। যুক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাঁ অদ্যারুণাঁ উষঃ। অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ। ১। ৬। ২৬।

১৫। হে 'বাজিনীবতি' হবির্লক্ষণান্নবতি 'উষঃ' উষো দেবতে 'অরুণান্' অরুণবর্ণান 'অশ্বান' অশ্বস্থানীয়ান গো: নিশ্যমান 'অদ্য' অস্মিন কালে 'যুক্ষ্ব' 'হি' যোজয়ৈব। স্থিরবধারণে। অথানন্তরং রথমারুহ্য 'বিশ্বা' 'সৌভগানি' সর্ব্বাণি সৌভাগ্যানি 'নঃ' অস্মভ্যং 'আবহ' আনয়। ১। ৬। ২৬।

১৫। হে অন্নযুক্ত উষা! তুমি এক্ষণে অরুণ বর্ণ গো সমুদয় রথে যোজিত কর। তৎপরে আমাদিগকে সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর। ১। ৬। ২৬।

অশ্বিনী দেবতা।

১০৮৬

১৬। অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গো-মদস্রা হিরণ্যবৎ। অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতং।

১৬। উষঃ সাহচর্য্যাৎ বুদ্ধিস্থাবশ্বিনাবিদমাদিকেন স্তুয়তে বুধ্যেতে। হে 'অশ্বিনা' অশ্ববন্তৌ ব্যাপনশীলৌ বা দেবৌ 'দস্রা' শত্রূণাং উপক্ষপয়িতারৌ 'অস্মৎ' অস্মাকং 'বর্ত্তিঃ' বর্ত্তনহেতুভূতং গৃহং 'আ' সমন্তাৎ 'গোমৎ' বহুভি-র্গোভির্যুক্তং হিরণ্যবৎ হিরণ্যমনীষ ধনযুক্তং চ যথা ভবতি তথ 'সমনসা' সমান মনস্কৌ সন্তৌ যুবাং যুষ্মদীয়ং 'রথং' 'অর্বাক্' অর্ব্বাচীনং অস্মদীয়ং গৃহমভিমুখং 'নিযচ্ছতং' আবর্ত্তয়তং।

১৬। হে শত্রুনাশক অশ্বযুক্ত অশ্বিনী-কুমারদ্বয়! তোমরা একমনা হইয়া সমস্তাৎ গোগণ পরিবৃত ও সুবর্ণপূর্ণ আমাদিগের গৃহের অভিমুখে তোমাদিগের রথ প্রেরণ কর।

১০৮৭

১৭। যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ। আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবং।

১৭। হে অশ্বিনৌ 'যৌ' যুবাং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'শ্লোকং' উপশ্লোকনীয়ং প্রশংসনীয়ং 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'ইত্থা' ইত্থং

অশ্বাভিঃ অনুভূয়মানেন প্রকারেণ 'চক্রপুঃ' স্তুয়মানৌ কেষাঞ্চিৎ মতেন সূর্য্যাচন্দ্রমসাবশ্বিনৌ উচ্যেতে। অনু- ক্তং যাস্কেন তৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে সূর্য্যা- [illegible]

তৌ 'যুবং' যুবাং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ঊর্জ্জং' বলপ্রদমন্নং 'আব- হতং' আনয়তং প্রযচ্ছতং।

১৭। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা দ্যু- লোক হইতে প্রশংসনীয় তেজ এই দৃশ্য- মান ভাবে প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা আমাদিগকে বলপ্রদ অন্ন প্রদান কর।

১০৮৮

১৮। এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্তনী। উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে। ১। ৬। ২৭।

১৮। 'উষর্বুধঃ' উষসি প্রবুদ্ধাঃ অশ্বাঃ 'ইহ' অস্মিন যাগে 'সোমপীতয়ে' সোমপানায় 'দস্রা' শত্রূণামুপক্ষ- য়িতারৌ অশ্বিনৌ 'আবহন্তু' আনয়ন্তু। কীদৃশৌ 'দেবা' দেবনশীলৌ দানাদিগুণযুক্তৌ বা 'ময়োভুবা' ময়সঃ আ- রোগ্য প্রদস্য সুখস্য ভাবয়িতারৌ অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজাবিতিশ্রুতেঃ। 'হিরণ্যবর্ত্তনী' বর্ত্ততে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তনি শব্দেন রথ উচ্যতে সুবর্ণময়ো বর্ত্তনি যয়োস্তৌ। ১। ৬। ২৭।

১৮। হে উষাকালে প্রবুদ্ধ অশ্ব সকল! তোমরা শত্রুনাশক দানাদিগুণযুক্ত সুবর্ণ- ময় রথ সম্পন্ন সুখপ্রদ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপান করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আ- নয়ন কর। ১। ৬। ২৭।

ব্রাহ্মসমাজ।

নববর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

রবিবার ১ বৈশাখ ১৭৯০ শক।

অদ্যকার ব্রাহ্মসমাজ বুধবারের সমাজের ন্যায় নহে; অদ্য বিশেষ সমাজ;—আমাদের পরম পূজনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ জ্যোতিঃ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে যে দিন অবধি নব বর্ষের গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই বৈশাখ মাসের প্রথম দিন। অদ্যাবধি নূতন বৎসর কেবল হিন্দু জাতির মধ্যেই পরি- গণিত হইয়া থাকে। [illegible]

হইতে ব্রাহ্ম সম্বতের গণনা আরম্ভ করিয়া জন্ম- ভূমির সহিত আপনার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন। তদনুসারে অদ্য প্রভৃতি ঊন- চত্বারিংশ ব্রাহ্মসম্বৎ আরব্ধ হইল। "যাঁহার শাসনে অহো-রাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে;" ব্রাহ্মেরা "সেই জ্যো- তির জ্যোতি, অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ" পর ব্রহ্মের উপাসনায় নব বর্ষের প্রথম ভাগ উৎসর্গ করিয়া এই জন্য মঙ্গলাচরণ করিলেন, যাহাতে সম্বৎসর কাল কেবল মঙ্গলেতেই অতিবাহিত হয়। ভৌতিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত মঙ্গলই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলস্বরূপের উপর নির্ভর করিতেছে। চিরকালই তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন এবং এ বৎসরও আমাদিগের মঙ্গল বিধান করি- বেন তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যেন আপন দোষে সেই সমস্ত মঙ্গল লাভে বঞ্চিত না হই, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট শুভ বুদ্ধি প্রার্থনা করি। যেমন বৈশাখ মাসের মাসিক সমাজ এই নব বর্ষের ব্রাহ্ম- সমাজের সহিত একীভূত হইয়াছে, সেই রূপ আমাদের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা তাঁহার সহিত একীভূত হউক। কিন্তু যে ব্রাহ্মসমাজে উপ- বেশন করিয়া আজি সম্বৎসরের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি, হে ব্রাহ্মগণ! আপনারা সেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনের জন্য বল প্রার্থনা করুন—ব্রাহ্মসমাজকে কি প্রকার উন্নত করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবেন, তাহা আলোচনা করুন। আপনাদের সময় যতই মহামূল্য হউক, তাহা ব্রাহ্মসমাজের হিত চিন্তায় নিয়োগ করিলে অপব্যয়িত হইবে না। আমাদের স্বার্থ চিন্তাই কি সমুদয় আয়ুঃ

গ্রাস করিয়া রাখিবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি অদ্যাপি আমাদের মমতা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই? ব্রাহ্মসমাজ কি আমাদের স্নেহাস্পদ হন নাই? অলসেরা যেমন পরিশ্রমের ভার সাধুগণের উপর সমর্পণ করিয়া পরিশ্রমের ফল অসঙ্কোচে অপহরণ করিয়া লয়, আমরাও কি সেই রূপ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির পরিশ্রম অন্যের মস্তকে চির কাল নিক্ষেপ করিয়া রাখিব এবং তাহার ফল ভোগের সময়ে নির্লজ্জ হইয়া হস্ত প্রসারণ করিব? হা কৃষক! তুমি এই গ্রীষ্ম কালে ভীষণ উত্তাপে দগ্ধ হইয়া গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে অতি কঠিন মৃত্তিকা সকল কর্ষণ করিতেছ, আর তোমার রক্তে যে তণ্ডুল উৎপন্ন হইবে, আমরা তাহার প্রত্যাশায় আলস্য-শয্যায় উপবেশন করিয়া আছি! জনক জননীর গলগ্রহ হইয়া কেবল তাঁহাদের ধন ক্ষয় করা পুত্রগণের কি লজ্জার বিষয় নহে? অতএব আপনারা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করুন, তাহার অনন্ত ফল পাইবেন; কেবল আপনারা নহেন, পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরায় সেই ফল শত গুণ করিয়া ফলিত হইতে থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করুন।

ব্রাহ্মসমাজ আর কিছুই নহে—আপনাদের সকলকে লইয়া ঈশ্বরের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য যে একটি কল্যাণরূপ সুন্দর শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই নাম ব্রাহ্মসমাজ; আপনারা প্রত্যেকেই তাহার অঙ্গস্বরূপ হইয়া তাহার উন্নতিতে উন্নত হইয়া উঠিতেছেন; এই রূপ নিশ্চয় জানিবেন, ইহার অবনতিতে আপনারাই অবনত হইয়া পড়িবেন; আপনাদের বংশপরম্পরাকে সেই অবনতির বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। আর অনবধানতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না। ভারত বর্ষে যে শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, এই অনবধানতা ও উদাসীনতা হইতেই তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল; হিন্দু জাতির পতন সেই অঙ্কুরজাত বিষময় বৃক্ষের ফল। যথেষ্ট হইয়াছে; তথাপি কি শিক্ষা লাভ হয় নাই? এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করুন; যে উপায়ে তাহা সংসাধিত হইবে, তাহা অবলম্বন করুন; ব্রাহ্মসমাজ কি গুরুতর বিষয়, তাহার অনুশীলন করুন

ব্রাহ্মসমাজে একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য উপাসকদিগের সম্মিলন হইবে। যে দেশের লোক হউক, যে জাতির হউক, যে অবস্থার হউক, যে বয়সের হউক, একমাত্র পরব্রহ্মের আরাধনা লক্ষ্য করিয়া একত্র সমাগত হইলেই ব্রাহ্মসমাজ হইবে। কি অট্টালিকায়, কি পর্ণকুটীরে, কি অনাবৃত প্রান্তরে, কি নদীকূলে, কি পর্ব্বতের পরিসরে, কি বৃক্ষতলে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কি প্রভাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়ং কালে, কি নিশীথ সময়ে সকল কালেই ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সকলে একত্র হইতে পারেন। পুণ্যবান্ কি পাপাত্মা, বিদ্বান্ কি মুর্খ, সভ্য কি বর্ব্বর, ধনী কি দরিদ্র, ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, পুরুষ কি স্ত্রী, বৃদ্ধ কি বালক, সকলেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের আরাধনার সময়ে সংসারের সমুদায় প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে রাজার সহিত প্রজার, পণ্ডিতের সহিত মুর্খের, ধনীর সহিত দরিদ্রের, পুরুষের সহিত স্ত্রীর, উচ্চের সহিত নীচের প্রভেদ করা যদি আবশ্যক হয়—মধুময় প্রণয়রস বিচ্ছেদের জন্যে নয়—পরস্পরের মঙ্গলের জন্যে যদি প্রভেদ করা আবশ্যক

হয়, যুক্তর; ব্রাহ্মসমাজে সমুদায় আত্মা এক উপাসনা-সূত্রে গ্রথিত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্নিধানে উপনীত হইবে। দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, অবস্থার নিয়ম নাই, জাতির নিয়ম নাই, বয়সের নিয়ম নাই; এই মাত্র নিয়ম যে, ব্রাহ্মসমাজে কেবল এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। ব্রাহ্মসমাজের আর কোন অর্থ নাই।

ব্রাহ্মসমাজ সেই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অপাপবিদ্ধ পরমাত্মাতে আত্মা সকলের সমাধান করিবার স্থান; সংসারানলে দীপ্তশিরাদিগের অমৃত-সলিলে অবগাহন করিবার স্থান; সেই জগদ্‌গুরু জ্ঞান-সমুদ্র হইতে আপ্তোপদেশ লাভ করিবার স্থান; সেই শান্ত-রসাস্পদ রসস্বরূপ হইতে শান্তিরস পান করিবার স্থান। আকাশের প্রতি বিন্দুতে সেই অতীন্দ্রিয় আত্মা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; প্রত্যেক পদার্থ হইতে সেই অদৃশ্য জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে; আমাদের আত্মাতে তিনি প্রাণরূপে বর্ত্তমান আছেন। আমি যেমন এই শরীরের আত্মা, তিনি তেমনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা; তিনি এই সমস্ত ভৌতিক পদার্থের আত্মা, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা। তিনি সমস্ত জগতের প্রাণ, তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, বাক্যের বাক্য, মনের মন। তিনি ঊর্দ্ধেতে অধোতে, বামে ও দক্ষিণে, পশ্চাতে ও সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন। শরীর দ্বারা নয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়, কল্পনা দ্বারা নয়, আত্মা আপনার নৈসর্গিক বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেছে। এই গ্রীষ্ম কালে যেমন শীতল জলে অবগাহন করিলে আরাম বোধ হয়, সেই রূপ আত্মা সেই শান্তি-সরোবরে নিমগ্ন হইয়া আরাম লাভ করে। তাঁহাতে সমাহিত হইলে মনুষ্য প্রীতির প্রসার, কর্ত্তব্যের উপদেশ ও ধর্ম্মের বল অতর্কিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বদর্শী আমাদিগকে দেখিতেছেন; কেবল আমাদের বহির্বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরের গূঢ় কামনা, গূঢ় অভিসন্ধি ও গূঢ় উদ্দেশ্য স্পষ্টাক্ষরবৎ পাঠ করিতেছেন; তাঁহার এই সর্ব্বতঃ প্রসারিত দৃষ্টি, এই অব্যাহত দৃষ্টি আত্মা যখন অনুভব করে, তখন, সহস্র চেষ্টাতে যে ফল লাভ করা যায় নাই, তাহা এক নিমেষ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুভানুধ্যায়ী গুরুদের বহু উপদেশে যে দোষ সংশোধন করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে এক বারে ভস্মীভূত হয়। অনেক যত্নেও যে উন্নতি হয় নাই, তাহা সেই মহান্ পুরুষে সংযুক্ত হইয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সংসারের কোন স্থানে যে সান্ত্বনা মিলে নাই, তাহা সেই প্রেমমুখ দর্শন মাত্রেই লাভ করা যায়। মর্ত্ত্য মনুষ্য! আর কি ফল লাভ করিতে চাও?

ব্রাহ্মসমাজ এই প্রকার চিত্ত সমাধানের উপায়-সকল বিধান করিয়া দিবেন এবং ইহার প্রতিবন্ধক-সকল দূরীকৃত করিবেন। কিন্তু ইহাতে সাধকগণেরও বহু যত্ন আবশ্যক হইতেছে। প্রধানতঃ এই—সাধকগণকে একনিষ্ঠ স্থির চিন্তা লইয়া এখানে প্রবেশ করিতে হইবে। পৃথিবীতে নানাবিধ পদার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, নানাবিধ ভাবের লোক আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং বিচিত্র ঘটনা-সকল আমাদিগকে লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ক্রীড়া করিতেছে; আমরা নির্লিপ্ত থাকিবার নিমিত্ত যতই চেষ্টা করি, তথাপি তৎসমুদায় হইতে আমাদের মনে নানাবিধ ভাব সংক্রামিত হইতে থাকে এবং আমরা ইচ্ছা না করিলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের চিন্তাকে অপহরণ করে; অন্ততঃ মনুষ্যের মনে এমন সকল বিকৃত প্রতিবিম্ব আরোপিত করিয়া দেয় যে,

তাহা এক বারে প্রক্ষালন করা সকলের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। মনুষ্যের মন যেমন স্বপ্নাবস্থাতে সেই সকল প্রতিবিম্ব লইয়া উহাদের ন্যায় ব্যবহার করে, সেই রূপ সংযত হইবামাত্র জাগ্রদবস্থাতেও সেই সমস্ত প্রতিবিম্ব দ্বারা নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাও অল্প আক্ষেপের বিষয় নয় যে, কত আবশ্যক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া বহু কষ্টে চিত্তাকে যেমন স্থির করিলেন, অমনি তাহা তৈল-হীন প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া গেল. তিনি নিদ্রাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্ববর্ত্তী উপাসকদিগেরও বিঘ্নস্বরূপ হইতে লাগিলেন। চিত্তের চঞ্চলতা, অথবা তাহার লয় উভয়ই সাধকের আশা ও পরিশ্রম বিফল করিয়া দেয়। চিত্তকে এই উভয়বিধ উপদ্রব হইতে মুক্ত রাখিয়া অবাতকম্পিত অথচ প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় প্রস্তুত করিতে হইবে। উপাসনা, স্তোত্র, সংগীত ব্যাখ্যান, উপদেশ সকলই নিরর্থক হইবে, অতিতিক্ত হইয়া বিরক্তিকর হইবে, যদি স্থির চিত্তে অবস্থান অভ্যস্ত না হয়।

একাকী যাঁহাকে নিজস্ব বলিয়া ভোগ করিয়া থাকি, তাঁহাকে সাধারণ করিবা মনুষ্য জাতির সৌভ্রাত্ররূপ মহামূল্য রত্ন উপার্জ্জন করিবার স্থান এই ব্রাহ্মসমাজ। একটি ক্ষুদ্র দীপ হয় তো অতি সামান্য বায়ুতেই নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে; কিন্তু যখন অগ্নিরাশি একত্র হইয়া মহারণ্য দগ্ধ করিতে থাকে, তখন সেই দুর্দ্ধ-শত্রু সমীরণই তাহার সহায়তা করিতে যায়; মনুষ্য বর্ত্তমান সংসারে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া আছে; একাকী সেই সমস্ত অরাতিকে পরাজয় করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন, এমন মহাত্মা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হন না। ঈশ্বর আমাদিগকে পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন; সংসারের কার্য্যে যেমন এই সাহায্য আবশ্যক; আত্মার উন্নতি সাধনেও ইহা সেই রূপ আবশ্যক ইহা পদে পদে পরীক্ষিত হইতেছে। পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া মনুষ্যগণ অপূর্ব্ব বল ধারণ করেন। জড়ের ন্যায় আত্মায় আত্মায় এক প্রকার আধ্যাত্মিক যোগাকর্ষণ আছে, তাহার প্রভাবে মনুষ্য জাতি অতি অদ্ভুত দুঃসাধ্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতে পারেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু কেবল যোগাকর্ষণ প্রভাবে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীরূপ ধারণ করিয়াছে। কোন বৃক্ষ একাকী প্রান্তরের মধ্যে বসন্ত কালে পুষ্পরূপ লোভনীয় হাস্য বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু গ্রীষ্ম কালের প্রচণ্ড বাত্যাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে; যদি তাহাকে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে রোপণ করা যাইত, হয় তো চির কালই জীবিত থাকিতে পারিত। মনুষ্যও সেই রূপ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া আশ্চর্য্য বল ধারণ করেন এবং কত বিপৎপাত অনায়াসে বহন করিতে থাকেন। ধার্ম্মিক হইবার নিমিত্ত—মনুষ্য হইবার নিমিত্ত যে প্রকার বিশ্বাস, যে প্রকার ভাব ও যে প্রকার সদাচার নিতান্ত আবশ্যক, সাধু সমাজে তাহা আশ্চর্য্য রূপে পরস্পরের উপর সংক্রামিত হয়। যখন ঈশ্বরের আরাধনায় আসি, তখন পরস্পরের প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু দর্শন করিলে আমাদের প্রেমানল দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; ইহা সামান্য উপকার নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মহান্ উদ্দেশ্য আছে, তাহা পরস্পরের সৌভ্রাত্ররসে সম্মিলিত সমাজ ব্যতীত একের দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। এক উদ্দেশ্যে দৃষ্টি বন্ধন করিয়া সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের যে কি বল গূঢ় রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা কে বুঝিতে পারিবে? যখন

মহাসমুদ্রের নিভৃত গর্ভে প্রবালকীট সকল এক একটি আসিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, হা! তখন কেহই দেখে না; কিন্তু তাহা হইতেই প্রকাণ্ড দ্বীপ মহাসাগরের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, পর্ব্বতসমান তরঙ্গের আঘাত-পরম্পরা অবলীলায় সহ্য করিতে থাকে এবং কত শত ভগ্নপোত নিরাশ্রয়দিগকে মৃত্যু-গ্রাস হইতে উদ্ধার করে। "ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবার কোন ফল নাই!" আর এ কথা কেহই যেন বলেন না। হে মধু-মক্ষিকাগণ! বালকদিগের উত্তেজনায় উত্ত্যক্ত হইয়া পরিশ্রমে ক্লান্ত হইও না; মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতে থাক; যখন মধু সঞ্চয় হইবে, তখন বিকারগ্রস্ত মর্ত্ত্য লোক, বিকারগ্রস্ত হিন্দু জাতি মহৌষধ জ্ঞানে সমাদর করিবে এবং হস্ত তুলিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে। হায়! ব্রাহ্মসমাজে আসিবার কোন ফলই নাই! তুমি কি ফলের প্রত্যাশায় আগমন কর? যে ফলের প্রত্যাশায় নানা-দ্রব্য-পরিপূর্ণ আপণ মধ্যে যাও, যে ফলের প্রত্যাশায় রাজসভায় প্রবেশ কর, যে ফলের প্রত্যাশায় নাট্যশালায় উপস্থিত হও, সে ফলের প্রত্যাশা এখানে বৃথা। চিত্তের শান্তি ও প্রসাদ এবং ধর্ম্মবলের বৃদ্ধি এখানকার ফল, ঈশ্বর হইতে উপদেশ লাভ এখানকার ফল, অমূল্য ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করা এখানকার ফল। আপনার ক্ষুদ্র মনের সুখ দুঃখ গণনা পরিত্যাগ কর, ঈশ্বরের ভক্ত হও, মনুষ্যকে প্রীতি কর, স্বদেশের প্রেমে বিগলিত হও, তবে এখানে আসিবার ফল বুঝিতে পারিবে। এ ক্ষেত্রের ফল ইহার কৃষকেরাই জানেন। হে কৃষকগণ! প্রচণ্ড উত্তাপে ভীত হইও না; এই উত্তাপই তোমাদের জন্য মেঘ সঞ্চয় করিতেছে; স্থির চিত্তে কর্ষণ করিতে থাক এবং অমৃত ফল উৎপন্ন করিয়া তোমাদের প্রতিবাসীকে দেখাও, তাহার চৈতন্য হউক।

ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা করিবার স্থান। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা; "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" এই প্রকার উপাসনাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের এক মাত্র নিদান; "একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভং ভবতি।" ঈশ্বরের উপাসনা প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন এই দুই ভাগে বিভাজিত হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ এ দুইই এক; অন্তরে ঈশ্বরের উপাসনা—প্রীতি; এবং বাহিরে তাঁহার উপাসনা—প্রিয় কার্য্য সাধন; এই মাত্র প্রভেদ। ইহাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। ব্রাহ্মসমাজ এই রূপ উপাসনা শিক্ষা করিবার স্থান; এই রূপ উপাসনা অভ্যাস করিবার স্থান। ধ্যান ও প্রার্থনা এই উপাসনা শিক্ষা করিবার উপায়। ব্রাহ্মসমাজে এই দুইটি উপায় মুখ্যরূপে অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রতি ব্রাহ্মও নির্জ্জনে এই উপায় অবলম্বন করেন তাহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমার প্রতিপাদক গ্রন্থ, স্তোত্র ও সংগীত সেই ধ্যান ও প্রার্থনার অবলম্বন; সাধকগণ গ্রন্থ, স্তোত্র অথবা সংগীত অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সেই ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরেতে প্রীতি বিকশিত ও প্রিয় কার্য্য সাধনের বল পরিবর্দ্ধিত হয়। কেহ যেন এই ধ্যান ও প্রার্থনাতেই উপাসনার পরিসমাপ্তি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত না হন; ধ্যান ও প্রার্থনা স্বয়ং উপাসনা নহে; উপাসনা শিক্ষা করিবার উপায়। উপাসনা—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন; উপাসনাস্থান—এক আমাদের হৃদয়, আর আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। হৃদয়ে তাঁহার ভক্ত হইতে হইবে এবং কর্ম্মে তাঁহার সেবক হইতে হইবে; তবে তাঁহার উপাসনা সম্পন্ন হইবে। উপাসনার অর্দ্ধাঙ্গ প্রীতি ও অর্দ্ধাঙ্গ

প্রিয় কার্য্য সাধন; উভয় মিলিত না হইলে তাঁহার উপাসনা সম্পন্ন হয় না। বৃক্ষের কিয়দংশ পৃথিবীর গর্ভে নিহিত ও কিয়দংশ আকাশে বিস্তৃত হইয়া থাকে; কিন্তু উভয় অংশ মিলিত হইয়াই পুষ্পফল প্রসব করে। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের এই প্রকৃত উপাসনার শিক্ষা দান করিবেন। হৃদয়ে ঈশ্বরের ভক্তি ও কর্ম্মে তাঁহার সেবক এই রূপ ব্রহ্মোপাসক সকল প্রস্তুত করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ পাপীদিগের প্রায়শ্চিত্ত-স্থান। পাপী দুই প্রকার। এক প্রকার এই—তাঁহারা আত্মকৃত পাপ অবগত হইয়া সন্তাপানলে দগ্ধ হইতেছেন এবং তৃষ্ণার্ত্ত হরিণের ন্যায় শান্তি-বারি অন্বেষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে শান্তি-নিকেতনের পথ প্রদর্শন করিবেন; তাঁহাদের দগ্ধ আত্মা যেন সেই অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া শীতল হইতে পারে। ঈশ্বর ভয়ানক নহেন; তিনি মাতা অপেক্ষাও কোমল; তিনি তাঁহাদের হৃদয়ে যে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহাদিগের পাপবিকার ধ্বংস করিবার নিমিত্ত; তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত নহে; এই আশাপ্রদ সত্য—এই মৃতসঞ্জীবন ঔষধ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের হৃদয়-শল্য উদ্ধার করিয়া দিবেন এবং প্রেমের সহিত ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট করিবেন। পাপতাপিত ব্যক্তিরা শোকে ও ভয়ে হতচেতন হয়, প্রেমপূর্ণ ঈশ্বরকেও উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক বলিয়া বোধ করে এবং নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া শোচনীয় কাণ্ড সকল উপস্থিত করে—হয়তো জন্মের মত উন্মাদ-রোগে আক্রান্ত হয়; নয়, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পাপের উপর পাপ করিতে থাকে; অথবা স্বহস্তে আপনার প্রাণ হত্যা করিয়া অমানুষিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যায়। হা! এমন পাষাণহৃদয় মনুষ্যও এই পৃথিবীতে আছে যে, সেই দুঃসময়েও তাহাদিগকে মর্ম্মঘাতী বিভীষিকা প্রদর্শন করে। ব্রাহ্মসমাজ পিতার ন্যায় মাতার ন্যায় এই অনুতাপিত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান করিবেন। রুগ্ন ব্যক্তির রোগযন্ত্রণা দেখিয়া হিতৈষীর মনে দয়ার আবির্ভাব যদি উচিত হয়, তবে পাপযন্ত্রণায় যাহার আত্মা আর্ত্তনাদ করিতেছে, সে কেন না দয়ার পাত্র হইবে?

দ্বিতীয় প্রকার পাপী এই—তাহারা অজ্ঞাতসারে ভূরি ভূরি পাপ অনুষ্ঠান করিতেছে অথবা তাহাদের হৃদয় এমন কঠোর হইয়া গিয়াছে যে, সেই সকল পাপাচারের নিমিত্ত তাহাতে অনুশোচনার একটি রেখাও সমুদ্ভূত হয় না। ইহাদিগেরই পাপাচারে মনুষ্যসমাজ ক্ষত বিক্ষত হয়। বিচারালয়ে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, কেমন অম্লানবদনে উৎকোচের প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হইতেছে! বিচারার্থীর ভয়কম্পিত হস্ত হইতে কেমন অকুতোভয়ে তাহাদের শুভ্র শোণিত পান করা হইতেছে! আ! এক বার এক দুরাত্মা অসংকোচে বলিয়াছিল, ইহাতে কি পাপ! বণিক্‌দিগের বিপণিমধ্যে প্রবেশ কর, কেমন প্রতারণার জাল পাতিত আছে, দেখিতে পাইবে। ঐ দেখ, এক বিদ্বান্ আপনার নিভৃত গৃহে উপবেশন করিয়া কাহার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত জালপত্র প্রস্তুত করিতেছে। এ দিকে দেখ এক যুবা পতিব্রতা পত্নীর অকৃত্রিম প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মের মস্তক চূর্ণ করিয়া বারাঙ্গনার পরিচর্য্যা করিতেছে। ওদিকে দেখ, এক বিষয়ী নিরীহদিগের সম্পত্তি সকল কেমন অল্পে অল্পে আত্মসাৎ

করিতেছে। আর এক স্থানে দেখ, কতকগুলি দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি প্রতিবাসীর উৎপীড়নের জন্যে কেমন মণ্ডলী বান্ধিয়া চক্রান্ত করিতেছে। এখানকার শনিবাসরের আমোদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; কি পিশাচ-বৃত্তি সকল অনুকৃত হইতেছে, দেখিতে পাইবে। ধর্ম্ম হইতে বিষয় কর্ম্ম কেন এত পৃথক্ হইয়া আছে; বিষয় কর্ম্মের লোক ও ধর্ম্মের লোক কেন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে পরিগণিত হয়? মনুষ্য-সমাজের উচ্ছেদকারিণী এই সমস্ত পাপ-পরম্পরা ব্রাহ্মসমাজে তীব্ররূপে তিরস্কৃত হইবে, —যাহাতে তাদৃশ দুর্বৃত্তদিগের হৃদয়ের দুর্গন্ধ তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে। তাহাদের পাপের মূল আবিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার গরলময় ফল সকল প্রকাশ করিতে হইবে; তাহা হইতে মুক্তি লাভের উপায় সকল প্রদর্শন করিতে হইবে এবং তাহাদের সংশোধনে স্নেহের সহিত সাহায্য করিতে হইবে। সুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসকের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে—কি মহাবিনাশের বীজ সকল উহার অভ্যন্তরে অঙ্কুরিত হইতেছে। ইহা যথার্থ যে, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ অনেকের বিরক্তিকর হইবে, অনেকের সুখভোগের বিঘ্নস্বরূপ হইবে, অনেকে ইহার তীব্র ভর্ৎসনা সহ্য করিতে না পারিয়া তিরোহিত হইবেন এবং অনেকে ইহার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিবেন। ক্ষমাময় ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন এবং সকলকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন; ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের অনুগামী হইবেন না; মনুষ্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগামী হইতে হইবে। পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করা অপেক্ষা প্রীতির সহিত তিরস্কার করা শ্রেয়স্কর বোধ হয়। দ্বেষ ও ঈর্ষা যে তিরস্কারের মূল, তাহা ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বিরোধী মহাপাপ। হিতৈষণার তিরস্কার কৃত্রিম সমাদর অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্য! যে ব্রাহ্মসমাজ তোমার ঐহিক ও পারত্রিক হিতানুসন্ধান করিবেন, তাঁহাকে তুমি কি শত্রু জ্ঞান করিবে? তুমি কি প্রীতির তিরস্কার অপেক্ষা কপটের স্তুতিগানে অধিক মুগ্ধ হইবে?

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের বিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতি অধিক দৃষ্টি করিবেন; বাক্যের বিশুদ্ধতা অপেক্ষা চরিত্রের বিশুদ্ধতায় অধিক সমাদর করিবেন। মনুষ্যের মনে ধর্ম্মজ্ঞান কি প্রকারে সঞ্চারিত হইল, ইহা না জানিয়াও এক জন ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হইতে পারেন; কিন্তু আর এক জন ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াও পাপাচারীর একশেষ হইতে পারে। যাঁহার চরিত্র ধর্ম্মের সহিত একীভূত হইয়াছে, দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধাস্পদ ও মানাস্পদ হইবেন। কিন্তু যিনি দর্শন শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার চরিত্র যদি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হয়, তবে তিনি মণিমণ্ডিত বিষধরের ন্যায় সুদূর-পরাহত হইবেন, গন্ধহীন কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় কেবল গৃহসজ্জার উপকরণ মাত্র থাকিবেন। যাঁহার হৃদয় যথার্থরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছে, তাঁহার চরিত্র সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যানস্বরূপ হয়। যেমন নয়নের অশ্রুধারা হৃদয়নিহিত শোকের পরিচয় প্রদান করে, সেইরূপ অন্তরের ধর্ম্মভাব চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়। যাঁহার চরিত্র দেখিয়া লোকে ধর্ম্মশিক্ষা করিতে পারে, তিনিই মহাপুরুষ। সাধারণ লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম জানিতে চায় না, ব্রাহ্মদিগের চরিত্র দেখিয়া তাহা জানিতে চায়। সত্য কথা, সরল ব্যবহার, ন্যায়ানুগত আচরণ, পরোপকার, ক্ষমা, সৌজন্য, বিনয় ও শিষ্টাচার শত শত

দর্শন শাস্ত্র অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট মহামূল্য রত্ন। তুমি নীতিশাস্ত্রের বিচারে কত দূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, তাহা তাদৃশ অনুসন্ধেয় নহে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে ব্যবহারকালে ন্যায়পথে কত ক্ষণ দণ্ডায়মান থাক, তাহাই পরিগণিত হইবে। বস্তুতঃ নির্ম্মল চরিত্রই ঈশ্বর-পূজার উৎকৃষ্ট উপহার; গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ তাঁহার আরাধনার প্রকৃত উপকরণ নহে। ব্রাহ্মসমাজ ঈদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ সচ্চরিত্র সাধুগণের নিজ গৃহস্বরূপ ও তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ হইবেন।

যে বীর আপনার প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান আছেন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার ন্যায় সাহসী হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকিবেন; জড়ের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া কাল ক্ষয় করিবেন না; উদাসীন ও মূক হইয়া কেবল দিবস গণনা করিবেন না। আশা ও উৎসাহ ইহাঁর মন্ত্রী হইবে; ভয় ও আলস্যের ... মর্ম্ম এক বারে পরিত্যক্ত হইবে। সত্য জ্ঞান, সাধুভাব ও মঙ্গল ইচ্ছা ইহাঁর এক মাত্র অস্ত্র হইবে। সমুদায় সংসারের ঊর্দ্ধে ধর্ম্মরাজের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কৃষকের লাঙ্গল অবধি সম্রাটের মুকুট পর্য্যন্ত ইহাঁর শাসনে কম্পিত করিতে হইবে। অসত্যের সহিত, অন্যায়ের সহিত, পাপের সহিত অবিশ্রামে সংগ্রাম করিবেন। ক্ষণস্থায়ী নিন্দা ও প্রশংসা তুচ্ছ করিয়া চিরস্থায়ী মঙ্গল রাজ্য বিস্তার করিতে থাকিবেন; পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে ভীষণ বাত্যাঘাত ও বজ্রপাত সহ্য করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ অকৃত্রিম সম্মানের সহিত পূজনীয় বৃদ্ধগণের শীতল হৃদয়ে অনন্ত জীবনের স্ফূর্ত্তিকর আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দিবেন এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন। তাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্য যত দূর সম্পন্ন করিয়া চলিলেন, তাহাতে বহু মান প্রদর্শন করিবেন এবং তাঁহাদের পবিত্র কীর্ত্তি সকল ভক্তি ও যত্নের সহিত রক্ষা করিতে থাকিবেন। তাঁহারা বহু কষ্টে যে সকল রত্ন উপার্জ্জন করিয়াছেন, অলসের ন্যায় কেবল তাহা ভোগ করিয়া আয়ুঃশেষ করা কর্ত্তব্য নহে; আরও নব নব রত্ন আহরণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করা উচিত। তাঁহারা ক্ষেত্রের যত দূর কর্ষণ করিয়াছেন, কেবল তাহারই উপর হল চালনা না করিয়া অবশিষ্ট ভাগ কর্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের যে সকল দান আমাদের সময়ের উপযুক্ত না হইবে, তাহা অতিযত্নের সহিত তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তির—মাননীয় প্রতিকৃতির পার্শ্বে ন্যস্ত হইয়া আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বেদসংহিতা আমাদের উপাসনার উপযোগী না হইলেও যেমন আমাদের যত্নের ধন ও প্রীতির আস্পদ হইয়া আছে, সেই রূপ তাঁহাদের যে সকল দ্রব্য আমাদের উপযোগী না হইবে, তদ্দ্বারা অতি যত্নের সহিত তাঁহাদের কীর্ত্তিগৃহ—মানাস্পদ কীর্ত্তিগৃহ অলঙ্কৃত হইবে। পূজনীয় বৃদ্ধগণ যেমন আমাদের অগ্রে এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া কত শত বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিলেন, সেই রূপ পর লোকেও আমাদের অগ্রসর হইয়া আমাদের মহোপকারের জন্য যে কত আয়োজন করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহারা চিরকালই আমাদের পূজনীয় থাকিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ অল্পবয়স্ক যুবকগণকে প্রীতি ও সমাদরের সহিত পরিগ্রহ করিবেন। ভবিষ্যতের আশা ও উন্নতি তাহাদিগেরই মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আছে। পূজনীয় বৃদ্ধেরা যে সকল কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়াছেন, ঈশ্বর তাহা তাহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লইবেন। কিন্তু, যদিও তাহাদের হৃদয় আশা

ও উদ্যমে পরিপূর্ণ, এবং সম্মুখের দিকেই প্রধাবিত আছে; যদিও বার্দ্ধক্য-সুলভ ভয় ও নিরুৎসাহতা অদ্যাপি তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করে নাই; তথাপি তাহারা অদূরদর্শিতা ও অনভিজ্ঞতায় অন্ধ ও বিষয়সুখের লোভে অতিমাত্র চঞ্চল; তাহারা আপনাদের পশু-প্রবৃত্তির ও সেই প্রবৃত্তির বিষয় সকলের স্বরূপ ও পরিণাম সহসা পরীক্ষা করিতে পারে না, বসন্ত কালের নব পল্লবের ন্যায় বিনা বাধায় প্রতিপালিত হইতেছে, গ্রীষ্মকালের ভীষণ বাতাবাত সহ্য করিতে জানে না, তাহাদের যৌবনসুলভ শিথিল চিত্তে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য সহসা বদ্ধমূল হয় না, তাহারা পুত্তলিকার ন্যায় ক্রীড়নক হইয়া সংসারের হস্তে দোলায়মান হইতেছে; এবং তাহাদিগের উদ্যমপূর্ণ শরীরের ন্যায় মন ও ইচ্ছাপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণমাণ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগকে সৎপথে অগ্রসর করিবেন, তাহাদের কোমল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা, সৎকর্ম্মে সাহস ও কর্ম্মানুষ্ঠানে পটুতা উৎপন্ন করিতে থাকিবেন। তাহাদিগের বাল্যসুলভ ঔদ্ধত্য পিতার ন্যায়, সদ্গুরুর ন্যায় সহ্য করিতে হইবে এবং কর্কশ তাড়না দ্বারা নয়, কিন্তু কোমল ভাব ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বিনয়, সৌজন্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হইবে। পিতামাতাই ধর্ম্ম শিক্ষার স্বাভাবিক গুরু, কিন্তু সকল পিতামাতার অবস্থা সেরূপ নহে; এখানকার বিদ্যালয় সকলও সে প্রকার নহে। ব্রাহ্মসমাজ যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার দেখিতে চান, পাপের স্রোত নিবারণ করিতে চান, নাস্তিকতা দমন করিতে চান, ভারত বর্ষের উন্নতি দেখিতে চান, তবে ইহাঁকে অবশ্যই তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষা করিয়া তাহাদিগের বুদ্ধি যে প্রকার উন্নত হইতেছে, গৃহে আসিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত তাহারা সে প্রকার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেছে না। ইহাতে যে গরলময় ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও অগোচর নাই। "ঈশ্বর নাই, পর লোক নাই, ধর্ম্ম কেবল প্রবঞ্চনা" এ সকল ভয়ানক কথা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

ব্রাহ্মসমাজ চির কালই উন্নতি হইতে উন্নততর অবস্থায় অবগাহন করিতে থাকিবেন। ব্রাহ্মসমাজ যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে উদয়শালী সূর্য্য কখন অস্তগামী হইবে না এবং বিশ্রামের রাত্রি কখনই আসিবে না। মহৎ হইতে মহত্তর কার্য্যের ক্ষেত্র সকল দিন দিন উপস্থিত হইতে থাকিবে। অতএব ব্রাহ্মসমাজকে চির কাল উন্নতির আদর্শ হইয়া অবস্থান করিতে হইবে; নতুবা ইহার অস্তিত্ব কেবল বিড়ম্বনামাত্র হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যেন বিদ্যা, সভ্যতা ও সাধারণ উন্নতির নিকটে কখনই হীন হইয়া না পড়েন তাহা হইলে ইহার অবস্থিতি সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিবে। সাধারণ লোকে জ্ঞান ধর্ম্মে যে উন্নতি লাভ করিবে, এখান হইতে যদি তাহা অপেক্ষাও অধিক উন্নতির পথ প্রদর্শিত না হয় তাহা হইলে ইহাঁর জীবন ক্ষয় হইতে থাকিবে। এমন সময় কখনই আসিবে না, যখন আর উন্নতি প্রয়োজন হইবে না। বিদ্যা, সভ্যতা ও সাধারণ উন্নতির সহিত কখনই যেন ইহাঁর বিরোধিতা না হয়। ইহা যথার্থ বটে যে, ব্রাহ্মসমাজ বিদ্বান্ ও মূর্খ এবং সভ্য ও বর্ব্বর সকলেরই আশ্রয়স্থল হইবেন। ব্রাহ্মসমাজ যে সকলেরই [illegible] কেবল মাত্র [illegible] হইলে ব্রাহ্মসমাজ [illegible] হইবেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি বিদ্যার অনাদর করেন, তবে ইহাঁকে [illegible] মূর্খ লইয়া অবস্থান করিতে

হইবে, সুশিক্ষিত বিদ্যাবানের তুচ্ছ বেশ্য হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যদি বিদ্যার আলোকে আলোকিত থাকেন, তাহা হইলে বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয়েরই অধিগম্য ও সেবনীয় হইবেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি সভ্যতার অনাদর করেন, তাহা হইলে ইহা কেবল বর্ব্বরদিগের আলয় হইয়া থাকিবে, সভ্য ভব্যের অবজ্ঞেয় হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যদি সময়োচিত সভ্য বেশ ধারণ করেন, তাহা হইলে সভ্যদিগেরও সেবনীয় হইবেন; অসভ্যদিগেরও শিক্ষাস্থান হইবেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে সমুন্নত হইয়া চির কালই জ্ঞান ভাব, ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে থাকিবেন এবং সকলের নিকটে লাভপ্রদ বলিয়া সমাদৃত হইবেন।

ব্রাহ্মসমাজ সমুদায় পৃথিবীর মঙ্গল সাধনেই মুক্তহস্ত থাকিবেন; কিন্তু ভারত বর্ষের সহিত যে ইহাঁর সবিশেষ সম্বন্ধ স্বভাবতঃ সংঘটিত আছে, ইহা যেন কখনই বিস্মৃত না হন। ভারতভূমির সন্তানগণকে লইয়াই এই ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে; ভারত ভূমিই এই ব্রাহ্মসমাজের জন্মভূমি; ভারত বর্ষের গ্রন্থ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ভারত বর্ষের অর্থ লইয়াই এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে; এবং ভারত ভূমি আটত্রিশ বৎসর এই ব্রাহ্মসমাজকে বক্ষে করিয়া বহন করিতেছে; অতএব ভারত ভূমির মঙ্গল সাধনে ব্রাহ্মসমাজ কি পরিশ্রান্ত হইবেন? আমাদের প্রেমাস্পদ ভারত বর্ষকে, আমাদের মাতৃভূমিকে উন্নত করিতে হইবে। আমাদের আত্মা এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই ভারত বর্ষের মৃত্তিকাই আমাদের রক্ত মাংস মেদ মজ্জা ও অস্থি হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে; ভারত ভূমির এ ঋণ যদি পরিশোধ না করিয়া প্রস্থান করিতে হয়, যদি আমরা ভারত ভূমির কোন উপকারে না আসিয়া কেবল ইহার গলগ্রহ হইয়া থাকি, যদি ভারত বর্ষে আমাদের মমতা ও প্রীতি সঞ্চারিত না হয়, যদি জননী জন্মভূমি আমাদের পর ও আমরা ইহাঁর পর হইয়া উঠি, যদি মাতৃ-সেবায় আমাদের ক্লেশ বোধ হয়, তবে আমাদের জন্ম গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র, এবং আমাদের জীবন কেবল কৃতঘ্নতা মাত্র। ভারত বর্ষ এ ক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট বহু প্রত্যাশা করিতেছে। এক বার কর্ণপাত করিয়া ভারতভূমির আর্ত্তনাদ শ্রবণ কর; যদি হৃদয় থাকে, এক বার ইহার জীর্ণ দশা নিরীক্ষণ কর; যদি প্রাণ থাকে, এক বার চক্ষু উন্মীলন কর; সমুদায় রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে। ধন্য হিন্দুজাতির পুণ্য যে অদ্যাপি তাঁহারা জীবিত হইয়া আছেন। পাপ, তাপ, রোগ, শোক, উৎপীড়ন, অত্যাচার, দরিদ্রতা স্বর্ণভূমি ভারত বর্ষকে অরণ্য করিয়া ফেলিল। ধিক্ হিন্দু সন্তানগণের জীবনে, যাহাদের জননী মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা, তাহারা কি বলিয়া হাস্য মুখে আমোদ করিয়া বেড়ায়! এখন ব্রাহ্মসমাজ এই ভারত বর্ষের এক মাত্র ভরসা। ব্রাহ্মসমাজকে সেই মুমূর্ষু জননীর প্রাণ দান করিতে হইবে;—পাপের স্রোত নিবারণ করিতে হইবে এবং ইহার যন্ত্রণানলে শান্তি-বারি সেচন করিতে হইবে। ইহার জন্য কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে, কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, কত বিপদ্ মস্তকে করিয়া বহন করিতে হইবে, কত অপমান ও তিরস্কার অঙ্গের আভরণ করিতে হইবে; তবে এই জননী জন্মভূমির ঋণ হইতে ব্রাহ্মসমাজ মুক্তি লাভ করিবেন।

ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মসমাজের এই সকল উৎকৃষ্ট ভাব আপনাদের অগোচর নাই; বর্ত্তমান সময় আপনাদের সর্ব্বাংশেই সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছে; সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আপ-

নাদের সম্মুখে; আপনাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়; কর্ম্ম-ক্ষেত্রও সম্মুখে বিস্তৃত; আর কত কাল পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিবেন? আর কত কাল উদাসীন হইয়া থাকিবেন; যে বৎসর চলিয়া গেল, তাহা জন্মের মত বিদায় হইল; যে বৎসর আসিতেছে, ইহার জন্য সতর্ক হওয়া এখনও আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আছে; যে ব্রাহ্মসমাজের উপর আপনাদের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, আপনাদের বংশপরম্পরার মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য এ বৎসর কি করিবেন? ব্রাহ্মসমাজ! এই আশা-হীন নিরুদ্যম শ্রম-কাতর ভীরু দুঃস্থ বঙ্গদেশ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না। অথবা তোমারই প্রসাদে বঙ্গ দেশ, ভারতবর্ষ শোচনীয় দশা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। হে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছাই সম্পন্ন হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রহ্মাবর্ত্ত[১] মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন
বসন্ত কাল ১ ফাল্গুন ১৭৮৯ শক।

কি নিভৃত স্থান! কি শান্তি ভাবে পরিপূর্ণ! মনোমধ্যে কি প্রগাঢ় শান্তিরসের আবির্ভাব হইতেছে। এই মহা প্রাচীন তপোবনে প্রবেশ কালীন আমারদিগের স্বর স্বভাবতঃ মৃদু হইয়া আসিল। বোধ হইতেছে যেন তপঃস্বাধ্যায়-নিরত মহর্ষি বাল্মীকির আত্মা অদ্যাপি এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। যখন আমরা মনে করি যে তিনি এই তপোবনে রামায়ণের প্রারম্ভে পরিকীর্ত্তিত যে অজ, নির্গুণ, গুণাত্মক্ লোকধারী পুরুষের উপাসনা করিতেন, আমরা অদ্য এখানে প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে সেই নিরতিশয় মহান্ পুরুষের উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা মনে করি যে তিনি যে ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে উপনিষদের শ্লোক-সকল তিনি পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দ রস পান করিতেন, সেই সকল উপনিষদের শ্লোক আমরা পাঠ করিয়া অদ্য সেই ব্রহ্মানন্দ-রসপান করিতেছি, তখন আমারদিগের মনে কি বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হয়, ইহাতে বোধ হইতেছে যে যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী সকল মহীতলে স্থিতি করিবে, তাবৎ ব্রহ্ম নাম তাবৎ প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম এই ভারত মণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে সকল গভীর মহোচ্চ সত্যভাব-প্রতিপাদক শব্দ আমারদিগের প্রাচীন ঋষিরা হিমবৎ গুহাদি হইতে নিঃসারণ

১ ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থাৎ বিঠুর গ্রাম, কানপুরের অতি সন্নিকট। এই রূপ প্রবাদ আছে যে ঐ স্থানে মহর্ষি বাল্মীকি বাস করিতেন। অদ্যাপি লোকে এক বিশেষ বনকে তাঁহার তপোবন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উহার অনতি দূরে সীতা-পরিহার নামে এক স্থান আছে, লোকে বলে যে ঐ স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান। ঐ স্থানে পরিহার-মন্দির নামে একটী অপূর্ব্ব মন্দির আছে। কত রাজ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু এই তপোবন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; কোন অত্যাচারী মুসলমান রাজা অথবা ভূস্বামী তাহা স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। উপাসনা কার্য্য দুই প্রহরের সময় তপোবনের অভ্যন্তরে পিলু বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় সম্পাদিত হইয়াছিল; সেই দিবস বৈকালে তাহার অনতি দূরে গঙ্গাতীরে বাল্মীকির কাব্য শক্তি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই পিলু বৃক্ষ আর্য্যাবর্ত্তের অপর দুই এক তীর্থ স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তপোবনের বৃক্ষ সকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কালক্রমে তাহারদের শাখা সকল কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই বক্তৃতাদ্বয়ের অন্তর্গত অনেক শব্দ ও বাক্য বাল্মীকির রামায়ণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি—তখন স্বদেশ-প্রেমাগ্নি আমারদিগের হৃদয়-মধ্যে কি রূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। হে ব্রাহ্মগণ! ইহা তোমারদিগের পৈতৃক ধন; এই পৈতৃক ধনকে তোমরা কখন অবহেলা করিও না। এই পৈতৃক ধনের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা ভারত-রাজ্যে উড্ডীন হইবে। ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক এ রূপ বাক্য অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমারদিগের দেশের বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন বৈকুণ্ঠের কথা আছে, তেমনি অন্য অন্য জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে এ রূপ উল্লেখ আছে যে পরমেশ্বর সর্ব্বস্থান অপেক্ষা এক বিশেষ স্থানে অধিকতর প্রকাশমান আছেন। উপনিষদে ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে এ রূপ হীন ভাব দৃষ্ট হয় না। উপনিষৎকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর "বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং"। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ ও মঙ্গল স্বরূপ কিন্তু সৃষ্ট মনের গুণ সকল তাঁহাতে কিছুই নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর "অমনোঽ তেজস্কমপ্রাণ মমুখ মমাত্রং" "তিনি মন রহিত তেজ রহিত, প্রাণ রহিত, মুখ রহিত, উপমা রহিত" এ রূপ মহোচ্চ ভাবে অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-বক্তা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই সকল অপ্রমেয় গভীর ভাব-পূর্ণ বাক্য যাঁহারা উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল বাক্য-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের প্রতি এমত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহা অন্য লোকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহারা কি মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন! সেই সকল শান্ত প্রকৃতি মহাত্মাদিগের যে দোষ থাকুক না কেন তাঁহারদিগের কতক গুলিন অসাধারণ গুণও ছিল। তাঁহারদিগের চারিটী গুণ অনুকরণ করিবার যোগ্য। প্রথমতঃ ঋষিরা ঈশ্বর-গত-প্রাণ ও ঈশ্বর-গত-চিত্ত ছিলেন; তাঁহারা পরমাত্মাতে ক্রীড়া ও পরমাত্মাতে রমণ করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদনে অতীব যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বর-স্মরণকে নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ সহজ ও স্বভাব-সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগেরও এই রূপ যোগ সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। পরমাত্মার সহিত সকল বস্তুর স্বাভাবিক যোগ আছে, তিনি যদি আপনাকে সকল বস্তু হইতে পৃথক করিয়া লয়েন, তাহা হইলে এখনই সকল বস্তু বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মার আত্মার সঙ্গে আত্মারও স্বভাবতঃ নিগূঢ় যোগ আছে। পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লয়েন, তাহা হইলে জীবাত্মা এখনই বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর যাহাকে যোগ বলে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার যে স্বাভাবিক যোগ আছে, তাহা উজ্জ্বল রূপে সর্ব্বদা অনুভব করা। কিন্তু এই রূপ যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া যেন আমারদিগের অন্যান্য মহান্ কর্ত্তব্য সকল বিস্মৃত না হই। আমারদিগের মনে যেন এই সত্য সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে সংসারই সমাধির পরীক্ষা-ক্ষেত্র। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন কালে যদি ঈশ্বর-স্মরণ আমারদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে, তবে তাহাই যথার্থ যোগ। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম ঋষিরা যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য "আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া

করেন, যিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন ও সৎক্রিয়ান্বিত হয়েন, তিনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ ঋষিদিগের ন্যায় আমারদিগের শান্ত প্রকৃতি হওয়া কর্ত্তব্য। শান্ত সমাহিত না হইলে ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমারদিগের দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দমন না করিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমরা প্রবৃত্তি-স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়মান হই, তবে আমরা ঈশ্বরের অধীন কি রূপ হইতে পারি? ঋষিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্না শান্তো নাসমাহিতঃ না শান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"। ঋষিরা ঈশ্বরকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিতেন কিন্তু শান্ত-রূপে উপাসনা করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ধন মান সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরকে শান্ত-রূপে উপাসনা করিতেন; তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "প্রিয়মুপাসীত" কিন্তু "শান্তমুপাসীত"। ইহা যথার্থ বটে, যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অত্যন্ত উষ্ণ রূপ ধারণ করে; এমন কি উপাসককে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু যতই প্রীতি প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হয়, ততই তাহা উষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করে। প্রিয়ের সঙ্গে প্রথম প্রণয়-কালে প্রীতি কি উষ্ণ রূপ ধারণ করে? কিন্তু যতই তাঁহার প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যতই তাহা কাল সহকারে প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হইতে থাকে, ততই তাহার উষ্ণতা তিরোহিত হয়। বন্ধুর প্রতি প্রীতিও তদ্রূপ জানিবে। অভিনব প্রীতি এক রূপ পরিপক্ক প্রীতি অন্য রূপ। ঈশ্বর শান্ত-স্বরূপ; যদি আমারদিগের প্রকৃতিকে ঈশ্বর-সদৃশ করা ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হয়, তবে শান্ত-স্বরূপ ঈশ্বরকে শান্ত ভাবে উপাসনা করা বিধেয়। শান্ত ভাবে সর্ব্বদা ঈশ্বরের মাধুর্য্যের গাঢ় আস্বাদনই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। কোন ঋষি এই রূপ উক্তি করিয়াছেন যে, "নিস্তরঙ্গোতি গম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ। মাধুর্য্যৈক রসাধার এক এবাস্তি সর্ব্বতঃ"। ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীরঃ নিবিড় আনন্দ-স্বরূপ, সুধা-সমুদ্র, মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার ও সর্ব্বস্থানব্যাপী। যাঁহার হৃদয় হইতে এই শ্লোক নিঃসৃত হইয়াছিল, তিনি কি রূপ ঈশ্বর-প্রেমী না ছিলেন। ঈশ্বর সুধা-সমুদ্র ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মাধুর্য্য কি রূপ আস্বাদন না করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বশিষ্ঠ; তিনি কত বার এই তপোবনে আগমন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির সহিত ব্রহ্ম প্রসঙ্গ করত ব্রহ্মানন্দ-পীযূষ পান করিয়াছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এখানে সেই প্রসঙ্গ করত সেই পীযূষ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

তৃতীয়তঃ মহর্ষিরা যশস্পৃহা-শূন্য ছিলেন, তাঁহারদিগের যশস্পৃহা-শূন্যতা আমারদিগের অনুকরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা সংবাদ পত্রে কোন প্রস্তাব লিখিলে আমরা সেই প্রস্তাবের লেখক ইহা লোককে জানাইবার জন্য কতই ব্যগ্র না হই, কিংবা বক্তৃতা করিয়া প্রশংসা-সূচক যথেষ্ট করতালি প্রাপ্ত না হইলে আমরা কতই ক্ষুণ্ণ না হই, কিন্তু মহর্ষিরা এই রূপ যশোলোলুপ ছিলেন না, তাঁহারা আপনারদিগের নাম না দিয়া কতই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কত ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আছে, যাহাতে গ্রন্থ-কর্ত্তার

কোন নাম নাই। মহর্ষিরা যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, তাঁহারা অস্থায়ী যশের জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, জগতের মঙ্গল সাধন হইলেই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করিতেন। কিসে জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয় এই বিষয়ে তাঁহারদিগের ভ্রম ছিল; ভ্রম-শূন্য মনুষ্য কোথায় আছে? কিন্তু জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহারদিগের কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ ঋষিরা আড়ম্বর-প্রিয়তা-শূন্য ছিলেন। তাঁহারদের উপাসনায় আড়ম্বর ছিল না। উপাসনা কার্য্যে যতই বাহ্যাড়ম্বর বৃদ্ধি হইবে, ততই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না থাকিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি লোকের মনোযোগ বর্দ্ধিত হইবে। ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান [illegible] ক্রমাগত আড়ম্বর [illegible] সঙ্গে বাহ্যাড়ম্বর সঙ্গত হয় না। উৎসব সম্পাদন জন্য কিছু কিছু উৎসবের চিহ্ন আবশ্যক করে বটে, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর যতই অল্প হয় ততই ভাল।

ঋষিদিগের এই সকল গুণ অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণে [illegible] আমরা [illegible] [illegible] লোক সমাজের প্রতি আমারদিগের যে সকল [illegible] সকল যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ঋষিরা লোক-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে যেমন ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইবে, তেমনি তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনও করিতে হইবে। এই দুইএর সমন্বয় অতি দুষ্কর কার্য্য, কিন্তু তাহা অবশ্য আমারদিগকে সম্পাদন করিতেই হইবে।

হে চিদম্বর অতি গম্ভীর শান্তি-সমুদ্র! হে নির্বিকার-আনন্দ-স্বরূপ! হে সুধা-পারাবার! হে মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার! তোমার প্রতি আমারদিগের মনকে আকর্ষণ কর। যাহাতে আমরা তোমার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদন করিতে পারি, যাহাতে তোমার মনন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় আমারদিগের সহজ ও স্বভাব-সিদ্ধ হয়, এমত ক্ষমতা আমারদিগকে প্রদান কর। হে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" আমারদিগের মনে অপার শান্তি প্রেরণ কর; দুরন্ত ইন্দ্রিয় সকল আমারদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আমারদিগকে রক্ষা কর। ঋষিদিগের বৃষবৎ স্কন্ধের উপর তুমি অপেক্ষাকৃত লঘুভার অর্পণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমারদিগের ক্ষীণ স্কন্ধের উপর তুমি অতীব গুরুভার অর্পণ করিয়াছ। কি রূপে তোমার প্রতি প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন, এ উভয় সম্পাদন করিব এই চিন্তাতে আমরা আকুল হইতেছি। এক এক বার সংসারের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া যখন আমরা ভয়েতে ম্রিয়মাণ হই, তখন বোধ হয় যে ঋষিরা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার ভালই করিতেন, কিন্তু লোক সমাজের প্রতি আমারদিগের মহান্ কর্ত্তব্য যখন স্মরণ করি, তখন লোক-সমাজের দিকে আমারদিগের মন অতিশয় হেলিত হয়। হে নাথ! আমরা বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি; আমারদিগের ক্ষীণ স্কন্ধ এ দুঃসহ ভার সহ্য করিতে অক্ষম হইতেছে কিন্তু আমারদিগের স্কন্ধকে কেন আমরা ক্ষীণ মনে করিতেছি? যখন তুমি আমারদিগের প্রতি ঐ ভার অর্পণ করিয়াছ, তখন অবশ্য আমারদিগকে উপযুক্ত বল প্রদান করিবে। আমারদিগের চিত্ত যেন সর্ব্বদা তোমাতে সমর্পিত থাকে। দিক্ যন্ত্রের শলাকা যেমন উত্তর দিকে সর্ব্বদা লক্ষিত থাকে, সেই রূপ আমারদিগের আত্মা যেন সর্ব্বদাই তোমার দিকে লক্ষিত

স্বরূপে। হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুব তারা। তোমার জ্যোতি দর্শন করিয়া জীবন-সমুদ্রে যেন আমরা পোত পরিচালনা করিতে সমর্থ হই। যদি পোতের কম্পিত ভাব বশতঃ সেই জ্যোতি আমরা জীবন-সমুদ্রের উপর কম্পিত ভাবে দর্শন করি, তথাপি তাহা যেন কখন আমাদিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত না হয়

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি।

ব্রহ্মাবর্ত্ত গঙ্গাতীরে সীতা পরিহার নামক স্থানের নিকটে বন্ধুগণের প্রতি কোন কাব্যানুরাগী ব্রাহ্মণের উক্তি।

১১ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

বন্ধুগণ। আমরা কি মনোহর স্থানে এক্ষণে উপবিষ্ট আছি! সম্মুখে সজ্জনগণের মনের ন্যায় নির্ম্মল রমণীয় প্রসন্নাম্বু গঙ্গানদী মন্দ মন্দ লহরী-লীলা বিস্তার করত প্রবাহিত হইতেছে। পার্শ্বে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন শোভা পাইতেছে। ও দিকে যে স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান, তৎস্থান-স্থিত মন্দির নয়ন-গোচর হইতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ স্থান ভূতকাল সম্বন্ধীয় কত রমণীয় ভাবের সঙ্গে সংজড়িত রহিয়াছে। নিকটস্থ তপোবনে তপঃস্বাধ্যায়-নিরত মহর্ষি বাল্মীকি ঋষিগণ-সেব্য অনির্ব্বচনীয় অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের উপাসনা ও তপস্যা করিতেন। তিনি এই তপোবনে বীর ও করুণ-রসের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক অবিনশ্বর মহাকাব্য রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একদা বাল্মীকি এই স্থানের অবিদূরে তমসা নদী তীরে ভরদ্বাজ শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অকর্দ্দম তীর্থ দেখিয়া স্রোতস্বতীর নির্ম্মল জলে অবগাহনের আয়োজন করিয়া স্নানের পূর্ব্বে যখন নদীতীরস্থ বিপুল বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন চারুদর্শন ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন করিলেন; এক বৈর-নিলয় ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে ক্রৌঞ্চকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল; ক্রৌঞ্চী পতির শোণিত-পরিলিপ্ত অঙ্গ মহীতলে চেষ্টমান দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; রোরুদ্যমানা ক্রৌঞ্চীর বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সর্ব্বভূত-হিতাকাঙ্ক্ষী দয়ার সাগর ধর্ম্মাত্মা মহর্ষির মনে কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল, তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটি তাঁহার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইল "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥" হে ব্যাধ! তুই চির কাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবি না, যে হেতু কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটীকে তুই বিনাশ করিলি॥ এই অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোকটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম শ্লোক; এই শ্লোকটী অন্য শ্লোক শিখাইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে আমারদিগের সন্তানদিগকে শিক্ষা করাই। এই স্থলে মহর্ষি বাল্মীকি রাজা রামচন্দ্রের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবার অভিলাষ করিলেন, তাহাতেই লোক-প্রসিদ্ধ মহা কাব্য রামায়ণের সৃষ্টি হইল। তিনি এই মহাকাব্য রচনা করিয়া মহাত্মা মহাভাগ নিয়তেন্দ্রিয় ঋষিদিগকে রূপ-লক্ষণ-বিশিষ্ট বিনীত সুস্বর সম্পন্ন রাম-প্রতিবিম্ব কুশীলব দ্বারা ইহার গান শ্রবণ করাইলেন। যখন ঋষিগণ সুকুমার কুমারদ্বয়ের মধুর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত তন্ত্রীলয়-সমন্বিত রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে কেহ বা পানীয় কলস, কেহ বা কৃষ্ণাজিন, কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা জটাবন্ধন, কেহ বা কাষ্ঠ-রজ্জু, কেহ বা যজ্ঞসূত্র গায়কদিগকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। কেহ বা কেবল বর প্রদান অথবা স্বস্তিবাচন করিলেন। লোকে গায়কদিগকে বহু বহু মূল্য উপহার প্রদান করে, কিন্তু সরল মনে, প্রসন্ন

ঋষিদিগের এই সকল সামান্য উপহার তাহা হইতে কত শ্রেষ্ঠ। প্রাঞ্জল মধুর তাহার বিরচিত এই মহা কাব্য যখন আমরা পাঠ করি, তখন আমরা কি বিস্ময়-রসে মগ্ন হই। রামের জন্ম—তাঁহার শিক্ষা—দশরথ-সমীপে বিশ্বামিত্রের আগমন—যজ্ঞ-বিঘাতক রাক্ষসদিগের দমনার্থ রামকে লইয়া যাইবার জন্য দশরথ-সমীপে বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা—সুকুমার রাজীবলোচন রামকে ছাড়িয়া দিতে দশরথের প্রথমে অনিচ্ছা পরে সম্মতি—তাড়কাবধ—মিথিলায় রামের প্রবেশ—তাঁহার ধনুর্ভঙ্গের ইচ্ছা—যাহাতে তিনি ধনুর্ভঙ্গে সুসিদ্ধ হয়েন তজ্জন্য অন্তঃপুরস্থ সীতার ব্যাকুলতা—ধনুর্ভঙ্গ—সীতার সহিত রামের পরিণয়—অযোধ্যায় স্ত্রীর সহিত তাঁহার পুনরাগমন—রামকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য দশরথের সংকল্প—বৃক্ষ হইতে পরিচ্যুত লতার ন্যায় ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীর অভিমান—তরুণী-ভার্য্যানুরক্ত দুর্ব্বল-চিত্ত বৃদ্ধ দশরথের দ্বারা কৈকেয়ীর অন্যায় প্রার্থনা-পূরণ—সীতাকে বনবাসে লইবার জন্য রামচন্দ্রের অনিচ্ছা—পতির কষ্টভাগী হইবার জন্য পতিপরায়ণা সীতার একান্ত প্রতিজ্ঞা—বনে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার আড়ম্বর-শূন্য মনোহর জীবন নির্ব্বাহ—সূর্পনখার নাসিকা ছেদ—খর ও দূষণ বধ—সুগ্রীবের সঙ্গে রামের সন্ধি সংস্থাপন—বালি বধ—রামের প্রতি বালির ভৎসনা ও উপদেশ—সীতা-হরণ—সীতা হরণ সময়ে প্রকৃতির নিস্পন্দতা—হৃদয়-গতা সীতার জন্য রামের বিলাপ—অশোক বনে সীতার বিলাপ—সেতু বন্ধন—লঙ্কায় রামের শিবির স্থাপন—বিভীষণের সঙ্গে রামের অভেদ্য মৈত্রী সংস্থাপন—রাম রাবণের যুদ্ধ—কুম্ভকর্ণ বধ—অতিকায় বধ—মকরাক্ষ বধ—বীরবাহু বধ—লক্ষ্মণের শক্তিশেল—ইন্দ্রজিৎ বধ—মহীরাবণ বধ—রাবণ বধ—মন্দোদরীর মুক্তি রামের সাক্ষাৎ—বিভীষণের রাজ্যাভিষেক—সীতার উদ্ধার ও অগ্নি-পরীক্ষা—রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন—ভরতের প্রত্যুদ্গমন—রামাভিষেক—সীতার বনবাস—লব কুশের জন্ম—রামের সম্মুখে লব কুশের দ্বারা রামায়ণ গান—রামের দ্বারা লবকুশের অভিজ্ঞান—রামের বিলাপ—সীতার পুনঃ পরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ—লক্ষ্মণ বর্জ্জন—লবকুশের রাজ্যাভিষেক—রামের স্বর্গারোহণ—এই সকল ঘটনার বিবরণ আমরা যৌবন-সময়ে কি উৎসাহ-প্রজ্জ্বলিত-চিত্তে পাঠ করিয়াছিলাম, এখনও আমারদিগের মনে তাহা কি উজ্জ্বল রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। বাল্মীকির যুদ্ধ-বর্ণন-শক্তি কি অদ্ভুত! আমরা যখন তাঁহার যুদ্ধ বর্ণনা পাঠ করি, তখন বোধ হয় যেন আমরা রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, বাণের সন্ সন্ শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত, যোদ্ধাদিগের হুঙ্কার শ্রবণ করিতেছি। বিশেষতঃ করুণ-রস বর্ণনে বাল্মীকি অদ্বিতীয়; তিনি এ বিষয়ে নিশ্চয় রূপে কবিকুল-রাজ; অন্য কোন কবির সহিত এ বিষয়ে তাঁহার উপমা হয় না। এই আমারদিগের সম্মুখস্থিত সীতা-পরিহার স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা চিত্তে কি করুণ-রসের উদ্রেক করে। সে বর্ণনা পাঠ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। সেই বর্ণনার স্মরণ একে তো আমারদিগের মনে জাগরূক আছে, তাহাতে আবার এই স্থান আরো জাগরূক করিয়া দিতেছে। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি তরণী, সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ক্রমে ক্রমে এ পারে আসিতে লাগিল; তাঁহারা উভয়ে অবতরণ করিলেন। দীন লক্ষ্মণ তাঁহার লোকানুরাগ-প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিষ্ঠুর আদেশ গর্ভবতী সীতাকে কি রূপে

আপন করিলেন, এই অবসরে আকুল হইয়া অধীর হ

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ বশতঃ সেই নিষ্ঠুর আদেশ তাঁহাকে একান্ত ভয়-চিত্তে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলেন। আহা! অকস্মাৎ শিরে বজ্রাঘাতের ন্যায় দুঃসহ যখন সেই আদেশ সীতা শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া তিনি যে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন না, এই আশ্চর্য্য। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি সীতা বলিতেছেন আমি দুঃখেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছিলাম, সকলই আমার অদৃষ্ট বশতঃ হইতেছে। বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে কোন পতি-প্রাণা স্ত্রীকে তাহার স্বামী হইতে বিয়োজিত করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমার পতি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কি করিয়াছি যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। আমি তো তাঁহারই, আর কাহাকেও জানিতাম না। আমি যদি রাজ-বংশ উদরে ধারণ না করিতাম, তাহা হইলে আমি এখনই জাহ্নবীনীরে ঝাঁপ দিয়া আমার সকল কষ্ট শেষ করিতাম"। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি সীতা কিঞ্চিৎ মনের সুস্থিরতা লাভ করিয়া বলিতেছেন, লক্ষ্মণ! শ্বশ্রূগণকে আমার প্রণাম দিয়া সকলের সম্মুখে আর্য্যপুত্রকে বলিবে পতির হিত সাধন স্ত্রীর কর্ত্তব্য; আমি এই স্থানে বাস করিয়া তাঁহার লোকাপবাদ অবশ্যই দূর করিব"। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি লক্ষ্মণ সীতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তরণী পুনরারোহণ করিলেন; যে পর্য্যন্ত না উহা পরপারে সংযোগ হইল সে পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়কে অনিমিষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা! রাজার কন্যা ও রাজার বধূ হইয়া সীতা চিরদুঃখিনী ছিলেন; চিরদুঃখিনী সীতার দুঃখ স্মরণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। বাল্মীকি এই সকল করুণ রসের ব্যাপার অদ্ভুত কবিত্ব সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে বাল্মীকি পর লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি বোধ হইতেছে যে তিনি অদ্যাপি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমারদিগের মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার উপর সর্ব্বাধিপত্য করিতেছেন—কখন আমাদিগকে বীর রসে স্ফীত করিতেছেন, কখন বা চক্ষে অশ্রুজল আনয়ন করিতেছেন। তাঁহার মানব-স্বভাব-জ্ঞান কি সুগভীর ছিল। দশরথের দুর্ব্বলচিত্ততা, কৌশল্যার পুত্রবৎসলতা, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, কৈকেয়ীর যৌবন ও সৌন্দর্য্য-মদ, মন্থরার কৌটিল্য, সীতার পতিপরায়ণতা, বালির অকুন্ঠ মহত্ব, সুগ্রীব ও বিভীষণের মিত্র-পরায়ণতা, সীতার পতি-ভক্তি, হনুমানের প্রভু-ভক্তি, রাবণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা, এই সকল গুণ বাল্মীকি কি আশ্চর্য্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণিত রামচন্দ্রের স্বভাব কি হৃদয়-গ্রাহী ও মনোহর! রামচন্দ্রের কেবল একটী মাত্র দোষ ছিল; দোষ-শূন্য মনুষ্য কোথায়? তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগ-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু আর সকলই তাঁহার গুণ ছিল। রামচন্দ্রের ঈশ্বর-ভক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য, সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, ও বাগ্মিতা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি ধীমান, ধৃতিমান, নীতিমান, প্রতিভা-সম্পন্ন, অদীনাত্মা ছিলেন। তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্য্যশীল ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের হিত সাধনে অবিশ্রান্ত রত থাকিতেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কার্য্য এই প্রকার সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন যে এখনও কোন রাজার প্রশংসা করিতে

হইলে লোকে বলে যে আমরা [illegible] লাস করিতেছি। ধার্ম্মিকেরা যশের [illegible] ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন না, কিন্তু তাঁহারদিগের কার্য্যের খ্যাতি পৃথিবীতে চিরকাল বিদ্যমান থাকে। কত সহস্র বৎসর হইল রামচন্দ্র [illegible]লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি [illegible]ার খ্যাতি অবনিমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কবির কীর্ত্তিও অবিনশ্বর! উপ-[illegible]ম-পরায়ণ লোকে বাল্মীকিকে কয় জন অমর মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করে। বস্তুত উপ-ধর্ম্ম দৃষ্টিতে তিনি চিরজীবি নহেন কিন্তু আর এক দৃষ্টিতে তিনি চিরজীবি; তিনি যশঃ-সুধাপানে চিরজীবি। স্পষ্টই বোধ হই-তেছে যে তিনি এই রূপ অমরত্বে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন. তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে যাবৎ গিরি ও সরিৎ মহীতলে স্থিতি করিবে তাবৎ রামায়ণ-কথা লোকে প্রচারিত থা-কিবে। তাহার এই প্রত্যাশা কখন বিফল হইবে না; যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী অবনি-মণ্ডলে স্থিতি করিবে তাবৎ বাল্মীকি গিরি-সম্ভূতা রাম-সাগর-গামিনী রামায়ণ-রূপ ম[illegible] নদী মর্ত্ত্যলোকে বিদ্যমান থাকিয়া কাব্য-ভূব পবিত্র ও উর্ব্বর করত প্রবাহিত [illegible]দ। ইংরাজী সভ্যতা সহস্র পরিমাণে [illegible]ত বর্ষে প্রচারিত হউক না কেন তথাপি [illegible]কির খ্যাতি কখনই বিলোপ-দশা প্রাপ্ত হইবে না। বরং ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপখণ্ডে তিনি আদৃত হইতেছেন ও উত্তরোত্তর আরো অধিক আদৃত হইতে থা-কিবেন। হা! কবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাল্মীকির ন্যায় অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন মহাকবি উদিত হইবেন? বাল্মীকি-রূপ কোকিল কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া রাম রাম এই মধুরাক্ষর কূজন করিয়াছিলেন; আমারদিগের কবি কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া তাঁহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে মধুর ব্রহ্ম নাম কূজন করিবেন। [illegible] কোন মর্ত্ত্য রাজার পৃথিবী কীর্ত্তন [illegible] না; তিনি সেই পরম পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন, "যিনি" রাজগণ-রাজা [illegible] বন-পালক প্রাণারাম" [illegible] কেবল [illegible] কিংবা দাক্ষিণাত্য, কিংবা সিংহল তাঁহার বর্ণনা-ক্ষেত্র হইবে না, অসীম বিশ্ব-রাজ্য তাঁহার বর্ণনা-ক্ষেত্র হইবে। তিনি বাল্মীকির ন্যায় সত্য ঘটনার সঙ্গে অলীক কল্পিত ঘটনা সকল মিশ্রিত করিয়া বর্ণনা করিবেন না; তিনি কেবল সত্যই বর্ণনা করিবেন। গ্রহনীহারিকা হইতে এখন-ও কি রূপ গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি হইতেছে, সূর্য্য আর এক দূরস্থ সূর্য্যকে কি রূপ প্রদ-ক্ষিণ করিতেছে, উত্তপ্ত ধাতুময় পিণ্ড হইতে পৃথিবী কি রূপ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তরে উপন্যাস-রচকের কল্পনা শক্তির অতীত কি অদ্ভুত পদার্থ সকল নিহিত রহিয়াছে, অবনি মণ্ড-লের উপরিভাগে কি কি আশ্চর্য্য পদার্থ সকল আছে, এক কেন্দ্র হইতে আর এক কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত মহা সমুদ্রের গর্ভে কি কি চমৎকার জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সকল আছে, তিনি অলৌকিক কবিত্ব শক্তি সহ-কারে এই সকল বর্ণনা করিবেন। তিনি দেশ ভেদে কাল ভেদে ঈশ্বরের অসীম রচনা সকল অবিনশ্বর কবিতাতে কীর্ত্তন করিবেন। তিনি যেমন নৈসর্গিক পদার্থ সকল বর্ণনা করিবেন, তেমনি পুরাবৃত্তে বিচরিত ঘটনা সকলে ঈশ্বরের হস্ত আমারদিগকে সন্দর্শন করাইবেন; তিনি এই সকল বিষয় বর্ণনা-কালে এই রূপ মধুর হিতোপদেশ প্রদান করিবেন যে, লোকের মন তাহা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইবে। কখন বা বজ্রের ন্যায় তাঁহার কবিতা তেজস্বী ও গম্ভীর-স্বন হইবে, কখন বা সুমন্দ মারুত-হিল্লোল-

অন্যান্য গোলাবের ন্যায় তাহারা অভ্যস্ত বন্ধন। তিনি প্রভৃতি স্বপ বীণা বাদন করিয়া এই রূপ গান করিবেন যে সমস্ত লোক স্তব্ধ হইয়া শুনিবে। বোধ হইবে যেন কোন স্বর্গ লোক বাসী দেব পুরুষ গান করিতেছেন। হা। এমন কবি কবে আমারদিগের মধ্যে উদিত হইবেন? জগদীশ্বর অবশ্যই আমারদিগের এ প্রত্যাশা কোন দিন পূর্ণ করিবেন।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৯৬ সংখ্যক পত্রিকার ২২৯ পৃষ্ঠার পর।

ভারত বর্ষীয় গ্রন্থকর্ত্তারা যে সকল বিলুপ্ত শাখার উল্লেখ করেন তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণ ভাগের। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে কিন্তু যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে, কেবল উদ্ধৃত অংশ ভিন্ন তাহার আর কিছু দেখা যায় না; ইহা দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থ যে এক সময়ে ছিল, এই মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়। এক সময়ে কতকগুলি ঋষি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম এবং ছন্দ ও ব্যাকরণ প্রভৃতির এক এক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত গ্রন্থ জনশ্রুতিতে বহুকাল অবিলুপ্ত ছিল। কুমারিল কহেন যে "মনুষ্যের ভ্রান্তি ও অসাবধানতায় এবং কোন কোন গ্রন্থ কর্ত্তা মহর্ষির এক কালে বংশলোপ হওয়ায় ঐ সকল গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন বিবেচনা করা যায় যে কেবল জন শ্রুতি বহুকাল গ্রন্থ রক্ষার অদ্বিতীয় উপায় ছিল তখন একথা, যে সকল ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ আছে, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যা গ্রন্থ যে বিলুপ্ত হইবে, তাহার বিচিত্র আছে মতে। কুমারিল বেদের বিলুপ্ত শাখা সকল প্রমাণ স্বরূপ স্বীকার করাতে যে কি বিপদ উপস্থিত হইবে, তাহা বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা অনুসন্ধান করেন নাই। বৌদ্ধেরা যে দৃঢ় বিলুপ্ত শাখাকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে ঋষিদিগের মত খণ্ডন করিতে পারিত। তথাচ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া কুমারিল ও আপস্তম্ব স্মৃতিকে শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থণ করিবার নিমিত্ত বেদের বিলুপ্ত অংশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব এবং সূত্র গ্রন্থ সকল প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই যে স্বতন্ত্র ইহা এক প্রকার স্থির করা হইয়াছিল। সূত্রকালের পূর্ব্বে জনশ্রুতিতে এমন কতকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত ছিল যে গুলি পরে যে সমস্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয় এবং ব্রাহ্মণেরা যে সকল গ্রন্থকে অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রুতি শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্রাহ্মণগণের অজ্ঞাত ছিল না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে সর্ব্ব প্রথমে আমরা স্মৃতি শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু এই স্মৃতি কথা তথায় শ্রুতি শব্দের যে রূপ অর্থ সেই ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সূত্রেও শ্রুতি ও উভয়ের স্বতন্ত্রতা স্বীকার দেখা যায়। আমরা অনুপদ সূত্রে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি। এই সূত্র অন্যান্য সূত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নিদান সূত্রে শ্রুতিকে স্মৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়াছে, এবং পানিনিও শ্রুতি স্মৃতির বিশেষ বিভেদ নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু নিদান সূত্র ও পানিনি যে অনুপদ সূত্র অপেক্ষা প্রাচীন নহে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

২৯৭ সংখ্যার ১৪ পৃষ্ঠার পর।

সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম।

বামদেব্য গান।

১ তৎপরে ব্রাহ্মণকে পূর্ণপাত্রাদি দক্ষিণা প্রদান করিবে। যদি কুশময় ব্রাহ্মণ থাকে, তবে অগ্নি বেষ্টন করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার গ্রন্থি মোচন পূর্ব্বক পুনরায় স্বস্থানে উপবেশন করিয়া কুশ কুসুম সহিত জল পাত্রে হস্ত দিয়া নিম্নোক্ত এএকটি সাম গান করিবে। যদি গানে অসমর্থ হয়, তবে বারত্রয় পাঠ করিবেক।

মহাবামদেব্যঋষি র্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা।

নবগ্রহের হোমে ইহার অর্থ করা হইয়াছে।

ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎ সদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু।

হে ইন্দ্র! 'অন্ধসঃ' অন্নস্য সোমস্যেতি যাবৎ 'কঃ' কুসঃ 'ত্বা' ত্বাং 'মৎসৎ' মত্তং করোতি কিম্ভূতঃ 'সত্যঃ' সোম যাগে ক্রিয়মাণে অবশ্যম্ভাবী পুনঃ কিম্ভূতঃ 'মদানাং' সুরাদীনাং মধ্যে 'মংহিষ্ঠঃ' অতিশয়েন মদজনকঃ যেন মদেন মত্তস্ত্বং 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়ানি অপি 'বসু' বসূনি 'আরুজেঃ' ভঙ্গসি। সুবর্ণ প্রভৃতীনি ধনানি যাগ কর্ত্তৃভ্যোদাতুং আরুজ[illegible]।

ইন্দ্র! অবশ্যদেয়, অতিমাত্র মদজনক কোন [illegible] সরস তোমাকে হর্ষযুক্ত করিবে, যাহাতে মত্ত [illegible] তুমি দৃঢ়তর ধনসম্পত্তি যজমানকে দিবার নিমিত্ত ভঙ্গ করিতে পারিবে

ওঁ অভীষুণঃ সখীনা মবিতা জরিতৃণাং শতং ভবাস্যূতয়ে।

হে ইন্দ্র 'সখীনাং' মিত্রাণাং তথা জরিতৃণাং স্তোতৃণাং 'অবিতা' পালয়িতা 'ভবাসি' ভব 'শতং অভীষুণঃ' এবং শতধা ভূত্বা ইত্যর্থঃ। 'ঊতয়ে' বহুপ্রকার রক্ষণায়।

হে ইন্দ্র! বহু প্রকারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শতধা হইয়া মিত্রগণকে ও স্তোতৃগণকে প্রতিপালন কর।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।

'বৃদ্ধশ্রবাঃ' বৃদ্ধস্য বাক্যকারী ইন্দ্রঃ নঃ অস্মাকং স্বস্তি শান্তিং দধাতু। 'বিশ্ববেদা' সর্ব্বজ্ঞঃ পূষা তথা অরিষ্টনেমিঃ অপ্রতিহতগতিপ্রসরঃ 'তার্ক্ষ্যঃ' তথা 'বৃহস্পতিঃ' অস্মাকং স্বস্তিং দধাতু।

বৃদ্ধগণের বাক্যের বশীভূত ইন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ পূষা, অপ্রতিহতগতি গরুড় ও বৃহস্পতি আমাদিগের শান্তি বিধান করুন।

২। তৎপরে কর্ম্মের দক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেক।

সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্ত।

ধন্যবাদ।

যে আছে যথায় দেখি তুমি হে তথায়।
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব কেহ নাহি পায়॥
কারে বা দিতেছ দণ্ড কারে পুরস্কার।
দণ্ড পুরস্কার দেখি স্নেহের ব্যাপার॥
সমান করুণা তব সকলের প্রতি।
একমাত্র তুমি প্রভু সকলের গতি॥
অতি সুশৃঙ্খলা রূপে ওহে সনাতন।
একাকি করিছ তুমি বিশ্বের পালন॥
কেহ নাহি সহকারি সাহায্য করিতে।
চির দিন চলিতেছে কার্য্য এক রীতে॥
এক সূর্য্য প্রতিদিন হইয়া উদয়।
বিস্তারে কিরণ-জাল না হয় ব্যত্যয়॥
বর্ষে বর্ষে ঋতু গণ করি আগমন।
করে জগতের নব ভাব উদ্ভাবন॥
যাহার উপরে তুমি দিয়াছ যে ভার।
সে তাহা করিয়া যায় নাহি ব্যতি চায়॥
অগণ্য নক্ষত্র ভ্রমে গগন মণ্ডলে।
কারু সঙ্গে কারু নাহি বাধে কোনস্থলে॥
নির্ব্বিবাদে নিজ কার্য্য করে নিষ্পাদন।
রাগ দ্বেষ নাই যেন সাধুর মতন॥
বুঝিয়া বিশেষ যেন তব উপদেশ।
অতিশয় ভক্তি ভাবে পালিছে আদেশ॥
জড়ময় বস্তু যেন কত জ্ঞান ধরে।
হেরে মন মগ্ন হয় বিস্ময়-সাগরে॥
কি আশ্চর্য্য একরূপ কিছুই দেখিনে।
কিছুই দেখিনে হেন উপকারী বিনে॥

স্বাভাবিক পরিজ্ঞানে করি আলোচনা।
করেছ ইচ্ছায় কিবা জগত রচনা॥
কি ভাবিলে কি করিলে কৌশল নিয়ম।
সমান চলিছে কার্য্য নাহি ব্যতি ক্রম॥
কতকাল সৃজিয়াছ যত কাল রবে।
পুনরায় পরিবর্ত্ত করিতে না হবে॥
ধন্য ধন্য ধন্য তব আশ্চর্য্য বিচার।
ধন্য ধন্য ধন্য তব করুণা অপার॥
না চাহিতে নিজ হতে দেও কত সুখ।
সুখের কারণ করে রেখেছ হে দুঃখ॥
কত অপরাধ করি তোমার চরণে।
তথাপি করুণা তব তাই ভাবি মনে॥
ধন্য হে দয়াল প্রভু নিবেদি চরণে।
এখন ভরসা এই উপজিল মনে॥
আমি যদি ভুলি মজে পাপ প্রলোভনে।
পাইব অকূলে কূল তোমার স্মরণে॥
অতএব কিবা আছে প্রার্থনা আমার।
কৃতজ্ঞতা সহকারে করি নমস্কার॥

নূতন পুস্তক।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন-লিখিত পুস্তক গুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—

১। বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকার প্রথম খণ্ড সপ্তম সংখ্যা। ইহাতে মহাকবি কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশের অষ্টাদশ সর্গের মূল ও বাঙ্গলা অনুবাদ এবং মল্লিনাথ-কৃত টীকার দশম সর্গের প্রারম্ভ অবধি চতুর্দ্দশ সর্গের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও আর এম বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

২। সমালোচনী। ইহা এক খানি মাসিক পত্রিকা। ইহা বহরম পুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। তত্ত্ব প্রকাশ। ইহা বারুইপুর নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত ও কলিকাতা নিউ বেঙ্গল যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। শিশুর নিত্যকর্ম্ম ও নীতি পঞ্চাশৎ। ইহা শ্রী দেবীদাস সেন কর্ত্তৃক প্রণীত, ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। জ্ঞান রত্ন অর্থাৎ সাহিত্যাদি ও নীতিপ্রদপ্রবন্ধ মাসিক পত্র। ইহা কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। নীতিপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ শ্রী জয়নাথ দাস প্রণীত। কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

আহুতি প্রদান করিবে, সে বল বীর্য্য লাভ করিয়া পুত্র পৌত্রাদির সহিত জীবন অতিবাহিত করিবে।

১০৭২

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।

৪। অগ্নীষোমা চেতি তদ্বীর্য্যং বাং যদমুষ্ণীতমবসং পণিং গাঃ। অবাতিরতং বৃসয়স্য শেষোঽবিন্দতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ।

৪। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'বাং' যুবযোঃ 'তৎ' সঙ্ক্ষ্যমাণং 'বীর্য্যং' সামর্থ্যং 'চেতি' অস্মাভিজ্ঞার্য্যতে মভূৎ 'যৎ' যেন বীর্য্যেণ 'গাঃ অবসং' গোরূপং 'অন্নং' 'পণিং' পণেঃ বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। [illegible] অসুরাৎ অমুষ্ণীতং [illegible]। তথা [illegible] সর্ব্বং [illegible] বৃসয়োঽস্যুৎক্ষুব্ধী [illegible] অস্যবৃসয়স্য 'শেষঃ' অপত্যং শেষইতি অপত্য নাম [illegible]। ত্বষ্ট্রসকাশাৎ উৎপন্নং বৃত্রং 'অবাতিরতং' অবাধিষ্টং [illegible] বধকর্ম্মা। প্রাণাপান রূপয়ো [illegible] স বহুবঃ প্রাণঃ। তথা [illegible] অগ্নীষোমৌ নিরক্রামতাং প্রাণাপানৌ বা [illegible] ইতি। ততঃ [illegible] জ্যোতিঃ' জ্যোতমানং সূর্য্যং 'একং' নভসি [illegible] 'বহুভ্যঃ' জনেভ্যঃ বহুনামর্থায় 'অবিন্দতং' অলম্ভয়াং [illegible] যেন বীর্য্যেণ ক্রিয়তে তদস্মাভিজ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ।

৪। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা যাহা দ্বারা পণি নামক অসুর হইতে গোরূপ অন্ন অপহরণ, বৃত্র বধ এবং বহু লোকের নিমিত্ত জ্যোতিষ্মান এক মাত্র সূর্য্যকে লাভ করিয়াছিলে, আমরা তোমাদিগের সেই বল জ্ঞাত হইয়াছি।

১০৭৩

৫। যুবমেতানি দিবি রোচনান্যগ্নিশ্চ সোম সক্রতু অধত্তং। যুবং সিন্ধূঁরভিশস্তেরবদ্যাদগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্।

[illegible] হে 'সোম' ত্বং 'অগ্নিঃ চ' 'সক্রতূ' সমানকর্ম্মাণৌ সন্তৌ 'যুবং' যুবাং 'রোচনানি' রোচমানানি দীপ্যমানানি 'এতানি' অস্মাভিঃ নিশি দৃশ্যমানানি তারাগ্রহাদীনি জ্যোতীংষি 'দিবি' দ্যুলোকে 'অধত্তং' অধারয়তং। উক্তমর্থমেবনাখ্যায়িকা ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা ব্রহ্মহত্যযা ভীতঃ সন্ পৃথিব্যাং বৃক্ষেষু স্ত্রীষু চ তাং ব্রহ্মহত্যাং ন্যমার্জ্জীৎ তামস্য শক্তি রগ্নীষোমাভ্যাং জাতেতি। ব্রহ্মহত্যাংশেন পাপেন 'গৃভীতান্' গৃহীতান্ আক্রান্তান্ 'সিন্ধূন্' নদীবিশেষান হে 'অগ্নীষোমৌ' 'যুবং' যুবাং 'অভিশস্তেঃ' অভিশস্যমানাৎ অভিতঃ প্রকটিতাৎ 'অবদ্যাৎ' তস্মাৎ পাপাৎ 'অমুঞ্চতং' মুক্তবন্তৌ। যদ্বা বৃত্রঃ ইন্দ্রেণ হতঃ সন নদীষু পপাত ততো মৃতেন বৃত্রশরীরেণ নদ্যঃ সর্ব্বা দুষ্টা বভূবুঃ। তথাচ তৈত্তিরীয়কং ইন্দ্রো বৃত্র মহন্ সোঽপোঽভ্যম্রিয়ত। তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিযং সদেবমাসীত্তদপোদক্রামদিতি। তেন দোষেণ গৃহীতা নদীঃ তস্মাৎ দোষাৎ অগ্নীষোমৌ মুক্তবন্তৌ।

৫। হে সোম! তুমি ও অগ্নি তোমরা উভয়ে তুল্য কর্ম্মা হইয়া এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে আকাশে ধারণ করিয়াছ। হে অগ্নি সোম! তোমরা পাপাক্রান্ত সিন্ধু নামক নদী সকলকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত পাপ হইতে মোচন করিয়াছ।

১০৭৪

৬। আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ। অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং। ১। ৬। ২৮।

৬। হে 'অগ্নীষোমৌ' যুবযোর্মধ্যে 'অন্যং' একং অগ্নিং 'মাতরিশ্বা' বায়ুঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'আজভার' ভৃগবে যজমানায় আজহার। তথাচ মন্ত্রান্তরং দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভর ভৃগবে মাতরিশ্বেতি। 'শ্যেনঃ' শংসনীয়গতিমান পক্ষী পক্ষ্যাকারা গায়ত্রী 'অন্যং' সোমং 'অদ্রেঃ পরি' মেরোরুপরি অবস্থিতাৎ 'দিবঃ' স্বর্গাৎ 'অমথ্নাৎ' বলাদাহৃতবতী। এবং মহানুভাবৌ যুবাং 'ব্রহ্মণা' স্তুত্যা মন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণ হবির্লক্ষণেনান্নেন বা 'বাবৃধানা' বর্দ্ধমানৌ যুবাং 'যজ্ঞায়' অন্যেষাং দেবতানাং যাগায় 'উরুং' বিস্তীর্ণং 'লোকং' স্থানং 'চক্রথুঃ' কৃতবন্তৌ। উ ইত্যেতৎ পাদপূরণং আজ্যভাগ দেবতয়োঃ অগ্নীষোময়োরুত্তরার্দ্ধ দক্ষিণার্দ্ধয়োর্যজতে। তন্মধ্যে অন্য দৈবত্যানি সর্ব্বাণি হবীংষি হূয়ন্তে। তন্মধ্যমং স্থানং অগ্নিষোমকৃতং। তথাচ তৈত্তিরীয়কং ব্রাহ্মণো বা এতৌ দেবানাং যদগ্নীষোমাবন্তরা দেবতা ইজ্যন্তে দেবতানাং বিধৃত্যা ইতি। ১। ৬। ২৮।

৬। হে অগ্নি ও সোম! বায়ু দ্যুলোক হইতে অগ্নিকে এবং শ্যেনপক্ষী গায়ত্রী সুমেরু পর্ব্বতের উপরি অবস্থিত স্বর্গ হইতে সোমকে হরণ করিয়াছিলেন। তোমরা অন্ন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া যাগের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। ১। ৬। ২৮।

ধর্ম্ম ও ত্যাগ স্বীকার।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

বুধবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯০ শক।

"এখানে ধর্ম্মের জন্যে তো দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে, বিপদকে তো আলিঙ্গন করিতেই হইবে, ত্যাগ তো স্বীকার করিতেই হইবে। এমন কি, সঙ্কট বিশেষে, সময় বিশেষে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিশেষে প্রাণ পর্য্যন্তও অকাতরে বলিদান দিতে হইবে।" ১ ম প্রকরণ—২৫ ব্যাখ্যান।

যিনি যে পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে স্বর্গ-পথে অগ্রসর হইবেন। যেমন অন্ন পান ব্যতিরেকে শরীর-রক্ষা হয় না, সেই রূপ পুণ্য সঞ্চয় ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। ঈশ্বর প্রসাদে মনুষ্য যে অবিনশ্বর পরমায়ু লাভ করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে এই শরীর বিনষ্ট হইলেও তিনি স্বয়ং জীবিত থাকিবেন, সেই উপাদেয় পরমায়ুঃ তাঁহার ঘোর যন্ত্রণার আধার হইয়া উঠিবে, যদি তিনি পুণ্যোপার্জ্জনে অবহেলা করেন। উদরে অন্নরস না থাকিলে মনুষ্য যেমন কাতর হইয়া পড়েন, সেই রূপ মনেতে সুখ না থাকিলে ততোধিক কাতরতা উৎপন্ন হয়, এই পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু পুণ্যবান্ না হইলে যে কি নীচত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা অনেকে আলোচনা করিয়া দেখেন না। এই জন্য মনুষ্যগণ অন্ন সঞ্চয়ে ও সুখ ভোগে যে রূপ ব্যস্ত হন, পুণ্য উপার্জ্জনে সে রূপ আগ্রহ করেন না। পর লোকে যে শান্তির প্রত্যাশা আছে, তাহা পুণ্য ব্যতীত কখনই লাভ করা যাইবে না। ইহ লোকেও পুণ্যহীন জীবন ঘোর যন্ত্রণার কারণ হয়, এমন কি সুখের সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিলেও পুণ্যহীন ব্যক্তি অন্তরে সুখী হইতে পারে না; কিন্তু পর্ণকুটীর-নিবাসী দরিদ্র ব্যক্তিও পুণ্য-বলে প্রফুল্ল মনে কাল যাপন করেন। এই গৃহে পরমেশ্বর বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তাঁহার মধুময় সন্নিকর্ষ উপভোগ করিয়া অন্তঃস্ফুরিত আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত হইতেছেন? যাঁহার হৃদয় পুণ্যসলিলে স্নিগ্ধ হইয়া আছে, তিনিই নিভৃত ভাবে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া এখানে আগমনের ফল লাভ করিতেছেন। ঈশ্বরকে ধ্যান করিবার নিমিত্ত যত্ন কর, কিন্তু যদি অন্তরে পুণ্য সঞ্চয় না থাকে, সে ধ্যান বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যাঁহাকে চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন বহিরিন্দ্রিয়ই যাঁহাকে লাভ করিতে পারে না এবং অন্তঃকরণও যাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাতে আত্মার সমাধান করা অনায়াস-সাধ্য নহে। প্রথমে সর্ব্বপ্রকার পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ ও অন্তর হইতে পাপের কামনা সকল উন্মূলন করিতে হয়, তৎপরে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে হয়, তবে পরমাত্মাতে সমাহিত হইবার সামর্থ্য জন্মে। এক্ষণে এই গৃহে উপবেশন করিয়া যিনি সেই সান্দ্রানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তিনিই ধন্য; কিন্তু যিনি সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে পারিতেছেন না, "এক যাত্রায় পৃথক্ ফল" লাভ করিতেছেন, তিনি নিশ্চয় জানিবেন যে, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের করুণার অভাব নাই, কিন্তু তিনি যথাযোগ্য প্রস্তুত হইয়া আইসেন নাই; এই জন্য সেই অবারিত করুণা-দ্বারও তাঁহার চক্ষে রুদ্ধ

বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি অদ্যাবধি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে থাকুন, ঈশ্বরকে পাইয়া চরিতার্থ হইবেন। সাধনের ধন পরমেশ্বরকে বিনা-সাধনে কে পাইতে পারে?

ধর্ম্মের প্রতিপালন দ্বারা মনুষ্য পুণ্য লাভ করিতে পারেন। এই পৃথিবী ধর্ম্ম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার ক্ষেত্র। পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া পুণ্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যগণকে পুণ্য-সলিলে প্রক্ষালন করিবার নিমিত্তই ধর্ম্মের ব্যবস্থা সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি ভৌতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভাধিভুক্ত জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন, তিনিই ধর্ম্মের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া অধ্যাত্ম জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদের শরীর যেমন তাঁহার জড় জগতের প্রজা, আমাদের আত্মা সকল সেই রূপ তাঁহার অধ্যাত্ম জগতের প্রজা—আ! তাঁহার প্রেমাস্পদ পুত্র। পিতার আশীর্ব্বাদে আমরা অসামান্য সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি; কিন্তু হায়! তিনি আমাদিগেরই মঙ্গলের জন্য যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা প্রতিপালন করি না; যে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, মোহান্ধ হইয়া তাহাই করিতেছি। ন্যায়, ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি এক একটি আদেশ তিনি এমন উজ্জ্বল অক্ষরে আমাদের অন্তরে লিখিয়া দিয়াছেন যে, মনুষ্য অনায়াসেই তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হইতেছে; কিন্তু তাহা প্রতিপালন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে যে যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়, মনুষ্য তাহাতেই উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে।

কতকগুলি মলিন সুখের কামনা ও দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি কতক গুলি আন্তরিক রিপু মনুষ্যের ধর্ম্ম পালনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। ঈশ্বরের সাহায্যে ও পুরুষকার প্রভাবে সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া পুণ্য কর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে। পুণ্য পথের পথিক হইতে হইলে আপনাকে জয় করাই প্রথম কার্য্য হয়।

ভারত বর্ষীয় পূর্ব্বতন ধার্ম্মিকেরা পুণ্যের জন্য আপনার সুখ এক বারে বিস্মৃত হইয়া ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিতেন—তাঁহারা অনাহারে শরীর শুষ্ক করিয়া ফেলিতেন, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া অতি কষ্টে জীবন নির্ব্বাহ করিতেন; গ্রীষ্ম কালে পঞ্চতপা করিতেন—মস্তকে প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণপাত সহ্য করিতেন এবং চতুষ্পার্শ্বে প্রজ্বলিত অগ্নি সংস্থাপন করিতেন; বর্ষা কালে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারা বহন করিতেন; দুরন্ত শীত কালে জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, কি করিলে পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। হা! তাঁহারা প্রায়োপবেশন ও তুষানলে প্রাণ দান করিয়া ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার কঠোর তপস্যায় কুসংস্কার যতই থাকুক, তাহা গণনা করিতে চাই না; কিন্তু তাঁহারা পুণ্যের প্রত্যাশায় ঈশ্বরের জন্য আপনার সুখ সম্ভোগ যে কেমন তুচ্ছ করিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়াই আমার হৃদয় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া আছে। ঘটনা-ক্রমে বিপক্ষের হস্তে নিপতিত হইয়া ধর্ম্মের জন্য অগত্যা প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ইহার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিনা বাধ্যতায় কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে প্রায়োপবেশনে, তুষানলে অথবা প্রজ্বলিত চিতানলে কে প্রাণ দান করিতে পারেন? হা! ঈশ্বরের জন্য তাঁহারা কি

কঠোর তপস্যা করিতেন? তাঁহারা তৎকালে যে প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অকপটে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের বিশ্বাসিক সেবক ছিলেন, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা এক্ষণে তাঁহাদিগের অপেক্ষা উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু সে প্রকার ঈশ্বর ভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও তপশ্চর্য্যা কোথায়? তখন যে প্রকার জ্ঞান ছিল, তপস্যাও তাহার অনুযায়িনী ছিল; এক্ষণে উন্নত জ্ঞান অনুসারে উন্নততর তপস্যার অনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে চক্ষু কর্ণ হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছেদ করা তপস্যা বলিয়া গণ্য করা উচিত নয়; কিন্তু ধর্ম্মবিরোধী বিষয়সুখ ভোগ করিবার নিমিত্ত যে সকল মলিন কামনা মনে উদয় হয়, তৎসমুদায়ের উচ্ছেদ করাই এক্ষণকার তপস্যা। অনাহারে শরীরকে শুষ্ক করা বাস্তবিক তপস্যা নহে; কিন্তু ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি আন্তরিক রিপুগণকে শুষ্ক করিয়া ঈশ্বরের উদার প্রীতির অনুকরণ করাই এক্ষণকার তপস্যা। ভৌতিক নিয়ম অথবা শারীরিক নিয়মের বিপক্ষে তুষানলে দগ্ধ হওয়া, সলিলে নিমগ্ন থাকা অথবা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করা বাস্তবিক তপস্যা নহে; অসত্যের বিপক্ষে, অন্যায়ের বিপক্ষে, কুসংস্কারের বিপক্ষে, কুসংস্কৃত সমাজের বিপক্ষে, কলুষিত দেশাচারের বিপক্ষে, যদি আবশ্যক হয়, সমুদায় পৃথিবীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করাই এক্ষণকার তপস্যা। পুণ্য উপার্জ্জন করিতে গেলে ক্ষুদ্র সুখের কামনা সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে, দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি সকল দমন করিতে হইবে, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া বিষয়সুখ ভোগ করিতে হইবে। দিবা রাত্রির মধ্যে আমরা যে সমস্ত সুখ ভোগ করিতেছি; তাহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে হইবে; যে সুখ অসত্য ও অন্যায় দ্বারা উপার্জ্জিত হইতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মলিন কামনা ও মলিন চিন্তার সূত্রপাত দেখিলেই যে কোন প্রকারে তাহা মন হইতে উচ্ছিন্ন করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ মনুষ্যের প্রতি যদি দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তবে মনকে ঈশ্বরদ্বেষী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সেই ভাব সংশোধন করিতে হইবে। অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে যদি ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তবে তাহা মনের বিকৃত অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, এবং তাহা দূর করিতে হইবে। সত্য পথে ও ন্যায় পথে দণ্ডায়মান হইলে যদি মান সম্ভ্রম যশ কীর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। ইহাই এক্ষণকার তপস্যা।

জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় কল্পিত দেব দেবী তিরোহিত হইতেছেন বটে, কিন্তু অন্য প্রকার তিনটি দেবতার উপাসনায় পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রথম দেবতা—কাম। মনুষ্য যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবামাত্রই ইহার দাসত্বে নিযুক্ত হয়। ইহার নিকটে যে কত নরনারীর অমূল্য ধর্ম্মের বলিদান হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয় দেবতা—অর্থ; যাঁহারা এই দেবতার দাসত্বশৃঙ্খল পরিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। মিথ্যা প্রতারণা জাল চৌর্য্য নরহত্যা প্রভৃতি যে দুষ্কর্ম্মই অর্থদাসের অননুষ্ঠেয় থাকে না। তৃতীয় দেবতা—যশ; ইহার উপাসকদিগের চরিত্র অতি আশ্চর্য্যজনক, ইহাঁদের কর্ম্ম সকল আড়ম্বরে পরিপূর্ণ এবং একটি মনোহর অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই

আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইতে হইবে। পূর্ব্বরাত্রে স্বহস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া নিরাশ্রয়ের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়াছেন, অদ্য তাহারই অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া ভূরি ভূরি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। গতরাত্রে পিশাচবৃত্তির একশেষ করিলেন; প্রাতঃকালে সমাজ-সংস্কারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। একটি সামান্য কর্ম্ম করিয়াই লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, কত ক্ষণে প্রশংসা ধ্বনি সমুত্থিত হইবে! যশের উপাসক ব্যতিরেকে এমন প্রত্যাশা আর কে করিতে পারে যে, আমি সংগোপনে সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি ইহা লোকে অবগত হউক? লঘুচেতা মানবগণ এই তিনটি দেবতার—তিনটি পিশাচের উপাসনাতেই সমস্ত আয়ুঃ নিঃশেষ করিতেছে; ঈশ্বরের উপাসনা আর কখন করিবে?

এই সমস্ত লোভনীয় ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যকাম হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহাতে আপনাকে যে কত দূর শাসনে রাখিতে হইবে, তাহা কে না বুঝিতেছেন। কিন্তু পৃথিবী বাস্তবিক পৃথিবী; দে লোক নহে; এখানে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করা সহজ ব্যাপার নহে। পৃথিবীর সুবর্ণে যদি কোন প্রকার শ্যামিকা মিশ্রিত না থাকে, তাহাতে কোন অলঙ্কারই প্রস্তুত হইতে পারে না; সেই রূপ যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণতায় এখানে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। দুঃখ, ক্লেশ, প্রতারণা, অপমান, তিরস্কার হয় তো ধার্ম্মিকদিগকে অনেক সময় মস্তকে বহন করিতে হয়; তিনি অনাহারে মৃতপ্রায় হইলেও অন্যায় পূর্ব্বক একটি কপর্দ্দকও উপার্জ্জন করিতে পারেন না; ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি সত্য পথ পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তিনি বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেও ধর্ম্মের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তাঁহার এই রূপ প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পৃথিবী তাঁহাকে নির্যাতন করিতে থাকে। পৃথিবী বিশুদ্ধ সুবর্ণের উচ্চ মূল্য অবগত হইয়াও খাদ না দিয়া ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তাঁহাকে দেখেন; কেহই জানিতে পারে না, ঈশ্বর তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া শান্ত্বনা প্রদান করেন। তাঁহার শরীর যদিও খড়্গাঘাতে অবসন্ন হয়, কিন্তু তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের কোমল স্পর্শে নব জীবনে পূর্ণ হইয়া থাকে; তিনি মর্ত্ত্য লোক হইতে যতই আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হন, ততই এক দৃষ্টে সেই প্রেমমুখের প্রতি চাহিয়া থাকেন এবং এক এক বার পৃথিবীকে দেখেন; তাঁহার সেই দৃষ্টিপাত পৃথিবীর মস্তকে আশীর্ব্বাদ হইয়া পড়ে। তিনি ঈশ্বরকে বলেন, নাথ! তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ না কর, আমি সমুদায়ই সহ্য করিতে পারিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৯৮ সংখ্যক পত্রিকার ৩৭ পৃষ্ঠার পর।

বেদের ছয় অঙ্গ, এই জন্য আমরা ষড়ঙ্গ বেদ বলিয়া থাকি। এই ছয় অঙ্গ যে এক এক খানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ তাহা নহে, ইহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছয়টি বিষয়। এই ছয় অঙ্গের সাহায্যে বেদের অর্থ-গ্রহাদি করা যাইতে পারে। মহর্ষি মনু শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গকে প্রবচন[১]

১ অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ। মনু ৩ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন (তাঁহারা সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন)।

শব্দে নির্দ্দেশ করেন। প্রবচন শব্দে ব্রাহ্মণও বলা যাইতে পারে[২]।

পৌরাণিক সময়েই কেবল যে পুরাণ প্রস্তুত হইয়াছিল আর ঐ কালের পূর্ব্বে যে ইহার নাম গন্ধ ছিল না, তাহা নহে। ব্রাহ্মণ ভাগে কতকগুলি উপাখ্যান উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পৌরাণিক গ্রন্থকর্ত্তারা সেই সমস্ত উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াই পুরাণ প্রস্তুত করেন। ফলত এক সময়ে ব্রাহ্মণ ভাগে পুরাণের বীজ রোপিত হয়, তৎপরে তাহার শাখা পল্লব প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই রূপে বেদাঙ্গের বীজও ব্রাহ্মণ ভাগে আছে। সেই সমস্ত বেদাঙ্গ মত অবলম্বন করিয়া শেষে বিস্তর গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। বৃহদারণ্যক ও তাহার টীকায় এই বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। টীকাকার ইতিহাস শব্দের অর্থ করিতে গিয়া কহিয়াছেন যে, শতপথব্রাহ্মণে যে উর্ব্বশী পুরূরবার বৃত্তান্ত আছে, তাহাই ইতিহাস। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎসমুদায়কে উপনিষদ শ্লোক সূত্র অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ফলত এই সমস্তই বেদাঙ্গের প্রতিপাদ্য এবং এই সমস্ত নামে বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত রহিয়াছে।

এই ছয় বেদাঙ্গের যে কোথায় প্রথম উল্লেখ আছে, তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না। মুণ্ডকোপনিষদে বেদের ছয় অঙ্গের নির্দ্দেশ আছে বটে কিন্তু ঐ উপনিষদের যে অংশে এই ছয় অঙ্গের উল্লেখ আছে, প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বোধ হইবে যে ঐ অংশ উহাতে কেহ প্রক্ষেপ করিয়া থাকিবে। যাস্ক স্থল-বিশেষে বেদাঙ্গের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ছয় কি কয়টি তাহা কিছুই কহেন নাই। চরণব্যূহে বেদের অঙ্গ-সংখ্যা নিরূপিত আছে[৩]। মনু স্মৃতিতেও এই সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের নবম প্রপাঠকে ষড়ঙ্গের কথা নাই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে বেদাঙ্গ মত প্রকাশ করিয়াছে[৪]। সামবেদের ব্রাহ্মণ ভাগে অঙ্গ-সংখ্যা ধরিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহাতে ছয় অঙ্গের বিশেষ বিশেষ নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। তাহাতে এই রূপ লেখা আছে, চারি বেদ স্বাহা দেবীর দেহ, বেদের ছয় অঙ্গ উহাঁর অঙ্গ[৫]। তাহাই

প্রকর্ষেণৈবোচ্যতে বেদার্থ এভিরিতি প্রবচনাম্যঙ্গানি। কুল্লূকভট্ট।

এই সমস্ত বেদাঙ্গ বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতেছে এই নিমিত্ত ইহার নাম প্রবচন।

২ কাণ্বানামপি প্রবচন বিহিতঃ স্বরঃ স্বাধ্যায়ে। প্রবচন শব্দেন ব্রাহ্মণমুচ্যতে। প্রোচ্যতে ইতি প্রবচনং।

কাণ্বদিগেরও স্বাধ্যায় কালে প্রবচন বিহিত স্বর আছে। প্রবচন অর্থ ব্রাহ্মণ, ব্যাখ্যা করিতেছে এই নিমিত্ত প্রবচন বলা যায়।

প্রস্থান ভেদে এই রূপ আছে "এবং প্রবচন ভেদাৎ প্রতিবেদং ভিন্নাঃ ভূয়স্যঃ শাখাঃ। প্রবচনভেদে বেদের শাখা সকল ভিন্ন হইয়াছে। মধুসূদন প্রবচন শব্দে উচ্চারণ বলিয়া এবং কঠোপনিষদ অধ্যয়ন বলিয়া ব্যবহার করিয়াছে।

৩ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষং।

৪ একদা নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি কি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাহাতে সনৎকুমার কহেন আমি চারি বেদ ইতিহাস পুরাণ ব্যাকরণ এবং পিত্র্য, দৈব, রাশি, নিধি, মহা কালাদি নিধি শাস্ত্র, বাকোবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূততন্ত্র, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, সর্প বিদ্যা ও গারুড়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি কিন্তু আত্মার বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই।

৫ চত্বারো হ্যৈষো বেদাঃ শরীরং ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি। ওষধি বনস্পতয়ো লোমানি।

চারি বেদ তাঁহার দেহ বেদের ছয় অঙ্গ তাঁহার অঙ্গ এবং ওষধি ও বনস্পতি সকল তাঁহার লোম।

এতৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণেও যে অঙ্ক-সংখ্যা নিরূপিত আছে, এবং ব্রাহ্মণ-কল্পের শেষাবস্থায় যে বেদাঙ্গকে গ্রাহ্য করিয়া গিয়াছে, সামবেদের এই প্রমাণ দ্বারা তাহাতে আর কোন সংশয় হইতে পারে না।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই কএকটি বেদাঙ্গের বিষয়।

সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদের টীকায় শিক্ষা শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যে গ্রন্থ দ্বারা বর্ণ স্বর প্রভৃতির উচ্চারণ জানা যাইতে পারে তাহাই শিক্ষা। সায়নাচার্য্য এস্থলে তৈত্তিরীয় গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই গ্রন্থের আরণ্যক খণ্ডের এক অধ্যায়ে শিক্ষা প্রকরণ আছে। আমরা অদ্যাপি এই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তমাধ্যায়ে শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ, বর্ণঃ, স্বরঃ, মাত্রা, বলং, সাম, সন্তানঃ, এই কএকটি কথা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাতে এই সমস্ত কথা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিক্ষা প্রকরণ নাই। এ বাক্য নিতান্ত অমূলক। যদি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিক্ষা প্রকরণ না থাকিবে তাহা হইলে "ইত্যুক্তাঃ শিক্ষাধ্যায়াঃ" এই বাক্য থাকিবার অভিপ্রায় কি? এবং "শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই বাক্যেরই বা তাৎপর্য্য কি? বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বৈদিক ইতিবৃত্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি যে রূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এক সময়ে শিক্ষা প্রকরণ ছিল। তিনি সাংহিতী উপনিষদের টীকার এক স্থলে এই রূপ কহিয়াছেন "তৈত্তিরীয় উপনিষদ তিন ভাগে বিভক্ত—সাংহিতী, যাজ্ঞিকী ও বারুণী[1]। এই বারুণী উপনিষদে আধ্যাত্মিক বিষয় উক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা বিশেষ উপযোগী। যাহাতে অধ্যেতাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্তুত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, সাংহিতী উপনিষদে তাহাই আছে। এই সাংহিতীকে অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুক্রমণিকা বলা যাইতে পারে।" সাংহিতী উপনিষদে প্রথমেই শিক্ষাধ্যায় আছে। ইহার টীকাকার কহিয়াছেন যে, "এই শিক্ষা দ্বারা লোকে বর্ণ স্বরাদির প্রকৃত উচ্চারণ জানিতে পারিবে। বর্ণ স্বরাদির উচ্চারণ অভ্যস্ত হইলে অধ্যেতার সহজেই অধ্যাত্ম বিদ্যায় প্রবেশ হইবে[2]। কিন্তু অনেকে কহিতে পারেন যে এই শিক্ষাধ্যায় এস্থলে সন্নিবেশিত করিবার আবশ্যকতা কি? বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এই অধ্যায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতেছে। সত্য বটে কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে ভ্রম হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষয় হইতে পারে, জ্ঞান কাণ্ডে ভ্রম হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। সুতরাং জ্ঞান কাণ্ড নির্দ্দোষে আয়ত্ত

ব্রাহ্মণেন ষড়ঙ্গো বেদো নিষ্কারণোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।

ব্রাহ্মণ নিষ্কাম হইয়া ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও তাহার অর্থগ্রহ করিবেন।

১ সেয়ং তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ত্রিবিধা। সাংহিতী যাজ্ঞিকী বারুণী চেতি। তাসাং তিসৃণাং মধ্যে বারুণী মুখ্যা।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ তিন প্রকার, সাংহিতী যাজ্ঞিকী ও বারুণী। ইহার মধ্যে বারুণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

২ তস্মাৎ বিদ্যায়াঃ সর্ব্বৈকল্যায় যথাশাস্ত্রং বোদ্ধুং উপনিষৎ পাঠে প্রবৃত্তাতিশয়ং বিধাতুং অত্রৈব শিক্ষাধ্যায়ো হভিধীয়তে। তস্য চ গ্রন্থস্যার্থ জ্ঞানপ্রধানত্বাৎ পাঠে মাভূদৌদাসীন্য মিত্যেতদর্থে দ্বিতীয়ানুবাকে শিক্ষাধ্যায়ো হভিধীয়তে।

অতএব বিদ্যার প্রকৃত রূপ মর্ম্ম গ্রহ ও উপনিষৎ পাঠে প্রবৃত্তি বিধানার্থে এই স্থলেই শিক্ষাধ্যায় অভিহিত হইতেছে। এই গ্রন্থ অর্থপ্রধান, অতএব তৎ পাঠে লোকের মনোযোগ বিধানার্থে দ্বিতীয়ানুবাকে শিক্ষাধ্যায় অভিহিত হইতেছে।

করিবার নিমিত্ত এস্থলে শিক্ষাধ্যায় রাখা অনাবশ্যক বোধ হইতেছে না।"

আরণ্যকে এবং বোধ হয় ব্রাহ্মণেও[১] এক সময়ে শিক্ষা প্রকরণ ছিল। পরে যখন এমন সব গ্রন্থ প্রস্তুত হয় যাহাতে শিক্ষা-সংক্রান্ত মত অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হইয়া-ছিল, তখন আরণ্যক ও ব্রাহ্মণে শিক্ষার প্রকরণ রাখা আর তত আবশ্যক হয় নাই।

যে গ্রন্থে শিক্ষা সুপ্রণালী ক্রমে সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম প্রাতি-শাখ্য। ব্রাহ্মণ-কালে বেদ লোকের মুখস্থ ছিল। যখন এই ভারতবর্ষের চলিত ভাষা ক্রমশ উন্নত হইয়া আদিম বৈদিক ভাষার রীতি পরিত্যাগ করিতে থাকে, তখন ছন্দ স্বর ও উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম না করিলে বেদ গান রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন হইত। যখন নিয়ম হয় তখন অবশ্যই উচ্চার-ণাদিগত কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থা-কিবে। যাহাই হউক এই দোষ প্রশমনার্থ ভিন্ন ভিন্ন শাখাবলম্বীরা স্বর উচ্চারণাদির এক একটি বিভিন্ন ব্যবস্থা স্থাপন করেন এবং উচ্চারণাদির বিভিন্ন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা বেদার্থের ব্যতিক্রম করিয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণ ভাগে এমন সমস্ত ঋক আছে যে উচ্চারণ-ব্যত্যয়ে অর্থেরও ব্যতি-ক্রম হয়। এই বিষয় লইয়া পূর্ব্বে ঘোরতর বিচার হইয়াছিল; বিভিন্ন শাখাবলম্বীরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, যে প্রণা-লীতে উচ্চারণ করিলে বেদার্থের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না, তাহা অবশ্যই গ্রাহ্য হইবে এবং ইহাতে বিভিন্ন শাখায় স্বরাদিগত যে কিছু অল্প ভেদ জন্মিবে তাহা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণেরা ইতস্তত হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া একটি সাধারণ নিয়ম প্রস্তুত করেন। এই সমস্ত নিয়ম পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণের বীজ। পাণিনি ব্যাকরণ যদিও এক জন গ্রন্থকার প্রণয়ন করেন কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে বহুকাল হইতে ইহার সঙ্কলন হইতেছিল। প্রাতিশাখ্য যদিও স্পষ্ট ব্যাকরণ নহে কিন্তু ইহা শব্দ গ্রন্থের অন্তর্গত, সন্দেহ নাই। কেবল এই প্রাতিশাখ্যের সময় যে ব্যাকরণ চর্চ্চা হয় তাহা নহে; এই প্রাতিশাখ্যের পূর্ব্বেও ব্যাকরণের অনুশীলন হইত। প্রাতি-শাখ্য পাঠ করিলে ইহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। প্রাতিশাখ্যে কতকগুলি নিয়ম উদ্ধৃত আছে, ঐ সমস্ত নিয়ম উহার সহিত কোন কোন স্থলে ঐক্য হয় না। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রাতিশাখ্যে নিয়ম উদ্ধৃত করা হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যে ঐ সকল গ্রন্থ প্রাতিশাখ্যেরই অনুরূপ ছিল। ঋগ্বেদের সাকল্যশাখার শৌনক-প্রাতিশাখ্য সর্ব্বা-পেক্ষা প্রাচীন। শৌনক কহেন যে সকল বিষয়ে সাকল্য-বৈয়াকরণিকদিগের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়, সে সকল বিষয়ে তাঁহার মতও স্বতন্ত্র। যখন বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমশ হীন দশায় নিপতিত হইতেছে, সেই সময়ে যে সকল প্রাতিশাখ্য প্রস্তুত হয়, শৌনকের প্রাতিশাখ্য তৎ সমুদায় অপেক্ষাও প্রাচীন।

প্রতিশাখা শব্দ হইতে প্রাতিশাখ্য হইয়াছে। এক খানি প্রাতিশাখ্যে যে চারি-বেদের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেক বেদের প্র-ত্যেক শাখার স্বরবর্ণাদির যে সকল বিভিন্নতা আছে, এই সমস্ত গ্রন্থে সেই গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। বেদের শাখা বেদের প্রায়ই অনু-রূপ, কেবল বেদ বহুকাল লোকের মুখস্থ ছিল বলিয়া স্থানে স্থানে এই সকল শাখার কিছু কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে। হয়ত কোনস্থলে একটি শব্দ, অধিক হয় ও কোন স্থলে একটি শ্লো-

---

১ কালবনিমামপি প্রবচনবিহিতঃ স্বরঃ স্বাধ্যায়ে।

দের পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। এই শাখা সকল ক্রমেই এক এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইতে পারে না। এক পুস্তক যেমন প্রকারে মুদ্রিত হয়, বেদের পক্ষে শাখা সকলও সেই রূপ। মনে কর এক খানি বেদ বিভিন্ন বংশের লোক পাঠ করিত, যে খানে অক্ষরের সৃষ্টি নাই, গ্রন্থ কেবল লোকের কণ্ঠস্থ থাকিত, সে স্থলে স্মরণ শক্তির দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন বিস্মৃতি হইতে পারে কি না, কিন্তু এরূপ অবস্থায় যত দূর প্রত্যাশা করা যায় তাহা ঘটে নাই। বেদের কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হওয়া লোকে দোষাবহ বিবেচনা করিত। এই নিমিত্ত তাহা অবিকল রাখিবার নিমিত্ত সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করিত। সুতরাং বেদের শাখা সর্ব্বত্র প্রায়ই সমান থাকিত। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে প্রণালীতে অধীত হইত, প্রাতিশাখ্য সেই প্রণালী একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এক খানি প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে যে সমুদায় বেদের বিষয় অবগত হওয়া যাইবে ইহা কোন রূপেই সম্ভবপর নহে। প্রাতিশাখ্য দ্বারা যেমন অন্যান্য উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তন্মধ্যে এই একটি বিশেষ যে পূর্ব্বে যে সকল বংশ এক সময়ে এই প্রণালীতে পাঠ করিয়া কাল ক্রমে লোপ পাইয়াছে, এই প্রাতিশাখ্যে তাহার নামাদি সমুদায় জানা যাইতে পারে।

মসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

মহম্মদ খৃষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীর শেষে রোমনশীয় সম্রাট জষ্টিনিয়নের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে মক্কা নগরের যে ধর্ম্ম তাহাই আরবদিগের সাধারণ-ধর্ম্ম ছিল। ঐ সময়ে মক্কার মন্দিরে নানা প্রকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও একটি কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরের[১] উপাসনা হইত। এই সমস্ত পৌত্তলিকদিগের সহিত আরব দেশে অন্যান্য সম্প্রদায়ও বাস করিত। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র সকলই ইহাদিগের উপাস্য ছিল। মহম্মদ স্বজাতীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে। বাল্যাবধি তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে যে অলোকসামান্য উৎসাহ ছিল, এই সময়ে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

তাঁহার শৈশবাবস্থা অতীত না হইতে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে নিঃস্ব ও নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া লোকান্তরিত হন। এ জন্য তাঁহার বিদ্যাভ্যাস অাদৃশ কিছুই হয় নাই কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভা এই রূপ ছিল যে কেবল ইহারই বলে তিনি এই পৃথিবীকে মোহিত করিয়া যান। ইনি প্রথমাবস্থায় খাদিজা নাম্নী কোন বিধবার অধিকারে নিযুক্ত হন। এই বিধবা মৃতপতির অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। মহম্মদ বিষয় কার্য্যে অতিশয় নিপুণ ছিলেন বলিয়া অনতিকাল মধ্যেই খাদিজার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠেন। পরে এই রমণীরই পাণিগ্রহণ করিয়া স্বয়ং ধনী বলিয়া আরব দেশে প্রখ্যাত হন।

মহম্মদ ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত লোক-ভয়ে মনের ভাব কাহারই নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। কেবল খাদিজা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। মহম্মদ সর্ব্বাগ্রে এই খাদিজা ও অন্যান্য তিন জনকে আপনার এই সংস্কৃত ধর্ম্ম অবলম্বন করান। কোরাণ তাঁহার ধর্ম্ম পুস্তক ছিল।

[১] পূর্ব্বে হিন্দু জাতীয়েরা এই প্রস্তরকে শিবলিঙ্গ বলিয়া পূজা করিত।

তিনি কহিতেন যে যখন গিরিগুহায় নির্জ্জনে একতান মনে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখন গ্রিব্রিল নামক এক স্বর্গীয় দুত আসিয়া তাঁহাকে কোরাণের শ্লোক প্রদান করিয়া যাইত। এই রূপ প্রবাদ আছে যে এই শ্লোক পাইবার কালে তিনি অপস্মার রোগ-গ্রস্তের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া অনবরত ফেনা উদ্বমন ও উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। কেহ কেহ কহেন যে মহম্মদের মৃগী রোগ ছিল। যাহাই হউক তিনি এই কোরাণকে ঈশ্বর-প্রেরিত নিত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর এক মাত্র। স্বর্গ সুসজ্জিত রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রমণীয় স্থান। এই স্বর্গ সাতটি ও নরকও সাতটি আছে। মনুষ্য পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর নানা প্রকার বি . সকল প্রাপ্ত হয়। যিনি এক কাে ... ণ্য হইতে পারেন নাই, ঈশ্বর তাঁহাকেও তথায় বহু সংখ্য ভোগ্যা স্ত্রী প্রদান করেন। কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুমুক্ষু হন, তাঁহারা তথায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার পাইয়া থাকেন। মহম্মদ নরকের বিষয় এই বলেন যে যাহারা অন্যধর্ম্মাক্রান্ত তাহারা অনন্ত কাল তথায় বাস করিবে, কিন্তু যাঁহারা কোরাণিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, ঘোর পাপী হইলেও তাহাদিগকে সাত হাজার বৎসরের অধিক তথায় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। খৃষ্টানদিগের ন্যায় একটি নির্দ্দিষ্ট বিচার-দিবসে ইহাঁর বিশ্বাস ছিল। ইনি কহিতেন, বিচার-দিবসে তুমুল ভেরী শব্দে মৃত ব্যক্তি-দিগের আত্মা উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের সন্নিহিত হইবে এবং আপনার পাপ পুণ্যানুসারে দণ্ড পুরস্কার লাভ করিবে। অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক কার্য্যে মহম্মদের বিশ্বাস ছিল, তিনি স্বয়ংও তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। কোরাণে দিবসের মধ্যে পাঁচ বার উপাসনার বিধি আছে। ইহাতে উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই; পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন স্থানে উপাসনা করাই প্রশস্ত। কিন্তু প্রতি শুক্রবার সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করা আবশ্যক। উপবাস করিয়া দেহ শুষ্ক করা যদিও মহম্মদের অভিমত ছিল না কিন্তু এক মাস উপবাসে বিশেষ ফল লাভ হয়, ইহা তাঁহার অনুমোদিত ছিল। এই এক মাস উপবাসকে মুসলমানেরা রোজা কহে। মুসলমান ধর্ম্মে একাধিক স্ত্রীর পাণি গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে এবং মহম্মদও বহু সংখ্য দার গ্রহণ করেন। এই রূপে তিনি প্রাচীন ধর্ম্মের উচ্ছেদ ও নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা প্রচারে উদ্যত হন। প্রচারের চারি বৎসর পরে তিনি স্বয়ং আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া জনসমাজে প্রকাশ করেন। একে লোকে তাঁহার এই বিরোধী মত শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করিত; তৎপরে যখন শুনিল যে তিনি আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন তাহাদিগের রোষানল এক বারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই অবসরে তাঁহার প্রাণ বধের চেষ্টা হয়। তিনি ইহার সন্ধান পাইয়া মক্কা নগর হইতে মদিনায় পলায়ন করেন। তাঁহার এই পলায়ন-কাল হইতে লোকে হিজরী শক গণনা করিয়া থাকে।

ক্রমশ তাঁহার শত্রু-সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে। স্বসম্পর্কীয় লোকেরাও তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া তাঁহার সংসর্গ এক কালে পরিত্যাগ ও পদে পদে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করে। তাঁহার পিতৃব্যও এই শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই মহম্মদের অনিষ্ট করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিশেষ আনুকূল্য করেন।

এই সময়ে মদিনায় তাঁহার ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রচার হয়। অনেকেই পুর্ব্বতন ধর্ম্মে বীতরাগ হইয়া এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে। মহম্মদ এই সুযোগে তথাকার অধিবাসিদিগকে বশীভূত করিয়া স্বয়ংই ঐ দেশের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এত দিন তিনি এক প্রকার নিরবলম্ব ছিলেন, সুতরাং মনের মত ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার অন্তর্ব্বলের সহিত বাহ্য বল দ্বিগুণ হইয়া উঠে। এমন কি মদিনায় আধিপত্য প্রাপ্তির ছয় বৎসর পরে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র হইয়াছিল। এত দিন তাঁহাকে লোকের অন্তরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অবসর অনুসন্ধান করিতে হইত, এক্ষণে বল প্রকাশই তদ্বিষয়ে সহায়তা করিল। তিনি একমাত্র তরবারির আশ্রয় লইয়া বহু সংখ্য লোককে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া ছিলেন। তিনি কহিতেন, ঈশ্বরের নিমিত্ত রক্তপাত পাপাবহ হইতে পারে না এবং তরবারিই স্বর্গের কুঞ্চিকা। মহম্মদ অদৃষ্ট মানিতেন এবং তাঁহার শিষ্যেরাও ইহাতে বিশ্বাস করিত। এই অদৃষ্টে বিশ্বাস থাকাতে প্রচার কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা আপনাদিগের অন্যায় অত্যাচার, লোকের অদৃষ্টের উপর আরোপ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

তিনি মক্কা পরিত্যাগ করা অবধি তাহা আপনার অধীনস্থ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। এক সময়ে কোরেশ জাতীয়েরা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া মক্কা হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছিল। তিনি বল পূর্ব্বক সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন। তন্নিমিত্তে কোরেশীয়দিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এইটি তাঁহার জীবনে প্রথম যুদ্ধ। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে কোরেশীয়দিগকে পরাস্ত করেন। তৎপরে তাঁহার সহিত ইহাদিগের আবার দুইবার যুদ্ধ হয়, শেষ বারে মহম্মদ প্রায় পরাজিত হইয়াছিলেন কিন্তু কোন প্রকার দৈব উপদ্রবে বিপক্ষেরা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। তৎপরে ক্রমশ তাঁহার মক্কা অধিকারের ইচ্ছা বলবতী হয়, এবং যুদ্ধার্থ স্বয়ংই তদভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কোরেশীয়দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত এই উপাধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছিল।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি অগ্রে কোন রূপ যুদ্ধ সূচনা না করিয়া সহসা মক্কা আক্রমণ ও কোরেশীয় জাতিকে পরাজয় করেন এবং মক্কায় মন্দিরে যে সমস্ত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলেন। তদবধি তাঁহার আদেশে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মক্কায় গমন এক কালে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই রূপে মহম্মদ ক্রমশ সমস্ত আরব দেশ অধিকার করিয়া আপনার ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। পরে ছয় শত বত্রিশ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তিনি দেহ ত্যাগ করিলে মক্কা নগরেই তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। যখন জনসমাজে বিজ্ঞানের আলোচনা ছিল না, লোকের বুদ্ধি অপেক্ষা বিশ্বাসেরই বল অধিক ছিল, সেই সময়েই উপধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সামান্য লোকেরা এই উপধর্ম্ম প্রভাবেই মনুষ্যে দেবত্ব প্রদান করেন। মহম্মদও মৃত্যুর পর জনসমাজে দেবতা বলিয়া অনেকেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু যেমন কোন কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতে দেখা যায়, মহম্মদ সে রূপ দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্থ ছিলেন না।

স্বপ্ন।

একদা আমি গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপে সমস্ত দিন দগ্ধ হইয়া সন্ধ্যা কালে বিন্ধ্যাচলে আরোহণ করিলাম। সমীরণ মৃদু মন্দ গমনে পল্লব-দল আন্দোলিত করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সিন্দূর-রাগে নভোমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ গভীর অন্ধকার। বিহঙ্গমগণ নিস্তব্ধ হইল। আকাশ যেন চতুর্দ্দিকে মল্লিকা পুষ্প ফুটাইতে লাগিল। কোন দিকে জনমানব নাই। শান্তি যেন স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। আমার সর্ব্বাঙ্গ অলস অবশ হইয়া আসিল। রজনী জননীর ন্যায় আমাকে ক্রোড়ে লইলেন। নিদ্রিত হইলাম।

নিদ্রাবেশে দেখিলাম যেন আমি কোন বিস্তীর্ণ আরণ্যে উপস্থিত হইয়াছি। উহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ সকল ফল-ভরে অবনত আছে কিন্তু যাহারা সেগুলি বহুযত্নে প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারা নাই, অন্যে তাহা ভোগ করিতেছে। উহার এক দিকে গাঢ় তিমির অন্য দিকে আলোক। ঐ তিমিরের মধ্যে হিংস্র জন্তু সকল মুখ ব্যাদন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, আর পথিক দিগকে দেখিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছে। এই অরণ্যে যে সকল পর্ণ-কুটীর দেখিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য। ঐ সকল কুটীরের চতুর্দ্দিকে ছিদ্র। ঐ সকল ছিদ্রের মধ্যে কোনটি বায়ু সঞ্চারের কোনটি বা আলোক প্রবেশের পথ, এই রূপ যতগুলি ছিদ্র আছে, প্রত্যেকেই ঐ গৃহকে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিয়া সুখ-সেব্য করিতেছে। স্থপতি এই সকল গৃহকে যদিও সুদৃঢ় রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যেন প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলেই ঐ গুলি এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। আমি সেই গৃহের ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম, একটি তস্কর আপনার কএকটি সহচর লইয়া সন্ধি খনন করিবার নিমিত্ত উহার এক পার্শ্বে গৃহ-স্বামীর অদৃশ্যভাবে দণ্ডায়মান আছে। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক স্থলে দেখিলাম দুইটি সুকুমার বালক অনন্যমনে ক্রীড়া করিতেছে। ঐ বালকদ্বয় স্বভাব সুলভ চপলতা বশতঃ পথের ধূলি লইয়া কখন কোন বস্তু গড়িতেছে কখন ভাঙ্গিতেছে, কিছুতেই তাহাদের তৃপ্তি লাভ হইতেছে না। এই বালক দ্বয়ের আকৃতির ন্যায় প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। এক জন যাহাতে হাসিতেছে আর এক জন তাহাতেই কাঁদিতেছে। এক জন যাহা চায় আর এক জন তাহা চায় না। সম্মুখে সন্ধ্যা উপস্থিত কিন্তু ইহারা দেখিয়াও দেখিতেছে না। চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু তথাচ অসাবধান হইয়া আছে। আমি তাহাদিগের এই রূপ ভাব দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম।

এই অবসরে যেন কেহ অ[illegible] ভাবে কহিতে লাগিল, অবোধ [illegible]। তোমরা কি ক্রীড়ায় এতই উন্মত্ত [illegible] সম্মুখে গভীর রজনী [illegible] পাইতেছ না? এখান হইতে তোমাদিগের গন্তব্য স্থান বহু দুর। [illegible] মধ্যে নানা প্রকার সম বিষম ভূমি আছে এবং চতুর্দ্দিকে দস্যুদল অন্যের শোণিত পান করিবার নিমিত্ত ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছে। সাবধান, এখনই গৃহে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। আমার বাক্যে অপহেলা করিও না। [illegible], আমি তোমাদিগকে দয়া করিয়া এই [illegible]রসের ভাণ্ড ও বংশী প্রদান করিতেছি, পথিমধ্যে বিপদে পড়িলে ও দুর্ব্বল হইলেই এই

রস পান ও এই বংশী বাদন করিবে। এই বলিয়া সেই অলক্ষিত পুরুষ ঐ দুই বালকের প্রত্যেককে দ্রাক্ষারসের ভাণ্ড ও ... প্রদান করিলেন।

অনন্তর একটি বালক প্রস্তুষ্ট ... অপরটিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল ভাই! এই মাত্র যে কথা শুনিলাম, ইহাতে কতই আমার ... হইতেছে। দেখ, রাত্রি আসিতেছে, এখন দুই এক জন যাহা দেখিতেছি, যাইবার সময় পথে আর কাহাকেই দেখিতে পাইব না বিশেষ এই অরণ্যে বিলক্ষণ দস্যুভয় আছে। এস্থানে থাকায় আর আমাদিগের শ্রেয় নাই; অতএব আইস আমরা যাইবার নিমিত্ত এখনই প্রস্তুত হই। দ্বিতীয় বালক কহিল ভাই! তুমি এত ভয় পাও কেন? রাত্রি আসিতেছে তাহাতেই বা কি? এমন রমণীয় অরণ্য ত্যাগ করিয়া এখন আর কোথায় যাইব। আইস আমরা উভয়ে ক্রীড়া করি।

প্রথম বালক দ্বিতীয় বালকের বাক্যে অসম্মত হইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। যাইতে যাইতে পথের মধ্যে সে ভীমবেগ এক স্রোতস্বতী দেখিতে পাইল। ঐ নদীর বিস্তার বড় অধিক নহে কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে ভয়ানক তরঙ্গ তুলিতেছে। ঐ নদীর তীরে পথিকদিগকে পার ... করিবার নিমিত্ত ছয় জন কর্ণধার নিরন্তর ... প্রমান আছে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ ...দর্শন কেহ বা ... কিন্তু সকলেই মুখে মধুর বাক্য ... অন্তর বিষপূর্ণ। এই ছয় জন কর্ণধারের ... স্থির-বিদ্যুতের ন্যায় রমণীয়-মূর্ত্তি একটি স্ত্রীলোক ছিল। ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিতে লাগিল, পথিক! এই নদীর মধ্যে আমি এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, ইহাতে অবগাহন করিলেই তুমি তাহা দেখিতে পাইবে। আমার সেই প্রাসাদ স্বর্ণময়; দেখিবা মাত্র সকলেই মোহিত হয়। এক্ষণে তুমি আমার সহিত তথায় চল। আমি তোমাকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান পূর্ব্বক সুখে রাখিয়া পশ্চাৎ নদী পার করিয়া দিব। বালক স্বীয় স্বাভাবিক চপলতা বশতঃ সেই নারীর মধুর বাক্যে আদ্র্রপ্রায় হইয়া ছয় জন পুরুষ ও ঐ নারীর সমভিব্যাহারে এক জীর্ণ কাষ্ঠফলকে আরোহণ পূর্ব্বক নদী বাহিয়া চলিল। নদীর তরঙ্গ-বেগ বৃদ্ধি হইল তখন সে কেবল একমাত্র নারী ও ছয় জন পুরুষকে অবলম্বন পূর্ব্বক যথায় প্রবাহ বেগ লইয়া যায়, সেই দিকে চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতেই সে ক্রমশঃ পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নদীর তরঙ্গ দেখিয়া তাহার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তখন অরণ্য মধ্যে সেই পুরুষ অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া বিপদ নিবারণ ও বলাধানের নিমিত্ত যে দ্রাক্ষারস দিয়াছিলেন, সে তাহা পান করিল এবং মনের আনন্দে ঘন ঘন বংশীরব করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যে ঐ স্ত্রীলোক সহচর পুরুষগণের সহিত অন্তর্দ্ধান করিল; তদ্দর্শনে বালক স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি! যে স্ত্রীলোক ও ছয় জন পুরুষ আমার সহিত আসিতে ছিল, তাহারা কোথায় গমন করিল। বোধ হয় আমাকে কোন কুহকিনী মায়াজাল বিস্তার করিয়া ছলনা করিয়া থাকিবে? যাহাই হউক, আমি প্রথমত যে দিকে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, প্রবাহ-বেগে তাহার বহু দূরে পড়িয়াছি। সঙ্গেও এই দ্রাক্ষারস ভিন্ন অন্য কোন রূপ প্রাণ ধারণের উপায় নাই। বালক এই রূপ ও অন্যান্য রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-পথে চলিল।

দেখিতে দেখিতে নদী-বেগ কমিয়া আসিল। কিন্তু তখনও নদী পার হইবার

বিস্তর বিলম্ব আছে। বালক সেই জীর্ণ কাষ্ঠ ফলক পরিত্যাগ করিয়া প্রবাহবশে উপনীত এক সুদৃঢ় ফলকে আরোহণ পূর্ব্বক সেই দ্রাক্ষারস পান ও ঘন ঘন বংশীরব করিয়া মনের আনন্দে চলিল। কোন ভয় নাই কোন বিপদ নাই সে অনায়াসে নদীকূলে উত্তীর্ণ হইল। পরে সেই নদীতীর হইতে আরও কিয়দ্দুর গমন করিয়া স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই স্থান অতি মনোহর। এ স্থানে রোগ নাই, শোক নাই ও সন্তাপও নাই। তথায় ঐ অরণ্যের ন্যায় জীর্ণ পর্ণকুটিরেও বাস করিতে হয় না। বালক ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কতকগুলি দিব্য পুরুষ তাহার নিকট আসিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি অটবী হইতে অনেক ক্লেশে আসিয়াছ, এক্ষণে এই শান্তি-সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রান্তি দূর কর। এই বলিয়া তাঁহারা সকলে তাহাকে লইয়া চলিল।

পূর্ব্বে যে অরণ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি তথাকার নিয়ম এই যে কেহই তথায় স্বেচ্ছামত বহু দিবস বাস করিতে পারে না। দ্বিতীয় বালক সেই অরণ্য হইতে ধীরে ধীরে আসিতেছিল। দ্রাক্ষারস পান ও বংশী বাদনে তাহার কখনই প্রবৃত্তি হইত না। সে যদিও কখন কখন বিপদে পড়িয়া সেই অদৃশ্য পুরুষের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক বংশী-ধ্বনি করিতে ইচ্ছুক হইত কিন্তু তাহা ঐ অরণ্যের ধূলি লাগিয়া এমনি মলিন হইয়াছিল যে কিছুতেই ধ্বনিত হইত না। আসিতে আসিতে সে পথের মধ্যে জীর্ণ, শীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। সে সেই নদীতে আসিয়া বহুকাল সেই নারীর সহিত পরম সুখে বাস করিল, ঐ নারীর ছয় জন অনুচর নিরন্তর তাহার সংসর্গে থাকিত। সে অতএই তাহাদিগের পরামর্শ শুনিত এবং সেই রমণীর হস্তে আপনার স্বাধীনতা সংপূর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ নির্ব্বোধ বালক নদী-তরঙ্গে ও প্রবল ঝটিকার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বহুক্লেশে বহুদিবসের পর পরপারে উত্তীর্ণ হইল।

অনন্তর সে নদী পার হইয়াই অতিশয় বিষণ্ন হইল। নদী-সংক্রান্ত অতীত বৃত্তান্ত সমুদায় স্মরণ হইয়া বিকারী রোগীর ন্যায় অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। পথিমধ্যে সেই নারী ও ছয় জন পুরুষ তাহাকে প্রলোভিত করিয়া তাহা দ্বারা যে সকল কুকার্য্য সাধন করিয়া লইয়াছিল, তৎসমুদায় হৃদয়-মধ্যে যেন মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত করিল। এই অবসরে এক অদৃশ্য পুরুষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! এত দিন যাহা হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া আর তুমি কি করিবে। এখন আমার সহিত আইস এবং আমার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান কর। তখন সেই বালক এই শ্রুতি-সুখকর মধুর বাক্যে আশ্বস্ত হইল। ক্রমশ তাহার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। এত দিন সে দ্রাক্ষারস পান ও বংশী বাদন করিত না, এক্ষণে সেই রস পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া অনবরত বংশী বাদন করিতে লাগিল। সুখ ও শান্তি আপনা হইতেই তাহার নিকট আসিল। ক্রমশ সে গৃহের সন্নিহিত হইল এবং পরমানন্দে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

এই অবসরে বিন্ধ্যাচলে ঘন ঘটা গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অমনি আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

মহাভারত।

গবয়।

শ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে গবয় নামক এই পশু জন্মিয়া থাকে। তথাকার লোকেরা ইহাকে গেয়াল এবং এতদ্দেশীয়েরা বন গো বলে। বস্তুত ইহা গো বা মহিষ জাতি নহে। ইহা একটি স্বতন্ত্র পশু।

এই পশু বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান্ হইয়া থাকে। ইহার ললাট অতিশয় প্রশস্ত ও শৃঙ্গ অনতি দীর্ঘ ও ক্রমশ সূক্ষ্ম। কর্ণ বিলক্ষণ লম্বা ও চওড়া। ইহার গলকম্বল প্রশস্ত ও তরঙ্গায়মান নহে এবং উহাতে লম্বা ও দৃঢ় লোম আছে। কিন্তু যখন এই পশুর বয়স নিতান্ত অল্প, তখন তাহার গলকম্বল দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কেশর ও ককুদ নাই। ইহার স্কন্ধ দেশ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ উচ্চ হইয়া গিয়াছে। চক্ষুদ্বয় বৃষের ন্যায়। কিন্তু বয়স অধিক হইলে ইহারা প্রায়ই অন্ধ হইয়া যায়। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ পিঙ্গল বর্ণ লোমে আচ্ছাদিত কিন্তু উদরস্থ লোমের বর্ণ তাদৃশ পিঙ্গল নহে। কোন কোনটির পা ও মুখ শ্বেত বর্ণ দেখা যায়। লাঙ্গুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমাবৃত এবং উহার শেষে লোমের একটি গুচ্ছও আছে। এই পশুর চারি পা বিলক্ষণ স্থূল এবং পাদ মহিষেরই অনুরূপ। এই গবয় পশু সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় হিংস্র-স্বভাব নহে। ইহারা সর্ব্বদাই শান্ত ভাবে থাকে। এমন কি যখন বনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে থাকিতে পায়, তখনও মানুষ দেখিলে দূরে পলায়ন করে। ইহারা প্রান্তরের তৃণ ও বন্য পত্র লতাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। উত্তাপ ইহাদিগের সহ্য হয় না। দিবা দুই প্রহরের সময় রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে গবয় জাতি নিবিড় জঙ্গলে গিয়া বাস করে। মহিষাদির ন্যায় ইহারা কখনই পঙ্কে পতিত হয় না। ইহাদের স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দেখিতে প্রায়ই দীর্ঘ হয়।

কুকিরা এই পশুকে গৃহে পালন করিয়া থাকে। এই পশুর মাংস কুকিদিগের একটি প্রিয় খাদ্য। ইহারা উৎসব-বিশেষে এই পশু হত্যা করিয়া থাকে। গবয়ের দুগ্ধ অতি সুস্বাদু এবং ইহাতে উত্তম নবনীত প্রস্তুত হয়। কিন্তু কুকীরা ইহার দুগ্ধ পান করে না। এই পশুর চর্ম্মে কুকিদিগের নানা প্রকার ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা এই পশুকে মৈরামও মায়া-রাম নামক পার্ব্বত্য দেবতাদিগের নিকট বলিদান করে এবং আবশ্যক হইলে রাজাকে উপঢৌকন দেয়।

গবয় জাতি প্রায় কুড়ি বৎসর জীবিত থাকে। তিন বৎসর বয়স অতীত হইলে এই পশুর শাবক জন্মে। শাবক প্রায় এগার মাস গর্ভে বাস করে। কুকিরা এই পশুকে বলীবর্দ্দের ন্যায় ভারবহন করিতে দেয় না। কুকিরা এই শাবকদিগকে প্রতিদিন রাত্রি-কালে লবণ খাওয়াইয়া থাকে। ক্রমশ লবণ ভক্ষণ ইহাদিগের অভ্যাস হইয়া যায়। ইহাতে উপকার এই যে গবয়েরা স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা সঞ্চরণ করিলেও লবণের লোভে রাত্রিকালে আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কুকিদিগকে কোন কারণে পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা যাইবার কালে অগ্রে এই গবয়-গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকে। নতুবা লবণের লোভে গবয়েরা পুনরায় ঐ স্থানে আইসে।

এই সকল স্থানের হিন্দুরা কদাচই গবয় হিংসা করে না। তাহারা কহে গবয় গো-সদৃশ। এই কারণে গবয় জাতিকে গোর ন্যায় পবিত্র নেত্রে দর্শন করিয়া থাকে। এই

গবয়ের আর এক প্রকার শ্রেণি আছে। তত্রত্য হিন্দুজাতীয়েরা মহিষাদির ন্যায় তাহাদিগকে শীকার করিয়া থাকে। এই গবয় শ্রেণীকে অধিকাংশ চট্টগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে ইহাদিগকে গৃহে পালন করিতে পারে. না এবং ইহারা ব্যাঘ্রাদির ন্যায় হিংস্র-স্বভাব। কিন্তু কাচারের ক্ষত্রিয় রাজারা পূর্ব্বোক্ত গবয় বলি দান করিয়া দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে।

সংস্কৃত গ্রন্থে এই গবয় জাতিকে বনগো এবং গবয়স্ত্রীকে ভিল্লগাবী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। ভিল্ল এখনকার ভিল্ জাতি। ইহারা পর্ব্বতে বাস করে। ইহারা এই গবয় পোষণ করিত এই জন্য গবয় স্ত্রীর ভিল্ল-গাবী নাম হইয়াছে।

পূর্ব্ব কালে এই ভারতবর্ষে যজ্ঞাদিতে গবয় হত্যা হইত। বাজসনেয়ী যজুর্ব্বেদের এক স্থলে এই রূপ লিখিত আছে যে তিনটি তাগ্নি বায়ু দেবতাকে তিনটি মহিষ বরুণকে বহু সংখ্য গবয় বৃহস্পতিকে এবং অসংখ্য উষ্ট্র ত্বষ্টাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

বিবাহ।

জাতি-কর্ম্ম।

১ বিবাহদিবসে প্রথমে পিতার সপিণ্ড অথবা সুহৃৎ যব মসুর ও মাষ কলায়ের প্রক্ষ চূর্ণ সকল একীকৃত করিয়া কন্যাকে মাখাইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবেক। মন্ত্রে যে স্থলে "অমুং" আছে, তাহার স্থানে "অমুক দেবশর্ম্মাণং" বলিয়া পাত্রের নাম নিক্ষেপ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষিঃ প্রস্তারপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ কামোদেবতা জ্ঞাতি কর্ম্মণি কন্যায়াঃ পানীয় প্লাবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কাম বেদ তে নাম মদো [illegible] সমানয়ামুং সুরা তেহভবৎ পরম্ [illegible] তপসো নির্ম্মিতোহসি স্বাহা।

হে 'কাম' 'বেদ' জানামি [illegible] তব 'নাম' [illegible] অসি' মদনামা [illegible] ভবসি। [illegible] 'অমুং' অমুকনামানং পতিং [illegible] কন্যা [illegible] 'সুরা' 'অভবৎ' জনুৎপত্যার্থং [illegible] অতএব সুরত্ব [illegible] উৎপাদয়তে। 'পরং' উৎকৃষ্ট 'অগ্র' [illegible] কন্যায়াঃ 'জন্ম' উৎপত্তি [illegible] তে কাম। অতি [illegible] পূর্ব্বকং সর্ব্বং কর্ম্ম প্রবর্ত্তত ইত্যাং কাম [illegible] অর্থ ইতি। হে কাম [illegible] কন্যায়াঃ [illegible] উৎকৃষ্ট জন্ম জনয়াহি। জায়মান [illegible] উৎকৃষ্টম্ [illegible] নিতি [illegible] স্বেণ তপসা নির্ম্মিত অসি।

হে কাম। তুমি তোমার নাম জানিতেছ, তোমার নাম মদ; তুমি অমুক দেবশর্ম্মাকে সম্যক আনয়ন কর। এই কন্যা [illegible] সুরাস্বরূপ। ইহাকে তোমার উৎকৃষ্ট জন্ম [illegible] পূর্ব্ব পুরুষ দিগকে সাধনা করিবার নিমিত্ত স্ত্রীদিগের তপস্যা হইতে সৃষ্ট হইয়াছ।

২ তৎপরে নিম্নোক্ত দুইটি মন্ত্র দ্বারা [illegible] কন্যার মস্তকে কিঞ্চিৎ জল ও [illegible] জল প্রদান করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষির্মধ্যে জ্যোতির্জ্জগতীছন্দ উপস্থরূপঃ কামোদেবতা জ্ঞাতি কর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থ প্লাবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইমং ত উপস্থং মধুনা সংসৃজামি প্রজাপতের্ম্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ং তেন পুংসোহভি ভবাসি সর্ব্বানবশান্ বশিন্যসি রাজ্ঞী স্বাহা।

হে কন্যকে 'ইমং' 'তে' তব 'উপস্থং' [illegible] এবং 'মধুনা' মদ্যেন 'সংসৃজামি' [illegible] 'প্রজাপতের্ম্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ং। দ্বিমুখোহি প্রজাপতিঃ [illegible] মুখং ব্রহ্মপ্রবর্ত্তনার্থং অপরং প্রজোৎপাদনার্থং [illegible] প্রজা অস্য জনিতি [illegible] 'তেন' 'অবশান্' [illegible] 'পুংসঃ' 'অভিভবাসি' বশীকরোষি। 'বশিনী' [illegible] 'রাজ্ঞী' স্বামিনী সর্ব্বকামানাং অসি।

হে কন্যে! তোমার এই উপস্থ মধুযুক্ত করি, ইহা প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ, তুমি ইহা দ্বারা অবাধ্য পুরুষগণকেও বশীভূত করিতে থাক; তুমি কামিমতী রাজ্ঞী।

প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাজ্জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ উপস্থরূপঃ কামোদেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থ প্রমার্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিঃ ক্রব্যাদমকৃণ্বন্ গুহানাঃ স্ত্রীণামুপস্থমৃষয়ঃ পুরাণাঃ তেনাজ্যমকৃণ্বং স্ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রং ত্বয়ি তদ্দধাতু স্বাহা।

[illegible] 'অমৃষয়ঃ' [illegible] কিম্ভূতাঃ 'স্ত্রীণাং' 'উপস্থ' 'গুহানাঃ'। [illegible] তেন 'আজ্যং' শুক্রং অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ [illegible] 'ত্রৈশৃঙ্গং' 'ত্বাষ্ট্রং' [illegible] 'ত্বয়ি' 'তৎ' দেবঃ 'দধাতু' স্থাপয়তু।

পুরাতন ঋষিরা অগ্নিকে মাংসাশী করিয়াছেন; সেই হেতু তাঁহারা স্ত্রীদিগের উপস্থ আলিঙ্গন করত তেজোরূপ আজ্য উৎপন্ন করিয়াছেন; বিশ্বস্রষ্টা তোমাতে তাহা সংস্থাপন করুন।

বন্ধু।

তুমি হে পরম বন্ধু জগতপতি।
তুমি হে করুণাসিন্ধু অগতির গতি॥
তোমার সমান কেবা আছে হিতকারী।
সম্পদে সহায় তুমি বিপদে কাণ্ডারি॥
কে আছে সুহৃদ আর তোমার সমান।
আপনা হইতে কর কল্যাণ বিধান॥
তুমি চির সখা তব অকৃত্রিম প্রীতি।
তোমার প্রীতির সনে কিবা দিব [illegible]॥
কত সুখ লাভ করি তোমার প্রীতিতে।
কত যে তোমার দয়া না পারি কহিতে॥
তোমার অপ্রিয় কার্য্য করি শত শত।
তোমার নিয়ম ভঙ্গ করিতেছি কত॥
তথাপি সে অপরাধে ক্ষমা করিতেছ।
সুপথে যাবার জন্য সুশিক্ষা দিতেছ॥
সঙ্গে সঙ্গে আছ সদা রক্ষার কারণে।
সদসৎ জ্ঞান দান কর থাকি মনে॥
যখন যন্ত্রণানলে দগ্ধ হবে প্রাণ।
নিবারণ কর তাহা কৃপাবারি দান॥
যখন জগতীতলে হই নিরাশ্রয়।
তখন দেখিতে পাই তোমারে সহায়॥
এমন সুহৃদ আর পাইব কোথায়।
তোমাকে ছাড়িয়া আর যাইব কোথায়॥
কার কাছে জুড়াইব তাপিত জীবন।
মন জেনে তোমা বিনে কে তুষিবে মন॥

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।

জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে, যাঁর প্রীতি পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।

যাঁর নাম পরশরতন, অসাধু-হৃদয়-তাপহ-রণ, প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ, ভকত-হৃদয়ে জাগে।

অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার, যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে।

রাগিণী টোড়ি—তাল চৌতাল।

দীননাথ প্রেম সুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে।

তব প্রেমনীরে আত্মা শুদ্ধ তরু মুঞ্জরে; উৎস যত উৎসারিত মরু ভূমি প্রস্তরে।

অমৃতধার মুক্তি জনন সেই প্রেম জানিয়ে, যাচি নাথ বিন্দু তার পাপদগ্ধ অন্তরে।

সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদ জাল কাটিয়ে, জুড়াব প্রাণ, পরম সখা, তোমার প্রেম গাইয়ে।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।

কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ-শাসনে।

অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে।

তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে।

ভকত-হৃদয় বীত-শোক মোহ পাপ মোচনে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত)	॥০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (লাল কাল অক্ষরে)	১৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত	॥০
হিন্দি ব্রাহ্মধর্ম্ম—দেবনাগর অক্ষরে	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
মাঘোৎসব	১
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৵০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তৃতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান	১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ	১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১।৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	৵০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৵০
ব্রহ্মস্তোত্র	৵১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৵০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	।০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র	৶০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
প্রবচন সংগ্রহ	৵১০
সংগীত মুক্তাবলী	।০
সুভাব সঙ্গীত	।০
প্রশ্ন মঞ্জরী	॥০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৵০
গৃহ কর্ম্ম	৶০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৵০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	৸০
ঐ ঐ ১৭৮৬। ৮৭ শকের	৸০
ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের	১॥০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	।১০
ব্রহ্মসাধন	৵১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	৵০
দুর্গোৎসব	৵০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	।১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	৵০

	Rs.	As
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book		1
Signs of the Times		1
Vaidantic Doctrines Vindicated		2
Doctrine of Christian Ressurrection		2
Lectures on Patholgy of Fever	1	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২১ আষাঢ় শনি বার ৮

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে নবমং সূক্তং।

গোতম ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নীষোমৌ দেবতা।

১০৯৫

৭। অগ্নীষোমা হবিষঃ প্রস্থি-তস্য বীতং হর্য্যতং বৃষণা জু-ষেথাং। সুশর্ম্মাণা স্ববসা হি ভূতমথা ধত্তং যজমানায় শং যোঃ।

৭। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'প্রস্থিতস্য' হোমার্থং আহব-নীয় সমীপং প্রাপ্তস্য 'হবিষঃ' ইদং হবিঃ 'বীতং' ভক্ষয়তং তদনন্তরং চ 'হর্য্যতং' অস্মান্ কাময়েথাং। হে 'বৃষণা' কামানাং বর্ষিতারৌ 'জুষেথাং' অস্মদীয়ং পরিচরণং সেবেথাং। তদনন্তরং 'সুশর্ম্মাণা' শোভন সুখৌ 'স্ববসা' 'হি' শোভন রক্ষণৌ চ 'ভূতং' অস্মাকং ভবতং। হবি-র্দত্তবতে 'যজমানায়' 'শং' শমনীয়ানাং রোগাণাং শমনং 'যোঃ' পৃথক কর্ত্তব্যানাং ভয়ানাং যাবনং পৃথক্করণং চ 'ধত্তং' বিধত্তং কুরুতং উক্তঞ্চ যাস্কেন শমনং চ রোগাণাং যাবনঞ্চ ভয়ানাং।

৭। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা হোমার্থ আনীত এই হবি ভক্ষণ তৎপরে আমাদিগের উপর কৃপা বিতরণ কর। হে কামদ! তোমরা আমাদিগের দ্বারা সেবিত হও এবং আমাদিগকে শোভন সুখ প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা কর। অনন্তর যজমানের রোগ শান্তি ও ভয় দূরীভূত করিয়া দেও।

জগতীচ্ছন্দঃ।

১০৯৬

৮। যো অগ্নীষোমা হবিষা সপর্য্যাদ্দেবদ্রীচা মনসা যো ঘৃ-তেন। তস্য ব্রতং রক্ষতং পা-তমংহসো বিশে জনায় মহি শর্ম্ম যচ্ছতং।

৮। 'যঃ' যজমানঃ 'অগ্নীষোমৌ' 'দেবদ্রীচা' দেবা-নঞ্চতা দেবতাপরায়ণেন অন্তরাত্মনা 'মনসা' অন্তঃকরণেন যুক্তঃ সন্ 'হবিষা' চরুপুরোডাশাদিনা 'সপর্য্যাৎ' সপ-র্য্যতি পরিচরতি 'যঃ' চ যজমানঃ 'ঘৃতেন' আজ্যেন অগ্নীষোমৌ পরিচরতি 'তস্য' যজমানস্য 'ব্রতং' কর্ম্ম 'রক্ষতং' 'অংহসঃ' পাপাৎ তং চ যজমানং 'পাতং' রক্ষতং। 'বিশে' প্রজাসু প্রবিশতে তস্মৈ জনায় যজ-মানায় 'মহি' মহৎ প্রভূতং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছতং' দত্তং।

৮। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান শ্রদ্ধা-যুক্ত মনে ঘৃত ও হবি দ্বারা তোমাদিগকে পরিচর্য্যা করিতেছে, তোমরা তাহার ব্রত ও তাহাকে রক্ষা কর এবং সেই যাগদীক্ষিত যজমানকে প্রচুর সুখ প্রদান কর।

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।

১০৯৭

৯। অগ্নীষোমা সবেদসা সহূতী বনতং গিরঃ। সং দেবত্রা বভূবথুঃ।

৯। হে 'অগ্নীষোমৌ' যুবাং 'সবেদসা' সমানেনৈকেন বেদসা হবির্লক্ষণেন ধনেন যুক্তৌ 'সহূতী' সমানাহ্বানৌ চ সন্তৌ 'গিরঃ' অস্মদীয়াঃ স্তুতীঃ 'বনতং' সংভজেথাং। 'দেবত্রা' দেবেষু সর্ব্বেষু 'যৌ' যুবাং 'সম্বভূবথুঃ' সংভূতৌ সংভাবিতৌ প্রশস্তৌ স্থঃ। সমানৌ বা এতৌ দেবানং যদগ্নীষোমাবিতি শ্রুতেঃ।

৯। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা এক রূপ ধনযুক্ত ও এক রূপ আহ্বানে আহূত হইয়া আমাদিগের স্তুতি বাক্য শ্রবণ কর। তোমরা দেবগণের মধ্যে প্রধান।

১০৯৮

১০। অগ্নীষোমাবনেন বাং যো বাং ঘৃতেন দাশতি। তস্মৈ দীদয়তং বৃহৎ।

১০। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'বাং' যুবয়োঃ সম্বন্ধী 'যঃ' যজমানঃ 'অনেন' 'ঘৃতেন' উৎপবনাদিভিঃ সংস্কৃতেন আজ্যেন যুক্তং হবিঃ 'বাং' যুবাভ্যাং 'দাশতি' প্রযচ্ছতি। 'তস্মৈ' যজমানায় 'বৃহৎ' প্রভূতং ধনং 'দীদয়তং' প্রকাশয়তং দত্তমিত্যর্থঃ।

১০। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান তোমাদিগকে এই ঘৃতের সহিত হবি প্রদান করে, তোমরা তাহাকে প্রভূত ধন দেও।

১০৯৯

১১। অগ্নীষোমাবিমানি নো যুবং হব্যা জুজোষতং। আ যাতমুপ নঃ সচা।

১১। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'যুবং' যুবাং 'নঃ' অস্মদীয়ানি 'ইমানি' 'হব্যা' হবীংষি 'জুজোষতং' সেবেথাং তদর্থং 'নঃ' অস্মান্ 'সচা' সহ যুবাং 'উপায়াতং' উপাগচ্ছতং।

১১। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা আমাদিগের এই হবি ভক্ষণ কর এবং উভয়ে মিলিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর।

১০১০০

ত্রিষ্টুপ্ছন্দ

১২। অগ্নীষোমা পিপৃতমর্ব্বতো ন আ প্যায়ন্তামুস্রিয়া হব্যসূদঃ। অস্মে বলানি মঘবৎসু ধত্তং কৃণুতং নো অধ্বরং শ্রুষ্টিমন্তং। ১। ৬। ২৯।

১২। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'নঃ' অস্মাকং 'অর্ব্বতঃ' অশ্বান্ 'পিপৃতং' পালয়তং 'হব্যসূদঃ' ক্ষীরাদিহবিষঃ উৎপাদয়িত্র্যঃ 'উস্রিয়াঃ' অস্মদীয়া গাবঃ চ 'আপ্যায়ন্তাং' আপ্যায়িতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ সন্তু। 'মঘবৎসু' হবির্লক্ষণ ধনযুক্তেষু 'অস্মে' অস্মাসু 'বলানি' 'ধত্তং' স্থাপয়তং। তথা 'নঃ' অস্মাকং 'অধ্বরং' যাগং 'শ্রুষ্টিমন্তং' ধনযুক্তং 'কৃণুতং' কুরুতং। ১। ৬। ২৯।

১২। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা আমাদিগের অশ্ব সকল পালন কর এবং আমাদিগের দুগ্ধদাত্রী ধেনু সকলকে আপ্যায়িত কর. আমরা হবির্লক্ষণ অন্নযুক্ত, তোমরা আমাদিগের বলাধান করিয়া দেও এবং আমাদিগকে যজ্ঞে ধন দেও। ১। ৬। ২৯।

ইতি প্রথমমণ্ডলে চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ।

শ্যাম-বাজার পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৯০ শক। ২০ শে বৈশাখ। শুক্রবার।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

বিষয়ের শত সহস্র আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া, ইন্দ্রিয়-সুখের অযুত অগণ্য প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া ভূমানন্দ সম্ভোগের জন্য অটল ভাবে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হওয়া কেবল মনুষ্যেরই সাধ্য। পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র কীটকেই স্বর্গের সোপানে আরোহণ করিবার—সংসারের অতি গভীর পঙ্কিল-হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া

দেব-দুর্ল্লভ ব্রহ্মানন্দ রসে নিমগ্ন হইবার যে শক্তি, করুণা-নিধান পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাহার হৃদয়-ভূমিতে নিহিত ক'রিয়া দিয়াছেন। তিনি পক্ষিশরীরে পক্ষ সংযুক্ত করিয়া যেমন তাহাকে পৃথিবীর অন্ন-জলে পোষণ করিয়া দৃষ্টি-বহির্ভূত আকাশ-পথে উড্ডীন হইবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তেমনি তিনি মনুষ্যের আত্মাকে ধর্ম্ম-ভূষণে-বিভূষিত করিয়া অনন্ত-উন্নতি বর্ত্মে বিচরণ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। পক্ষী যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি পিঞ্জর-বদ্ধ থাকে, পক্ষ-পুট-সঞ্চালন করিবার অবকাশ না পায়, তাহা হইলে যেমন আকাশ-পরি ভ্রমণের সামর্থ্য লাভ করিয়াও সে তাহাতে বঞ্চিত হয়, তেমনি মনুষ্য অনন্ত কালাবধি দেবলোক—ব্রহ্ম লোকে বিচরণ করিবার অধিকারী হইয়াও, যদি হৃদয়-নিহিত ধর্ম্ম-ভাব সকলকে প্রদীপ্ত ও প্রস্ফুটিত না করে, এখানে থাকিয়াই যদি ঈশ্বরের সহিত যোগ-নিবন্ধ করিবার চেষ্টা ও যত্ন না পায়, তাহা হইলে সে আপনার দোষেই ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হয়, ব্রহ্মলোক হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করে। পক্ষীর যেমন পক্ষ-পুট সঞ্চালন অভ্যাসই আকাশ-ভ্রমণের এক মাত্র উপায়, তেমনি ধর্ম্ম-ভাব-সকল উদ্দীপ্ত করাই মনুষ্যের আত্মোন্নতির এক মাত্র সাধন। উপাসনাতে—সেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনাতেই আত্মার সমুদায় ধর্ম্ম-ভাব প্রস্ফুটিত হয়। আত্মা, সকল বন্ধন-মুক্ত হইয়া ক্রমে উন্নতির সোপানে উত্থিত হইবার সামর্থ্য লাভ করে। পক্ষী যেমন চির-দিন পিঞ্জর-বদ্ধ থাকিলে শ্রীহীন হইয়া যায়, তাহার স্বাভাবিক উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি সকলই বিলুপ্ত হয়, মনুষ্য যদি সেই রূপ ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বর-চিন্তা হইতে বিরত হইয়া দিন-যামিনী কেবল সংসার-পাশে—বিষয়-জালে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহারও সেই রূপ দেব-ভাব সকল ক্রমে ক্রমে প্রভা-হীন হইয়া পড়ে; তাহার আত্মার জ্যোতিও অল্পে অল্পে ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। তখন আর পশু ও মনুষ্যে কোন প্রভেদই থাকে না। ইতর জন্তুগণের ন্যায় আহার বিহার, বেস বিন্যাসই তাহার সর্ব্বস্ব হয়।

আশ্চর্য্য! আমরা এখানে বিষয় বিভব, মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনের জন্যই দিবারাত্র বিব্রত রহিয়াছি, শরীর আয়ুঃ ক্ষয় করিতেছি, কিন্তু এদিকে যে আমরা দেব-দুর্লভ লব্ধ-অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, তাহার প্রতি আমারদিগের কাহারও দৃষ্টি নাই। আমরা বাহিরে অচির অস্থায়ী বিষয়-বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছি, রজত-কাঞ্চন সংরক্ষণের নিমিত্ত নানা সদুপায় কল্পনা করিতেছি কিন্তু অন্তরে যে লব্ধ-ধন অপহৃত হইতেছে—ব্যবহার দোষে যে সঞ্চিত সম্পদ ক্ষয় হইতেছে, একবার তাহার আলোচনা করি না। যে ধন বিনিময় দ্বারা এখানে চারি দিনের জন্যও পরিশুদ্ধ সুখ লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারই জন্য সমুদায় জীবন নিঃশেষিত করিতেছি, কিন্তু যাহার প্রভাবে আমরা চিরকাল—অনন্ত জীবন ঈশ্বরের পবিত্র সংস্পর্শে থাকিতে পারি, অনন্ত কাল নিরবিঘ্নে নির্ব্বিবাদে [illegible] ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকি[illegible] [illegible] কল্যাণতর আনন্দ-মারুত মধ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হই, তৎ প্রতি সকলের সমান দৃষ্টি ও অনুরাগ নাই। সেই ধর্ম্ম-ধন অক্ষয়-ধন উপার্জ্জনের কাল উপস্থিত হইলেই বিদ্যার্থী বিদ্যা-উপার্জ্জনের, বিষয়ী বিষয়-বিত্ত লাভের, ধনাঢ্য মান সম্ভ্রমের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা প্রভৃতি নানা অমূলক প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিয়া অন্যকে নয়, আপনাকেই প্রতারিত

করিতে চেষ্টা পান। ইহা কিছু করুণাময় পুত্রবৎসল পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়, যে আমরা কেবল দিবা-রাত্র ধ্যানেতেই মগ্ন থাকি, প্রাচীরবৎ নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট ভাবে উপবেশন করিয়া কেবল চিন্তা-সাগরেই নিমগ্ন হই। তিনি বাহিরে এই যাবতীয় সুখ-সজ্জা প্রস্তুত করিয়া, অন্তরে তদুপযোগী ইন্দ্রিয়-দ্বার প্রমুক্ত করিয়া দিয়া স্বয়ং এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, "তোমরা আমার এই উদার সদাব্রত ভোগ কর, আমি তোমাদিগেরই জন্য এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছি।" যিনি শরীরের রমণীয় ভূষণ-স্বরূপ এক একটি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি অক্ষয় সুখ ভাণ্ডার স্বরূপ এক একটি বৃত্তি দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নয় যে আমরা বিষয়-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া—ইন্দ্রিয়-দ্বার নিরোধ করিয়া উদাসীন হই। মানসিক সুখ বিসর্জন দিয়া—মনোবৃত্তি সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শুষ্ক কঠোর ধর্ম্মের উদ্দেশে দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করি। ঈশ্বরের উপদেশ এই যে, ধর্ম্মের আদেশে বৈধ-রূপে সকল সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু প্রমত্ত সুখ ভোগের সময় আমাকে বিস্মৃত হইও না! তাঁহার ধর্ম্মের আদেশ এই, দেহ-রক্ষা বিদ্যা উপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন, স্বদেশের, স্বজাতির উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি সকলই তোমারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এ সকলেরই অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু এতাবৎ কার্য্যই তোমাদিগের সর্ব্বস্ব নহে, আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা, ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ-নিবন্ধ করা, পরলোকের সম্বল সংগ্রহ করাই তোমারদিগের জীবনের মুখ্য-কার্য্য, সেই জন্যই তোমরা এখানে প্রেরিত হইয়াছ। তোমারদিগের জীবনের সেই মহত্তর লক্ষ্য সাধনের জন্যই এখানে অপরাপর সহস্র-বিধ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা উৎস-মুখ অবরুদ্ধ করিয়া নদী প্রবাহ বলবতী রাখিতে চেষ্টা করিতেছি, আমরা বর্ণশিক্ষার প্রতি যত্ন না করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কাব্যালঙ্কার অধ্যয়নের উদ্যোগ করিতেছি। যাহা দ্বারা আমারদিগের সমুদায় সাধু ইচ্ছা প্রদীপ্ত হয়, যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমার দিগের শরীর, আত্মা, বল বীর্য্য, উদ্যম উৎসাহ লাভ করে, যাহার আন্দোলন ও আলোচনা দ্বারা হৃদয় প্রশস্ত ও প্রসারিত হয়, জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, সমুদায় কর্ত্তব্য-ভাব প্রজ্বলিত হয়, অপরাপর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনের সেই সার কার্য্যে—সেই ঈশ্বর উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনার সময়েই আমরা অবকাশ-শূন্য হইয়া পড়ি!

আজ যে সমস্ত সাধু যুবার মুখ-জ্যোতি দেখিয়া হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইতেছে, এই উৎসব-ক্ষেত্রে উপবেশন করিয়াও আমি তাঁহাদিগের মনে আঘাত দিই যে তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই সপ্তাহের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা কালের জন্য নিয়মিত রূপে যে এখানে একত্রিত হইয়া জীবনের এই গুরুতর কার্য্য-সম্পাদন করেন, এমন অবকাশ হয় না। মাসান্তেও এক এক বার এই পবিত্র-গৃহে সকলে উপস্থিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করত যে আপনার ও অন্যের ধর্ম্ম-ভাব প্রস্ফুটিত করেন, অনেকেরই এমন সময় হয় না। হে প্রাণ-সম প্রিয় ভ্রাতা সকল! ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইও না, সংসার যে প্রকার স্থান, এখানকার প্রলোভন যে রূপ রাশি রাশি, তাহার মধ্যে পতিত হইয়া কত শত শূরেরাই আপনাদিগের জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে না। আমরা কোন্

ছার, যে আমরা অটল-ভাবে সমুদায় জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব? কিন্তু আমরা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ জানিতেছি যে, যদি আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন থাকে, তাহা হইলে সংসারের নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সুন্দর-রূপে আত্মার লক্ষ্য সাধন করিতে পারি। দেখ, বিশাল-পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র কানন, পর্ব্বত প্রান্তর, নদ নদী, তৃণ তুষার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, মনুষ্য তাহার যৎকিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় উদ্‌যোগ ও পরিশ্রম-বলে তাহা হইতেই তাহার শারীরিক ও সাংসারিক সকল অভাব অনটন বিমোচন করিতেছে। তেমনি যদিও আমাদিগের জীবন-কালের বহু অংশই আহার নিদ্রা, রোগ, শোক, ব্যায়াম ব্যবসারেই অতিবাহিত হয়, তৎসমুহ সম্পাদিত হইয়াও এত অধিক সময় উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে যে, যাহার কিয়দংশ আমরা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যত্ন পূর্ব্বক যদি ঈশ্বরোপাসনায় নিয়োগ করি, তাহা হইলেও আমারদিগের আত্মার লক্ষ্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয় এবং আমাদের জীবনও মধুময় হইয়া উঠে।

আমরা প্রতি দিন অল্প অল্প করিয়া অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সমূহে এত অধিক সময় ব্যয় করিয়া থাকি, যে তাহার তুলনায় নিত্য-উপাসনার জন্য যে পরিমাণ কাল প্রয়োজন, তাহার গণনাই হয় না। বিদ্যা উপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন প্রভৃতি বৃহৎ কার্য্য-সমূহে আমারদিগের নিত্য কতটুকু সময়েরই বা প্রয়োজন হয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্রবিধ ব্যর্থ-বিষয়েই আমাদিগের পরমায়ুর অধিকাংশই নিঃশেষিত হইতেছে, যাহা আমাদিগের অনবধানতা বশত বৃথা ব্যয় বলিয়াই বোধ হয় না। পর্ব্বত-শিখর হইতে অতি-সূক্ষ্ম জল-ধারা অবিশ্রান্ত নির্গত হইয়া কত শত বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী সংরচন করে, দেশ বিদেশকে প্লাবিত করে কিন্তু উৎস-মুখ হইতে সেই জল বিন্দু বিন্দু বহির্গত হয় বলিয়াই সহসা সকলে তাহার প্রকৃত পরিমাণ অনুভব করিতে পারে না।

একান্ত প্রয়োজনীয় নিয়মিত ব্যয়েই বিবয়ী মাত্রেই সতর্ক হন ও হস্ত-সঙ্কোচ করেন কিন্তু সহস্রবিধ অকারণ ক্ষুদ্র ব্যয়েতেই যে তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য হয়; তাঁহাকে দারিদ্র্য-দুঃখে নিপাতিত করে, তাহার প্রতি সহসা তাঁহার চক্ষু পতিত হয় না। সহস্রবিধ ক্ষুদ্র ব্যয়ে পর্ব্বত-সম সম্পদ রাশিও যেমন অল্প কাল মধ্যে নিঃশেষিত হয়, রাশীকৃত কর্পূর কস্তূরিকা হইতে যেমন চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মতম পরমাণু সকল অল্পে অল্পে বহির্গত হইয়াই তাহাকে নিঃশেষিত করে, সংসারের অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে, বৃথা আমোদ প্রমোদে, হাস্য পরিহাসে, ক্রীড়া কৌতুকেই তেমনি ক্রমে ক্রমে আমার দিগের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইতেছে এবং তন্নিবন্ধন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে নিদারুণ দুর্ভিক্ষে, দুঃখ হইতে ভয়ানক আধ্যাত্মিক দুঃখে নিপতিত হইয়া ক্রমে নিঃসম্বল হইতেছি।

দেখ দেখি আজ আমরা যে মহোৎসব-ক্ষেত্রে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, এই উৎসব-কার্য্য-সম্পাদনের জন্য আমাদিগের কতটুকু সময়ের প্রয়োজন? এবং এই অল্প কাল মাত্র ঈশ্বর-উপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া কেমন স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি! জল-পথ সঙ্কীর্ণ হইলে, যেমন জল-প্রবাহ অধিকতর বেগে প্রবাহিত হয়, তেমনি দেখ দুই এক ঘণ্টা কালের জন্য আমাদিগের সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি যুগপৎ ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইয়া, দেশ কাল অতিক্রম করত উচ্ছলিত হইয়া চারিদিক প্লাবিত করিতেছে। দেখ, এখানে আমাদিগের সেই নিত্য-উপার্জ্জনীয়

ইষ্ট দে তা বিরাজমান, আমাদিগের সেই উপাসনা বাক্য ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত-ধ্বনি এখানে শব্দায়মান, কিন্তু কি জন্য আজ এখানে এমন অপূর্ব আনন্দের অনুভব হইতেছে? কি জন্য সকল হৃদয়, সমুদায় গৃহ, সমগ্র বঙ্গ-ভূমি আনন্দময়, উৎসবময় বোধ হইতেছে? আমরা সকলে সমবেত যত্নে এই উৎসব কার্য্যে যোগ দিয়াছি, সকলে সমস্বরে একতানে সেই অনাদিমৎ পরমেশ্বরের যশঃগানে নিযুক্ত হইয়াছি বলিয়াই। দেখ দেখি শ্রদ্ধার সহিত দুই এক ঘণ্টা কাল ঈশ্বরের উপাসনায় ক্ষেপণ করিয়া আমরা কি অমৃতময় ফললাভ করিলাম। আমাদের আত্মা কৃতার্থ হইল, এই স্থান পবিত্র হইল, লোক সমাজে সমগ্র পৃথিবীতে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। এই দুই এক ঘণ্টা কাল ব্যয় করাতে কোন্ ধনাঢ্যের ধন নাশ, কোন্ সম্ভ্রান্ত-পুরুষের মান নাশ, কোন্ বিদ্বানের বুদ্ধি নাশ, কোন্ সর্ব্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সর্ব্ব-নাশ হইল? জগতে ধর্ম্মালোচনা ভিন্ন এমন কি কার্য্য আছে, যে সমস্ত দিন—দ্বাদশ ঘণ্টা কাল তাহাতে ক্ষেপণ করিলে ইহাপেক্ষা অধিক লাভের সম্ভাবনা—ঈশ্বর উপাসনা ভিন্ন এমন গুরুতর কার্য্য কি আছে যদ্দ্বারা ইহাপেক্ষা অধিকতর সুখ-শান্তি ও আত্ম-প্রসাদ লব্ধ হইতে পারে—যাহা দ্বারা আপনার অন্যের স্বদেশের স্বজাতির ইহলোক ও পরলোকের স্থায়িতর, কল্যাণতর মঙ্গল সংসাধিত হয়?

অতএব হে সুধীর ও সজ্জন সকল! সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন জন্য সময় সামর্থ্য প্রদান বিষয়ে উদারতা; কেবল ধর্ম্ম-বিষয়ে কৃপণতার একশেষ প্রদর্শন করিয়া মনুষ্যনামে কলঙ্কারোপ করিও না। আর আর সকল বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহ, কেবল আত্মোন্নতি ও ধর্ম্ম-সাধনে বিরাগ ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না। যদি ধন সম্পদের, গৃহ পরিবারের, বিদ্যা বুদ্ধির সার্থক্য চাও, সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের শরণাগত—ঈশ্বরের পদানত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হও। সকলে ধর্ম্মের নিয়মে নিয়মিত হইয়া—ধর্ম্মের আদেশে চালিত হইয়া এই মর্ত্ত্য লোকে সুখ-শান্তি, প্রীতি ও সদ্ভাব বিস্তার করিয়া এখানে স্বর্গের আভাস প্রদর্শন কর।

হে ঈশ্বর! তুমি আমাদিগকে তোমার ধর্ম্ম-প্রতিপালনে যত্নশীল কর, আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতিকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমাদের জীবন-প্রবাহ তোমার দিকেই লইয়া যাও, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত যোড়করে তোমার সন্নিধানে আমাদিগের এই মাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

শব্দকল্পদ্রুমের সপ্তম কাণ্ডে অন্যান্য সংস্কৃত শব্দের মধ্যে "হিন্দু" শব্দও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; ইহাতে হিন্দু শব্দ পুরাতন সংস্কৃত বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে; কিন্তু যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া হিন্দু শব্দ সংস্কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা হিন্দু শব্দ আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতি পুরাতন বেদসংহিতা অবধি আধুনিক কাব্য পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহার কুত্রাপি হিন্দু শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দ কল্পদ্রুমে মেরুতন্ত্রের ত্রয়োবিংশ প্রকাশের যে কএকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে,

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

"হে প্রিয়ে! হীন ব্যক্তিকে দূষিত করেন এই জন্যই হিন্দু বলিয়া উক্ত হইয়া-

হেন।" কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারেই হিন্দু শব্দের এরূপ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব মেরু তন্ত্রের উক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু শব্দকে সংস্কৃত করা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। উক্ত বচন দ্বারা হিন্দু শব্দ যে সংস্কৃত ইহা সপ্রমাণ না হইয়া উক্ত বচনেরই আধুনিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। মেরুতন্ত্রের অন্যান্য বচন দ্বারাও ইহা সপ্রমাণ হয়; উক্ত স্থলেই এই রূপ লিখিত আছে যে,

পশ্চিমাম্নায় মন্ত্রাস্তু প্রোক্তাঃ পারস্য ভাষয়া।
অষ্টোত্তর শতাশীতি র্যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
পঞ্চ খানাঃ সপ্ত মীরা নব সাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম্মপ্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ।

"পশ্চিম বেদে একশত অষ্টাশীতি মন্ত্র পারস্য ভাষায় কথিত হইয়াছে, যাহার সাধন করিয়া কলিকালে খাঁ উপাধিধারী পাঁচ জন, মীর উপাধিধারী সাত জন ও সাহ উপাধিধারী নয় জন মহাবল ও হিন্দুধর্ম্ম-সংহারক সম্রাট্ হইবে।" মেরুতন্ত্রে ভবিষ্যৎ বাণীচ্ছলে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, ইতিহাসের রীতি অনুসারে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এই মেরুতন্ত্র গ্রন্থখানি, অন্ততঃ উহার ঐ বচনগুলি মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ অধিকারের পর রচিত হইয়াছে। এমন কি, উহা যে এ দেশে ইংরাজদিগের আধিপত্য স্থাপনের পর রচিত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই রূপ লিখিত আছে,

পূর্ব্বাম্নায়ে নব শতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গ ভাষয়া মন্ত্রা স্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥

"পূর্ব্ব বেদে নয় শত ছিয়াশীটি মন্ত্র ফিরিঙ্গ ভাষায় (ইংরাজিতে) কথিত হইয়াছে, তাহা সাধন করিয়া কলিকালে নয়, ছয় ও পঞ্চ জন যুদ্ধে অপরাজিত লণ্ড্র-দেশোৎপন্ন (লণ্ডনজাত) ইংরেজ মণ্ডলেশ্বর হইবে।"

যখন হিন্দু শব্দ কোন পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না এবং মেরুতন্ত্রের বচন সকলও তাদৃশ শ্রদ্ধেয় হইতেছে না, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, হিন্দু শব্দ হিন্দুজাতির উদ্ভাবিত নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, পুরাতন পারসীক ভাষায় সংস্কৃত সিন্ধু শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভারত বর্ষের পশ্চিম দিকে যে সিন্ধু নদ প্রবাহিত হইতেছে; সেই নাম অনুসারে পারসীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগকে হিন্দু জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিত; তদনুসারেই আমরা হিন্দু নাম ধারণ করিয়াছি। কত দিন অবধি আমরা অন্য জাতির প্রদত্ত এই হিন্দু নাম আপনাদের মধ্যে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা যায় না। যদিও পুরাতন বেদ স্মৃতি পুরাণে ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাব্য নাটক প্রভৃতিতে হিন্দু নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না, তথাপি ইহা নিতান্ত অল্প দিন প্রচলিত হয় নাই। এক্ষণে যেমন ইংরাজদিগের নিকট হইতে ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান্ শব্দ গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিতে আরব্ধ হইয়াছে, সেই রূপ মুসলমানদিগের নিকট হইতেই হপ্তা প্রভৃতি শব্দের ন্যায় হিন্দু শব্দও গ্রহণ করা হইয়াছে। হিন্দুরা কদাপি আপনাদিগকে হিন্দু বলিতেন না, তাঁহারা আর্য্য নামে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেন। ঋক্‌বেদ সংহিতায় ইহার এই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে,—

"বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবঃ।"
ম। ১০ অ। ১ সূ। ৮ ঋ

হে ইন্দ্র! আর্য্যদিগকে ও যাহারা দস্যু তাহাদিগকে বিশেষ রূপে অবগত হও

এই আর্য্যজাতির বংশপরম্পরাই এক্ষণে হিন্দু-জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

যখন পারস্য দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন কতকগুলি পারসীক ধর্ম্ম-লোপ-ভয়ে ভারত বর্ষে আগমন করে; তদবধি ইহারা এই দেশেই অবস্থান করিতেছে। মুসলমানদিগের অধিকার অবধি কতকগুলি মোগল ও কতকগুলি পাঠান আসিয়া এ দেশে বাস করিতেছে, এবং তাহাদিগের অধিকার কালে কতকগুলি হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছে, ইহারা সকলেই এক্ষণে সামান্যত মুসলমান নামে পরিচিত হইয়া আছে। সংপ্রতি ফিরিঙ্গী নামে একটি নূতন জাতি এ দেশে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। হিন্দুদিগের ন্যায় পারসীক, মুসলমান ও ফিরিঙ্গী এই তিনটি জাতিও ভারতবর্ষীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু নাম বা হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে সকল পারসীক মুসলমানদিগের অত্যাচারে ভারত বর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের কতকগুলি হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করে; এক্ষণে তাহারাই মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া পরিচিত হইতেছে। যে রূপ করিয়াই হউক এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়েরাও হিন্দু মধ্যে পরিগণিত হন।

ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষে ভীল কুলি সান্থাল প্রভৃতি আর কএকটি জাতি, দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসবেত্তারা অনুমান করেন যে, ইহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী; এক্ষণে যে জাতি হিন্দু বলিয়া উল্লিখিত হইতেছেন, তাঁহারা বহু কাল পূর্ব্বে অন্যদেশ হইতে আসিয়া উহাদিগকে পরাজিত করিয়া ভারত বর্ষ অধিকার করেন; তদবধি উহারা স্বভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ অবস্থান করিতেছে। যদিও হিন্দুসমাজে উহাদিগের ধর্ম্ম ও উহাদিগের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম কিছু কিছু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি উহাদিগকে হিন্দু জাতি হইতে ও উহাদিগের ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এ দেশে যাহাদিগকে "চুআড়" বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহারা এ দেশের আদিম নিবাসী; তৎকালে জয়শীল হিন্দুজাতির অনুগত হইয়া থাকাতে ক্রমে ক্রমে হিন্দু হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যদিও বেদে আর্য্য ও দস্যু নামে দুই বিভিন্ন জাতি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তথাপি মহাভারত ও পুরাণ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, কতকগুলি আর্য্য সন্তানও নানা কারণে জাতিভ্রষ্ট হওয়াতে আর্য্যজাতি হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এক্ষণে কোন্ জাতির অন্তর্গত হইয়া আছে, তাহা স্থির করা বহু অনুসন্ধান-সাপেক্ষ, বিশেষত হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে তাহা তাদৃশ আবশ্যক বলিয়াও বোধ হয় না। এ দেশে যোগী বলিয়া একটি জাতি আছে, এক্ষণে তাহাদের অধিকাংশই তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিয়া থাকে, সাধারণের এই রূপ সংস্কার যে "যোগীরা হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে।" কিন্তু বাস্তবিক তাহারা হিন্দু; তাহারা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সমুদায় ধর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষ এই, অন্যান্য হিন্দু জাতি ব্রাহ্মণ দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করান কিন্তু তাহারা স্বয়ংই পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, তাহাদের যখন পৃথক্ ধর্ম্ম নাই, হিন্দুধর্ম্মই তাহাদের ধর্ম্ম, এবং আচার ব্যবহার বিষয়েও তাহারা হিন্দুদিগের সমান, তখন তাহারা হিন্দু জাতির বহির্ভূত নহে।

কএকটি জাতি ভিন্ন উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে সিন্ধু নদের

পারেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে মণিপুর ও ত্রিপুরা, এই চতুঃসীমার অন্তঃপাতী বিস্তীর্ণ ভারত বর্ষ হিন্দু জাতিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই বিস্তীর্ণ হিন্দু জাতি যে ধর্ম্মের অধীন হইয়া চলিতেছেন, তাহারই ইতিহাস অনুসন্ধান করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর, কর্ম্ম ও পরলোক বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মের মত, তাহার আদিম অবস্থা ও পরিবর্ত্তন, এই সমস্ত হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসের অন্তর্গত বিষয়। হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্র সকল যতই বিস্তারিত হউক, এবং মত সকল যতই জটিল ও পরস্পর বিরুদ্ধ হউক, তথাপি ইতিহাসের নিয়মানুসারে তৎসমুদায়ের একটী শৃংখলা পাইলেই ইতিহাস অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। ইহা বলা বাহুল্য যে কোন বিষয়েরই অতি প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত যথাযথ অবিকল নির্ণয় করা যায় না; যদি তাহার আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই ইতিহাস অনুসন্ধানে কৃতকৃত্যতা লাভ হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক, এবং ঐ দুইটি ধর্ম্ম এক এক জন নেতাকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বিশেষত এক এক খানি গ্রন্থমাত্র উহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র; ইহাতেও ঐ দুই ধর্ম্মে এত মত ভেদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, সহজে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের আদিম অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। হিন্দু ধর্ম্ম অতীব প্রাচীন এবং হিন্দু জাতি ধর্ম্মবিষয়ে এমন স্বাধীন যে, ইঁহারা কোন কালেই তদ্বিষয়ে এক নায়কের পরতন্ত্র ও এক গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন নাই। অন্যান্য স্থানে এক এক জন আদি প্রবর্ত্তক আছেন, তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উত্তরকালের নায়কেরা তাহারই সংস্কার করিতে থাকেন, কিন্তু হিন্দু জাতির পুরাবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কালে ভূরি ভূরি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আবির্ভূত হইয়া শত শত সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। যদিও অনেক স্থলে তাঁহাদিগের মতে পরস্পর বিসম্বাদিতা আছে, তথাপি তাঁহারা সকলেই এক ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস যে যথাক্রমে যথাবৎ নির্ণীত হইয়া উঠিবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। তথাপি সাধ্যানুসারে অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহার ছায়াও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাও আবশ্যক।

হিন্দু জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রই হিন্দুধর্ম্ম অনুসন্ধানের প্রধান অবলম্বন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল এক প্রকার অসংখ্যেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সামান্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে; বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। বেদ প্রথমতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। এক একটি বেদ আবার কঠ কুথুম প্রভৃতি ঋষিদিগের নামানুসারে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দুদিগের সম্প্রদায়ও প্রথমে চারি বেদ অনুসারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; আবার এক এক সম্প্রদায় শাখা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়া আছেন; এবং এক এক শাখাতেও দেশ ও বংশ ভেদে কত অবান্তর বিভাগ আছে। স্মৃতি সকলের সংখ্যাও সামান্য নহে এবং তৎসমুদায় যদিও বেদের অনুযায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; তথাপি তাহার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী নানা মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাণ সকল যদিও সর্ব্বাংশে বেদ ও স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতেছে, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাণ সকল প্রচার হইবার পরে হিন্দু ধর্ম্মের বহু অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তন্ত্র সকল পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বোধ হয়; এমন কি তন্ত্রেতেই দৃষ্ট হইয়া

থাকে যে, বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা এক্ষণে সিদ্ধি লাভের বহুতর অন্তরায় দেখিয়া নূতন পথ প্রদর্শনের জন্যই তন্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদের স্থান অধিকার করিবার নিমিত্তই তন্ত্র সকল সংরচিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, ইহাতে বৈদিক ধর্ম্মের সহিত ইহার যে কি রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহা বোধ হইতে পারিবে—বৈদিক সন্ধ্যার পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক সন্ধ্যা প্রস্তুত হইয়াছে; বৈদিক সন্ধ্যা না করিলে কোন বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানে অধিকার হয় না, যেমন এই রূপ ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ তান্ত্রিক সন্ধ্যা না করিলে তান্ত্রিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানের অধিকার হয় না এই রূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; বৈদিক হোমের ন্যায় তান্ত্রিক হোমের নূতন পদ্ধতি আছে; অধিক কি, বৈদিক গায়ত্রীর কোন কোন শব্দ লইয়া তান্ত্রিক গায়ত্রী প্রস্তুত করা হইয়াছে। বৈদিক গায়ত্রী এই—

"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।"

তান্ত্রিক গায়ত্রী যদিও দেবতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি তাহার প্রণালী এক প্রকার; তাহার মধ্যে একটি এই—

"পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।"

এই সকল শাস্ত্র আলোচনা করিতে গেলে হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস আপাততঃ অত্যন্ত জটিল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই সমস্ত বিস্তীর্ণ মতের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের চারিটি বিভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিহাসের শৃংখলার নিমিত্ত সেই চারি বিভাগের নাম আর্য্য ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৈদান্তিক ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইল। কএকটি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ধরিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করা গেল, সেই সকল লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় ধর্ম্মের ভাব মনুষ্যের প্রকৃতিতে নিহিত হইয়া আছে, এই জন্য মনুষ্য জাতি আদিম অবস্থা অবধি অন্নপান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের অবস্থা যখন যে রূপ হয়, ধর্ম্ম তখন সেইরূপ বেশ ধারণ করে। এই নিয়ম অনুসারেই হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; এই সমস্ত পরিবর্ত্তন যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হয় নাই। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই এক ভাবে আছে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম কত প্রকার পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মকে একবারে অসার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাও আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন; এবং মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর কোন্ অবস্থায় কিরূপে মনুষ্য-সমাজের ধর্ম্মভাব জীবিত করিয়া রাখেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করা যাইবে। যাঁহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভাবিয়া আনন্দিত হন, তাঁহারা আরও আনন্দিত হইয়া দেখিবেন যে সেই আদিম অবস্থাতেই এই উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হইয়াছিল; এবং যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্যই প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

আরব দেশে অবিমিশ্র ও সঙ্কর এই দুই প্রকার জাতি আছে। স্যাম বংশীয়েরা অবিমিশ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত। ইহারা আপনাদিগের বংশ মহৎ বলিয়া অভিমান

করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা মহম্মদের বংশীয় তাহারা "সরীফ্" শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা আপন্যাদিগের বংশের পরিচায়ক-স্বরূপ মস্তকে হরিৎ বর্ণের উষ্ণীষ ধারণ করিয়া থাকে। আরবেরা ক্ষৌরকর্ম্মকে মানহানিকর জ্ঞান করে, এবং মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু-রাশি বহন করা ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইব্রাহিমের পূর্ব্বাবধি আরব দেশীয়দিগের মধ্যে ত্বকছেদ প্রচলিত আছে। এই ত্বকছেদ উহাদের একটি দৈহিক সংস্কার বিশেষ; এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইলে ইহাদের বিবাহ হয় না। চারিটির অধিক বিবাহ করা ইহাদের নিষিদ্ধ। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদই এই রূপ নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। কবিতা রচনায় আরবীয়দিগের বিশেষ আসক্তি দৃষ্ট হয়; ইহারা গদ্য রচনাকে তাদৃশ সমাদর করে না। ইহারা কহে গদ্যে যাহা রচিত হয়, তাহা ছিন্ন ভিন্ন মুক্তা-হারের ন্যায় নিতান্ত অসংশ্লিষ্ট। ইহারা প্রথম কবিতা রচনা করিতে শিখিলে বিবাহাদির ন্যায় সবিশেষ উৎসব করিয়া থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে প্রায় চতুর্দ্দশ কোটি বাট লক্ষ মুসলমান আছে, ইহারা সকলেই মহম্মদকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে স্প্রানুস দেশের পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর ভারতবর্ষ আসিয়ার সন্নিহিত দ্বীপ সমূহ ও কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীর প্রভৃতি অনেকানেক স্থানে মহম্মদের ধর্ম্ম অবলম্বিত হইয়াছিল। অদ্যাপি এই সমস্ত স্থানে ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এক সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম যে এত প্রচার হইয়াছিল, মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণের অস্ত্রবলই তাহার কারণ। ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্মপ্রচার কালে নিতান্ত কঠোর ব্যবহার করিতেন। তৎকালে মনুষ্যত্ব এক কালে ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিত। ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, মহম্মদ তাঁহাকে "ঈশ্বরের কুঠার" কাহাকেও বা "ঈশ্বরের তরবারি" এই রূপ পদবী প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। আমাদিগের পুরাণ পাঠ করিলে যেমন দেখা যায় যে রাজারা যুদ্ধে প্রবৃত্তি বিধানের নিমিত্ত পরলোকে লভ্য নানা প্রকার ভোগ্য দ্রব্যের প্রলোভন দেখাইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেন, মহম্মদ ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সাধারণকে সেই রূপ প্রলোভন দেখাইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই ধর্ম্মযুদ্ধে পুরুষের কথা দূরে থাকুক কখন কখন মহিলারা কোমল করে করবাল লইয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইত। যাঁহারা কেবল একটি মাত্র খৃষ্টের ধর্ম্মার্থ অগত্যা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হন, তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মের যুদ্ধকাণ্ড পাঠ করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বে কি আশ্চর্য্য ব্যাপারই ঘটিয়াগিয়াছে। আপনার জীবন অপেক্ষা ধর্ম্ম রক্ষাই শ্রেয় এই বিবেচনা করিয়া কত শত লোক অকাতরে মুসলমানদিগের অস্ত্রে মস্তক অর্পণ করিয়াছেন। তাহা স্মরণ হইলে অদ্যাপি শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

যে খানে ধর্ম্মের নিমিত্ত বল প্রয়োগ করিতে হয়, প্রকৃত বিশ্বাস সে স্থলে প্রায়ই স্থান প্রাপ্ত হয় না, এই কারণে মহম্মদ যাহাদিগকে বল পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যথার্থ বিশ্বাস অতি অল্প লোকেরই ছিল। যাঁহারা বাইবল পাঠ করিয়াছেন, বেদুইন জাতি তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত নহে। পূর্ব্বে এই বেদুইন জাতীয়েরা বাণিজ্যার্থ মক্কা তীর্থে আগমন করিত। মহম্মদ বল পূর্ব্বক ইহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই

জাতীয়েরা গৃহনির্ম্মাণ করিত না, নির্জ্জন প্রান্তরে পটমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া বাস করিত এবং দস্যুতা ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায় ছিল। ইহারা মহম্মদের বলে বশীভূত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাহাতে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত না। ইহারা কহিত আমরা যে স্থলে বাস করি, তথায় জল নাই, সুতরাং ধর্ম্ম সাধনার্থ কি প্রকারে স্নান করিব; আমাদের অর্থ নাই, কি রূপে দরিদ্রদিগের তৃপ্তি সাধন করিব; আমাদের সকল দিন প্রায় উপবাসেই যায়, কেন আমরা মহম্মদের আদেশে এক মাস উপবাস করিব; ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন, কি নিমিত্ত মক্কা তীর্থে যাইব। যদিও ইহাদিগের ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল না, কিন্তু মহম্মদ ধর্ম্মপ্রচার কালে ইহাদিগের দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইয়া ছিলেন [১]।

আরব দেশে বহুকাল অবধি দাস ব্যবসায় প্রচলিত আছে। লোকে অর্থ দিয়া দাস ক্রয় করিয়া রাখে। কিন্তু মহম্মদ এই রূপ একটি নিয়ম করিয়া ছিলেন যে, যে ক্রীত দাস তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিত, তিনি তাহাকে দাস্য হইতে মোচন করিতেন। ঐ দেশে এক সময়ে জেলোন্ নামক একটি ক্রীত দাসকে তাহার প্রভু কহিয়াছিল যে তোমাকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হয় নাই। তখন তাহার প্রভু ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে সমস্ত দিন অনাহারে কঠোর রৌদ্রের উত্তাপে বক্ষে প্রস্তর দিয়া বালুকার উপর ফেলিয়া রাখিয়া ছিল, তাহাতেও সে দেব দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ করে নাই। পরিশেষে মহম্মদের এক শিষ্য তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট ক্রয় করিয়া মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করত দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ছিলেন। মহম্মদ নীচ জাতীয় দিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন এই কারণে তাহারা মহম্মদকে যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। যে ক্রীত দাসেরা কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিল, মহম্মদ তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া তাহাদিগের সকল দুঃখ নিবারণ করেন।

মহম্মদ যে কেবল বল দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত ও বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া সকলের নিকট আপনার পরিচয় দিতেন। এবং তাঁহার ক্ষমতা যে অসাধারণ তাহাও তিনি সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করিতেন। এই রূপ কিম্বদন্তী আছে যে মহম্মদ এক রাত্রিতে সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়া ছিলেন [২]।

---

[১] আমাদিগের এই দেশে যেমন গঙ্গা সাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিবার প্রথা ছিল, পূর্ব্বে বেদুইন জাতির মধ্যেও এই রূপ রীতি প্রচলিত দৃষ্ট হইত ইহারা স্ত্রীলোকের ব্যভিচারে অতিশয় ঘৃণা করিত, এই নিমিত্ত ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই কন্যা উৎপন্ন হইলে তাহার জীবিতাবস্থায় সমাধি করিত। ইহাদের মধ্যে অতিশয় কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহারা ভুত প্রেতের ভয়ে গলদেশে জন্তু বিশেষের নখ লোমাদি ধারণ করিত।

[২] মহম্মদ বরাক নামক এক জন্তুতে আরোহণ পূর্ব্বক এক রাত্রির মধ্যে মক্কা হইতে য়েরুসালম দিয়া সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ঐ জন্তু গর্দ্দভ অপেক্ষাও খর্ব্বাকার, উহার মুখ মনুষ্যের মুখের অনুরূপ। গ্রীবা দেশ উষ্ট্র অপেক্ষা দীর্ঘ এবং কর্ণ হস্তীর কর্ণের ন্যায় প্রশস্ত। ইহার পৃষ্ঠদেশে দুইটি পক্ষ আছে। তাঁহার স্বর্গে গমন করিবার কালে চত্বারিংশ সহস্র স্বর্গীয় দূত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। মহম্মদ কএক পলের মধ্যে মক্কা হইতে য়েরুসালমের মন্দিরে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত সকল ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের সাক্ষাৎ হয়। ঐ স্থান হইতে তিনি কএক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রথম স্বর্গে উপস্থিত হন। এই স্বর্গের সোপান তিন সহস্র পাঁচ শত বৎসরের পথ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই পথ দিয়া মৃত মনুষ্য ও ভবিষ্যদ্বাদিরা স্বর্গে গমন করেন। মহম্মদ তথায় গিয়া

তথায় তিনি পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। ঈশ্বর তাঁহাকে "জগতের রত্ন" এই উপাধি দিয়া বাৎসল্য ভাবে তাঁহার স্কন্ধ দেশে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। অনেকে এই কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্ হয় এবং অনেকেই ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে।

মহম্মদ এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন যে তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ। সে স্থলে লোকে তাঁহার প্রতি অণুমাত্র অনাস্থা প্রদর্শন করিলে তিনি গিব্রেল্ দূত উপদেশ দিয়াছেন এই বলিয়া তাহাতে সাধারণের সংশয় ছেদন করিতেন। ইহা দ্বারা তাঁহার অনেক গূঢ় ইচ্ছা সিদ্ধ হইত। তিনি যেমন লোকের ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছিলেন, সেইরূপ উহাদের অনেক ব্যবহারও সংশোধন করিয়া যান। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে এইরূপ কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিলেন—কেহ ঋণ দিয়া অধিক বৃদ্ধি লইতে পারিবে না। বিধবা ও নিরাশ্রয় দিগের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত হইবে। চারি স্ত্রী জীবিতা থাকিতে আর কেহ দার গ্রহণে সমর্থ হইবে না। স্বামীর মৃত্যুর চারি মাস দশ দিন অতীত না হইলে বিধবা অন্য ভর্ত্তার আশ্রয় পাইবে না। শ্বাস রোধ করিয়া কোন জীবকে নষ্ট করা হইবে না। ঈশ্বরের উদ্দেশে হিংসা না করিলে কাহারও পশু পক্ষীর মাংস আহার করা অবিধেয় এবং প্রতিমার উদ্দেশে যে সমস্ত দ্রব্য প্রদত্ত হয়, তাহা ভোজন করাও অকর্ত্তব্য।

হিজ্‌রা শকের চতুর্থ বৎসরে মহম্মদ দ্যূত ক্রীড়া, শূকর মাংস ভক্ষণ, শর পরীক্ষা, প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, মদ্যপান এই সকল কার্য্য বিশেষ করিয়া নিষেধ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে একদা রজনীতে মহম্মদ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় অনেক লোক মদ্য পান করিয়া পথি মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া পরস্পর হত ও আহত হয়। পর দিন প্রাতে যখন মহম্মদ গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন পথের মধ্যে এই রূপ ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন ও তাহার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া মদ্য পানে অতিশয় বিরক্ত হন এবং তদবধি যে ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া মদ্যপান করিবে, সে ব্যক্তি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এই রূপ একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেন।

মহম্মদের জীবিতাবস্থায় তাঁহার শিষ্য ও অন্যান্য লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় দেখিত। উহারা মহম্মদের ছিন্ন কেশ ও নখ যত্ন পূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিত এবং তাঁহার স্নানাবসানে ভূতলে যে জল পতিত হইত, সকলে পবিত্র বোধে তাহা পান করিত। স্ত্রীলোকেরা তাঁহার ধর্ম্মে এমনি মোহিত হইয়াছিল যে, তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার কালে কোন স্থলে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উহারা সেই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আপনাদিগের অলঙ্কার পর্য্যন্ত প্রদান করিত।

মহম্মদ স্বয়ং যে রূপ ধর্ম্ম প্রচারার্থ যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা লোক সকলকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যেরাও তাঁহা অ-

আমাদিগের এতদ্দেশীয় পুরাণের কল্পিত জীবের ন্যায় নানাপ্রকার জীব দেখেন। প্রথম স্বর্গে একটি কুক্কুট দেখেন, তাহার দেহ পাঁচ শত বৎসরের পথ ব্যাপিয়া আছে। তৃতীয় স্বর্গে এক মৃত্যুর দূত দেখিয়াছিলেন; উহার চক্ষু সত্তর সহস্র বৎসরের পথ বিস্তৃত এবং তাহার মুখ এত প্রশস্ত যে,সে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে অনায়াসে গ্রাস করিতে পারে। তিনি সপ্তম স্বর্গে এক আশ্চর্য্য দূত দেখিয়াছিলেন। উহার মস্তক সহস্র সংখ্যক, প্রতিমস্তকে সহস্র মুখ, প্রত্যেক মুখে সহস্র জিহ্বা, প্রতি জিহ্বায় সহস্র ভাষা আছে। তিনি রাত্রির দশ ভাগের এক ভাগ মধ্যে এতটা পথ গমনাগমন করিয়াছিলেন। কোরাণ।

পেক্ষা সহস্র অংশে লোকের উপর অত্যাচার করেন। ইহাঁদিগের দৌরাত্ম্যে কত রাজার রাজ্য গিয়াছে। কত লোকে পৈতৃক ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক কালে জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে[৩]। কত লোকে কেবল ইহারই নিমিত্ত মুসলমানদিগের হস্তে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছে।

৩। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পারস্য দেশে বাস ছিল। মহম্মদের শিষ্য আবুবেকারের অত্যাচারে ভীত হইয়া ইহারা ঐ দেশ এক কালে পরিত্যাগ করে। ইহারা পারস্য দেশীয় রাজা খসরু পরভিজের বংশীয়। নাসর্ব্বান ইহাঁর আর একটি নাম। যখন ইহারা এ দেশের উপনিবাসী হয়, তদবধি ইহাদিগের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বতন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পারসীক নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে এবং অনেকেই হিন্দু জাতীয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ আবুল ফজেল স্বগ্রন্থ মধ্যে এই জনশ্রুতিকে মূল করিয়া পারসীকদিগের এই উপনিবাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আবুবেকরের অত্যাচারে যে ইহারা পলায়ন করিয়াছে এ কথা নিতান্ত সম্ভব বোধ হইতেছে না, কারণ আবুবেকর দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি ধর্ম্মযুদ্ধার্থ কালডিয়া দেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহাই হউক উহারা যে মুসলমানদিগের অত্যাচারে স্বদেশ ত্যাগ করে তাহার আর সন্দেহ নাই। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রি খণ্ডে এই পারসীকদিগের ভারত বর্ষে আগমন ও উহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব লাভের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে এই জাতিকে ম্লেচ্ছের মধ্যে পরিগণিত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সহ্যাদ্রি খণ্ডের যে অংশে ইহাদিগের বৃত্তান্ত আছে, তাহা বিলুপ্ত প্রায় হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে মহারাষ্ট্রীয়েরা এ দেশে আসিয়া যখন ধন মান উপার্জ্জন করিয়া একটি গণনীয় জাতির মধ্যে দণ্ডায়মান হইল, তখন আপনাদিগের এই মূল দোষ গোপন করিবার নিমিত্ত ঐ পুস্তকের ঐ অংশ যে স্থানে পাইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু উহারা আপনাদিগের ম্লেচ্ছাপবাদ গোপনের বিস্তর চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিম্বদন্তী দ্বারা ঐ দোষ বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে। যাহাই হউক স্কন্দপুরাণের প্রমাণানুসারে উহারা অগ্রে ম্লেচ্ছ ছিল। মহাবীর পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া যখন সমুদ্রতীরে গিয়া বাস করেন, তখন তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁহার সংস্থাপিত ঐ দেশে ব্রাহ্মণ ছিল না। একদা তিনি সমুদ্র-তটে দণ্ডায়মান আছেন, এই অবসরে পারসীক রাজ্য হইতে চতুর্দ্দশটি মনুষ্য পোতে আরোহণ করিয়া ভারত বর্ষে আগমন করে। পরশুরাম তাহাদিগকেই উপবীত প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান সমুদায় শিক্ষা করাইয়া আপনার যজ্ঞ সাধন করেন। পৌরাণিকদিগের যেমন রীতি আছে তদনুসারে এই অংশটি নানা প্রকার কল্পনায় পূর্ণ করিয়া সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ফল কথা এই মাত্র। যাহাই হউক স্কন্দপুরাণে পারসীকদিগের ভারত বর্ষে আগমন, হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ ও মহারাষ্ট্রীয় নামে খ্যাত হইবার কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আসিয়াটিক রিসর্চ ৯ খণ্ড।

সংস্কৃত সাহিত্য

২৯৯ সংখ্যক পত্রিকার ৫০ পৃষ্ঠার পর।

ছন্দঃ শাস্ত্র বেদাঙ্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ছন্দের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নাম ঋগ্বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। আরণ্যক ও উপনিষদে ছন্দের উল্লেখ আছে। সূত্রগ্রন্থেও প্রাচীন ছন্দ সকল সুপ্রণালী ক্রমে সংগ্রহ করা হইয়াছে। শৌনককৃত সাকল প্রাতিশাখ্যে ছন্দোধ্যায় দৃষ্ট হয়। এই সাকল প্রাতিশাখ্য কাত্যায়নপ্রণীত প্রাতিশাখ্যের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অতি প্রাচীন। সর্ব্বানুক্রমণী পাঠ করিলে ইহা অবগত হওয়া যায় যে কাত্যায়ন শৌনকের শিষ্য ছিলেন। নিদান সূত্রের দশম প্রপাঠকে সামবেদীয় ছন্দ দৃষ্ট হয়। এই সূত্র বৈদিক ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লেখ করিয়া পরিশেষে একটি অনুক্রমণিকার অবতারণা করিয়াছে। এই অনুক্রমণিকায় একাহ,

অহীন, ও ছত্রে যজ্ঞের মন্ত্রে যে সকল ছন্দ আছে তৎসমুদায়ের বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে।

পিঙ্গলনাগের ছন্দোগ্রন্থ বেদাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ পতঞ্জলি-প্রণীত পাণিনির মহাভাষ্য অপেক্ষা অধিক প্রাচীন নহে। কেহ কেহ এরূপও সম্ভাবনা করেন যে পিঙ্গলনাগ ও পতঞ্জলি একই ব্যক্তি, কেবল নাম মাত্র ভেদ। এই পিঙ্গল নাগ যে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ছন্দের সূত্র করিবেন তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হয় না; কারণ কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির বৃত্তিকার ছিলেন; ইনি পতঞ্জলিরও পূর্ব্বতন; ইনিই প্রাকৃত ভাষার এক খানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। সুতরাং পিঙ্গল নাগের পূর্ব্বেই যখন প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে, তখন তিনি যে প্রাকৃত ভাষায় ছন্দের সূত্র করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। পিঙ্গল নাগের ছন্দোগ্রন্থ সূত্র গ্রন্থের অন্তর্গত নহে। কারণ ইহাতে যে সকল ছন্দের নাম উল্লেখ আছে, সে সকল ছন্দ বেদে নাই। কিন্তু এই পিঙ্গল গ্রন্থ কোন কোন ছন্দোগ্রন্থে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত।

যে সকল ছন্দোগ্রন্থ কোন শাখা বিশেষের নহে, সমস্ত বেদকে লক্ষ্য করিয়াই যাহা রচিত হইয়াছে, এই পিঙ্গলের ছন্দোগ্রন্থ তাহাদের অন্তর্গত। সাকল প্রাতিশাখ্যের টীকায় যাস্ক ও সৈতব প্রণীত ছন্দো গ্রন্থকে এই শ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়াছেন। এই দুই খানি গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে।

যে সকল ছন্দো গ্রন্থ শাখা বিশেষের নিমিত্ত এবং যে গুলি সাধারণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। পিঙ্গল গ্রন্থে আছে যে ষট্‌ সপ্ততি মাত্রা থাকিলে অতিধৃতি ছন্দ হয়, এবং অষ্ট ষষ্টি মাত্রা থাকিলে অত্যষ্টী ছন্দ হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে অন্যে যাহাকে এক মাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, পিঙ্গলের মতে তাহা দুই মাত্রা; সুতরাং সে স্থলে পিঙ্গলের সহিত অন্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত প্রাতিশাখ্যের ষোড়শ পটলে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে মত ভেদে মাত্রা-বৈষম্য ঘটিলেও ষট্‌ সপ্ততি মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দ অতিধৃতি নামে নির্দিষ্ট হইবে। কাত্যায়নেরও এই প্রকার মত।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত।

কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠান মারম্ভনং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ। যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥

সর্ব্বদর্শী বিশ্বকর্ম্মা কোথায় অধিষ্ঠিত হইয়া কি উপাদানে ও কি উপকরণে ভূলোক ও দ্যুলোক সৃষ্টি করত মহিমা দ্বারা ব্যাপ্ত করিলেন?

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈ র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

বিশ্বতশ্চক্ষু বিশ্বতোমুখ বিশ্বতোবাহু বিশ্বতস্পাৎ দেবতা একাকী পতনশীল অনিত্য পদার্থে দ্যুলোক ও ভূলোক উৎপাদন করত বাহু দ্বারা নিজ শক্তিতে ধারণ করিতেছেন।

কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্।

তখন কোন্ বন ছিল, ও কোন্ বৃক্ষ ছিল যে তাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী অলংকৃত হইল; হে পণ্ডিতগণ! তিনি যে স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত ভুবন ধারণ করিতেছেন, তাহাও মনে মনে আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা কর।

যোনঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥

যিনি আমাদের পিতা, যিনি আমাদের জনক, যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি সমুদায় স্থান ও সমুদায় ভুবন জানিতেছেন, যিনি দেবগণের পিতা, যিনি অদ্বিতীয়; তাঁহা হইতে ভিন্ন সমস্ত জগৎ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছে।

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবৈ রসুরৈর্যদস্তি ॥

সেই বিদ্যমান বিশ্বকর্ম্মা দ্যুলোক হইতে ভিন্ন, এই পৃথিবী হইতে ভিন্ন, দেবগণ হইতে ভিন্ন ও অসুরগণ হইতে ভিন্ন।

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যৎ যুষ্মাক মন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি

জীবগণ অজ্ঞানকুজ্ঝটিকায় ও মিথ্যা জল্পনায় আচ্ছন্ন, প্রাণ লইয়াই পরিতৃপ্ত এবং যজ্ঞ কর্ম্মে রত হইয়া বিচরণ করিতেছে, এই জন্য হে জীবগণ! যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে জানিতেছ না, তিনি তোমাদিগের হইতে ভিন্ন, কিন্তু তোমাদিগের অন্তরে বর্ত্তমান আছেন।

যো ভূতানামধিপতি র্যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে মহতোমহান্ ॥

যিনি সমস্ত ভূতের অধিপতি, সমুদায় ভুবন যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি নিয়ন্তা ও মহৎ অপেক্ষা মহান্।

তমীশানং জগত স্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ং ॥

স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তিকর সেই ঈশ্বরকে আমরা তৃপ্তি লাভের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ ॥

এই সমস্ত জগৎ এই পুরুষের মহিমা, ইনি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

এই জ্ঞানময় জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে আমি জানিতেছি; তাঁহাকে জানিয়াই মুক্তি লাভ করেন, গমনের নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি। নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥

সেই দীপ্তিমান্ পুরুষ হইতে সমস্ত কাল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ ইহাকে ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে বা মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ ॥

তাঁহার উপমা নাই, তাঁহার কীর্ত্তি মহতী।

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহাসদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং। তস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বং সওতঃ প্রোতশ্চ বিভুঃ প্রজাসু ॥

তিনি দুজ্ঞেয়, নিত্য ও সমুদায় জগতের এক মাত্র আশ্রয়; এই বিশ্ব তাঁহাতেই সমাগত ও তাঁহা হইতেই নিঃসৃত; সেই বিভু সমস্ত প্রজাতে ওত প্রোত হইয়া আছেন।

স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানা স্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্তঃ ॥

তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বিধাতা, তিনি সমুদয় স্থান ও সমুদায় ভুবন জানিতেছেন; দেবগণ তাঁহাতে অমৃত আস্বাদন করত দিব্য লোকে অবস্থান করিতেছেন।

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং ॥

নিষ্কাম অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণেরা সেই সর্ব্বব্যাপীর পরম পদের উপাসনা করেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিংচ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং।

এই সমুদায় পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে অর্থাৎ এই জগতে সর্ব্বত্র তাঁহার ব্যাপ্তি স্মরণ করিবে; পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে, তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইলে ভোগ করিও, কাহারও ধনে লোভ করিও না।

অনেজদেকো মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শৎ। তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

অচল অদ্বিতীয় মন অপেক্ষা বেগবান্ অগ্রগামী এই ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গণ প্রাপ্ত হয় নাই, তিনি স্থির থাকিয়া ধাবমান ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। তিনি আছেন বলিয়াই বায়ু কর্ম্ম করিতেছে।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন: তিনি সকলের অন্তরে আছেন, তিনি সকলের বাহিরেও আছেন॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি॥

যিনি পরমাত্মাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি আর তাঁহাতে সংশয় করেন না।

স পর্য্যগা চ্ছুক্র মকায় মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধ মপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ র্যাথাতথ্যতো হর্থান্ ব্যদধা চ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

সর্ব্বব্যাপী, দীপ্তিমান্, নিরবয়ব পরিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ সেই পরমেশ্বর অনন্ত বৎসরের নিমিত্ত প্রয়োজন সকল যথাযোগ্যরূপে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

যাঁহা হইতে কল্যাণ ও সুখ উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি কল্যাণকর ও সুখকর, তাঁহাকে নমস্কার; যিনি মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলতর স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার।

পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ॥

তুমি আমাদের পিতা; পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দাও, তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে বিনাশ করিও না।

বিশ্বানি দেব সবিত র্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥

হে দেব! হে পিতা! আমাদের পাপ সকল অপনয়ন কর; এবং যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের নিমিত্ত আনয়ন কর।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

বিবাহ—সম্প্রদান।

স্বস্তিবাচন।

১। সম্প্রদাতা পূর্ব্বাহ্নে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া লগ্ন সময়ে সম্প্রদানশালায় উত্তর দিকে একটি ধেনু বন্ধন করিয়া ও বিষ্টর-আসন প্রভৃতি বিবাহের উপকরণ সকল সজ্জিত করিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন ও আচমন পূর্ব্বক স্বস্তি বাচন করিবেন।

কর্ত্তব্যেহস্মিন্ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু।

এই কর্ত্তব্য কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মে আপনারা পুণ্য দিন বলুন, আপনারা পুণ্য দিন বলুন, আপনারা পুণ্য দিন বলুন।

বর। ওঁ পুণ্যাহং।

সম্প্রদাতা। কর্ত্তব্যেহস্মিন্ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধিব্রুবন্তু।

এই কর্ত্তব্য কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মে আপনারা স্বস্তি বলুন, আপনারা স্বস্তি বলুন, আপনারা স্বস্তি বলুন।

বর। ওঁ স্বস্তি।

সম্প্রদাতা। কর্ত্তব্যেহস্মিন্ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু।

এই কর্ত্তব্য কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মে আপনারা ঋদ্ধি বলুন, আপনারা ঋদ্ধি বলুন, আপনারা ঋদ্ধি বলুন।

বর। ওঁ ঋদ্ধতাং।

সম্প্রদাতা। ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা পবনোদিক্‌পতিভূর্মি রাকাশং খচরামরাঃ ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং।

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, প্রভাত, সন্ধ্যা, ভূতগণ, দিবা, রাত্রি, বায়ু, দিক্‌পাল, পৃথিবী, আকাশ, আকাশচর ও দেবগণ! তোমরা ব্রাহ্ম শাসন অনুসারে এই স্থানে সন্নিহিত হও।

বরণ।

১। তৎ পরে সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া বরকে বলিবেন।

ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাং।

তুমি ভাল করিয়া উপবেশন কর।

বর ওঁ সাধ্বহমাসে।

আমি ভাল করিয়া উপবেশন করি।

সম্প্রদাতা। ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।

আমরা তোমাকে অর্চনা করিব।

বর। ওঁ অর্চ্চয়।

অর্চনা কর।

অনন্তর সম্প্রদাতা বস্ত্র অঙ্গুরীয় ও যজ্ঞোপবীতাদি প্রদান করিয়া তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া বলিবেন——

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুক গোত্রং অমুক প্রবরং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং বরং অর্চ্চিতং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং শ্রীঅমুকনাম্নীং কন্যাং শুভ বিবাহায় দাতুং এভিঃ পাদ্যাদিভির ভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তং বৃণে।

অদ্য অমুক মাসে সূর্য্য অমুক রাশিস্থ হইলে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার পৌত্র, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার পুত্র তুমি অমুক গোত্র অমুক প্রবর শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা নামক অর্চ্চিত বর তোমাকে; অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্রী, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার পৌত্রী, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুক দেবশর্ম্মার পুত্রী; অমুক গোত্রা অমুক প্রবরা শ্রী অমুকনাম্নী কন্যা শুভ বিবাহার্থে দান করিবার নিমিত্ত এই পাদ্যাদি দ্বারা অর্চনা পূর্ব্বক বররূপে বরণ করি।

বর। ওঁ বৃতোস্মি।

আমি বৃত হইলাম।

সম্প্রদাতা। যথাবিহিতং বর কর্ম্ম কুরু।

যথাবিধি বর কর্ম্ম কর।

বর। ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

যথাজ্ঞান করি।

২। তৎপরে স্ত্রী আচার হইবেক।

ব্রাহ্ম-বিবাহ।

গত ২৩ আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভ বিবাহ সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিবাহ সভায় বহুসংখ্যা ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮০ শকের আষাঢ় মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	২১৬॥৶ ০
পুস্তকালয়	২৩৮৴ ০
যন্ত্রালয়	৮৫
ডাক মাসুল	১৮॥ ১০
গচ্ছিত	২৭৮৶ ০
	৩৭১৮৵১০

ব্যয়

মাসিক বেতন ..	৭২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৮৫॥৴ ৫
পুস্তকালয় ..	৩১
যন্ত্রালয়	৭২৮৴ ০
ডাক মাসুল	২০। ১০
আলোক	৫।৵১০
অনিরূপিত	২১ ৵১৫
গচ্ছিত	১২৩॥৶ ০
	৪৬২
আয়	৩৭১৮৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৩৪৬ ৵১০
	৭১৮ ৶ ০
ব্যয়	৪৬২
স্থিত	২৫৬ ৴ ০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮০ শকের আষাঢ় মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	১০
" রামদয়াল মুখোপাধ্যায় ..	৬। ০
	১৬। ০

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের বেতন	২০
আয়	১৬। ০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৪৪ ৴১৫
	২৬০।৴১৫
ব্যয়	২০
স্থিত	২৪০।৴১৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সটীক সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম দেবনাগর অক্ষরে।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম টীকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ॥০ আনা

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা সমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে, তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্র পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ৫০ আনা. আর অস্বাক্ষর কারির প্রতি ১ এক টাকা। দুই খণ্ড একত্র বাঁধানর মূল্য স্বাক্ষর কারির প্রতি ১॥০ টাকা, আর অস্বাক্ষর কারির প্রতি ২ দুই টাকা মাত্র

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. ॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত) .. .. .. ॥০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (লাল কাল অক্ষরে) .... .. ১॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) .. ।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৶০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০
মাঘোৎসব ১
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ৴০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৶০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ॥০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. ॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ।৶০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড .. .. ।৶০
ঐ তৃতীয় খণ্ড .. .. ।৶০
ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান .. ১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ .. ১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১
আত্মোৎকর্ষ বিধান .. .. ১।৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ৶০
ব্রহ্মোপাসনা ৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র ৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত ৴০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা .. .. ।০
ধর্ম্ম-শিক্ষা ৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. ।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে ৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় . ৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র ৶০
ধর্ম্ম চর্চা .. .. ।০
প্রবচন সংগ্রহ ৴১০
সংগীত মুক্তাবলী .. .. .. ।০
সুভাব সঙ্গীত .. .. ।০
প্রশ্ন মঞ্জরী .. .. ॥০
উদ্বোধনাঞ্জলি ৴০
গৃহ কর্ম্ম ৶০
স্তোত্রমালা .. .. ।০
ধর্ম্ম দীক্ষা ৴০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান ৸০
ঐ ঐ ১৭৮৬। ৮৭ শকের ৸০
ঐ ঐ ১৭৮৮ শকের . ১॥০
দীপ্ত-শিখার অভিষেক ... . ।১০
ব্রহ্মসাধন ৴১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার ৴০
দুর্গোৎসব ৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা .. .. ।১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা ৴০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৬৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৩। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। শকের একত্রবাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য .... ৫ টাকা

	Rs.	As.
Defence of Brahmoismdan the Brahmo Soaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.	1	
Theists Prayer Book	1	
Signs of the Times	1	
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		2
Lectures on Patholgy of Fever...............	1	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২০ শ্রাবণ সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

ভাদ্র ১৭৯০ শক।

৩০১ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে প্রথমং সূক্তং।

কুৎসঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১০৯৫

১। ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

১। 'অর্হতে' পূজ্যায় 'জাতবেদসে' জাতানাং উৎপন্নানাং বেদিত্রে জাতপ্রজ্ঞায় জাতধনায় বা অগ্নয়ে 'মনীষয়া' নিশিতয়া বুদ্ধ্যা 'ইমং' এতৎ সূক্তরূপং 'স্তোমং' স্তোত্রং 'রথমিব' যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা 'সংমহেম' সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্ম। 'অস্য' 'অগ্নেঃ' 'সংসদি' সংভজনে 'নঃ' অস্মাকং 'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'ভদ্রা' 'হি' কল্যাণী সমর্থা খলু তয়া বুদ্ধ্যা স্তুমঃ ইত্যর্থঃ। হে 'অগ্নে' তব 'সখ্যে' অস্মাকং ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি 'বয়ং' 'মা রিষাম' হিংসিতা ন ভবাম অস্মান্ রক্ষ ইত্যর্থঃ।

১। যেমন শিল্পী রথকে সংস্কৃত করে, সেই রূপ আমরা বুদ্ধি দ্বারা পূজ্য অগ্নির নিমিত্ত এই স্তোত্রকে পরিষ্কৃত করি। আমাদের এই বুদ্ধি এই অগ্নির পূজায় সমর্থ। হে অগ্নি! তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন হইলে আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না।

১০৯৬

২। যস্মৈ ত্বমায়জসে স সাধত্যনর্বা ক্ষেতি দধতে সুবীর্য্যং। স তূতাব নৈনমশ্নোত্যংহতিরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

২। 'যস্মৈ' যজমানায় হে অগ্নে 'ত্বং' 'আযজসে' দেবান্ আভিমুখ্যেন যজসি 'স' যজমানঃ 'সাধয়তি' স্বাভিলষিতং সাধয়তি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ স যজমানঃ 'অনর্ব্বা' শত্রুভিঃ অপ্রত্যৃতঃ সন্ 'ক্ষেতি' নিবসতি। তথা 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং 'দধতে' ধারয়তি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ধৃত্বা চ 'স' যজমানঃ 'তূতাব' বর্দ্ধতে। 'এনং' যজমানং 'অংহতিঃ' আর্ত্তিঃ দারিদ্র্যং 'ন অশ্নোতি' ন প্রাপ্নোতি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

২। হে অগ্নি। যে যজমানের নিমিত্ত তুমি দেবগণকে অর্চ্চনা কর, সে কৃতার্থ হয়। সে শত্রু কর্ত্তৃক অহিংসিত হইয়া বাস করিয়া থাকে, ধন প্রাপ্ত হয় এবং ধনী হইয়া উন্নতি লাভ করে। দারিদ্র্য আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব হে অগ্নি! তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন

হইলে আর আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না।

১০৯৭

৩। শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয় স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং। ত্বমাদিত্যাঁ আ বহ তান্‌হ্যু২ শ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

৩। হে অগ্নে ‘ত্বা’ ত্বাং ‘সমিধং’ সম্যগিদ্ধং কর্ত্তুং ‘শকেম’ শক্তা ভূয়াস্ম। ত্বং চ ‘ধিয়ঃ’ অস্মদীয়ানি দর্শ পূর্ণ মাসাদীনি কর্ম্মাণি ‘সাধয়’ নিষ্পাদয় ত্বয়া হি সর্ব্বে যাগা নিষ্পাদ্যন্তে। যস্মাৎ ‘ত্বে’ ত্বয়ি অগ্নৌ ‘আবাহুতং’ ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রক্ষিপ্তং চরুপুরোডাশাদিকং ‘হবিঃ’ দেবাঃ ‘অদন্তি’ ভক্ষয়ন্তি তস্মাৎ ত্বং সাধয়েত্যর্থঃ। অপিচ ‘ত্বং’ ‘আদিত্যান্‌’ অদিতেঃ পুত্রান্‌ সর্ব্বান্‌ দেবান্‌ ‘আবহ’ অস্মৎ যজ্ঞার্থং আনয়। ‘তান’ ‘হি’ ইদানী মেব বয়ং ‘উশ্মসি’ কাময়ামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৩। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে প্রদীপ্ত করিতে যেন সমর্থ হই। তোমাতে যে হবি প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা দেবগণ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তুমি আমাদিগের যজ্ঞ কর্ম্ম সাধন কর। এক্ষণে তুমি দেবগণকে আমাদিগের যজ্ঞে আনয়ন কর, আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। হে অগ্নি! তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন হইলে আর আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না।

১০৯৮

৪। ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ং। জীবাতবে প্রতরং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।

৪। হে অগ্নে তৎ যাগার্থং ‘ইধ্মং’ ইন্ধনসাধনং একবিংশতি দার্ব্বাত্মকং সমিৎ সমূহং ‘ভরামঃ’ সম্পাদয়ামঃ। তদনন্তরং ‘তে’ তুভ্যং ‘হবীংষি’ চরুপুরোডাশাদীন্যন্নানি এবং ‘কৃণবাম’ করবাম কিং কুর্ব্বতঃ ‘পর্ব্বণা পর্ব্বণা’ প্রতি পক্ষমাবৃত্তাভ্যাং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং ‘চিতয়ন্তঃ’ ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ। স ত্বং ‘জীবাতবে’ অস্মাকং জীবনৌষধায় চিরকালাবস্থানায় ‘ধিয়ঃ’ কর্ম্মাণি অগ্নি হোত্রাদীনি ‘প্রতরং’ প্রকৃষ্টতরং ‘সাধয়’ নিষ্পাদয়। অন্যৎ সমানং।

৪। হে অগ্নি! আমরা ইন্ধন-সাধন সমিৎ প্রস্তুত করিতেছি, তৎপরে প্রতি পর্ব্বে তোমাকে উদ্বোধিত করিয়া আমরা হবি প্রদান করিব। তুমি আমাদিগের জীবনের নিমিত্ত কর্ম্ম সকল সাধন কর। হে অগ্নি! তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন হইলে আর আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না।

১০৯৯

৫। বিশাং গোপা অস্য চরন্তি জন্তবো দ্বিপচ্চ যদুত চতুষ্পদক্তুভিঃ। চিত্রঃ প্রকেত উষসো মহাঁ অস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব। ১। ৬। ৩০।

৫। ‘অস্য’ অগ্নেঃ ‘জন্তবঃ’ জাতা রশ্ময়ঃ ‘বিশাং’ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ‘গোপা’ গোপয়িতারো রক্ষকাঃ সন্তঃ ‘চরন্তি’ উদ্গচ্ছন্তি। তদনন্তরং ‘যৎ চ’ দ্বিপৎ ‘দ্বিপাৎ’ মনুষ্যাদিকমস্তি ‘উত’ অপিচ ‘চতুষ্পৎ’ চতুষ্পাৎ গবাদিকং যদস্তি তদুভয়ং ‘অক্তুভিঃ’ অক্তৈঃ ‘অস্য’ রশ্মিভিঃ ‘রক্তং’ আশ্লিষ্টং অভূৎ। হে অগ্নে ‘চিত্রঃ’ বিচিত্র দীপ্তিযুক্তঃ ‘প্রকেতঃ’। রাত্রৌ অন্ধকারাবৃতানাং সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপয়িতা প্রদর্শয়িতা ‘উষসঃ’ উষোদেবতায়াঃ অপি ‘মহান’ গুণৈঃ অধিকোসি ভবসি। উষাস্তু রাত্রেশ্চরম ভাগে প্রকাশয়তি অগ্নিস্তু সর্ব্বস্যাং রাত্রৌ প্রকাশয়তি ইতি তস্য গুণাধিক্যং ১। ৬। ৩০।

৫। অগ্নির রশ্মি প্রাণিগণের রক্ষক হইয়া ঊর্দ্ধগত হইতেছে। ইঁহার রশ্মি দ্বারা মনুষ্য ও গবাদি জন্তু সকল আশ্লিষ্ট হইয়াছে। হে অগ্নি! তুমি বিচিত্র দীপ্তি যুক্ত ও বস্তু জ্ঞাপক; তুমি উষা অপেক্ষা মহান হইতেছ। অতএব তোমার সহিত আমাদিগের সখ্য উৎপন্ন হইলে আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না। ১। ৬। ৩০।

কোন্নগর পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯০ শক।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

শান্ত সমাহিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবে। "শান্তিই ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস-ভূমি। পরিষ্কৃত গগনে যেমন চন্দ্রমার বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তেমনি পরিশান্ত হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি সহজেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আকাশ মণ্ডল নক্ষত্র পুঞ্জে খচিত থাকিলেও যেমন মেঘ কুজ্ঝটিকা উপস্থিত হইলে তাহার শোভা সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি আমার দিগের মানস-ক্ষেত্রে ঈশ্বর-স্পৃহা নিহিত থাকিলেও হৃদয় যদি সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সকল যদি সর্ব্বক্ষণই বিবিধ ব্যাপারে বিব্রত হয়, তাহা হইলে তাহাও তেমনি স্ফূর্ত্তি পায় না। পরিপক্ক বীজ কলিকা কণ্টকারণ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে সহসা যেমন সরল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে না, তেমনি চিন্তা-চঞ্চল ও ইন্দ্রিয়-লোল হৃদয়ে অবিনশ্বর ঈশ্বর-স্পৃহাও সুন্দর রূপে বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতে সমর্থ হয় না। পক্ষী যেমন নির্ব্বাত সময়েই অবলীলাক্রমে আকাশ পথে দ্রুতবেগে উত্থিত হইতে পারে, বিষয়-অব্যাকুলিত চিত্তও তেমনি সরল ভাবে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইতে সমর্থ হয়। বিহঙ্গ যেমন গগণ বিহারের সামর্থ্য সত্ত্বেও ঝটিকা-কালে উড্ডীন হইলে বায়ু প্রবল-প্রহারে তাহাকে ভূতল-শায়ী করিয়া দেয়, তেমনি আত্মার ঈশ্বর-সন্নিহিত হইবার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও যখন অন্তরে মানৈষণা বিত্তৈষণা রূপ প্রবল বায়ু বহমান হইতে থাকে, চারি দিক যখন বিষয়-কোলাহল রূপ দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকায় সমাবৃত হয়, তখন তাহার মধ্য হইতে ঈশ্বর-অভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিলেও তাহাকে সংসার-পাতালেই নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। দুর্ব্বল যেমন সাহায্যের জন্যে বলিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হয়, রোগী যেমন আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় চিকিৎসকের প্রতি অগ্রসর হয়, ভিক্ষুক যেমন ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য দাতার নিকেতনে আপনা হইতেই গমন করে, তেমনি সকল অভাব অনটন, আশা ও প্রার্থনা পরিপূরণের জন্য মনুষ্যের ঈশ্বর-সন্নিধানে গমন করিবার স্বাভাবিক বল ও অধিকার থাকিলেও বিষয়-লালসা ও ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-স্পৃহা একান্ত বলবতী হইলে মানব-হৃদয়কে এক পাদও ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে দেয় না। ভূমি যেমন কর্ষিত ও নিষ্কণ্টক না হইলে রোপিত বীজ হইতে কোন রূপেই সুফল সমুৎপন্ন হয় না, তেমনি আত্মা শান্ত সমাহিত না হইলে হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর-স্পৃহাও সম্যক্ রূপে উদ্দীপ্ত হইয়া আত্মাকে সুধাভিষিক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

বীজ যেমন জল-বায়ু আলোক প্রাপ্ত হইলে সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা-মধ্যে মূল-প্রবিষ্ট করে, শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পৃথিবীতে ছায়া দান করে, এবং আকাশে কুসুম-গন্ধ বিস্তার করে, তেমনি ঈশ্বর-স্পৃহা-মূলে যত্ন-বারি সিঞ্চিত হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে তাহার উদ্দীপন হইলে, সহজেই তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং আন্তরিক সরল প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি উত্থিত হইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমুদায় আত্মাকে—সমগ্র সংসারকে সুধা-ভিষিক্ত করে।

বীজের অঙ্কুর-উৎপাদিকা শক্তি থাকিলেও যেমন কৃষকের যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি হইলে তাহা হইতে আশানুরূপ ফলোৎপত্তির

ব্যাঘাত হয়, তেমনি প্রতি হৃদয়েই ঈশ্বর-স্পৃহা বিদ্যমান থাকিলেও তাহার যথাবিধি উদ্দীপন না হইলে মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত অধ্যাত্ম-যোগে নিবদ্ধ হইতে পারে না। অপরাপর বিষয়ের ন্যায় আত্মোৎকর্ষ সাধনে মনুষ্যের যত্ন চেষ্টা উদ্‌যোগ পরিশ্রমের একান্ত প্রয়োজন। যেমন প্রতি দিন নিয়মিত ব্যায়াম কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে শরীরে প্রভূত বলের সঞ্চার হয়, তেমনি প্রত্যহ ইন্দ্রিয় সংযমে—চরিত্র সংশোধনে যত্নযুক্ত থাকিলে হৃদয় নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইতে থাকে। ইন্ধন-সংলগ্ন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে পুনঃ পুনঃ ফুৎকার প্রদান করিতে করিতেই যেমন তাহা প্রজ্বলিত হয়, তেমনি অন্তর-নিহিত ঈশ্বর-স্পৃহা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। মেঘ কুজ্ঝটিকা অন্তরিত হইলে যেমন সূর্য্য সহস্র রশ্মি বারণ করিয়া দিগ্‌বিদিক্ আলোকিত করিয়া উদিত হয়, তেমনি প্রতি দিন সাধু সঙ্গে জ্ঞান-প্রসঙ্গ করিতে করিতেই পাপ-প্রবৃত্তি সকল ক্ষীণ-বল হইয়া পড়ে, কায়মনোবাক্যে ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা, পূজা প্রার্থনা করিতে করিতেই হৃদয়াকাশ তিমির-মুক্ত হইয়া উঠে। তখন প্রাতঃকালের সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ঈশ্বরের মঙ্গল জ্যোতিঃ অল্পে অল্পে আমারদিগের হৃদয়াকাশে পতিত হইয়া চারি দিক্ সমুজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। এই রূপ ব্রহ্মসাধন দ্বারা যত আমারদিগের জ্ঞান উজ্জ্বল হইতে থাকে, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়, ততই তিনি আমারদিগের সন্নিধানে অধিকাধিক রূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। সূর্য্য উদিত হইলেই যেমন পশু পক্ষী জাগ্রত হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের সেই মঙ্গল জ্যোতি যখন আত্মাতে পতিত হয়, তখনই আত্মার মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সূর্য্যের অভ্যুদয়ে যেমন ক্ষুদ্রতম বালুকারেণু হইতে অভ্রভেদী পর্ব্বত-শিখর পর্য্যন্ত সকলই সুন্দর রূপে লক্ষিত হয়, তেমনি সেই অন্তঃ-সূর্য্য আদি জ্যোতিঃ পরমেশ্বর যখন আত্মাতে প্রকাশিত হন, তখন কি ক্ষুদ্র আত্মা, কি বিশাল পৃথিবী সকলেরই স্বরূপ ভাব বিজ্ঞান চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন আমরা আত্মার পাপ মলিনতা ও সংসারের ক্ষুদ্রতা সকলই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি। সেই সত্য সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকেই হৃৎপদ্ম বিকসিত হয়, কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। তখন গৃহস্থেরা যেমন সূর্য্যোদয় সন্দর্শন করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে গমন করে, আত্মাও সেই রূপ ব্রহ্ম-মূর্ত্তি অবলোকন করত জাগ্রত হইয়া উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। সাধকের আত্মা, উদ্‌যোগ ও অনুরাগ বলে যত অগ্রসর হইতে থাকে—তাহার নির্ম্মল ও নিস্তরঙ্গ হৃদয় ঈশ্বরের জন্য যত পিপাসিত হয়, ঈশ্বরও তত উজ্জ্বল রূপে তাহার সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করত আত্মার বল বীর্য্য দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত রূপে বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে থাকেন। অতএব ব্রহ্মসাধন সম্যক্ যত্ন ও আয়াস সাধ্য, ব্রহ্ম লাভ যার পর নাই আন্তরিক তপস্যা-সাপেক্ষ।

বীজ অঙ্কুরিত বা শাখা পল্লবে সুশোভিত হইলেই যেমন কৃষকের কৃষি-কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় না, অর্থাৎ যখন বৃক্ষ মুকুলিত বা পুষ্পিত হয়, তখনই যেমন তাহার আরো অধিক যত্নের প্রয়োজন, তেমনি যখন ঈশ্বরের সহিত আত্মার ঈষৎ যোগ নিবদ্ধ হয়, যখন তাঁর মঙ্গল-জ্যোতিঃ অল্পে অল্পে আত্মাতে পতিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন শ্রদ্ধা নদী ধীরে ধীরে সেই প্রেম-সিন্ধুর অভিমুখে ধাবিত হয়, যখন তাঁহাকে গন্ধদান

করিবার জন্য প্রীতি-কুসুম সম্যক্ বিকসিত হইবার উপক্রম হয়, তখন তেমনি সাধকের আরো অধিক সাবধান ও সতর্ক হইবারই আবশ্যক। পুষ্পের মুকুল বা কলিকাতেই যেমন কীট সংলগ্ন হয়, তেমনি আত্মার উন্নতির মূলেই নানা বিঘ্ন বিপত্তি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। কুসুম-কীট কুসুম-কলিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন তাহাকে শ্রী সৌরভে প্রস্ফুটিত হইতে না দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করত কৃষককে ফল-লাভের প্রত্যাশায় বঞ্চিত করে, তেমনি সাধকের ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ নিবদ্ধ হইবার সময়ে যদি কোন দূষিত লক্ষ্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তেমনি তাহার আত্মার সৌন্দর্য্য পরিম্লান হয়। যদি স্বার্থ সাধন যশোমান বর্দ্ধন প্রভৃতি কোন প্রকার হীন ভাব কোন সূত্রে অন্তরে প্রবেশ করে, তখন যদি ধন-মদ, জ্ঞান-মদ, ধর্ম্ম-মদ রূপ আত্ম-কীট এক বার অন্তর সন্নিহিত হয়, তাহা হইলে কুসুম কলিকার পরিণত অবস্থাতেই যেমন কুসুম কীট তাহাকে হতশ্রী করিয়া ভূমিসাৎ করে, তেমনি তাহারাও ধার্ম্মিকের ক্লেশ-সাধ্য তপস্যা-জনিত ফল লাভের সময়েই—স্বর্গ সোপানে আরোহণ কালেই তাহার আশা মূলে কুঠার নিক্ষেপ করত নিরয়গামী করে।

যেমন পর্ব্বত আরোহণ কালে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাবধানে পাদ-বিক্ষেপ না করিলে অধঃপতিত হইতে হয়, তেমনি ধর্ম্মমঞ্চে আরোহণ সময়ে আত্মার পরম লক্ষ্য পরমেশ্বরের প্রতি জ্ঞান-চক্ষু স্থির রাখিয়া সতর্কতার সহিত গমন না করিলে পদে পদেই পদ স্খলন হইবার সম্ভাবনা। অতএব হে সুধীর সজ্জন সকল! আত্মার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া—ইচ্ছাকে বিশুদ্ধ করিয়া চির প্রতিপাল্য ধর্ম্ম-ব্রত পরিপালনে যত্নযুক্ত হও, যে নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্ম-ধামে উপনীত হইবে। অন্তরে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-শাসনকে জাগ্রত রাখিয়া, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য ও অসাধু কামনা সকলকে সংযত করত হৃদয়কে শান্ত সমাহিত কর, যে ঈশ্বরের মঙ্গল-ছবি তাহাতে অতি সহজেই প্রতিবিম্বিত হইবে। নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ-ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, যে সকল বাধা বিঘ্ন তিরোহিত হইবে। লোকের হিতের নিমিত্তে এবং ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে ধর্ম্ম-সাধন কর, ধর্ম্ম-প্রচার কর, যে দুর্গম পথও সুগম হইবে। সেই প্রাণ-দাতা সিদ্ধিদাতার মঙ্গলময় অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সৎকার্য্য সাধনে দণ্ডায়মান হও, যে অসাধ্য বিষয় সকলও সাধ্যায়ত্ত হইবে, অতি দুরূহ কঠিন ব্যাপার সকলও কোমল ভাব ধারণ করিবে। লক্ষ্যের গুণেই এক জন রাশি রাশি বাধা বিঘ্নের মধ্যে অটল-ভাবে ধর্ম্মের সোপানে অগ্রসর হইয়া সহস্র আত্মাকে জাগ্রত করত আপনি কৃতার্থ হয়, লক্ষ্যের দোষেই আর এক জন সহস্র পাপ দ্বার প্রমুক্ত করত অসংখ্য আত্মাকে অঙ্গীভূত করিয়া আপনি নরকাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতে থাকে। সাধু-লক্ষ্য শান্ত সমাহিত পুরুষ, প্রাণোৎসর্গ করিয়া প্রিয়তম পরমেশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ করেন—তাঁরই ধর্ম্মকে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত দেখিবার নিমিত্ত অব্যাকুলিত হৃদয়ে যথা সর্ব্বস্ব পণ করেন, কুটিল-লক্ষ্য হতভাগ্য ব্যক্তি আপনার যশোমান খ্যাতি প্রতিপত্তির নিমিত্ত প্রমত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া আপনারই মহত্ত্ব ও পুরুষত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ব্যাকুল হয়! সাধু ইচ্ছার বলেই কোন ব্যক্তি এক স্থানে অবলীলাক্রমে সমস্ত প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার ও অন্যের অনির্ব্বচনীয় উপকার সাধন করে, ইচ্ছার দোষেই অন্য ব্যক্তি কোন স্থানের বহু কালের সৎকীর্ত্তি-কলাপ বিলোপ করিয়া

নিজের ও জন-সাধারণের অসম্ভাবিত অনিষ্ট সাধন করে। লক্ষ্য দূষিত, ইচ্ছা অসৎ হইলে মনুষ্যের আর ধর্ম্ম-সাধনের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। তখন স্বার্থ-সাধনই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। তখন ঈশ্বরের পূজার জন্য আর তাঁহার হৃদয় তত ব্যাকুল হয় না, আপনিই সকলের পূজিত হইতে ব্যগ্র হয়। অতএব সেই ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যের প্রতি সকলে সাবধানে জ্ঞান-চক্ষু স্থির রাখিয়া প্রশান্ত ভাবে তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও, কোন রূপেই পদ স্খলন হইবে না। আন্তরিক বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা কর, যে আত্মা পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হইয়া আরাম পাইবে। ইচ্ছাকে সেই মঙ্গল-ময়ের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত যুক্ত করিয়া মুক্তাত্মা হও, যে সংসারের কুটিল-পথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মধর্ম্মে উপনীত হইবে।

হে মঙ্গল-ময় অখিল-বিধাতা! আমরা বিষয়-কোলাহলের মধ্যে পতিত হইয়া ঊর্দ্ধ-মুখে তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের শোক-সন্তপ্ত বিষাদ-জর্জ্জরিত আত্মাকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমরা এখানে দুর্জ্জয় পাপ-প্রবৃত্তি ও সংসার-আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া হে ত্রিভুবন নাথ! কাতর-হৃদয়ে তোমাকেই ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগকে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত কর। আমরা সকলে সংসারের মোহ-তিমিরে অন্ধীভূত হইয়া পথহারা পথিকের ন্যায় এখানে ভ্রাম্যমাণ হইতেছি, হে অতুল জ্যোতির জ্যোতি! তুমি আমাদিগের সন্নিধানে প্রকাশিত হইয়া সৎপথ প্রদর্শন কর। আমরা অমৃতের অধিকারী হইয়াও যথাবিধি জ্ঞান ধর্ম্মের উদ্দীপনে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া পশু পাদপের ন্যায় মৃত্যুর অধীন হইতেছি, হে অকিঞ্চন-গুরু! তুমি আমাদিগকে অমৃত ধামে লইয়া যাও। আমরা ভ্রাতা ভগিনী সকলে মিলে একতানে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি "অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্পাহি নিত্যং"।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হিন্দধর্ম্মের ইতিহাস।

১০০ সংখ্যক পত্রিকার ৭০ পৃষ্ঠার পর।

মনুষ্য প্রথমে বন্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন; তখন তাঁহার না অন্ন, না বস্ত্র, না গৃহ, না সহায়, না সম্পত্তি ছিল; এমন কি, তাঁহার ভাষা পর্য্যন্ত ছিল না। যে পৃথিবী তাঁহার বাসস্থান হইল, তখন তাহা অরণ্যে আচ্ছন্ন ও সেই অরণ্য হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। প্রচণ্ড তাপে ও দুরন্ত শীতে তাঁহার না আশ্রয় ছিল, না আচ্ছাদন ছিল। পশু পক্ষীর সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইত। তিনি যথার্থই পশু পক্ষী অপেক্ষাও দীন হীন ছিলেন। বাহিরে জড় জগৎ এবং অন্তরে প্রচ্ছন্ন শক্তি এই মাত্র তাঁহার সহায় ও সম্পত্তি। দেখ এক্ষণে তিনি কি উন্নত অবস্থায় আরোহণ করিয়াছেন! যিনি বৃক্ষের তলে ও পর্ব্বতের গুহায় উলঙ্গ শরীরে অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন, আজি তিনি পৃথিবীর রাজা হইলেন, সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন, মনোহর পরিচ্ছদে বিভূষিত হইলেন, সুখ ও সৌভাগ্য তাঁহার দাসত্ব করিতে লাগিল। যে প্রকৃতি তাঁহার নিকট দুর্দ্দান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, সেই প্রকৃতি আজি তাঁহার দাসী হইয়া তাঁহার পরিচারণা করিতেছে। যে পশু পক্ষী তাঁহার অন্ন পান আহরণের দুরতিক্রম বিঘ্নস্বরূপ ছিল, আজি তাহারা

তাঁহার দ্বারে শৃংখলবদ্ধ হইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে। যে বিদ্যুৎ ও অগ্নির নিকট তিনি কৃপাপ্রার্থী হইয়া কত উপাসনা করিয়াছেন, আজি তাহারা তাঁহার দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছে। যিনি অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম করিতে কত বিঘ্ন বিপত্তির হস্তে নিপতিত হইতেন, আজি তিনি এক দিনের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে কত শত ক্রোশ অতিক্রম করিতেছেন, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন, উত্তালতরঙ্গভীষণ মহাসমুদ্রের বক্ষঃস্থলে রাজপথ প্রস্তুত করিতেছেন; ইহাতেও তাঁহার শক্তি পরিসমাপ্ত হয় নাই, তিনি ব্যোমযান আরোহণ করিয়া নিরবলম্ব আকাশ-পথে সঞ্চরণ করিতেছেন। যিনি অব্যক্ত স্বরে কত আকার ইঙ্গিত করিয়াও আপনার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে অন্যকে বুঝাইতে কত কষ্ট পাইতেন, আজি তাঁহার মহার্থপূর্ণ বক্তৃতাতে কতই অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে; এমন কি, তিনি একটি যন্ত্রাযন্ত্র অবলম্বন করিয়া নিভৃত গৃহ হইতে সমস্ত পৃথিবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই নগ্ন দেহে বৃক্ষতলে অবস্থান অবধি বর্ত্তমান সময়ের আশ্চর্য্য উন্নতি পর্য্যন্ত যে একটি সুদীর্ঘ সময় তাঁহার পশ্চাতে লম্বমান রহিয়াছে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার ধারাবাহিক জয় লাভের সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু একবারে তিনি এই উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। এক অবস্থা হইতে আর একটি উন্নত অবস্থায় আরোহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কত পরীক্ষা ও কতই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার কত যত্ন ও কত চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে; তবে তিনি জয় লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে একটী সামান্য কুটীরও তাঁহার অল্প আয়াসে নির্ম্মিত হয় নাই। তিনি পরিবার-বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কত বিশৃঙ্খল ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কত পরীক্ষার পর কৃষি বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি কত ভ্রমের পর বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই রূপ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াই তিনি এক্ষণে পৃথিবীর উচ্চ সিংহাসন অধিকার করিলেন।

এই সমস্ত বিষয়ে যেমন তিনি ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন, ধর্ম্ম বিষয়েও তাঁহার উন্নতি লাভের অবিকল এই রূপ সোপান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ক্ষুদ্র শিশু খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা লাভ করিবার পূর্ব্বে কেবল স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা পায় তাহাই আহার করিতে যায়, সেই রূপ মনুষ্য প্রথমাবস্থায় বিচার শক্তি উদ্ভিন্ন হইবার পূর্ব্বে কেবল স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই ঈশ্বরের পথে পদ ক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ধর্ম্মও সেই রূপ হীনবেশ ছিল। এমন কি, মনুষ্য যে ধর্ম্মজীবী জীব ও সমুদায় সৃষ্টির এক প্রধান অংশ, তখন তিনি তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিমাত্র উপলব্ধি করিলেন; যাহা তাঁহার নির্ভরের ভাব হইতে আবিষ্কৃত হইল, পরিশেষে ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা তাঁহার জ্ঞাননেত্রে আবির্ভূত হইল; কিন্তু তখনও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান পরিশুদ্ধ হয় নাই। ঈশ্বর তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি বাহিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং বাহ্য জগৎ হইতে আপনার অভীষ্ট দেবতাকে মনোনীত করিতে আরম্ভ করিলেন; ঈশ্বরের মহিমা সকল তাঁহার নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার মহিমা অসংখ্য; সুতরাং তিনি একটি মাত্র পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু বহ্নি ও মেঘ বিদ্যুৎ প্রভৃতি অনেকগুলি তাঁ-

নার উপাস্য দেবতা হইলেন। ঈশ্বর দেশ ভেদে কত অসংখ্য প্রকার মহিমা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং দেশ ভেদে অনেক গুলি দেবতা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিলেন; আর কতকগুলি দেবতা সকল দেশেই সাধারণ হইলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের কল্পনা-শক্তিও কতকগুলি দেবতা নির্ম্মাণ করিল। তিনি আপনাকে যত দূর জানিলেন, তদনুসারে তাঁহার দেবতা সকলের প্রকৃতিও অবধারিত হইল। কালক্রমে পশু পক্ষী ও বিশেষ বিশেষ মনুষ্যেরাও উপাস্য দেবতার আসনে আরোহণ করিল। পরিশেষে ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ তাঁহার সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। ঈশ্বর-তত্ত্বের ন্যায় ধর্ম্মের অন্যান্য তত্ত্বসকলও তিনি ক্রমে ক্রমে উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ ইহাই ধর্ম্মোন্নতির রীতি। মনুষ্য জাতির পুরাবৃত্তে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যসমাজ কখন কখন উন্নতি হইতে অবনতিতেও অবরোহণ করিয়াছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে সুন্দর রূপে প্রতীয়মান হয় যে সেই অবনতিই পরিণামে নবতর উন্নতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু জাতির ইতিহাসে একটি বিষয় কর্ম্মের ও আর একটি ধর্ম্মের যে দুইটি স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনতিস্ফুট ছবি এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে; ইহা দ্বারা হিন্দু জাতির ভাব এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস বিষয়ে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহারও অপেক্ষাকৃত বৈশদ্য সম্পাদিত হইবে। বিশেষতঃ হিন্দুরা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই উভয় বিষয়ের কোন্‌টিতে কত দূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, ইহাতে তাহারও চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যখন অন্য বর্ষ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন, তখন ইহা দুর্গম অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল; তাঁহারা তাহা পরিষ্কৃত করিলেন; দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি দস্যুগণ তাঁহাদিগকে বারংবার আক্রমণ করিতে লাগিল, তাঁহাদের ধন সম্পত্তি সকল লুণ্ঠন করিতে লাগিল, এবং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন দিতে লাগিল। তাহারা তাঁহাদিগকে অসহায় পাইলেই ধৃত করিয়া আপনাদের অধিকার মধ্যে লইয়া যাইতে ও তথায় যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে লাগিল[১]। সমুদ্রের মধ্যস্থিত দ্বীপ হইতেও দস্যুগণ আসিয়া তাঁহাদিগের উৎপাত করিতে লাগিল[২]। আর্য্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন; যুদ্ধের উপকরণ সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল; অরণ্য দগ্ধ করিয়া পথ প্রস্তুত করিলেন; তাহাদিগের নগর সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন[৩]। তাহাদের দুর্গ সকল ভগ্ন করিলেন, তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন; অপহৃত সম্পত্তি সকল প্রত্যাহরণ করিলেন। তাহারা পলায়ন করিয়া নিবিড় অরণ্যে ও দুর্গম পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইয়া

---

১ অত্রি ঋষিকে অসুরেরা পীড়াযন্ত্র গৃহে প্রবিষ্ট করিয়া তুষানল দ্বারা বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ঋক্‌বেদ সংহিতার ১ মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ৮ ঋক্ দেখ।

২ তুগ্রো নামাশ্বিনোঃ প্রিয়ঃ কশ্চিদ্রাজর্ষিঃ। স চ দ্বীপান্তরবর্ত্তিভিঃ শত্রুভিরত্যন্তমুপদ্রুতঃসন্ তেষাং জয়ার স্বপুত্রং ভুজ্যুং সেনয়া সহ নাবা প্রাহৈষীৎ। অশ্বিনযুগলের প্রিয় তুগ্র নামে কোন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরস্থ শত্রুগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া নিজ পুত্র ভুজ্যুকে সেনা সহ নৌকা দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদ সংহিতার ১ মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

৩ ত্বং হি ত্যদিন্দ্র সপ্ত যুধ্যন্ পুর বজ্রিন্ পুরুকুৎসায় দর্দঃ। হে বজ্রধর ইন্দ্র তুমিই পুরুকুৎস ঋষির নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সপ্ত নগর বিদীর্ণ করিয়াছিলে। ঋক্‌বেদ সংহিতা ১ মণ্ডলের ৬৩ সূক্ত ৭ ঋক।

রহিল। কতকগুলি আসিয়া আর্য্যগণের শরণাপন্ন হইল; আর্য্যগণ কারুণ্য গুণে তাহাদিগকে অভয় দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন [4]। আত্মরক্ষা ও জয় লাভ করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং তাঁহারা তাহাদিগের বৈরাচরণ শীঘ্রই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। অনেককে আপনাদিগের ন্যায় উন্নত করিয়া লইলেন [5]। এবং অনেকের পূর্ব্ব সম্মান অক্ষত রাখিয়া প্রণয় ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; এমন কি, তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও সংঘটিত হইয়াছিল [6]। যাহারা সমুদ্রস্থ দ্বীপ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রণতরী প্রস্তুত হইল; আপনার প্রাণসম পুত্রকেও তাহার অধিনায়ক করিয়া দুস্তর সমুদ্রে প্রেরণ করিলেন [7]। তাঁহারা এই রূপে ভারত বর্ষ শাসন করিয়া দৃঢ় সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। তাঁহাদের নামে দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইল; দাক্ষিণাত্যও তাঁহাদের বসতিতে পরিপূর্ণ হইল; সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ সকল আর্য্যগণের উপনিবেশে ভূষিত হইতে লাগিল [8]। তাঁহারা কৃষি বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন; অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া দেশান্তরেও বাণিজ্য করিতে চলিলেন [9]। আপনাদের সমাজ শৃঙ্খলাযুক্ত করিলেন; কেহ কৃষক ও বণিক হইলেন; কেহ যুদ্ধ বিদ্যার অনুশীলন করিতে লাগিলেন; কেহ ধর্ম্ম কার্য্যের অধ্যক্ষ হইলেন। শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি হইতে লাগিল; অঙ্ক জ্যোতিষ্ প্রভৃতি অত্যুচ্চ বিদ্যা সকলের আলোচনা আরম্ভ হইল; কলাবতী গানপদ্ধতি প্রস্তুত হইল; রাশি রাশি গ্রন্থ সকল প্রকটিত হইতে লাগিল; দেশ বিদেশে আর্য্য জাতির কীর্ত্তিকলাপ উড্ডীয়মান হইল। মহর্ষিগণের মধুময় আধ্যাত্মিক ভাব, মহাবীরগণের লোমহর্ষণ বীরত্ব, মহাকবিগণের অদ্ভুত কাব্য নাটক আর্য্যগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া ভারত ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আর্য্যদিগকে প্রথমে দৈত্য দানব রাক্ষস দস্যু প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনাদের সচ্ছন্দতা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কালক্রমে যখন আর্য্য নাম লুপ্ত হইল, যখন

---

৪ ভারতবর্ষের ইতিহাসবেত্তারা বলেন শরণাপন্ন দস্যুরাই ভারতবর্ষীয় শূদ্র জাতির মূল। ঋগ্বেদেও মধ্যে মধ্যে দাসের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও ঐ অনুগত দস্যু জাতিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী ৫ কল্প, ৩ ভাগ। ২০৮ পৃষ্ঠা।

৫ কবষঐলুষের উপাখ্যান পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কবষ এক দাস ছিল; তৎপরে ঋষিরা তাহাকে আপনাদের সমকক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ

৬ যযাতি রাজার দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে দুই পত্নী ছিলেন। দেবযানী অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা ও শর্ম্মিষ্ঠা অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। এই শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরু নামে যে পুত্র জন্মিয়াছিল, কৌরব পাণ্ডব কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতি তাহারই সন্তান। মহাভারত দেখ। এই উপাখ্যান ও পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সকলকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যাইতেছে না; কিন্তু তদ্দ্বারা তৎকালীন আচার ব্যবহারের বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

৭ তুগ্রোহ ভুজ্যু মশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ। হে অশ্বিনযুগল! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি ধন পরিত্যাগ করে, সেই রূপ মহর্ষি তুগ্র দ্বীপান্তরস্থ শত্রুগণকে জয় করিবার নিমিত্ত নিজ পুত্র ভুজ্যুকে উদমেঘ সমুদ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল ১১৬ সূক্ত ৮ ঋক্।

৮ যাবা লম্বা, শকেট্রা প্রভৃতি বালী-দ্বীপে হিন্দুরা বসতি করিয়াছিলেন; তত্ত্ববোধিনী ৬ কল্প ৩ ভাগ ৯৭ পৃষ্ঠা।

৯ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ। যেমন ধনার্থী বণিকেরা সঞ্চরণের নিমিত্ত সমুদ্রে আরোহণ করে। ঋগ্বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল ৫৬ সূক্ত ২ ঋক্; এই উপমা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বৈদিক সময়ে বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা প্রচলিত ছিল।

ইহাঁরা হিন্দু হইতে চলিলেন, তখন যবনদিগের উৎপাতে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন।

পারস্যরাজ দরায়ুস অনেক দিন ভারত বর্ষের সুবর্ণ মুদ্রা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপহৃত দেশ সকল কালক্রমে হিন্দুরা পুনরায় উদ্ধার করিয়া লইলেন। কিছু কাল পরে মাসিডোনিয়ার রাজা দুর্দ্দান্ত আলেকজাণ্ডর কাশ্মীর ও তক্ষশিলার রাজাদিগের সহিত যোগ করিয়া ভারত বর্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এক মাত্র পুরস্ তাঁহার বিঘ্নস্বরূপ হইলেন। আলেক্জাণ্ডর ন্যায়যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া ছলনা পূর্ব্বক নদী পার হইলেন। পুরসের পুত্র সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন; পুরসের সৈন্যগণও পলায়ন করিল; কিন্তু পুরস্ একাকী গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এ দিকে মগধরাজ মহানন্দ অসংখ্য সেনাগণ সমভিব্যাহারে পুরসের সংগ্রামার্থ উদ্যোগী হইলেন; পরিশেষে সন্ধি দ্বারা সেই যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল। কিছু কাল পরে আলেক্জাণ্ডরের সেনাপতি সিলিউকস্ ভারতের অনতিদূরবর্ত্তী বাক্ট্রিয়া রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া ভারত বর্ষ আক্রমণ করিতে আইলেন; এ দিকে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। সিলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তকে কন্যাদান করিয়া বন্ধুতা ক্রয় করিলেন এবং মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সংস্থাপিত হইল।

বলিতে বলিতে সৌভাগ্য সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল অতিক্রম করিলাম; অতঃপর হিন্দু জাতির ইতিহাস হৃদয়কে বিদারিত করিবে। এই স্বর্ণভূমির প্রতি আরবদিগের দৃষ্টিপাত ... বসোরা নগরের অধ্যক্ষ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিমকে সিন্ধুরাজ দাহিরের বিপক্ষে প্রেরণ করিল; কাসিম দেবালে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান হইতে বলিল। তাঁহারা তাহার কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠ দেশে আরবদিগের শাণিত তরবাল ক্রীড়া করিতে লাগিল; দেবাল সমভূমি হইল। অনন্তর কাসিমের সৈন্য সিন্ধু রাজ্যে প্রবেশ করিল; রাজকুমার সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিপক্ষের সাংঘাতিক অস্ত্র আসিয়া সিন্ধুরাজের অধিষ্ঠিত মাতঙ্গের গাত্রে ও ভারত-লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। বীরপত্নী বীরজননী সিন্ধুরাজমহিষী ভগ্ন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী রক্ষা করিতে লাগিলেন; শত্রু সৈন্য নগর বেষ্টন করিল। যবনের হস্তে আত্ম সমর্পণ! রাজমহিষী সহ্য করিতে পারিলেন না। ধর্ম্ম রক্ষা তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল, মর্ত্ত্য জীবন তুচ্ছ হইয়া পড়িল। কিছু কাল পরে ভারতের অনতিদূরবর্ত্তী গজনী নগরে এক নূতন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। মহম্মদ গজনী দ্বাদশ বার আক্রমণ করিয়া ভারতভূমিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। তাহাতেও ভারত বর্ষের জীবন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, মহম্মদ ঘোরির হস্তে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। এবংবিধ ব্যস্ততার মধ্যে হিন্দু জাতির সভ্যতা সময় ও অবস্থার সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যে রূপ অভিনয় করিতেছিলেন, তাহা কাহারও অপ্রীতিকর হয় নাই। কৃষি বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্কেই তাঁহার সৌন্দর্য্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে ছিলেন; কিন্তু অধিকারী তাঁহার রূপান্তর করিতে ইচ্ছা করিলেন, সুতরাং তাঁহার আদেশে জবনিকা নিক্ষিপ্ত হইল; এক্ষণে সভ্যতা দেবী তাঁহার আদেশমত প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন:

আর্য্য জাতির হস্তে একটি স্বর্গীয় দীপ প্রজ্বলিত হইতে ছিল; প্রচণ্ড বাত্যাও তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই। দিন দিন তাহার জ্যোতি ও শিখা বিস্তার পাইতে

লাগিল, এক্ষণে তাহার আলোক সমস্ত পৃথিবীর মন হরণ করিতেছে। আমরা তাহারই বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ধর্ম্মভাবে ও ধর্ম্ম তত্ত্বের অনুসন্ধানে হিন্দু জাতি সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। হিন্দু জাতিকে যেন ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এখানে সমুদায় কর্ম্মই ধর্ম্মের বেশে ও ধর্ম্মের আদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এমন কি, যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যাপার, তাহাও কেবল ধর্ম্মাত হইত। ধর্ম্মবিষয়ে যত প্রকার তর্ক ও যত প্রকার মত উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সকলের প্রতিই হিন্দুদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহাঁরা ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মের বিষয়েও ভূরি ভূরি তর্ক বিতর্ক লইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল; তদ্দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের মত সকল বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের আদি গ্রন্থ বেদ ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল ধারণ করিতেছে। কালে কালে হিন্দুধর্ম্মের যে সমস্ত মত ও বিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে, বেদ ও বেদাঙ্গের ন্যায় স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র সকল তাহা বহন করিতেছে। হিন্দু ধর্ম্মের মত সকল পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দর্শন শাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে। নানক চৈতন্য প্রভৃতি এক এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মে কত নূতন নূতন আলোক প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ফলত, ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে যেরূপ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই।

কিন্তু এই সমস্ত এক দিনে সম্পন্ন হয় নাই। হিন্দু জাতির অন্যান্য বিষয়ের ইতিহাসে যেমন ক্রম বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ধর্ম্মের ইতিহাসেও সেই রূপ ক্রম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আর্য্যদিগের সময় অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের গতি আলোচনা করিলে যেমন মনুষ্য মনের পরিবর্ত্তন-শীলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই রূপ এই একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সকল পরিবর্ত্তন কোন না কোন প্রকার অনিষ্টের প্রতি বিধানের নিমিত্ত যেন সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বরের হস্ত হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। কোন বিষয় আত্যন্তিক হইয়া উঠিলেই অনিষ্টের কারণ হয়; কিন্তু মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর এই রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, যে বিষয় যখন আত্যন্তিক হইয়া সীমাকে অতিক্রম করিতে যায়, তখন অন্য দিক্ হইতে তাহার প্রতিবিধান আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন গ্রীষ্মের আতিশয্য হইয়া উঠে, তখন বৃষ্টি-ধারা নিপতিত হইয়া পৃথিবীকে সুশীতল করে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে যে আর্য্যেরা প্রায় সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম ঐহিক বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য বন্ধন করিয়া অনুষ্ঠান করিতেন এবং কি প্রকারে শত্রুগণকে সংহার করিব, কি প্রকারে তাহাদিগের ধন সমস্ত হস্তগত হইবে; এই প্রকার প্রতিহিংসার ভাবে আক্রান্ত হইয়া অনেক সময় হোম যাগ করিতেন। দেবতারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক স্তোত্র সকলও ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতাও অনেক সময়ে শত্রুগণের প্রাণ সংহারে কৃতকার্য্য হওয়াতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রার্থনাপূর্ণ মন্ত্রাদিতেও ঐহিক সুখ সাধনের উপযোগী বিষয় সকলই অধিকাংশস্থলে প্রার্থিত হইতেছে। তাঁহাদের সেই অবস্থায় সেই প্রকার ভাবের উদয় হওয়াই নিতান্ত সম্ভাবিত, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা ভক্তি ব্যতীত নিন্দার ভাজন কখনই হইতে পারেন না; সমুদ্র হইতে যে বিন্দু

কিছু বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা লইয়া মেঘরাশি উৎপন্ন করিয়া আমাদের প্রচুর মঙ্গল করিতেছেন, সেইরূপ তাঁহাদের সেই অগত্যা বিজৃম্ভিত আত্মম্ভরিতার মধ্যেই যে ধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহাই পল্লবিত হইয়া আমাদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

কিছু কাল পরে তাঁহাদের সেই সমারব্ধ কর্ম্মকাণ্ড সবিশেষ বিস্তার প্রাপ্ত হইল। সেই সমস্ত বৈতানিক কর্ম্মের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। উন্নত উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম সাধন করা আবশ্যক এই আভাস তাহার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টি পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গের প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিল, কেবল এই সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। কিন্তু কর্ম্ম সকল যৎপরোনাস্তি বিস্তারিত হইয়া উঠিল; দীর্ঘ কাল ব্যাপী যজ্ঞাদির অনুরোধে অনেক অনেক আবশ্যক কর্ম্মেও বাধা পড়িতে ও অনেক বিফল কর্ম্মও জনসমাজকে আকুলিত করিতে লাগিল। বিশেষতঃ প্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যগণ যে উদ্যমপূর্ণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল হৃদয়ের প্রভাবে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া ছিলেন, এ পর্য্যন্ত সেই স্রোতই প্রবাহিত রহিল; সুতরাং যাহাতে জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা সেই বিশ্বাস পরিমার্জ্জিত হয়, তাহার সময় সমুপস্থিত হইল।

ইহার পরেই হিন্দু সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ আত্মা ও পরমাত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তৎকাল-প্রচলিত যাগ যজ্ঞ সকল যে পরম পুরুষার্থ সাধনের উপযোগী নহে এবং পৃথিবীর ন্যায় লোকান্তরেও বিষয় সুখ ভোগ করা মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ নহে, ইহা তাঁহাদিগের প্রতীতি হইতে লাগিল। কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি তাঁহাদের আদর শিথিল হইয়া পড়িল, জ্ঞান কাণ্ডের মহিমাতেই তাঁহাদের সমুদায় অন্তঃকরণ পক্ষপাতী হইল। ব্রহ্ম যে এক মাত্র মহান্ বস্তু, অগ্নি বায়ু নহেন, তাহা মহর্ষিগণের জ্ঞান-নেত্রে প্রতিভাত হইল। এত দিন উপাসনাপ্রণালী স্তোত্র ও প্রার্থনাপ্রধান ছিল; এক্ষণে তাহা ধ্যানপ্রধান হইল। এই সময়ের আলোচনাকে ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত আলোচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না বটে কিন্তু যে সকল মুক্তিসাধন সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আধার হইয়া আছে, তাহা ঐ সময়ের আলোচনার মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সময়ে পণ্ডিতগণের জ্ঞানানুরাগ এত আত্যন্তিক হইল যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় রক্ষা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিল এমন কি, তাঁহারা জ্ঞানের ফল ও কর্ম্মের ফল পরস্পর বিরোধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহাদের নিকটে কর্ম্ম সকল মুক্তি লাভের বিরোধী সুতরাং জ্ঞান কর্ম্মের বিরোধী হইয়া উঠিল। ইহাতে এই হইল যে, চতুর্দ্দিকে তত্ত্বজ্ঞানের কোলাহলে কর্ম্মকাণ্ড সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। এবং পণ্ডিতগণ তর্ক বিতর্কে অবগাহন করিয়া তন্ন-তন্ন করিতে করিতে সুমধুর ঈশ্বর তত্ত্বকে এমন জটিলতাতে আচ্ছন্ন করিলেন যে, হৃদয় আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং অন্য প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল।

হৃদয় যাহাতে পরিতৃপ্ত হয়, সাধারণ জনসমাজ তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। দুরবগাহ তর্কতরঙ্গ ভেদ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা দুষ্কর হইয়া উঠাতে সাধারণের মন

অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। বৈদিক দেবদেবী সকল তাঁহাদের হৃদয়ের অনুরূপ হইয়া নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উপাসনার বৈদিক প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। বিশেষ বিশেষ মনুষ্যেরা দেবত্ব লাভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের প্রতিমা সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে এই শেষোক্ত প্রণালী হিন্দুসমাজে সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে আরও কিছু প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শাস্ত্রকারেরা হিন্দু ধর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; এক ভাগে নানা দেবদেবীর আরাধনা ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি নানা ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, অন্য ভাগে ব্রহ্মজ্ঞান। পণ্ডিতেরা স্পষ্টাক্ষরে অধিকারী ভেদে এই রূপ ব্যবস্থা ভেদ বিধান করিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে একটিকে কনিষ্ঠ প্রণালী, আর একটিকে উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু মাত্রেই ইহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃতির সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের প্রকৃতির তুলনা করিলে ইহার সহিত তৎসমুদায়ের একটি মহান্ প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন রূপে ইহুদি জাতীয় মেরি নামক কোন কামিনীর কানীন পুত্রের উপাসনা প্রচলিত আছে; ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ যাহাতে নাই, তাহাকে কোন প্রকারে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। ইউনিটেরিয়ানেরা উক্ত নরোপাসনারূপ উপধর্ম্ম হইতে একেশ্বরের উপাসনা পৃথক্ করিয়া লইয়া আপনাদিগকে যে খৃষ্টীয় বলিয়া থাকেন, অন্যান্য খৃষ্টীয়গণ তাহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন; তাঁহাদিগের মতে ট্রিনিটেরিয়ান্ মতই যথার্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। সুতরাং যথার্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্মে আমরা বাস্তবিক একেশ্বরবাদ প্রাপ্ত হইতে পারি না। ইউনিটেরিয়ান্দিগের ন্যায় কষ্ট কল্পনা করিয়া তাহা হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করা আর নূতন ধর্ম্ম প্রণালী সংস্থাপন করা উভয়ই সমান। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃতি অন্য প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে. হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত একটি পৃথক্ প্রণালী আছে; তাহা স্পষ্টাক্ষরে একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিতেছে এবং সেই একেশ্বরবাদই হিন্দুদিগের মতে মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিলেও এই রূপ প্রকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হিন্দু জাতি প্রথমে কর্ম্ম পদ্ধতির আদর্শ প্রদর্শন করিলেন; তৎপরে জ্ঞানালোচনার পথ পরিষ্কৃত হইল. তৎপরে ঈশ্বরকে হৃদয়ের ঈশ্বর করিতে হইবে, তাহার আভাস প্রদর্শিত হইল; পরিশেষে পৌত্তলিকতা প্রভৃতি উপধর্ম্ম সকলকে পৃথক্ করিয়া নিকৃষ্ট প্রণালীর অন্তর্গত করা হইল। এই রূপে এক প্রকৃত ধর্ম্মের উপাদান সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত হইয়া কেবল নিমিত্ত কারণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। [illegible] বীজ [illegible] প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে [illegible] জল বায়ু জ্যোতি প্রভৃতি নিমিত্ত [illegible] একত্র হইলেই বৃক্ষের আকার পরিগ্রহ করে। সেই রূপ হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে ধর্ম্মবীজ রোপিত হইয়া ছিল; কাল ক্রমে তাহার নিমিত্ত কারণ সকল সংঘটিত হইল; ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মনোহর বৃক্ষ আপনার ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। মনুষ্যসমাজের প্রথম অবস্থা অবধি মনুষ্যের মন এই ব্রাহ্ম[illegible] প্রসব করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল। সেই অন্ধতম কালে—আর্য্যদিগের সময়ে যে

কলিকা উপজাত হইয়া ছিল, তাহাই প্রস্ফুটিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম ধারণ করিয়াছে; এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম কালক্রমে প্রফুল্ল হইয়া এই রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইবে; এই হিন্দু ধর্ম্মের বিকাশই—এই ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

মুসলমানদিগের ধর্ম্ম কার্য্য চার অংশে বিভক্ত—উপাসনা, দান, উপবাস ও তীর্থযাত্রা। উপাসনার পূর্ব্বে শুচি হওয়া ইহাদিগের মতে অতিশয় আবশ্যক; ইহারা কহে শরীর শুদ্ধিই আত্মার শুদ্ধি ব্যক্ত করিয়া দেয়। এই শুদ্ধি কার্য্য ইহাদিগের স্বতন্ত্র প্রকার, প্রথমত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত পরিষ্কৃত করিয়া সমস্ত মুখ তৎপরে বাহু, কফোণি, পদ ও মস্তকের সম্মুখ ভাগ অনুক্রমে এক বার ধৌত করে। তাহার পর হস্ত, মুখবিবর ও নাশারন্ধ্র তিনবার ধৌত করিয়া থাকে। পরিশেষে আর্দ্র-মস্তকের অবশিষ্ট জল বিন্দু দ্বারা কর্ণযুগল সিক্ত করে। হস্ত পদাদি প্রক্ষালন কালে অগ্রে তত্তৎ অংশের অঙ্গুলি সকল ধৌত করিতে হয়। এই রূপে শরীরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ ও বাম পার্শ্বে শেষ করিয়া শরীর শুদ্ধি করে। যে স্থলে জল নাই তথায় পরিচ্ছন্ন বালুকা দ্বারাও এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

মুসলমানেরা দিবসের মধ্যে পাঁচ বার উপাসনা করিয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাও প্রথম প্রহর রাত্রির অন্তর্ব্বর্ত্তি সময় উপাসনার প্রশস্ত কাল। কেহ কেহ রাত্রির প্রথম হইতে শেষ প্রহর পর্য্যন্ত যখন হউক আর এক বার উপাসনা করে। উপাসনা কালে মুসলমানেরা এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করে—"লাহু এল্লেল্লা মহম্মদ রসল এল্লা" ঈশ্বর এক মাত্র, অদ্বিতীয় মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। মসজিদ কিম্বা কোন প্রকার পরিচ্ছন্ন প্রদেশই ইহাদিগের উপাসনার স্থান। উপাসনা কালে মুসলমানেরা মক্কার অভিমুখীন হইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সময় ইহারা এক এক বার মস্তক নত করে। কিন্তু মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের উপাসনা-প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহাদিগকে মস্তক সন্নত এবং বাহু যুগল প্রসারিত করিতে হয় না। ইহারা তৎকালে বাহুদ্বয় বক্ষে রাখে এবং মৃদুবাক্যে প্রার্থনা করে। পুরুষের সহিত মসজিদে যাইতে এবং উপাসনা করিতে ইহাদিগের নিষেধ আছে। ইহাদিগকে উপাসনা কালে অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিতে হয়।

পূর্ব্বে সেবিয় জাতি যেরূপ প্রণালীতে উপাসনা করিত, মুসলমানেরা তাহারই অনুকরণ করে। ইহারা উপাসনাকে নিত্য-অনুষ্ঠেয় কার্য্যের মধ্যে গণনা করিয়া থাকে। শুক্রবার সাধারণ-উপাসনার দিবস। মুসলমানদিগের মতে শুক্রবার অতি পবিত্র। এই দিবসে ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন।

ধর্ম্ম কার্য্যের দ্বিতীয় অঙ্গ—দান। এই দান দুই প্রকার প্রথম অর্থাদি দান; ইহাকে মুসলমানেরা জাকাট বলে, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রার্থনানুসারে দান; ইহাকে সাডাকাট বলে। প্রত্যেক মুসলমানকেই স্বস্ব আয়ের দশমাংশ দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনার্থ দান করিতে হয়।

তৃতীয় অঙ্গ উপবাস। প্রত্যেক বৎসরে এক মাস কাল সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত মহম্মদের মতানুবর্ত্তী প্রত্যেক মুসলমানকে উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। এই রূপ উপবাস অতিশয় কষ্ট-সাধ্য।

এই সময়ে দিবসের মধ্যে কোন প্রকার বিলাস দ্রব্য ব্যবহার এবং স্নান করা নিষিদ্ধ বলিয়া ইহারা বিবেচনা করে এবং যাহাতে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইতে পারে এমন কোন কার্য্যই অনুষ্ঠান করে না। ইহারা কহে এই উপবাস দ্বারা দেহ ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। এক জন মুসলমান গ্রন্থকার কহিয়াছেন উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের দিকে যাইবার পথের অর্দ্ধেক অতিক্রম করা যায়। উপবাস দ্বারা ঈশ্বরের আবাসের বহির্দ্বারে উপনীত হইতে পারে এবং দান ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেয়।

চতুর্থ অঙ্গ—তীর্থযাত্রা। প্রত্যেক মুসলমানকে জীবনের মধ্যে অন্তত এক বারও মক্কা তীর্থে গমন করিতে হইবে। যদি স্বয়ং না যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবারও বিধি আছে, কিন্তু প্রতিনিধিকে তীর্থ স্থলের প্রতিউপাসনায় ও প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রেরয়িতার নামোল্লেখ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রৌঢ় হইয়াছেন, যাঁহাদিগের স্বাস্থ্য ও অর্থ-বল আছে, এই রূপ লোকই তীর্থ যাত্রা করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাহারা তীর্থে গমন করে, মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় তাহাদিগকে সমুদায় বিষয়ের একটি বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার এই তিনটি যাত্রিক দিবস। তীর্থযাত্রীরা উহার মধ্যে এক দিবস আত্মীয় স্বজন সকলকে একত্র আহ্বান করিয়া এই রূপ কহে আমি এই পবিত্র কার্য্যে যাত্রা করি, এক্ষণে ঈশ্বরের হস্তে আমার সমুদায় কার্য্য, জীবন ও তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম। তৎপরে বাটী হইতে নির্গত ও বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়াই মক্কার অভিমুখে মুখ পরিবর্ত্ত করে এবং কোরাণ হইতে এই বাক্য ভক্তি ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে "যে কার্য্য আমাকে ঈশ্বরের সম্মুখে লইয়া যাইবে তাহা সাধন করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রিয়ভূমি মক্কার দিকে মুখ পরিবর্ত্ত করিলাম"।

তীর্থযাত্রা কালে মুসলমানদিগকে তিনটি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, প্রথম—কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করা; দ্বিতীয় অন্যকৃত নিন্দা ও কর্কশ ব্যবহার সহ্য করা; তৃতীয় সঙ্গীদিগের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করা।

গমন কালে অনাথ দীন দরিদ্রদিগকে অবস্থানুসারে দান করিয়া যাইতে হয়। এই তীর্থ যাত্রিরা মক্কার সান্নিধ্যে গমন করিয়া আর কেশ ও নখ সংস্কার করে না এবং দেহে গৈরিকাদি মৃত্তিকা লেপন করিয়া তৎকাল-সমুচিত একটি বেশ ধারণ করিয়া থাকে। তখন উহারা কোন রূপ অলঙ্কার পরিধান করে না। তীর্থ স্থানে উষ্ণীষ কিম্বা অন্য কোন রূপ শিরোভূষণ ধারণ করিবার বিধি নাই; কিন্তু যাহারা অতিশয় বৃদ্ধ তাহারা আপন আপন দানের তারতম্যানুসারে কখন কখন তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

যদি স্ত্রীলোক তীর্থ যাত্রা করে, তাহা হইলে কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল কালেই বস্ত্র দ্বারা তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিতে হয়, এবং যত দিন না তথা হইতে প্রতিগমন করে, ততদিন ঐ রূপ বেশে কাল যাপন করিতে হয়। তীর্থ-স্থলে উপস্থিত হইয়া কেহ কোন রূপ অপবিত্র বাক্য উচ্চারণ ও অপবিত্র কার্য্য অনুষ্ঠান করে না। কেহই তৎকালে স্বজাতির কথা দূরে থাক, একটি ক্ষুদ্র কীটেরও জীবন নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন রূপ হিংস্র জন্তু হিংসা করিতে আইসে, অবিচারিত চিত্তে তাহাকে বিনাশ করিতে পারে।

যখন যাত্রীরা মক্কায় উপস্থিত হয়, তখন অনন্য-কর্ম্মা হইয়া সর্ব্বাগ্রে এক জন পাণ্ডার

সহিত মন্দিরে প্রবেশ করে। প্রবেশ দ্বারে চার বার দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া একটি প্রার্থনা বাক্য পাঠ করে। তৎপরে মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হয়, এবং কএক বার তাহা চুম্বন করে। অনন্তর মন্দিরকে বামপার্শ্বে রাখিয়া তিন বার দ্রুত গতিতে ও চার বার মন্দ গতিতে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এই প্রদক্ষিণ কালে একটি স্তুতি পাঠ ও ঐ কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরকে স্পর্শ করিতে হয়।

মহম্মদের পূর্ব্বাবধি তীর্থ যাত্রীদিগের মক্কার মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলই উলঙ্গ হইয়া প্রদক্ষিণ করিত কিন্তু মহম্মদ এই কুৎসিত ব্যবহার নিবারণ করিয়া তীর্থ যাত্রীদিগের একটি বিশেষ পরিচ্ছদ ধারণ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান এবং দিবসের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকদিগের রাত্রিকালে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম করেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করা হইলে যাত্রীরা মন্দিরে বক্ষ স্থাপিত করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আপন আপন পাপ কার্য্যের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে। তৎপরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জেম্ জেম্ নামক প্রসিদ্ধ পবিত্র কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে উদর পূর্ণ করিয়া তাহার জল পান করিতে হয়। এই রূপে তীর্থের কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে যাত্রীরা একজন নাপিতের নিকট মস্তক মুণ্ডন করে এবং এই সময়ে নাপিত ও যাত্রী উভয়েই একটি স্তব পাঠ করে। তৎপরে ঐ ছিন্ন কেশ গুলি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রোথিত করিতে হয়। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে যাত্রীরা তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করে।

---

*   *   *   *   *

পাণ্ডব গির্য্যাশ্রম ২৯ শ্রাবণ ১৭৯০ শক ৩৯ ব্রাহ্ম সম্বৎ
পবিত্র বুধবার।

প্রীতি ভাজনেষু

*   *   *   *   *

"তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা" পৃথিবী জানিবার নিমিত্তে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু সেই "পরো দিবা পরএনা পৃথিব্যা" তাহার নিকটে "তমসি তিষ্ঠন্ তমসোত্তরোয়ম্" হইয়া রহিয়াছেন। সমুদ্র-গর্ভ হইতে পর্ব্বত সকল তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে মেঘ ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তাহারা না জানিতে পারিয়া চিরকাল স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে "ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ।" তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে শিরাজের উদ্যানে গোলাব প্রস্ফুটিত হইল, মানস সরোবরে পদ্ম বিকশিত হইল—কিন্তু তাঁহাকে না জানিতে পারিয়া তাহারা প্রাণ দান করিল। সুপর্ণ হোমানুল অনাহারে আকাশে আকাশে সঞ্চরণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিল না—মৃগরাজ সিংহও কোন বন-দেবতার নিকট হইতে তাঁহার বিষয়ে উপদেশ পাইল না। মাতা তুমি যুগে যুগে স্তরে স্তরে অসংখ্য জীব জন্তু উৎপাদন করিলেন, কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। আশ্চর্য্য হইয়া নিষ্কাম অপ্রমত্ত মনুষ্যই সকলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। "বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তিনি তাঁহার আবির্ভাব বাহিরে দেখিলেন, তিনি তাঁহার নিগূঢ় ভাব অন্তরে দেখিলেন—তিনি জানিলেন যে "স নোবন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত॥" তিনি সেই সকল সুখের আকর, সকল কল্যাণের প্রস্রবণ জগৎপিতার পরম পদে নমস্কার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। "নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।

Whose dwelling is the light of setting suns, And the round ocean, and the living air, And the blue sky, and in the mind of man, And rolls through all thinge.

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য দশ আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ [illegible]। ১৩ ভাদ্র শুক্র বার।

তৎকালে রশ্মি দ্বারা বনজাত বৃক্ষ সকল ব্যাপ্ত করিয়া থাক। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে আমাদিগের কদাচই অনিষ্ট হইবে না। ১। ৬। ৩১।

ভবানীপুর ষোড়শ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় ১৭৯০ শক।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

আজ আমরা বর্ষ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জীবন-পথের নবতর পান্থ-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যে উন্নতি-সোপানে চির কাল—অনন্ত-কাল উত্থিত হইতে হইবে, আজ এই ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঈশ্বর-প্রসাদে আমরা তাহার দ্বাদশ মাসের পথ অতিক্রম করিলাম। নাবিক তাহার অভিলষিত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে যেমন প্রফুল্লিত হয়, বিদেশী যেমন স্বদেশের নিকটতর পান্থশালায় উপস্থিত হইলে আনন্দিত হয়, আমরা ক্রমান্বয়ে এই ব্রাহ্ম-সমাজে পঞ্চদশ বৎসর কাল নিরুদ্বেগে ব্রহ্ম উপাসনা করিতে করিতে আজ এই ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তেমনি অনুপম আনন্দ লাভ করিতেছি।

প্রকৃত স্বদেশের প্রতি—সেই নিত্যধামের প্রতি যার দৃষ্টি আছে, সেই পরম-পিতার স্নেহময়ী মাতার প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিবার জন্য যার হৃদয় অস্থির রহিয়াছে, সেই সাধু সদাশয় মহাপুরুষই আজকার আনন্দ পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগ করিতেছেন, তিনিই এই পবিত্র সাধক-সমাজের অপূর্ব্ব শ্রী সৌন্দর্য্য বিলোকন করিতেছেন—তিনিই এই মহোৎসবের প্রকৃত অর্থ-বোধে সমর্থ হইয়াছেন। সেই পর লোক—ব্রহ্ম-লোকের প্রতি যার দৃষ্টি নাই, আত্মার উন্নতির প্রতি যার অপ্রতিহত যত্ন নাই, সেই বিষয়-সর্ব্বস্ব হতভাগ্য পুরুষ—সেই শৃঙ্খল-বদ্ধ সংসারের দাস, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান-জনিত অপূর্ব্ব সুখ কি অনুভব করিবে? পর লোক-সংবাদ, তাহার সংকীর্ণ হৃদয়ে কি আনন্দ বিধান করিবে? যে মোহান্ধ হইয়া আত্মার অধিকার এবং পর লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিশেষ রূপ অবগত হয় নাই, সে আর ঈশ্বর-উপাসনা এবং ধর্ম্ম সঞ্চয়ের প্রয়োজন কি বুঝিবে?

আত্মার অধিকার এবং পরলোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ যে পরিমাণে আলোচিত হয়, সেই পরিমাণেই মানব-হৃদয় ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিবার জন্য অগ্রসর হয়, সেই পরিমাণেই পারলৌকিক জ্ঞান-লাভের জন্য তাহার চিত্ত অস্থির হইতে থাকে। প্রবাসীর হৃদয়ে স্বদেশের ভাব যে পরিমাণে প্রদীপ্ত থাকে, সেই পরিমাণেই যেমন সে বিদেশে সাবধানে কালাতিপাত করিয়া সর্ব্বদাই স্বদেশ গমনোপযোগী অর্থ সামর্থ্য সংগ্রহে যত্নযুক্ত হয়, তেমনি পরলোকের ভাব যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে জাগ্রত থাকে, সে সেই পরিমাণেই ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোকে যাইবার সম্বল সংগ্রহ করিবার জন্যই দিবারাত্র শশব্যস্ত হয়। স্বদেশের শুভ সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য সে তত অস্থির ও আকুল হইয়া থাকে। হৃদয় দূষিত না হইলে যেমন আর স্বাভাবিক স্বদেশানুরাগ চিত্ত-ভূমি হইতে অন্তরিত হয় না, তেমনি আত্মা নিতান্ত পাপ-বিকৃত না হইলে আর কাহারও চির-বিহার ভূমি—চির-কল্যাণ-স্থল—প্রকৃত স্বদেশের প্রতি অনাস্থা বা বিরাগ জন্মে না।

অবৈধ বিদেশাসক্তি যেমন স্বদেশের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের একমাত্র কারণ, অসঙ্গত পার্থিব সুখ-ভোগ-স্পৃহা, একান্ত বিষয়াসক্তিও তেমনি পরলোক বিস্মরণের

একমাত্র হেতু। প্রবাসী যে পরিমাণে প্রবাস সুখে আসক্ত হয়, সেই পরিমাণেই যেমন তাহার স্বদেশ-প্রেম খর্ব্ব হয়, আত্মা তেমনি যে পরিমাণে সংসার সুখে নিমগ্ন হয় ইন্দ্রিয় সুখে অনুরক্ত হয়, সেই পরিমাণেই তাহার পারলৌকিক দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে থাকে। আত্মা চির উন্নতিশীল, পরলোক স্বর্গ লোক সকল তাহার চির শিক্ষাস্থল এবং চির-বিহার-ভূমি, ধর্ম্মের এই মূল সত্যটি তখন তাহার হৃদয়ে পরিম্লান হইতে থাকে, তখন আর পৃথিবীকে প্রবাস-নিকেতন, পার্থিব সুখ সম্পদকে অচির অস্থায়ী বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পার্থিব সুখও পরিত্যজ্য নহে। মনুষ্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংসার ধর্ম্ম, ইহলোক পরলোক দুইই প্রয়োজন। ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সুখই তাহার সেবনীয়। কিন্তু পরলোকের প্রতি অনুরাগ-শূন্য হইয়া কেবল ঐহিক আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হইলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। দেহ-ভাব ও পশু-প্রবৃত্তি সকল সামঞ্জস্য রূপে পরিচালিত না হইলে ধর্ম্ম-পথে গমন করা দুর্ঘট হইয়া উঠে।

নৌকার যেমন এক পার্শ্বে সমধিক ভার সমর্পিত হইলে তাহা নিরুদ্বেগে সঞ্চালিত হয় না, প্রত্যুত বিপর্য্যস্ত হইয়া পাতাল-শায়ী হয়, মনুষ্য তেমনি পারলৌকিক দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সংসার-সুখে একান্ত অনুরক্ত হইলে দিবারাত্র কেবল বিষয়ের পশ্চাৎ-ধাবিত হইলে যে শুদ্ধ তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত হয় এবং ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর-প্রীতি মন্দীভূত হইয়া পড়ে এমন নহে, সে এক কালে মোহ-তিমিরে অন্ধীভূত হইয়া ঈশ্বর ও পরকাল বিস্মৃত হইয়া দুর্গতি সাগরে নিমগ্ন হয়, মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের অতি যত্নের ধন। যাহাতে সে অল্প আঘাতে বিনষ্ট না হয়, অল্প আকর্ষণেই আকৃষ্ট না হয়, সামান্য তুফানেই বিপর্য্যস্ত হইয়া না পড়ে, অত্যল্প অন্ধকারেই দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া না যায়, এ জন্য সেই করুণানিধান পরমেশ্বর তাহাকে বিচিত্র কৌশলে রক্ষা করিতেছেন। অর্ণব-পোত-মধ্যে যেমন দিগ্‌দর্শন যন্ত্র সংস্থাপিত থাকাতে নাবিক লক্ষিত প্রদেশ-অভিমুখে নিরুদ্বেগে গমন করে, মনুষ্যের সেই রূপ আত্ম-জ্যোতি ও পরলোক-দৃষ্টি থাকাতে সে আপনা হইতেই পরলোকের ব্রহ্মলোকের প্রতি ধাবিত হয়। অর্ণব-যান পাছে বিপথগামী হইয়া মগ্ন-শৈলে বা ভীষণ আবর্ত্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, এ জন্য যেমন সমুদ্র পথে দীপ-গৃহ সংস্থাপিত থাকিয়া দিবারাত্র দীপালোক বিকীর্ণ করত নাবিককে সৎপথ প্রদর্শন করে, তেমনি পাছে মনুষ্য সংসার-সাগরে মোহ-তিমিরে দিশাহারা হইয়া সেই গম্য-স্থানের প্রতি নিরাপদে অগ্রসর হইতে না পারে, এজন্য ঈশ্বর স্বয়ংই সেই দিব্যধাম হইতে তাঁহার মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছেন যে বিমল মঙ্গল জ্যোতি দেখিয়া সকল সাধুসদাশয় মনুষ্য আপন আপন জীবন নিঃশঙ্ক চিত্তে নির্ব্বাহ করিতেছে। নাবিকেরা যেমন ধ্রুবস্থ জ্যোতি-নিরীক্ষণ করিয়া প্রশান্তচিত্তে, অভিলষিত প্রদেশে গমন করে, তেমনি সরলমতি ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুগণ সেই ঈশ্বরের মঙ্গলজ্যোতি দেখিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত উৎসাহ সহকারে সেই ব্রহ্মধামের প্রতি ধাবিত হন। দিগ্‌-দর্শন যন্ত্র দূষিত হইলে নাবিক যেমন আর দিক্‌ নির্ণয় করিতে পারে না, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া দীপ-গৃহও দেখিতে পায় না তেমনি মানব-হৃদয় পাপ-কলঙ্কে বিকৃত হইলে তাহার আত্ম-জ্যোতি ও পরলোক-দৃষ্টি সকলই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন না আত্ম-জ্যোতি প্রভাবেই পরকাল সুন্দররূপে

প্রকাশিত হয়, না ঈশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতিই তাহার দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। এই রূপে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলে নাবিকের ন্যায় সংসার-সাগরে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অসহায় নিরুপায় হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতে হয়। ইহার পরপার যে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষয় ব্রহ্ম-ধাম তাহার প্রতি আর চক্ষু পতিত হয় না। দিগ্‌দর্শন যন্ত্র যেমন আবার সংস্কৃত হইলে পোত-সঞ্চালক তরণীকে লক্ষিত প্রদেশে সঞ্চালন করিতে পারে, আত্মা তেমনি পাপ-মুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেই সে স্বদেশের জন্য ব্যাকুল হয়—স্বদেশের আশা আনন্দ উজ্জ্বল রূপে তাহার নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন সে অদৃষ্ট অলক্ষিত-পূর্ব্ব আনন্দ-ধামের মনোহর ছবি সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখিতে পায়। নৌকা বিপদ-গ্রস্ত হইলে যেমন তীরস্থ লোকেরা বিপন্ন তরণীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করে, নাবিকের আর্ত্তনাদ ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাহায্য প্রদানের সঙ্কেত করত তাহাকে আশ্বাসিত করে, সেই রূপ আত্মা নিজ দোষে বিকৃত হইয়া ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করত যখন বিপদ-সাগরে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, যখন শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে অভিভূত হইয়া এককালে বিনষ্ট হইতে থাকে, সেই করুণাময় পিতা আত্মার সেই ঘোর দুর্দ্দশার সময়ও তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। আমরা তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত হইলে, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলে তিনি তো তখন হস্তধারণ করিয়া উদ্ধার করেনই, আত্মার নিতান্ত অবসন্ন দশা নিরীক্ষণ করিলে প্রার্থনা বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই স্বীয় মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করত তাহার আশা-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন। এক অঙ্গুলির ইঙ্গিত দ্বারাই তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। তাহাকে সুস্থ প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার লক্ষ্য স্থির করিয়া দিয়া স্বদেশ গমনের সামর্থ্য প্রদান করেন।

করুণা-ময় পরমেশ্বর মাতার ন্যায় প্রতি আত্মার পোষণের জন্য ধর্ম্মকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য সাধনের জন্য বিবেক ও বৈরাগ্যকে চির-সহায় করিয়া দিয়াছেন। কর্ণ দ্বারাই যেমন কর্ণধার নৌকাকে নিয়মিত করে, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারাই তেমনি বিকৃত-আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। ঔষধ যেমন রুগ্ন শরীরকে সুস্থ করে, ধর্ম্মই তেমনি আত্মার দুশ্চিকিৎস্য বিষম বিকার অপনয়ন করিতে সমর্থ হয়। ধাত্রীর ন্যায় ধর্ম্মই কেবল উদ্ধত চঞ্চল আত্মাকে শান্ত সংযত করিয়া সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত করে। এই প্রাণ-স্বরূপ মধু-স্বরূপ ধর্ম্মের প্রতি যথাবিধি আস্থা অনুরাগ না থাকিলে মনুষ্য সংসার-আকর্ষণ ও পাপ-প্রলোভনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। স্বীয় ধর্ম্মের শাসনে সম্যক্ সংযত না হইলে দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া নানাবিধ অবস্থা-শৈলে সংহত হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে।

বালক যেমন পিতা মাতার বশীভূত না হইলে, দুঃখে পতিত হয়, আত্মা সেই রূপ ধর্ম্মের আদেশ উপদেশ উপেক্ষা করিলে, সংসার-আবর্ত্তে পতিত হওত মৃতকল্প হইয়া পড়ে। কৃষি বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন, বিষয় বিত্ত উপার্জ্জন এবং শারীরিক বল বীর্য্য প্রদর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে নানা কারণে সকলের সমান সামর্থ্য বা পটুতা না থাকিলে না থাকিতে পারে এবং তাহার ন্যূনাতিরেক দ্বারা মনুষ্যের তত সাংঘাতিক অনিষ্টের ও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে সকলেরই সমান যত্নবান্ হওয়া উচিত। ধর্ম্ম-ধন রাজা প্রজা, পণ্ডিত বর্ব্বর; ধনী নির্ধন, সকলেরই পক্ষে সমান প্রয়োজন। তৎপ্রতি

সমধিক অনুরাগ ও বিরাগ দ্বারাই মনুষ্য মাত্রেই সদ্গতি দুর্গতি লাভ করে, তাহার দ্বারাই তাহার প্রকৃত উন্নতি ও অবনতি হয়। ন্যায়বান পিতার ন্যায় পরমেশ্বর ধর্ম্মের মূল সহ সকল সকল-পুত্রেরই হৃদয় ভূমিতে তুল্য রূপে নিহিত করিয়া সকলকেই অমৃত ধামের অধিকারী করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত্ন চেষ্টা, অনুরাগ অধ্যবসায় সহকারে যত আত্মোৎকর্ষ সাধনে অনুরক্ত হন, সে ততই তাঁহার সান্নিকর্ষ লাভ করিতে পারে। তৎপ্রতি উপেক্ষা ও ঔদাস্য প্রকাশ করিলে ধনসম্পদ, বিদ্যা বিত্ত সত্ত্বেও মনুষ্য ঈশ্বর হইতে দূরে পতিত হয়। আমরা যদি আমারদিগের বল বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য, উৎসাহ অনুরাগ, কেবল বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদনের জন্য, সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তই নিঃশেষিত করি তবে আর অমৃত ধামের প্রতি কি রূপে অগ্রসর হইব? আমরা যদি যত্ন পূর্ব্বক সংসার-শৃঙ্খলে চরণদ্বয় আবদ্ধ করি, তবে আর কেমন করিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হইব?

পরমেশ্বর এই সংসারের বিন্দু-প্রমাণ পঙ্কিল সুখ-সলিল হইতে আমারদিগকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অপার প্রেম-সিন্ধু নীরে বিচরণ করিবার নিমিত্তই আকর্ষণ করিতেছেন, তিনি পঙ্কিল সুখ পরিত্যাগ করাইয়া সুবর্ণ আকরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এখানকার সমস্ত বিষয়েই চির-তৃপ্তি ও চির-শান্তি প্রদান না করিয়া প্রতিক্ষণেই আমারদিগকে আপনার প্রতি—সেই চির সুখ চির শান্তি সাগরের প্রতি আহ্বান করিতেছেন। আমরা তাঁহার আদেশ উপদেশ, আহ্বান আকর্ষণ, তুচ্ছ করিয়া তাঁহার উদার প্রেম, মহান্ লক্ষ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, দেখ, কেমন অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি!

হে বিদ্বন্! কেবল সম্পদ সৌভাগ্য, বিদ্যাবিত্ত, যশোমান, মনুষ্যের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কারণ নহে। যদি তুমি ঈশ্বরকে ভুলিয়া, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে সহস্র বৎসর বিদ্যা অনুশীলন কর, তথাচ তোমার প্রকৃত সুখ-তৃষ্ণার শান্তি হইবে না। এখনও তুমি সুখের জন্য যেমন লালায়িত রহিয়াছ, সহস্র বৎসর পরেও তেমনি তোমার হৃদয় তাহারই জন্য হাহাকার করিবে তুমি জ্ঞান-বলে নানা বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ কর, বিদ্যাবলে নানা বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনই কর; তুমি সম্রাটই হও, বা সৃষ্টি কর্ত্তার পদ লাভ কর; তুমি মানবকুলের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার অবগত হইয়া সর্ব্বত্র যশস্বীই হও, বা সমুদায় শারীরিক ও ভৌতিক ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হইয়া ভাবী বিপৎপাত হইতে আপনার ও সাধারণের শরীর সম্পদই রক্ষা কর, যতক্ষণ তুমি তোমার আত্মার স্বরূপ ও অধিকার বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ না করিবে, যতক্ষণ অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ না হইবে, ততক্ষণ কিছু তোমার জীবনের সাফল্য সম্পাদন হইবে না। তোমার বিদ্যা বিত্ত কোন কার্য্যকরই হইবে না।

আত্মার উন্নতি দুর্গতিতেই মনুষ্যের প্রকৃত সুখ দুঃখ, আত্মার সুস্থাসুস্থতাতেই মনুষ্যের প্রকৃত সম্পদ বিপদ। তুমি যদি জ্ঞানেতে উন্নত হইয়া আত্ম-হিত না বুঝিলে, যদি তুমি বুদ্ধি বৃত্তি সুমার্জ্জিত করিয়া আপনার স্রষ্টা পাতা উপাস্য দেবতাকেই সম্যক্ রূপে জানিতে না পারিলে, ভক্তি-ভরে তাঁর উপাসনাতে অনুরক্ত না হইলে, মর্ত্ত্যজীব হইয়া দেব-সদৃশ উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াও যদি সে অধিকার রক্ষা করিতে না পারিলে, তবে

তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান লাভের কি ফল দর্শিল? তোমার অধ্যয়ন অধ্যাপনার কি মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইল? ঈশ্বর কি বাহ্য-জগতের শোভা সৌন্দর্য্য-সাধনের জন্য তোমার হৃদয়কে বহুবিধ সদ্‌বৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন? তিনি কি কেবল জড়ের উন্নতির জন্য পশু প্রকৃতির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্তই তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন? যাঁর রাজ্যে এক বিন্দু বালুকণা, একটি তৃণও অকারণ সৃষ্ট হয় নাই, তিনি কি উন্নতি-শীল অবিনশ্বর আত্মাকে এখানে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সৃজন করিয়াছেন? তিনি কি তাহার উন্নত ভাব উচ্চতর আশা সকলকে অরণ্য-কুসুমের ন্যায় অকারণ শুষ্ক হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন? কখনই না। তিনি কেবল উন্নতির জন্য—পরলোকের শ্রেষ্ঠতর উন্নততর অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ধর্ম্মভাব পুণ্য-ভাব উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার অধিকতর সন্নিকর্ষ লাভের জন্যই এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়া লোকান্তরে দেবতা দিগের সহিত সমস্থলে সমস্বরে তাঁহার পূজার্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্যই এখানে স্থাপন করিয়াছেন। অতএব মনোযোগী ছাত্রের ন্যায় সমুৎসুক-চিত্তে অনুরাগ সহকারে ব্রহ্ম-জ্ঞান উপার্জ্জন কর, বিদেশী বণিকের ন্যায় যত্ন-সহকারে শীঘ্র শীঘ্র পরলোকের সম্বল সংগ্রহ কর। সেই পরলোক —ব্রহ্ম লোকের প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া এখানকার কার্য্য-কলাপ সম্পাদন কর। দেখিবে যে, দিন দিন তোমার আত্মাতে ঈশ্বর অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবেন। পথিক যেমন দূর হইতে পর্ব্বত-মালাকে কেবল একটি রেখার ন্যায় সন্দর্শন করে, পরে যত নিকটস্থ হইতে থাকে, ততই যেমন তাহার প্রকৃত মহান্ ভাব তাহার দৃষ্টি গোচর হয়, তেমনি [illegible] যে পরলোক তোমার বিজ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে অপরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, বিষয়-লালসা ও সংসারাসক্তি খর্ব্ব করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহা অতি উজ্জ্বলরূপে তোমার আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইবে। যে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতির আভাস মাত্র এখন তোমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে, ক্রমে তাঁহাকে প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় পূর্ণ-প্রভায় অতি নিকটস্থ করিয়া দেখিতে পাইবে। এখন যে সকল সত্য, যে সমস্ত ভাব-কলিকা অপরিস্ফুট ভাবে অন্তর-নিহিত রহিয়াছে, ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ-রূপ বসন্ত-সমীরণে তৎসমুহ প্রস্ফুটিত হইবে, তখন সকলেরই স্বরূপ অর্থ, স্বরূপ-ভাব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

হে বিপদ-সাগরের পোত-কাণ্ডারি! তুমি আমার দিগকে নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে তোমার সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে লইয়া যাও। আমরা এই সংসার-আবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছি, হে অনাথ-গতি পতিত পাবন! তুমি আমার দিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আমরা প্রবাস-সুখে আসক্ত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া এখানে দীন-ভাবে কালাতিপাত করিতেছি, হে করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা! তুমি আমারদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া ভ্রম প্রমাদ মোহ নিরসন করত প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম পিতৃ-ভক্তির উদ্দীপন করিয়া দাও।

হে জগদীশ! তুমি সংসার-সাগরে ধ্রুব তারার ন্যায় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত থাক, আমরা তোমার প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া এখানকার তরঙ্গ তুফান অতিক্রম করত একাদিক্রমে যেন তোমারই অভিমুখে ধাবিত হইতে পারি।

আমরা যেন বিদ্যামদে উন্মত্ত হইয়া, সংসার-সম্পদে স্ফীত হইয়া, বুদ্ধি-গৌরবে

গর্ব্বিত হইয়া হে "বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা!" তোমাকে বিস্মৃত না হই। তোমাকে প্রীতি পূজা করিতে, তোমার ধ্যান ধারণায় অনুরক্ত থাকিতে যেন কুণ্ঠিত না হই। তোমার দ্বারের চির-ভিখারী হইয়া—তোমার বিতরিত অন্ন পানে প্রতি দিন প্রতিপালিত তোমার জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিপোষিত হইয়া—তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া, হে অন্নদাতা পিতা, জ্ঞান-দাতা-গুরু! যেন তোমার নিকট অকৃতজ্ঞ না হই। এখান কার অকিঞ্চিৎকর সম্পদ সুখে অভিভূত হইয়া, হে সুখ-শান্তির অনন্ত উৎস, হে প্রীতি-পবিত্রতার অশেষ প্রস্রবণ! যেন তোমাকে ভুলিয়া না যাই। তোমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেন পরলোক—ব্রহ্মলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে—তোমার চির-সহবাসের উপযুক্ত হইতে দিবা রাত্র চেষ্টা করি! হে দীন-হীন-গতি! তুমি আমারদের এই আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জৈনমত।

ভারতবর্ষে জৈনেরা একটি বিস্তীর্ণ সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহারা বৌদ্ধদিগেরই শাখান্তর মাত্র। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে এই জৈন মত যে প্রচার হয় তাহাতে আর কোন সংসয় নাই। এই রূপ নিরূপিত হইয়াছে যে খৃষ্টের পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এবং সিংহল দ্বীপের বর্ষ আরম্ভ কালে বুদ্ধ দেবের মৃত্যু হয়, সুতরাং দুই হাজার বৎসর অতীত হইল বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। জৈন মত উৎপত্তির কাল যদিও নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইতেছে না কিন্তু উহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির কিছু পরেই প্রস্তুত হয়। এক সময়ে এই জৈন সংপ্রদায় ভারত বর্ষের মধ্যে নানা প্রদেশে বাস করিত, এক্ষণে দাক্ষিণাত্যই উহাদের প্রধান আশ্রয় স্থান হইয়াছে।

ইহারা পূর্ব্বে যে যে স্থানে বাস করিয়াছে, তত্তৎ স্থান প্রচলিত ভাষায় আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে সকল গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক, তাহা সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষায় রচিত আছে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা এই ভাষাকেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ রচনার সম্যক উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদিগের গ্রন্থ সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। পুরাণ[১], চরিত, ব্যাকরণ, অঙ্ক, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক গ্রন্থ সকল ইহাদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ বায়ুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ হইতে জৈনেরা আপনাদিগের পুরাণে নানা প্রকার উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে যে সমস্ত সাধু সময়ে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই সকল সাধু তীর্থঙ্কর নামে প্রসিদ্ধ। জৈন-পুরাণে সেই সকল তীর্থঙ্করের চরিত্র সংরচিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল পুরাণ সর্ব্বপ্রধান, তৎসমুদায়ে জিনসেনের বিষয় বর্ণিত আছে। কেহ কেহ কহেন জিনসেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সম কালে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস অনুসারে এই রূপ নিরূপিত হইয়াছে যে জিনসেন কাঞ্চী দেশের অধিপতি অমোঘবর্ষের ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু ছিলেন। এই রাজা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর

---

[১] পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত আদি ও উত্তর। যে সকল তীর্থঙ্কর অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আদি পুরাণে তাঁহাদিগের বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে এবং যাঁহারা তাঁহারদিগের পরে জন্মিয়াছিলেন, উত্তর পুরাণে তাঁহা দিগেরই চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

পেয় অন্যের[১]। এই সকল পূর্ব্বাদি ভিন্ন জৈনদিগের আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ইহাদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত মত বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ সিদ্ধান্ত ও অঙ্গ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ জাতির বেদ-সংহিতা যে রূপ, জৈনদিগের সিদ্ধান্ত ও অঙ্গও সেই রূপ[১]। মহাবীর, গৌতমকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই গুলি সং-গ্রহ করিয়া জৈনদিগের অনেক গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন কোষকার হেমচন্দ্র অন্য কতকগুলি গ্রন্থকে "পূর্ব্ব" বলিয়া নি-র্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ অঙ্গ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে গণধরদিগের দ্বারা রচিত হয়। ইহার সংখ্যা চতুর্দ্দশ[২]।

এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বারা জৈনদিগের মত ও ব্যবহার জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের স-হিত জৈনদিগের বিলক্ষণ মত ভেদ আছে প্রথমত জৈনেরা বেদকে অপৌরুষেয় ও অ-ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত ইহ-

১ অভিধান চিন্তামণির প্রণেতা হেমচন্দ্র এক জন জৈন ছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহার জন্ম হয়। এই গ্রন্থে ইনি অঙ্গ গ্রন্থের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সমস্ত গ্রন্থের নাম আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, সম-বায়াঙ্গ, ভাগবতাঙ্গ, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথা, উপাসক দশ, অন্তকৃদ্দশ, অনুত্তরোপপত্তিকাদশ, প্রশ্নব্যাকরণ ও বিপাকসূত্র। এতদ্ভিন্ন আরও কতক গুলি উপাঙ্গ আছে। এই উপাঙ্গ আবার পাঁচ অংশে বিভক্ত—পরিকর্ম্ম, সূত্র, পূর্ব্বানুযোগ, পূর্ব্বগত, ও চূলিকা।

২ সর্ব্বতীর্থাদি গণধরৈ রঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ। পূর্ব্বাণিক্রিয়ান্তিণীযন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ॥

মহাবীর চরিত্র।

এই সকল গ্রন্থ অঙ্গ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগের নাম পূর্ব্ব। ইহার সংখ্যা চতুর্দ্দশ। অস্তি প্রবোধ, জ্ঞানপ্রবোধ, সত্য প্রবোধ, আত্ম প্রবোধ, ক্রিয়া বিলাস ইত্যাদি।

দিগের মধ্যে যে সমস্ত মনুষ্য কঠোর তপস্যা দ্বারা দেবতাদিগের অপেক্ষাও উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তিকে পরম পবিত্র বোধ করিয়া ইহারা গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তৃতীয়ত অহিংসাই ইহাদিগের মতে পরম ধর্ম্ম।

জৈনেরা যখন বেদ মানে না, তখন বেদ-প্রতিপাদ্য যাগ যজ্ঞাদি যে ইহাদিগের পরিত্যাজ্য ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইলে কা.. ভিতর যে সকল অদৃশ্য-প্রায় কীট বাস করে তাহারা দগ্ধ হইবে, এই আশঙ্কায় উহারা যাগ যজ্ঞাদিতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহারা বেদ ও বৈদিক অনুষ্ঠান মানে না সত্য, কিন্তু এই দুইএর মধ্যে যে অংশে মত বিরোধ না থাকে, ইহারা তাহা অগ্রাহ্য করে না। এমন কি ইহারা কখন কখন স্থল বিশেষে বেদকেও প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকে।

মনুষ্য-বিশেষের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে জৈন ও বৌদ্ধদিগের একই প্রকার দেখা যায়[৩]। জৈনের মন্দির-মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাখে। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে ইহারা পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ভক্তি করে।

জৈনেরা এই সমস্ত লোককে কি রূপ ভাবে দেখিত, ইহাদিগের নামানুসারে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও নাম জগৎপ্রভু কাহারও নাম ক্ষীণ-

৩ বৌদ্ধেরা বহু সংখ্য বুদ্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু সাত জন মাত্রকে বিশেষ ভক্তি করে। কিন্তু জৈনেরা এই সংখ্যাটি পরি-বর্দ্ধিত করিয়া চব্বিশটি করিয়াছে। ইহারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রত্যেক কালে এই সংখ্যা ক্রমে তীর্থঙ্করের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া থাকে।

কর্ম্ম। এবং কেহ সর্ব্বজ্ঞ কেহ বা দেবাদিদেব, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসারে কাহারও কাহারও বা বিশেষ বিশেষ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা তীর্থকর, কেবলী, অর্হৎ ও জিন *।

প্রথমাবস্থায় জৈনদিগের গুরু ছিল না। বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর সর্ব্ব প্রথমে ইহাদিগের গুরুর পদবী গ্রহণ করিয়া ইহাদিগের দোষ সকল সংশোধন করিয়া নানা প্রকার সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন

এই বৃষভনাথ অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন, ইনি জৈনদিগের হিতার্থে নানা প্রকার ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা জৈন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিয়ম ও ব্যবহার সমস্ত অবগত হওয়া যায়।

বৃষভনাথের পুত্রের নাম ভরত চক্রবর্ত্তী। জৈন গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে ভরত চক্রবর্ত্তী দ্বীপ উপদ্বীপের সহিত এই পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বৃষভনাথ মৃত্যু কালে আপনার এই পুত্রকে জৈন সম্প্রদায়ের গুরুত্ব প্রদান করিয়া যান নাই। অজিত নামে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য ছিল। তিনি তাহাকেই আপনার কার্য্যের সম্যক উপযোগী জ্ঞান করিয়া তাহার উপরই সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া যান। এই রূপ কথিত আছে যে, কলিযুগের প্রারম্ভাবধি ক্রমান্বয়ে জৈনদিগের মধ্যে দ্বাদশ জন রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করিয়া ছিলেন। ইহাঁরা নর-চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত। এই দ্বাদশ জন ভিন্ন আরও নয় জন রাজা হন, তাঁহারা অর্দ্ধ-চক্রবর্ত্তী বলিয়া খ্যাত এবং বাসুদেব-কুল ইহাঁদিগের পদবী। ইহাঁদিগের হস্ত হইতে আর এক জাতি আসিয়া বল পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করেন। ইহাঁরা প্রতি-বাসুদেব-কুল নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি রাজা হন, তাঁহারা মণ্ডলাধীশ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। এই তিন শ্রেণীর রাজার মধ্যে প্রথম শ্রেণী সদ্বীপা সমগ্র পৃথিবীর, দ্বিতীয় শ্রেণী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট খণ্ডের, এবং তৃতীয় শ্রেণী কিয়দংশ ভূভাগের উপর প্রভুত্ব করিতেন; এই কারণে উহাঁরা ঐ রূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

বর্দ্ধমান স্বামী যখন তীর্থঙ্কর ছিলেন, তখন শ্রীনিক মহারাজ নামে এক জন মণ্ডলাধীশ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে জৈন ধর্ম্ম ও জৈন সম্প্রদায় নানা প্রকার উপদ্রব হইতে রক্ষিত হয়। রাজগৃহ এই রাজার রাজধানী ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর চামুণ্ডা রায় ও জনাম্ব রায় প্রভৃতি কত গুলি রাজা এই ভারতবর্ষ শাসন করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বিজ্বল রায় শেষ রাজা হইয়া ছিলেন। কল্যাণ রাজ্য ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইহাঁর পরে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধিকারে আইসে। তৎপরে ভোরজল দেশের অধীশ্বর প্রতাপ-রুদ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হস্তগত করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর. বিজয় নগরের এক রাজা ঐ প্রদেশ শাসন করিয়া ছিলেন। ইহাঁর পরে কৃষ্ণ রায়, রাম রায় পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য দেশ হিন্দুজাতির অধীনে থাকিয়া মুসলমানদিগের অধিকার-ভুক্ত হয়।

---

* তীর্য্যতে সংসার সমুদ্রোঽনেনেতি তীর্থঃ তৎকরোতি তীর্থকরঃ। সর্ব্বথাবরণবিলয়ে চেতনস্বরূপাবির্ভাবঃ কেবলং তদস্যাস্তীতি কেবলিন্। সুরেন্দ্রাদিকৃতাং পূজাং অর্হতি অর্হন্। জয়তি রাগদ্বেষমোহানিতি জিনঃ।

যিনি সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হন তিনি তীর্থকর, আবরণ ও বিলয়াবস্থাতেও যাঁহার চেতন-স্বরূপের আবির্ভাব থাকে তিনি কেবলী। যিনি সুরেন্দ্রাদিকৃত পূজার উপযুক্ত তিনি অর্হৎ। যিনি রাগ দ্বেষাদি পরাজয় করেন তিনি জিন।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান এই দুইটি মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। এই বিশ্বাস ছয় অংশে বিভক্ত—ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, দেবগণের প্রতি বিশ্বাস, ধর্ম্মশাস্ত্র কোর'ণের প্রতি বিশ্বাস, ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস, পুনরুত্থান ও শেষ দিবসের বিচারের প্রতি বিশ্বাস ও ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস।

প্রথম ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস—মহম্মদ কহিতেন যে ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়; তিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা, পাতা, তিনি অবিনাশী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত। তাঁহার দয়া ও করুণার পার নাই। মহম্মদ কখন কখন তর্কমুখে ঊর্দ্ধে এক অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্ব্বক কহিতেন 'লা ইল্লা ইল্ আল্লা' ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয় এবং 'মহম্মদ রসুল্ আল্লা' মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।

দ্বিতীয় দেবগণের প্রতি বিশ্বাস—ইহা কেবল মুসলমানদিগের নয়, অতি প্রাচীন সম্প্রদায়েরও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেবতা নিরন্তর স্বর্গে বাস করেন। ইহাঁরা অতি পবিত্র-উপাদান অগ্নি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের আকারে কিছু মাত্র অপূর্ণতা নাই। ইহাঁরা দেখিতে অতিশয় প্রিয়দর্শন, কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ এই দুই প্রকার জাতি বিভাগ নাই। ইহাঁরা জিতেন্দ্রিয় এবং ইহাঁরা মনুষ্যের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসার বশীভূত নহেন। যৌবন ইহাঁদিগের দেহের চির ও স্থির সম্পত্তি। ইহাঁরা শ্রেণি-বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহও ইহাঁদিগের প্রতি তারতম্যানুসারে নিপতিত হয়। এই সমস্ত দেবতার মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপাসনা কেহ কেহ নিরন্তর তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন। কেহ কেহ তাঁহার আজ্ঞা বহনে নিযুক্ত আছেন এবং কেহ কেহ বা মনুষ্যদিগের সহিত নানা প্রকারে যোগ নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন।

এই দেবগণের মধ্যে চারি জন অতিশয় প্রথিত। প্রথম গিব্রেল—ইনি অপৌরুষ বাক্য বহন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় মিকাএল—ইনি এক জন যোদ্ধা, ধর্ম্ম যুদ্ধে ইহাঁর আবির্ভাব হইয়া থাকে। তৃতীয় আজ্রেল—ইনি মৃত্যুর দেবতা বা যম। চতুর্থ ইস্রাফিল—ইনি পুনরুত্থানের দিবস ঢক্কা বাদন করিবেন। এই চারি জন দেবতা ব্যতিরেকে আজাজিল নামে এক দেবতা বিদ্রোহী বলিয়া বিশেষ খ্যাত আছেন। এক সময়ে ঈশ্বর দেবগণকে আদমের পূজা করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে আজাজিল এই আদেশ পাইয়া ঈশ্বরকে কহিয়াছিলেন, প্রভো! আপনি আমারদিগকে অগ্নি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু আদমের দেহ মৃণ্ময়, সুতরাং আদমের পূজা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, এই বলিয়া, তিনি ঈশ্বরের বাক্যে অবহেলা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আজাজিলকে এই অপরাধে অভিশাপ দেন এবং তাঁহাকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। এক্ষণে এই দেবতা ঈশ্বরকে নির্যাতন করিবার নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে কুপথে লইয়া যান এবং উহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল করিয়া দেন।

এই কএকটি দেবতা ভিন্ন আরও দুই জন দেবতা আছেন। এই দুই দেবতা প্রত্যেক মনুষ্যের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অবস্থান করিয়া উহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্য লিখিয়া লন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ইহাঁরা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যান। মুসলমানদিগের বিশ্বাস এই যে এই দুই দেবতার মধ্যে যিনি

প্রত্যেক সৎকার্য্য দশ গুণ লিখিয়া থাকেন এবং মনুষ্য কোন প্রকার অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে তিনি বাম পার্শ্বস্থ দেবতাকে কহেন তুমি সাত ঘণ্টা কাল এই কার্য্য লিপিবদ্ধ করিও না, কারণ, ইহার মধ্যে অনুতাপ আসিয়া এই মনুষ্যের চিত্ত বৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে।

মুসলমানেরা এই সকল দেবতা ব্যতীত কতকগুলি জেনির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহারা এক প্রকার ভূতযোনি বিশেষ। ইহারাও দেবতাদিগের ন্যায় তৈজস উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা মর্ত্ত্য জীবের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসা ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত এবং উহাদিগেরই ন্যায় এক সময়ে জীবন-লীলা সংবরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের ন্যায় আর একটি ভূত-যোনি আছে। তাহারা সকলেই স্ত্রীজাতি। তাহারা দেখিতে অতি সুন্দর; সচরাচর তাহাদিগকে ভাগ্যদেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। মনুষ্যকে অপমানাদি হইতে রক্ষা করা এবং দৈববাণী করা তাহাদিগেরই কার্য্য।

তৃতীয় কোরানে বিশ্বাস— মুসলমান দিগের মতে কোরাণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য। সপ্তম স্বর্গে এই পুস্তক অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান ছিল। ইহাতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের বৃত্তান্ত এবং ঈশ্বরের আদেশ বাক্য সকল স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। গিব্রেল দূত সময়ে সময়ে এই গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছা মহম্মদের নিকট ব্যক্ত করে। মহম্মদ এই দূতের নিকট যাহা শুনিতেন, লোকের নিকট তাহাই কহিতেন। আবুবেকর মহম্মদের মৃত্যুর পর এই সমস্ত বাক্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থবদ্ধ করেন। এই কোরাণ গ্রন্থে মুসলমানদিগের সামাজিক-প্রণালী ও ধর্ম্ম-নিয়ম উভয়ই সঙ্কলিত আছে। ধার্ম্মিক মুসলমানেরা এই গ্রন্থকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। উহারা ইহা নানা প্রকারে সুসজ্জিত করত অতি যত্নের সহিত গৃহে রক্ষা করে এবং অশুচি ও অপবিত্র থাকিতে প্রাণান্তেও ইহাকে স্পর্শ করে না। ইহারা কহে কোরাণকে ভূতলে রাখিয়া পাঠ করিলে ইহার অবমাননা করা হয়। মুসলমানেরা কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করে এবং ভাবী শুভাশুভ ঘটনা স্থির করিতে হইলে এই গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া সর্ব্বাগ্রে যে বাক্যটি দেখে তদ্দ্বারাই উহার নির্ণয় করিয়া থাকে।

এই কোরাণ ভিন্ন মুসলমান দিগের আর এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তাহার নাম সোন্না। মহম্মদ যে সকল নীতি ও নীতিগর্ভ উপাখ্যান কহিয়াছিলেন, ইহাতে সেই গুলি সংগৃহীত আছে। মুসলমান দিগের একটি বিশেষ সম্প্রদায় আছে, তাহারা এই গ্রন্থকে কোরাণের ন্যায় পবিত্র বোধ করে। কিন্তু আর এক সম্প্রদায় ইহার পবিত্রতা স্বীকার করে না। এই উভয় সম্প্রদায় এই লইয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকে এবং ইহারা যে পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এক দল শ্বেত বর্ণ উষ্ণীষ ও আর এক দল রক্তবর্ণ উষ্ণীষ ধারণ করে।

যাহাই হউক, এই দুই খানিই মুসলমান দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। এই দুই খানি গ্রন্থে ত্বক্ছেদ করিবার ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা দ্বারা বোধ হয় এই ব্যবহারটি আরব দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি আছে যে, আরব দেশীয় মুসলমানেরা এই ব্যবহার ইহুদি জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছে এবং মুসার পূর্ব্বাবধি এই ব্যবহার ঐ জাতি মধ্যে প্রচলিত আছে। কোরাণে জীবিত বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করিবার নিষেধ দেখা যায়। এই কারণে কেহ আপনার প্রতিকৃতি চিত্রিত করে না।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, মহম্মদ স্ত্রীলোকের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। বস্তুতই এইরূপ ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ মহম্মদ পুরুষদিগেরই স্বর্গ-ভোগের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের বিষয় কিছুই কহেন নাই। কেবল কোরাণের একস্থলে ধর্ম্মশীলা নারীদিগের সৌভাগ্যের একটু আভাস দিয়াছেন। উদ্ধারা তাঁহার মনের ভাব এই মাত্র বোধ হয়, যেন উহারা স্বর্গের পরী হইবে।

চতুর্থ ঈশ্বর-প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাস—মুসলমানেরা কহে যে, এই প্রেরিতের সংখ্যা দুই লক্ষ। কিন্তু তন্মধ্যে আদম, নোয়া, আব্রাহিম, মুষা, ঈষা ও মহম্মদ এই ছয় জন সর্ব্ব প্রধান।

পঞ্চম পুনরুত্থান ও শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাস—মৃত্যুর দেবতা আজ্রেল মনুষ্যের দেহ হইতে প্রাণ অপহরণ করিলে মুসলমানেরা সেই মৃত দেহের সমাধি করিয়া থাকে। মঙ্কার ও নাকীর নামে কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকার দুইটি দেবতা আছে। উহারা সমাধির অবসানে ঐ মৃত দেহের সন্নিহিত হয়। উহারা ঐ দেহের সন্নিহিত হইলে উহাতে পুনরায় আত্মার সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন ঐ দুই দেবতা তাহাকে বসিতে আদেশ করে এবং এইরূপ তিনটি প্রশ্ন করিয়া থাকে—ঈশ্বর একমাত্র বলিয়া তোমার বিশ্বাস আছে কি না? মহম্মদের বাক্যে তোমার বিশ্বাস আছে কি না এবং তুমি জীবিতাবস্থায় কি কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলে? তৎকালে ঐ ব্যক্তি যেরূপ উত্তর দেয় উহারা তাহা লিখিয়া লয়। তৎপরে যদি উত্তর গুলি উহাদিগের প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে ঐ দেহ হইতে আত্মাকে অতিযত্নের সহিত পৃথক করিয়া লয়; কিন্তু যদি উত্তর গুলি অপ্রীতিকর হয় তাহা হইলে লৌহ দণ্ড দ্বারা তাহাকে যার পর নাই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। মুসলমানেরা পরীক্ষা গ্রহণের সুবিধা করিবার নিমিত্ত একটি গর্ত্ত করিয়া মৃত দেহের সমাধি করে এবং তাহাকে কেবল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে।

মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অন্তর্বর্ত্তি কালকে মুসলমানেরা বের্জাক্ কহে। এই সময়ে ঐ মৃত দেহ ভূগর্ভে বাস করে, কিন্তু আত্মা, অতঃপর কিরূপ ভাগ্য উপস্থিত হইবে স্বপ্নযোগে তাহা জ্ঞাত হইয়া থাকে।

প্রেরিতদিগের আত্মা দেহান্তে এককালে স্বর্গে উপনীত হয় এবং তথাকার নানা প্রকার ভোগ সুখ লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন সমর্পণ করিয়াছে তাহাদিগের আত্মা হরিদ্বর্ণ পক্ষীর দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং স্বর্গের সুরতরুর সুস্বাদু ফল ও স্বচ্ছ জলে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। আর যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক তাঁহারা সেই সমাধি ক্ষেত্রেই স্বর্গের অনুরূপ সুখ ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে এই রূপও অনেকের বিশ্বাস আছে যে যাঁহারা ধর্ম্মে অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে তুষারের ন্যায় শ্বেতাকার পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের অধস্তলে বাস করিবেন। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক তাহাদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিবে না। দেবতারা স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে দুরীকৃত করিয়া দিবেন এবং বিচার-দিবস পর্য্যন্ত উহাদিগকে পৃথিবীর গভীর অন্ধকূপে নিমগ্ন থাকিতে হইবে।

মুসলমানদিগের মতে বিচার দিবসের আড়ম্বর অতি ভয়ানক। ঐ দিবস চন্দ্রের পূর্ণ গ্রাস ও সূর্য্যের উদয় পশ্চিম দিক হইতে হইবে।

চতুর্দ্দিকে তুমুল সংগ্রাম ঘটিবে। সকলেরই ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল হইবে। একটি গাঢ়তর অন্ধকার পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রাখিবে। এই সময়ে ইজরাফিল দেবতা ভীষণ রবে ঢক্কা বাদন করিবেন। এই ঢক্কার শব্দে ভূকম্প ও উন্নত শৈল-শৃঙ্গ সকল ভূমিসাৎ হইবে। আকাশ দ্রবীভূত ও স্বর্গ অন্ধকারাবৃত হইয়া যাইবে এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র সকল স্খলিত হইয়া সমুদ্র-সলিলে নিপতিত হইবে। সমুদ্র হয় এক কালে শুষ্ক হইয়া যাইবে, না হয় প্রবল বাত্যা-যোগে উর্ম্মিমালা বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইবে। এই সময়ে মনুষ্যের মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে। সকলেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও পুত্র কলত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে। আরণ্য ও গ্রাম্য পশু চির-পরিচিত বৈর পরিত্যাগ করিয়া একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

তৎপরে আর একবার ঢক্কা বাদিত হইবে। এই ঢক্কার শব্দে স্বর্গ ও পৃথিবীর সমুদায় জীব নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। সর্ব্বশেষে মৃত্যুর দেবতা আজ্রেলও মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন। তৎকালে ঈশ্বর যে কএকজনকে রক্ষা করিবেন তাঁহারাই জীবিত থাকিবে।

চল্লিশ দিবস, কেহ কেহ কহেন চল্লিশ বৎসর মুষলধারে পৃথিবীতে বৃষ্টি হইবে। তৎপরে পুনরায় ঢক্কা-ধ্বনি হইতে থাকিবে। এই সময়ে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মা সকল আপন আপন দেহ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে ক্রমাগত ধাবমান হইবে। পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহার মধ্য হইতে কঙ্কাল সকল সঙ্কলিত হইয়া সমস্ত দেহ পুনরায় নির্ম্মিত হইবে। জীবন কালে যে দেহের যে রূপ সৌষ্ঠব ছিল ঐ সময় তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইবে না। তখন আত্মা সকল স্ব স্ব দেহ নির্ব্বাচন করিয়া লইবে এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। উহারা জননীর গর্ভ হইতে যেমন উলঙ্গ হইয়া আসিয়া ছিল তৎকালে সেইরূপ ভাবেই থাকিবে। নাস্তিকেরা কেবল পৃথিবীতে মুখ ঘর্ষণ করিবে এবং ধার্ম্মিকেরা প্রীতমনে শ্বেত বর্ণ উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিবেন। অনন্তর সকলেরই শুভাশুভ কার্য্যের পরীক্ষা হইবে।

এই পরীক্ষা কালে গিব্রেল দুইটি মানদণ্ড আনায়ন করিবে; ইহার একটির নাম আলোক আর একটির নাম অন্ধকার। পুণ্য কর্ম্ম সমুদায় আলোকের উপর এবং পাপ কর্ম্ম সকল অন্ধকারের উপর স্থাপিত হইবে। যাহারা অন্যের প্রতি পাপাচরণ করিয়াছে তৎকালে উহাদিগের পুণ্যের অংশ ঐ অপকৃত ব্যক্তিরা পাইবে এবং উহাদিগের যদি পুণ্য না থাকে তাহা হইলে ঐ অপকৃত ব্যক্তিদিগের পাপের অংশ উহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার পর সকলকেই একটি সেতু পার হইতে হইবে। এই সেতু তরবারির ধারার ন্যায় সূক্ষ্ম। ইহা নরকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেতু পার হইবার কালে মহম্মদ সর্ব্বাগ্রে যাইবেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলকেই যাইতে হইবে। যাহারা অধার্ম্মিক নাস্তিক, তাহারা ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন সেতুর উপর দিয়া যাইতে যাইতে অতলস্পর্শ নরকের হ্রদে নিপতিত হইবে। কিন্তু যাঁহারা পুণ্যশীল তাঁহারা পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে উহা অনায়াসে পার হইবেন। এই সেতু পার হইলেই স্বর্গ।

যে নরকের উপর দিয়া সেতু চলিয়া গিয়াছে ঐ স্থান অতি ভয়ানক। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কতকগুলি বৃক্ষ আছে। ভীষণ অজগর সকল উহার শাখা এবং বিকটাকার রাক্ষসের মস্তক সকল উহার ফল। এই নরক সপ্ততল। উহার প্রত্যেক অধস্তন তলে অপেক্ষাকৃত যন্ত্রণার আধিক্য হইয়া থাকে।

যাহারা নাস্তিক তাহারা প্রথম তলে, যাহারা দ্বৈতবাদী তাহারা এবং যাহারা মহম্মদের জীবন কালে আরব দেশ মধ্যে পৌত্তলিক বলিয়া পরিচিত হইত, তাঁহারা দ্বিতীয় তলে, ভারতবর্ষের বেদোক্তধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা তৃতীয় তলে, ইহুদিরা চতুর্থ তলে খৃষ্ট-মতাবলম্বীরা পঞ্চম তলে, পারশ্য দেশীয় মাগী সম্প্রদায় ষষ্ঠ তলে এবং যাহারা ধর্ম্ম-কঞ্চুক-ধারী তাহারা সপ্তম তলে বাস করিবে।

মুসলমানেরা কহে যে যাহারা এক মাত্র ঈশ্বর ও ঈশ্বর-প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাস করে তাহাদিগের কাহাকেও অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে না। কাল সহকারে ইহাদিগের সকলেরই পাপ ক্ষয় হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আবার এই রূপ মতও দেখিতে পাওয়া যায় যে পাপী যে রূপ হউক না কেন, ঈশ্বর যখন দয়াময় তখন তিনি সকলকেই উদ্ধার করিবেন এমন কি যাহারা ঘোর পাষণ্ড নাস্তিক, তাহারাও এক সময়ে তাঁহার কৃপায় উদ্ধার হইবে

যখন প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন, যখন সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ শান্তি হইয়া যায়, তখন তাঁহারা একটি হ্রদের নিকট উপনীত হইয়া থাকেন। এই হ্রদ অতি বিস্তীর্ণ। ইহা প্রদক্ষিণ করিতে এক মাস অতীত হয়। ইহাতে অল্ কদর নামে এক নদী স্বর্গ হইতে নিপতিত হইতেছে। এই হ্রদের জল সদাগন্ধময়, মধুর ন্যায় মধুর, তুষারের ন্যায় শীতল ও হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ। যিনি একবার এই জল পান করেন তাঁহার পিপাসা এক কালে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

ধার্ম্মিকেরা এই হ্রদের জল পান করিয়া স্বর্গে উপস্থিত হন। এই স্বর্গের দ্বারে রস্তান নামে এক দেবতা দণ্ডায়মান আছে। এই দেবতা যাত্রীদিগকে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। স্বর্গের মৃত্তিকা শ্বেতবর্ণ সুগন্ধময় এবং হীরক-রেণু-পূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে স্রোতস্বতী মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ সকল নদীর তট হরিদ্বর্ণ ও নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্পে পরিপূর্ণ। ঐ সকল নদী দুগ্ধ মদ্য ও মধু প্রবাহিত করিতেছে। ইহাদিগের নিম্নদেশ কর্পূরময়। এই স্থানেই টাবা অর্থাৎ জীবন বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষ এমনি প্রশস্ত, যে দ্রুতগামী অশ্বও এক শত বৎসরে উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারে না। ইহার শাখা প্রশাখা সকল ফল-ভরে সন্নত হইয়া আছে এবং যাহারা ইহার ফল গ্রহণে অভিলাষ করে ঐ সকল শাখা তাহাদিগের হস্তে স্বয়ংই সন্নত হইয়া থাকে।

এই স্থানের অধিবাসিরা নানা প্রকার রত্ন-খচিত পরিচ্ছদ ও মস্তকে উজ্জ্বল রত্নময় কিরীট ধারণ করিয়া থাকে। শত শত দাস দাসী ইহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে। পরী সকল ইহাদিগের নিকট নৃত্যগীত করিয়া সততই ইহাদিগকে আনন্দিত করিতেছে। ধার্ম্মিকেরা এই স্থানে পার্থিব সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হন এবং স্বর্গীয় ভোগ্যা স্ত্রী সকলও তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকে। এই সমস্ত স্ত্রীলোকের গর্ভে যে সমস্ত সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে রূপ গুণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই পিতা, মাতার অনুরূপ হইয়া থাকে। স্বর্গবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহাকেই বৃদ্ধ দশার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তক	মূল্য
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ..	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত)	॥০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (লাল কাল অক্ষরে)	১॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ..	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৶
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত	..
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
মাঘোৎসব	১
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ..	॥০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	।৶০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তৃতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান ..	১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ ..	১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১।৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৴০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৷০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৶
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	৶০
[illegible]	৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র	৶
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১
সংগীত মুক্তাবলী	।০
মুক্তাব সঙ্গীত	।০
প্রশ্ন মঞ্জরী	॥০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৴০
গৃহ কর্ম্ম	৶০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৴০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭ ৮৭ শকের একত্র বাঁধান	৸০
ঐ ঐ ১৭৮৬।৮৭ শকের	৸০
ঐ ঐ ১৭ ৮৮ শকের ..	১॥০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	৴১০
ব্রহ্মসাধন	৴১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	৴০
দুর্গোৎসব	৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	৴০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	৴০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭ ৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। শকের একত্রবাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য	৫ টাকা

	Rs.	As
Defence of Brahmoism and the Brahmo Soaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.	1	
Theists Prayer Book	1	
Signs of the Times	1	
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		
Lectures on Patholgy of Fever...................	1	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১ আশ্বিন বুধ বার।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা।

১০১০৫

১১। অধ স্বনাদুত বিভ্যুঃ পতত্রিণো দ্রপ্সা যত্তে যবসাদো ব্যস্থিরন্। সুগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যোঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

১১। হে অগ্নে 'অধ' অনন্তরং বনপ্রবেশানন্তরং 'স্বনাৎ' ত্বদীয়াৎ পূর্ব্বোক্ত গম্ভীর শব্দাৎ। উত শব্দোঽপ্যর্থঃ। 'পতত্রিণঃ' পক্ষিণোঽপি 'বিভ্যুঃ' বিভ্যতি ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি উৎপতনেন দেশান্তরং গন্তুং সমর্থাঃ পক্ষিণোঽপি যা ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি কিমু বক্তব্য মনুষ্যাণাং তত্রত্যানাং বৃক্ষাণাং জীবিতস্থাবরেষু ইতি। অত্তুমি বনং প্রবিশতি সতি প্রাণিনো ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্য 'তে' তব 'দ্রপ্সাঃ' জ্বালৈকদেশা 'যবসাদঃ' যবসানাং অরণ্যে বর্ত্তমানানাং তৃণানামত্তারঃ সন্তঃ 'যৎ' যদা 'ব্যস্থিরন্' বিবিধং অবতিষ্ঠন্তে 'তৎ' তদা 'তে' তব সর্ব্বং অরণ্যং 'সুগং' সুখেন গন্তুং শক্যং ভবতি। অতঃ 'তাবকেভ্যঃ' ত্বদীয়েভ্যঃ 'রথেভ্যঃ' অরণ্যং সুগং ভবতি। পূর্ব্বং প্রবৃদ্ধৈ র্জ্বালাভৈ র্জ্ব দিষু দহ্যমানেষু সৎসু ত্বদীয়া রথাঃ প্রতিবন্ধরহিতেন গন্তুং শক্নুবন্তীতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং॥

১১। হে অগ্নি তুমি বন প্রবেশ করিলে তোমার গম্ভীর শব্দে পক্ষীরাও ভীত হইয়া থাকে। তুমি যখন জালা বিস্তার পূর্ব্বক তৃণ দগ্ধ কর তখন বন অতিশয় সুগম হয়। তোমার রথও অপ্রতিহত গতি দ্বারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০১০

১২। অয়ং মিত্রস্য বরুণস্য ধায়সেঽবয়াতাং মরুতাং হেড়ো অদ্ভুতঃ। মৃড়া সু নো ভূত্বেষাং মনঃ পুনরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

১২। 'অয়ং' অগ্নেঃ স্তোত্রং 'মিত্রস্য' অহরভিমানিনো দেবস্য 'বরুণস্য' রাত্র্যভিমানিনশ্চ সম্বন্ধিনে 'ধায়সে' ধারণায় অবস্থাপনায় ভবতু। মিত্রাবরুণাবিমমগ্নেঃ স্তোত্রং ধারয়তামিত্যর্থঃ। 'অবয়াতাং' অবস্থাৎ গচ্ছতাং স্বর্গলোকস্যাধস্তাদন্তরিক্ষে বর্ত্তমানানাং 'মরুতাং' এতৎ সংজ্ঞানাং দেবানাং 'হেড়ঃ' ক্রোধঃ 'অদ্ভুতঃ' মহান্ ভবতি অদ্ভুত ইত্যেতৎ মহন্নাম। তস্মাৎ ক্রোধাদিমমগ্নেঃ স্তোত্রং মিত্রাবরুণৌ রক্ষতামিতি শেষঃ। অপিচ 'নঃ' অস্মান্ হে 'অগ্নে' 'সুমৃড়' সুষ্ঠু মৃড়য় সুখয়। 'এষাং' মরুতাং 'মনশ্চ' 'পুনঃ' 'ভূত্বা' পুনরপি প্রসন্নং ভবতু। অন্যৎ

১২। হে অগ্নি। মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতিবাদকে ধারণ করুন। অন্তরিক্ষা

বায়ু সকলের ক্রোধ অতি মহৎ, ঐ দুই দেবতা সেই ক্রোধ হইতে তোমার স্তাবককে রক্ষা করুন। হে অগ্নি তুমি আমাদিগকে সুখিত কর এবং এই মরুৎগণের মন পুনরায় প্রসন্ন হউক। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০১০৭

১৩। দেবো দেবানামসি মিত্রো অদ্ভুতো বসুর্বসূনামসি চারুরধ্বরে। শর্ম্মন্‌ৎস্যাম তব সপ্রথস্তমেঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

১৩। হে অগ্নে 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ ত্বং 'দেবানাং' সর্ব্বেষাং 'অদ্ভুতঃ' মহান্ 'মিত্রোঽসি' শ্রেষ্ঠঃ সখা ভবসি। তথা 'চারুঃ' শোভনঃ ত্বং 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'বসূনাং' সর্ব্বেষাং ধনানাং 'বসুঃ' 'অসি' নিবাসয়িতা ভবসি। অতোঽস্মাকং বসূনি দেহীত্যর্থঃ কিঞ্চ 'সপ্রথস্তমে' সর্ব্বতঃ পৃথুতমেঽতিশয়েন বিস্তীর্ণে 'তব' ত্বৎসম্বন্ধিনি 'শর্ম্মণি' যজ্ঞগৃহে 'স্যাম' প্রবর্ত্তমানা ভবেম। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১৩। হে অগ্নি তুমি দীপ্তিশীল, তুমি দেবগণের মহৎ মিত্র তুমি অতি সুশোভন এবং যজ্ঞে ধনের নিবাসয়িতা। আমরা তোমার বিস্তীর্ণ যজ্ঞগৃহে প্রবৃত্ত হই। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০১০৮

১৪। তত্তে ভদ্রং যৎসমিদ্ধঃ স্বে দমে সোমাহুতো জরসে মৃড়য়ত্তমঃ। দধাসি রত্নং দ্রবিণং চ দাশুষেঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

১৪। হে অগ্নে 'তে' ত্বৎসম্বন্ধি 'তৎ' খলু 'ভদ্রং' ভজনীয়ং প্রশস্যমিত্যর্থঃ কিং পুনস্তৎ 'স্বে' 'দমে' স্বকীয়ে উত্তরবেদিলক্ষণে নিবাসস্থানে। তত্রৈব হি লোকে বহুভিঃ বেদীনাভিরিতি শ্রুতেঃ। 'সমিদ্ধঃ' উত্তরবেদ্যাং 'সমিদ্ধঃ' সম্যক্ ইদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ 'সোমাহুতঃ' হুতেন সোমরসেন সন্তর্পিতঃ সন্ 'জরসে' ঋত্বিগ্ভিঃ স্তূয়সে ইতি যদস্তি এতৎ ত্বং 'মৃড়য়ত্তমঃ' অতিশয়েন সুখয়িতা সন্ 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় 'রত্নং' রমণীয়ং 'দ্রবিণং' ধনং চ 'দধাসি' প্রযচ্ছসি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১৪। হে অগ্নি তুমি আপনার নিবাস স্থানে সম্যক্ প্রজ্বলিত ও সোমরসে পরিতৃপ্ত হইয়া ঋত্বিকগণ দ্বারা যে সংস্তুত থাক তাহা অতি সুন্দর। এক্ষণে তুমি আমাদিগের সুখপ্রদ হইয়া রমণীয় কার্য্য ও ধন যজমানকে প্রদান কর। তোমার সহিত সখ্য থাকিলে কদাচই আমাদিগের অনিষ্ট হইবে না।

১০১০৯

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

১৫। যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্ব্বতাতা। যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম॥

১৫। হে 'সুদ্রবিণ' শোভনধন 'অদিতে' অখণ্ডনীয়াগ্নে 'সর্ব্বতাতা' সর্ব্বাসু কর্ম্মতাতিষু যদা সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু বর্ত্তমানায় 'যস্মৈ' যজমানায় 'অনাগাস্ত্বং' অপাপত্বং পাপরাহিত্যং কর্ম্মার্হত্বং ত্বং 'দদাশঃ' প্রযচ্ছসি স যজমানঃ সমৃদ্ধো ভবতি। 'যং' চ যজমানং 'ভদ্রেণ' ভজনীয়েন কল্যাণেন 'শবসা' বলেন চোদয়াসি সংযোজয়সি সোঽপি সমৃদ্ধো ভবতি। বয়ং চ স্তোতারঃ 'প্রজাবতা' প্রজাভিঃ পুত্রপৌত্রৈর্যুক্তেন 'তে' 'রাধসা' ত্বয়া দত্তেন ধনেন যুক্তাঃ 'স্যাম' ভবেম।

১৫। হে অগ্নি তুমি শোভন ধনযুক্ত ও অখণ্ডনীয়; তুমি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত যে যজমানকে নিষ্পাপ কর সে সমৃদ্ধ হয় এবং যাহাকে কল্যাণ ও বল দ্বারা যোজিত কর সেও সমৃদ্ধ হয়। এক্ষণে আমরা যেন পুত্র পৌত্র ও ধনযুক্ত হই।

১০১০১০

১৬। স ত্বমগ্নে সৌভগত্বস্য বিদ্বানস্মাকমায়ুঃ প্রতিরেহ দেব। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম্‌

অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১।৯৬।৩২।

১৬। হে 'দেব' দানাদি গুণযুক্ত অগ্নে 'স' পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্টঃ 'ত্বং' 'সৌভগত্বস্য' শুভগস্য সৌভাগ্যস্য 'বিদ্বান্' জানন্ 'ইহ' অস্মিন কর্ম্মণি 'অস্মাকং' 'আয়ুঃ' 'প্রতির' প্রবর্দ্ধয়। প্রপূর্ব্বস্তিরতির্বর্দ্ধনার্থঃ। ত্বয়া প্রবর্দ্ধিতং 'নঃ' অস্মাকং 'তৎ' আয়ুঃ মিত্রাদয়ঃ ষট্ দেবতা 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তাং রক্ষন্ত্বিত্যর্থঃ 'মিত্রঃ' প্রমীতেস্ত্রাতা 'বরুণঃ' অবশিষ্টানাং নিবারয়িতা 'অদিতিঃ' অদীনা অখণ্ডনীয়া বা দেবমাতা 'সিন্ধুঃ' স্যন্দনশীলোদকাত্মা দেবতা 'পৃথিবী' প্রথিতা ভূদেবতা 'উত' ইতি সমুচ্চয়ে 'দ্যৌঃ' প্রকাশমানা দ্যুলোকাত্ম দেবতা এত এব সর্ব্বা অস্মিনা প্রবর্দ্ধিত মায়ুর্মামহন্তা মিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ১। ৯। ৩২।

১৬। হে দেব সেই তুমি সৌভাগ্য জ্ঞাত হইয়া এই কার্য্যে আমাদিগের আয়ু পরিবর্দ্ধিত কর এবং মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও দ্যুলোক ইঁহারা আমাদিগের সেই আয়ু রক্ষা করুন। ১। ৯। ৩২।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

১ ভাদ্র রবিবার ১৭৯০ শক।

ওঁ অসতো মা সদ্গময়

এই প্রশান্ত পবিত্র সময়ে আত্মা ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া প্রশান্ত ও পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। সেই "মহতো মহীয়ানের" আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া আত্মা মহৎ ও উন্নত হইতেছে। দিন দিন ঈশ্বরের সহবাস-জনিত আরো উন্নততম ধর্ম্ম-ভাব—পুণ্য-ভাব উপার্জ্জনে দৃঢ়ব্রত হওয়াই আমারদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য। বিদ্যুতের ন্যায় ঈশ্বরের যে মঙ্গল-জ্যোতিঃ আমারদের বিজ্ঞান নয়নের সম্মুখে এক এক বার প্রকাশ পায়, অবাধে তাঁহার সেই মঙ্গল-কিরণ অধিকাধিক রূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করাই আমারদের গুরুতর তপস্যা। মৃত্যুর পরে কোন দিব্য ধামে উপনীত হইয়া মহত্তর ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগ করিব, উৎকৃষ্টতর বিষয় বিভব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, কিন্নরী ও অপ্সরোগণ দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পরিবেষ্টিত থাকিব, এই হীন লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমারদের ব্রহ্ম-সাধন নয়। আমারদের সকল ব্রত ধর্ম্ম, তপস্যা কর্ম্মের এক মাত্র তাৎপর্য্য এই যে আমরা ঈশ্বরকে দিন দিন উজ্জ্বল-রূপে সন্দর্শন করিব। রজনীর অন্ধকারের পর যেমন সূর্য্যালোকে এখন চারি দিক্ সমুজ্জ্বল দেখিতেছি, তেমনি ইহ-লোক হইতে লোকান্তরে উপনীত হইয়া আমরা সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় ঈশ্বরের উজ্জ্বল-প্রকাশ সন্দর্শন করিব, তাঁহার আরো গাঢ়তর সন্নিকর্ষ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব, এই আমারদের একান্ত আকিঞ্চন ও প্রয়োজন। এই মহত্তর লক্ষ্য সাধনের নিমিত্তই তন্মনা একাগ্রমনা হইবার জন্য দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের নিত্য আবশ্যক। তাঁহার সহিত আত্মার নিত্য যোগ রক্ষা করাই আমারদের প্রাত্যহিক কার্য্য।

ওষধিগণ যেমন এক বার মাত্র পুষ্প-ফল প্রসব করিয়া পরিশুষ্ক হয়, বনস্পতি সকল যেমন বর্ষান্তে এক এক বার ফল-ফুলে সুশোভিত হয়, অবশিষ্ট কাল নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থান করে, আত্মার উন্নতির পদ্ধতি সে রূপ নহে। সাপ্তাহিক বা মাসিক নিয়মে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা-জনিত ক্ষণিক উন্নতি, সাময়িক ধর্ম্ম-ভাব—পুণ্য-ভাব আত্মার ভূষণ নহে। পর্য্যায় ক্রমে উন্নতি দুর্গতি, উত্থান পতনের জন্যও আত্মার সৃষ্টি নয়। আত্মা ক্রমাগত প্রীতি পবিত্রতাতে, জ্ঞান ধর্ম্মে বর্দ্ধমান হইবে, ঈশ্বরের প্রসন্নতা রূপ চির-বসন্তে ক্রমশঃ উন্নত ভাব উৎকৃষ্ট ভূষণে অলঙ্কৃত হইতে থাকিবে এই জন্যই ঈশ্বর আত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মার শ্রদ্ধা প্রীতি দামোদর-নদের ন্যায় এক বার উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগ্দিগন্ত প্লাবিত করিবে, আ-

...র পরক্ষণেই মরুভূমির ন্যায় নীরস হইয়া পড়িবে এ জন্য আত্মার সৃষ্টি নহে। আত্মার শ্রদ্ধা প্রীতি গঙ্গা নদীর ন্যায় সমুদ্রসহ চির-সংযুক্ত থাকিয়া—চির দিন পূর্ণতা লাভের জন্য ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর-অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকিবে এই জন্যই তাহার সৃষ্টি। ব্রহ্মসাধনের ফল ক্ষণস্থায়ী নহে। ব্রহ্মোপাসনার পুরস্কার ঈশ্বরের সহিত আত্মার অনন্ত অনন্ত যোগ।

এই পবিত্র সময়ে পবিত্র স্বরূপের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সকলে পবিত্রতা লাভ করিতেছি, আবার এই ব্রহ্ম-মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া যদি সংসার-পাতালে অবতরণ করি, এখন এখানে সাধু-সঙ্গে চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতেছি, সদ্ভাবে সাধু ভাবে সমুন্নত হইতেছি, ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিয়া কৃত-পুণ্য হইতেছি, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সংসারের অনুরোধে এ সকলই জলাঞ্জলি দিয়া যদি ঘোর বিষয়ীর ন্যায় ভুজঙ্গ-... ...ই, শঠ প্রবঞ্চকের সঙ্গে একীভূত হইয়া যাই, তবে ধর্ম্মের বল—ঈশ্বর-প্রীতির বল—এই সমুন্নত অবস্থার বল আর কোথায় থাকে?

সংসারই ধর্ম্ম-... শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শনের এক মাত্র স্থল, সংসার-সমরই ধর্ম্ম-বল প্রদর্শনের একমাত্র প্রকৃত ভূমি। যোদ্ধা যদি রণ-বিদ্যা শিক্ষার সময় বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করে, এবং যুদ্ধ-কালেই পরাভূত হয়, ছাত্র যদি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়েই সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কিন্তু পরীক্ষা বা কার্য্য কালে উপার্জ্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অণুমাত্র পরিচয় প্রদানেও সমর্থ না হয়, তবে আর শিক্ষা-জনিত কষ্ট ক্লেশ সহ্যোগের কি প্রয়োজন? মনুষ্য যদি সেই রূপ ধর্ম্ম-মন্দিরে উপাসনা কালে ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াই ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, ঈষৎ সংসার আকর্ষণে—পাপ-প্রলোভনেই অবনত হইয়া পড়ে, তবে আর তাহার আন্তরিক ঈশ্বর-প্রীতি ও ধর্ম্মানুরাগ কোথায় থাকে?

উৎক্ষিপ্ত জড়-পিণ্ড যেমন পৃথিবীর আকর্ষণ ও বায়ুর অবরোধকতা দ্বারা ভূতলশায়ী হয়, উন্নত আত্মাও তেমনি বিষয়-আকর্ষণ পাপ প্রলোভন দ্বারা ধর্ম্ম-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, উন্নতি-পথ হইতে অধোগতি লাভ করে। প্রতিকূল স্রোতে যাইবার সময় নাবিক যদি এক বার ক্ষেপণী সঞ্চালন করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে নৌকা যেমন এক পদ অগ্রসর হইয়া প্রবাহ-বলে সহস্র পদ পশ্চাতে পতিত হয়, আত্মা তেমনি এই প্রলোভনপূর্ণ ভয়াবহ সংসারে কিয়ৎকাল ব্রহ্ম-সাধনে অনুরক্ত ও উন্নতি পথে শত হস্ত উত্থিত হইয়া যদি সাধু সঙ্গ, ব্রহ্ম-সাধন পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সংসার আকর্ষণ বিষয়-স্রোত তাহাকে সহস্র হস্ত নিম্নে নিক্ষেপ করে। আমরা এখানে নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্যে পতিত হইয়াছি, ইহার মধ্য হইতে আমারদিগকে ব্রহ্মধামে গমন করিতেই হইবে। সহস্র প্রকার প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া আমারদিগকে একাদিক্রমে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই হইবে। আমরা চারি দিকে অসৎ ও অন্ধকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, এ অসতের আবরণ ভেদ করিয়া সেই সৎকে—জ্যোতিকে লাভ করিতেই হইবে। আমরা সর্ব্বক্ষণ নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্তমনা হইতেছি, এ সমস্ত বিষয় হইতে বুদ্ধি বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি-সমুদায়কে নিবৃত্ত করিয়া পরব্রহ্মে চিত্তের অভিনিবেশ পূর্ব্বক যুক্তাত্মা না হইলে আমারদের আর প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই। দেখ বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভের

জন্য দিবারাত্র কত কষ্ট ক্লেশ সহ্য করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারে না, বিষয়ী সমস্ত জীবন প্রাণপণে অনন্য চিত্তে বিষয়ের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

সপ্তাহ বা মাসান্তে দুই এক ঘণ্টা কালের জন্য ধর্ম্ম-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই ভূমা মহানকে আর কত দূর লাভ করিব? অত্যল্প কালের তপস্যা-বলে সেই দেব-দুর্লভ পরম ধন, ও চরম গতিকে কেমন করিয়া সম্যক্ রূপে উপার্জ্জন করিব। যাহা আমারদিগের নিত্য কর্ম্ম, জীবনের সার কার্য্য, তাহার প্রতিই আমারদিগের এত উপেক্ষা ও অযত্ন। যিনি আমারদিগের চিরাশ্রয় ও চির সুহৃৎ, যাঁহার সঙ্গে আমারদিগের চির কালের সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত নিত্য যোগ নিবদ্ধ করিতে আমারদের যথোচিত চেষ্টা নাই। আমারদিগের দুর্ব্বল চিত্ত অসৎ বিষয়েই ধাবিত হয়, আপাতরম্য ব্যাপারেই আসক্ত হয়। সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপের পূর্ণ প্রভা সে সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না।

হে জ্যোতির্ম্ময়! তুমি আমারদিগের নিকট প্রকাশিত হও। তুমি তোমার মঙ্গল কিরণে আমাদিগের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ কর। তুমি পাপ-তাপ হইতে আমারদিগকে তোমার কল্যাণময় পথে লইয়া যাও। অসৎ হইতে আমারদিগকে সৎ ও মঙ্গলের আকর যে তুমি তোমার প্রতি আকর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভাগলপুরে ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা।

কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

প্রীতি জগৎসৃষ্টি করিয়াছে; প্রীতির দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে। ঈশ্বর আপনার আনন্দ অন্যকে বিতরণ করিবার জন্য জীবের সৃষ্টি করিলেন; তিনি এক্ষণে সকলকে আপনার স্নেহ গুণে বদ্ধ করিয়া জননীর ন্যায় সকলকে পালন করিতেছেন। প্রীতিতে আমরা জীবিত রহিয়াছি; প্রীতি আমাদিগের সকল উদ্বোধ, ভাব ও কার্য্যের মূল; প্রীতি দ্বারা আমাদিগের মন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। প্রীতি নিরাকার পদার্থ। গাঢ় হস্ত-স্পর্শ, প্রফুল্লকর ঈষৎ হাস্য, অমৃতময় মধুর শব্দ বন্ধুর প্রীতি প্রকাশ করে; কিন্তু সে সকল প্রীতি নহে, সে সকল অন্তরস্থ প্রীতির বাহ্য চিহ্ন-স্বরূপ; প্রীতি স্বয়ং নিরাকার পদার্থ। প্রীতি নিরাকার পদার্থ, কিন্তু জীবন, যৌবন, ধন, মন, প্রাণ সকলই উহার বশীভূত। প্রীতি সুখের সার; তাহা আমাদিগের চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে সকলি নীরস বোধ হয়, আমরা জীবনে যেন মৃত-প্রায় হইয়া থাকি। যেমন রসনা পরিতৃপ্তি জন্য বিবিধ প্রকার অন্ন আছে এবং জ্ঞানের পরিতৃপ্তি জন্য জ্ঞানের বিবিধ বিষয়ীভূত পদার্থ আছে, তেমনি প্রীতি বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য নানাবিধ পদার্থ আছে। যেমন অন্ন বিবিধ, জ্ঞান বিবিধ তেমনি প্রীতিও বিবিধ। পিতার প্রতি প্রীতি এক রূপ, সন্তানের প্রতি প্রতি অন্য রূপ; স্ত্রীর প্রতি প্রীতি এক রূপ, বন্ধুর প্রতি প্রীতি অন্য রূপ; গুরুর প্রতি প্রীতি এক রূপ, শিষ্যের প্রতি প্রীতি অন্য রূপ; প্রভুর প্রতি প্রীতি এক রূপ, ভৃত্যের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; বন্ধুর প্রতি প্রীতি একরূপ, শত্রুর প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; স্বদেশের প্রতি প্রীতি একরূপ, সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; অচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি একরূপ, সচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি অন্যরূপ; বিশুদ্ধ প্রীতি এক রূপ অবিশুদ্ধ প্রীতি অন্যরূপ। যেমন জল একই পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে পতিত হইয়া বিশুদ্ধ কিম্বা অবিশুদ্ধ আকার

ধারণ করে, প্রীতি যেরূপ, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। প্রীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের এই কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যাহাকে আমি ভাল বাসি সে অন্যকে ভাল-বাসিবে না, কেবল আমাকেই ভাল বাসিবে, এমন ইচ্ছা করা অন্যায়। অবিহিত ও অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার জন্য প্রীতি করা কর্ত্তব্য নহে। প্রিয় ব্যক্তির অনুরোধে আমাদিগের ধর্ম্ম ভাবকে সঙ্কুচিত করা উচিত হয় না। প্রিয় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে দোষ-শূন্য মনে করিয়া তাহাকে আমাদিগের উপাস্য পুত্তলিকা করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের চিত্তকে কোন মর্ত্ত্য প্রীতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে দেওয়া উচিত হয় না। প্রীতির এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে সক্ষম হই। যদি প্রীতি কি পদার্থ জানিতে ইচ্ছা কর তবে জীবিতকে জিজ্ঞাসা কর জীবন কি পদার্থ, ঈশ্বরভক্তকে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর কি পদার্থ। প্রীতি দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করি। ঈশ্বর যেমন ভক্তগণের হৃদয়-কুটীরে দর্শন দেন, তেমনি জ্ঞানির আত্মারূপ শোভনতম প্রাসাদে সে-রূপ দর্শন দেন না। যখন সামান্য প্রীতিও অতি সুখের বিষয়, যখন স্নেহের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার বিশুদ্ধ সুখের কারণ হয়, তখন যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ভাব তাঁহাতে অর্পণ করা কত সুখের বিষয় না হয়! প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম-প্রচারের একমাত্র উপায়। যদি প্রচার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য শত সহস্র শত্রু খড়্গ-হস্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি ধাবিত হয় তথাপি তাহা-দিগের প্রতি প্রীতি ভাব যেন আমাদিগের হৃদয়কে পরিত্যাগ না করে। বিদ্বেষ এবং কটু কাটব্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা একটী ব্যক্তিকেও ধর্ম্মে আনয়ন করা যায় না, প্রীতি দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ধর্ম্মে আ-নয়ন করা যায়। হে পরমাত্মন্! প্রীতি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছ, সে ভার সম্যক রূপে পালন করিবার ক্ষমতা এ অকিঞ্চনকে প্রদান কর। অন্যান্য বাগ্মী মহাত্মারা অধ্যাত্ম-যোগে মহোচ্চ সত্য সকল ঘোষণা করুন, অ-থবা কর্ত্তব্য জ্ঞানে বিরাজিত ঈশ্বরের প্রভাব কীর্ত্তন করুন, এ অকিঞ্চনের এই কার্য্য হউক যেন কেবল প্রীতিরূপ সুকোমল উপায় দ্বারা তোমার ধর্ম্ম প্রচার করে। এই অকিঞ্চনের দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রীতি ভাবের বিশিষ্ট রূপ সঞ্চার কিয়ৎ পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, এই অকিঞ্চন যেন চির কাল সেই মধুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যৌবনে তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি, প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার প্রীতি কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে বয়স ক্রমে অধিক হইতে চলিল, সংসারের শীতল ভাব যেন আমার আত্মাতে প্রবেশ না করে। আমি যেন তোমার প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিস্তার কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকি। যেখানে বিবাদের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতে দেখি, সেখানে "বিগত বিবাদং" যে তুমি তোমাকে স্মরণ করিয়া সেই বিবাদ প্রশমনে যেন আমি যত্নবান হই। যদ্যপি আমি সে পবিত্র কার্য্যে সুসিদ্ধি লাভ নাও করিতে পারি তথাপি তাহাতে যেন ক্ষান্ত না হই। সতত তোমার প্রীতি যেন আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকে। প্রীতি আমার বাক্যকে মধুময় করুক; প্রীতি আমার কা-র্য্যকে মধুময় করুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত ব্রহ্মস্তোত্র।

পৌষ ১৭৮৯ শক।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণার চিহ্ন অহরহ বর্ষণ করিতেছ তাহার জন্য আমরা একান্ত মনে তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। সকল প্রকার নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। দর্শন-জনিত সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুন্দর দিবালোক যাহা স্বীয় মনোহর আলিঙ্গন দ্বারা সমস্ত জগতকে কৃতার্থ করে, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। সুরম্য চন্দ্রালোক যাহা সজন নগর ও বিজন গহনকে কবিত্ব ভাবে ভূষিত করিয়া রমণীয় করে, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রত্ন-মণি-খচিত অম্বর দর্শন জনিত সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। প্রাতঃকালে শিশির বিন্দু রূপ মুক্তামালা-ধারিণী কুসুম-কুন্তলা ধরণীকে দর্শন করিয়া আমরা যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি তজ্জন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা পুষ্প প্রদান করিতেছি। নয়ন-রঞ্জন আরক্ত উষা জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ললাটে একটী মাত্র তারা-রত্ন-ধারিণী গোধূলীর মধুর ম্লান সৌন্দর্য্য জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। বসন্ত কালের নব পত্র নব দ্রুম ও নব নব কলিকা জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শরত কালের হরিত বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের মনোহর লহরী-লীলা দর্শন জনিত সুখ জন্য কৃতজ্ঞ হইতেছি। মনুষ্য-রচিত শিল্প সৌন্দর্য্য জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দর্শন জনিত সুখ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সুখ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। অমৃত ফলের আস্বাদ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উদ্যান ও উপবনের প্রাণ-আহ্লাদকর সৌরভ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি ও হৃদয়-দ্রবকারি সংগীত স্বর জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিদাঘ কালের মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। সকল প্রকার নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় সুখ জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা পুষ্প প্রদান করিতেছি। ইন্দ্রিয় সুখ অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নভোমণ্ডলে উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নিয়োগ করত তোমার উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া যে মহদানন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তরু গুল্ম লতায় প্রদর্শিত তোমার শিল্প নৈপুণ্য আলোচনা করিয়া যে পবিত্র আনন্দ আমরা উপভোগ করি তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তর সকলেতে তোমার হস্ত-লিখিত মহাকাব্য পাঠ করিয়া যে অদ্ভুত আনন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মনোরাজ্যে পরিব্যক্ত তোমার আশ্চর্য্য সু-সূক্ষ্ম-কৌশল-বর্ণনা-কারী মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়া যে বিস্ময়-রস উপভোগ করি তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। পুরাবৃত্তে মহত্ত্বের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শক মহাত্মাদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া যে অদ্ভুত আনন্দ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার মহিমা গান করিতেছি। সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে যে আনন্দ আমরা প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর পর্মামৃত

পান দ্বারা আমরা কি প্রগাঢ় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করি! পরোপকার জনিত সুখ কি মধুর! নিরন্নকে অন্ন দান দ্বারা আমাদিগের ভোজন-সুখ কতই না বর্দ্ধিত করি! নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিয়া তুমি যে সকলের আশ্রয় তোমার মঙ্গল স্বরূপ কতই না স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই! অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া আনন্দ-সাগরে আমরা কতই না ভাসমান হই! এ সকল পরম পবিত্র সুখ জন্য তোমাকে প্রণত ভাবে কৃতজ্ঞতা পুষ্প উপহার প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। এ সকল সুখের জন্যও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তোমাতে নির্ভর করিয়া তোমাতে আত্ম অর্পণ করিয়া যে বাক্যের অতীত সুখ প্রাপ্ত হই তজ্জন্য আমরা কি প্রকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব! আমাদিগের কি ক্ষমতা যে সেই স্বর্গীয় অলৌকিক সুখের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের মনে প্রতিভাত হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহাকে প্লাবিত কর, ইচ্ছা হয় সেই আনন্দ আমরা দিবা নিশি আস্বাদন করি; কিন্তু আমাদিগের অপবিত্রতা সেই আনন্দকে উপভোগ করিতে দেয় না। কত বার এই রূপ ইচ্ছা হয় তোমার পথের একান্ত পথিক হই কিন্তু পাপ মতির বশতাপন্ন হইয়া আমরা তোমা হইতে দূরে পতিত হই। নাথ! আমাদিগের এ প্রকার দুর্গতি কত দিবস থাকিবে। কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। পরমেশ! পাপ তাপে জর্জ্জরীভূত হইয়া পতিত পাবন যে তুমি তোমার নিকট পলায়ন করিতেছি। পক্ষি-শাবক যেমন বিপদে পতিত হইলে মাতার নিকট আশ্রয় লইবার জন্য পলায়ন করে, আর সেই মাতা যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা সেই শাবকগণকে আশ্রয় প্রদান করে সেই রূপ তুমি আমাদিগকে স্বীয় মঙ্গলময় পক্ষের আশ্রয় প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববিদ্যা।

চতুর্থ খণ্ড—সাধন-প্রকরণ।

প্রথম প্রকরণ।

কোন লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে তজ্জন্য সাধকের চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন তিনের সামঞ্জস্য আবশ্যক হয়। ১।

লক্ষ্যসাধন-বিশেষের অর্থানর্থ দোষ-গুণ ফলাফল প্রভৃতি অগ্রে চিন্তা দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক; চিন্তা দ্বারা যখন স্থির হয় যে, অমুক লক্ষ্য-সাধন অর্থশালী গুণশালী এবং শুভফলদর্শী, তখন তাহার প্রতি কাযে কাযেই স্পৃহার উদ্রেক হয়, এবং স্পৃহার উদ্রেক হইলে তাহার প্রতি কাযে কাযেই যত্নের সমাধান হয়।

লক্ষ্য-সাধনোদ্দেশে উপায় অবলম্বন করিবার নামই যত্ন। যে সে উপায় অবলম্বন করিলেই যে আমরা লক্ষ্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা নহে; লক্ষ্য-সাধন করা যদি আমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা চিন্তার পরামর্শ অনুসারে বিহিত উপায় অবলম্বন করি, এবং স্পৃহার ইঙ্গিত অনুসারে সুন্দর উপায় অবলম্বন করি, এই রূপে চিন্তা এবং স্পৃহা উভয়ের সহিত সামঞ্জস্য মতে যত্নকে নিয়োগ করি; নচেৎ যত্ন যদি চিন্তার পরামর্শ অবহেলা করত অবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যথা-সময়ে বাধা বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়া

অবশ্যই তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে; কিম্বা যদি স্পৃহার ইঙ্গিত অমান্য করত নীরস উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে প্রতিপদে কঠোরতায় আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই তাহাকে লক্ষ্য-সিদ্ধির আশা পরিত্যাগে বাধ্য হইতে হইবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, চিন্তার মন্ত্রণা এবং স্পৃহার উত্তেজনা, এ দুয়ের সহিত সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে যত্নের উদ্যম কদাপি সমুচিত রূপে সফল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

পরমাত্মা লক্ষ্য, জীবাত্মা সাধক, জড়-প্রকৃতি বাধক; জড়-প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করিয়া উত্তরোত্তর পরমাত্মার সহবাস লাভ করাই সিদ্ধি। ২।

বিষয়-চিন্তা-রূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-চিন্তাকে, বিষয়-স্পৃহা-রূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-স্পৃহাকে, বিষয়-লাভার্থ যত্নরূপ বাধা অতিক্রম করত তাহার স্থানে ঈশ্বর-লাভার্থ যত্নকে, যত আমরা অভ্যর্থনা পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, ততই আমরা পারমার্থিক সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইব।

আমাদের লক্ষ্য যে রূপ, তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ সেই রূপ হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি নীচ হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ নীচ হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি মহান্ হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ মহান্ হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল রূপে পরিণত হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি অসত্য কদর্য্য এবং অমঙ্গল হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ অসত্য কদর্য্য এবং অমঙ্গল রূপে পরিগঠিত হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি জড় হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরা ও ক্রমশঃ জড় হইতে থাকি; আমাদের লক্ষ্য যদি চেতন হয়, তবে তাহার সাধন দ্বারা আমরাও ক্রমশঃ চেতন হইতে থাকি; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্যের প্রসাদে এবং সাধনের প্রভাবে, উভয় কারণে, আমরা সিদ্ধি লাভে সমর্থ হই। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হই, তবে তাহাতে আমরা যে রূপ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি সে রূপ আর কিছুতেই নহে। কেন না সত্যত্ব নিত্যত্ব ধ্রুবত্ব সৌন্দর্য্য মঙ্গল-ভাব জ্ঞান প্রেম মহত্ত্ব পবিত্রতা প্রভৃতি যত প্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ আছে পরমাত্মা সমুদায়েরই পরম আস্পদ।

তৃতীয় প্রকরণ।

প্রথমতঃ চিন্তা কর্ত্তব্য। ৩।

চিন্তা দ্বারা যে পর্য্যন্ত না আমরা আবির্ভাব-রাজ্য হইতে ভাব-রাজ্যে উপনীত হইতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞান-পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। আবির্ভাব হইতে ভাবে আরোহণ করিবার যে প্রণালী, তাহা এক জন অজ্ঞান শিশুকেও শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয় না; কেন না প্রত্যেক শিশুই মাতা পিতা প্রভৃতির কার্য্যাদি দর্শন এবং বাক্যাদি শ্রবণ রূপ দ্বার দিয়া তাঁহারদের মনোনিহিত অদৃষ্ট এবং অ[illegible] অভিপ্রায় সকল ক্রমশঃ অবগত হইতে থাকে। আবির্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ভাবোপার্জ্জনের প্রণালী-বিষয়ে শৈশব কালা[illegible] মনুষ্যের এই যে অশিক্ষিত পটুতা, [illegible] মূল কি এক বার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। কোন আবির্ভাব দেখিলে তা-

হাতেই কেন না আমরা নিরস্ত থাকি, ভাবের জন্য ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন কি? ইহার কেবল এই মাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, ভাব এবং আবির্ভাব উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-ঘটিত একটি মূল আদর্শ প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মাতেই বীজ-রূপে নিহিত আছে; সেই আদর্শের প্রস্ফুটন এবং পরিচালন সহকারেই আমরা যাবতীয় আবির্ভাব সকলের মধ্যে ভাবের নিদর্শন উপলব্ধি করিয়া থাকি; নতুবা আমাদের আপনারদের কার্য্যাদি আবির্ভাব-সকলের সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রবর্ত্তক ভাব-সকল যে রূপ, অন্যের কার্য্যাদি আবির্ভাব সকলের সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রবর্ত্তক ভাব সকলও সেই রূপ হইবে, এ সংবাদটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? ভাব এবং আবির্ভাব উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিত মূল আদর্শ যদি আমাদের অন্তরে সুগভীর রূপে মুদ্রিত না থাকিত, তাহা হইলে সমুদায় জগৎ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইলেও আমরা সে সন্ধানের কণামাত্র আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না। গণিত বিদ্যার একটি সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যেমন এক জন অজ্ঞ কৃষকও বুঝিতে পারে যে, একটি দ্রব্যের মূল্য যদি এক টাকা হয় তবে দুইটি দ্রব্যের মূল্য অবশ্য দুই টাকা হইবে, সেই রূপ তত্ত্ব-বিদ্যার একটি সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক জন শিশুও বুঝিতে পারে যে, আমার অন্তঃকরণের সন্তোষ অসন্তোষ প্রভৃতি ভাব-সকল দ্বারা যেমন আমার হাস্য ক্রন্দনাদি আবির্ভাব সকল প্রবর্ত্তিত হয়, সেই রূপ অন্য ব্যক্তিদিগের কথা বার্ত্তা আকার ইঙ্গিত প্রভৃতিও তত্তদুপযোগী আন্তরিক ভাব-সকল দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে শিশুর ন্যায় ঐ রূপ অশিক্ষিত সহজ প্রণালী অনুসারেই মনুষ্য-জাতি ঈশ্বরের সত্তা এবং অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে। শিশু যেমন মাতা পিতার আকার ইঙ্গিত এবং কার্য্যাদির অভ্যন্তরে ক্রমশঃ তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় সকলকে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পায়, সেই রূপ মনুষ্য-জাতি জগতের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে ক্রমশই মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পায়। অপিচ শিশু যেমন আবশ্যক মতে সম্মুখবর্ত্তী সামগ্রী-বিশেষের প্রতি অনায়াসে হস্ত প্রসারণ করে, অথচ কি প্রণালী অনুসারে সে ও রূপ করিতে সমর্থ হইতেছে, সে বিষয়ের সে কিছুই জানে না; কেবল দেহতত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই ব্যক্তি-বিশেষ তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন; সেই রূপ মনুষ্য-জাতি আবশ্যক মতে অনায়াসে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকে, অথচ কি প্রণালী অনুসারে মনুষ্য-জাতি ওরূপ করিতে সমর্থ হয় অনেকে তাহা জানেন না; কেবল তত্ত্ব-বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই ব্যক্তি-বিশেষ তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা দ্বারা এই রূপ জানা যাইতে পারে যে, ভাব আবির্ভাব, কার্য্য কারণ, ঐক্য বাহুল্য, ইত্যাদি যুগলাত্মক সম্বন্ধ-কতিপয়ের মূল আদর্শ প্রতি-জনের আত্মাতেই বীজরূপে নিহিত আছে; সেই আদর্শ অনুসারে মনুষ্য আবশ্যক মতে আবির্ভাব হইতে ভাবে, বাহুল্য হইতে ঐক্যে, কার্য্য হইতে কারণে ক্রমে ক্রমে পদ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, সাধকের ইহা অতীব কর্ত্তব্য যে, বহির্জ্জগতের অভ্যন্তর হইতে ঈশ্বরের ভাব কি রূপ ব্যক্ত হইতেছে এবং আত্মার অভ্যন্তর হইতেই বা তাঁহার অভিপ্রায় কি রূপ ব্যক্ত হইতেছে, এই সকল বিষয়ে স্বাভাবিক প্রণালী অনুসারে বিধিপূর্ব্বক চিন্তাকে নিয়োগ করেন।

চতুর্থ প্রকরণ।

চিন্তা নিয়োগ করিবার তিনটি পদ্ধতি—ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি। ৪।

পাতঞ্জলের যোগ-শাস্ত্রে আটটি যোগাঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, ইহার মধ্যে যম হইতে প্রত্যাহার পর্য্যন্ত পাঁচটিকে বহিরঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তদবশিষ্ট ধারণা ধ্যান সমাধি এই তিনটিকে অন্তরঙ্গ বলিয়া পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ধারণা শব্দের অর্থ এই যে, লক্ষ্য বিশেষে চিত্তকে বদ্ধ করা; ধ্যান শব্দের অর্থ এই যে সেই লক্ষ্যের প্রতি চিত্তকে অনর্গল প্রবাহিত করা; সমাধি শব্দের অর্থ এই যে, সেই লক্ষ্যেতে চিত্তের সমাধান করা, অর্থাৎ ধ্যান প্রবাহকে লক্ষ্যের সহিত তন্ময়ীভাবে পরিণত করা। এই তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের চিন্তা যে কেমন সুচারু রূপে চরিতার্থ হয়, তাহা পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারিবে। ঈশ্বরের প্রতি চিত্তকে স্থির করা, তাঁহার প্রতি ধ্যানকে নিয়োগ করা, এবং তাঁহাতে চিত্তকে তদ্গত ভাবে নিবেশিত করা, এই তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তাকে সমগ্র রূপে চরিতার্থ করা সাধনের পক্ষে সবিশেষ ফলদায়ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্পৃহা কর্ত্তব্য। ৫।

জ্ঞান স্বভাবতঃ উদাসীন; স্পৃহা স্বভাবতঃ আসক্তি-সমন্বিত। এই জন্য জ্ঞানকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, স্পৃহাকে সে রূপ করা নিতান্ত সহজ নহে। জ্ঞান পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, উহাকে এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখা দুঃসাধ্য কিন্তু এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া সহজ; স্পৃহা অন্তঃপুর-বাসিনী বনিতা, ইহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু যেখানে আছে সেখানে বদ্ধ করিয়া রাখা সহজ।

চিন্তা দ্বারা আমরা সংশয় হইতে প্রত্যয়ে উপনীত হই, স্পৃহা দ্বারা আমরা অভাব হইতে ভাবে উপনীত হই। মাতার জন্য অভাব বোধ হইলে শিশু যেমন ক্রন্দন করিয়া উঠে, সেই রূপ ঈশ্বরের জন্য অভাব বোধ হইলে আমাদের হৃদয় ক্রন্দন করিয়া উঠে; পশ্চাৎ তাঁহার প্রদত্ত শান্তি-পীযূষ পান করিয়া প্রশান্ত হয়। আমাদের অন্তঃকরণ মধ্যে এ রূপ অনেক কিম্ভূত অভাব সকলের বসতি আছে, যাহাদিগকে জ্ঞানে আয়ত্ত করা অসাধ্য; আমারদের কর্ত্তব্য যে, সেই সকল নিগূঢ় অভাব-দিগকে আমরা ভাবেতে করিয়া ভোগ করি; কেন না অভাব-বিশেষকে অগ্রে ভোগ না করিলে সে অভাব অতিক্রমণার্থে কদাপি স্পৃহার উদ্রেক হইতে পারে না। যেমন ক্ষুধারূপ অভাব ভোগ না করিলে অন্ন ভোজনার্থে স্পৃহার উদ্রেক হইতে পারে না, সেই রূপ। ইহার বিপরীতে,—ভোগ না করিতে হয়, এই উদ্দেশে অভাব বিশেষকে আবরণ করিয়া রাখা কোন মতেই বৈধ নহে; যেমন অহিফেনাদি সেবন দ্বারা ক্ষুধারূপ অভাব আবরণ করিয়া রাখা বৈধ নহে, সেই রূপ। করুণ রসাশ্রিত কাব্যের অন্তর্গত শোচনীয় ব্যাপার সকল পাঠ করিতে কিছুমাত্র বিস্বাদু লাগে না বরং সমধিক মিষ্ট লাগে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এ ভিন্ন আর কিছুই নহে যে, যখন দুঃখ শোকের ব্যাপার সকল আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে গভীর রূপে অনুভূত হইতে থাকে তখন আমাদের স্পৃহা আপনা হইতেই সে সকলের অতীত প্রদেশে উত্থান করিয়া আনন্দামৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে থাকে। অতএব আমাদের হৃন্নিহিত

অভাব-সকলকে নিবারণ করিতে হইলে তাহার উপায় ইহা নহে যে, তাহাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি; প্রত্যুত ইহাই তাহার উপায় যে, ভাবেতে তাহাদিগকে তাবৎপর্য্যন্ত ভোগ করি, যাবৎ পর্য্যন্ত না আমাদের স্পৃহা তাহাদিগের প্রতিকূলে সমুচিত তেজ করিয়া উঠে;—আপনার দুঃখে পরিবারের দুঃখে দেশের দুঃখে পৃথিবীর দুঃখে তাবৎ পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করি, যাবৎপর্য্যন্ত না আমাদের স্পৃহা সে-সমুদায়েরই প্রতিকূলে ব্যগ্রভাবে উত্থান করত ঈশ্বরের পদতলে গিয়া উপনীত হয়। সাধকের যেমন কর্ত্তব্য যে, তিনি ঈশ্বর-চিন্তা দ্বারা মনের সংশয়ান্ধকার অপসারিত করেন, সেই রূপই তাঁহার কর্ত্তব্য যে, তিনি ঈশ্বর-স্পৃহা দ্বারা হৃদয়ের অভাবান্ধকার বিনষ্ট করেন, "খুলে দেও হৃদয়-দ্বার তাঁর মুখ-আলো দেখি নাশো মনের আঁধার।"

স্পৃহা চরিতার্থ করিবার তিনটি পদ্ধতি,—আসক্তি, ব্যাকুলতা এবং আনন্দ-ভোগ। ৬।

কোন সৌন্দর্য্যশালী আদর্শ-বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র আমরা যে তাহাকে প্রিয় রূপে বরণ করি, তাহারই নাম আসক্তি; উক্ত আদর্শের সহিত আপনার বিচ্ছেদ হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র অন্তঃকরণে যে এক অধীরতা-সংক্রান্ত খেদ অনুভব করি, তাহারই নাম ব্যাকুলতা; এবং উক্ত আদর্শের সহিত সম্মিলন-বশতঃ হৃদয়ে যে এক অপর্য্যাপ্ত শান্তি এবং তৃপ্তি অনুভব করি, তাহারই নাম আনন্দ-ভোগ। পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করাতে তাঁহার প্রতি যাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছে,—পরমাত্মার অসীম শ্রেষ্ঠতা, এবং আপনার হীনতা, উভয়ের মধ্যে এই রূপ বিচ্ছেদ উপলব্ধি করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অবশ্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, এবং আপনার ক্ষুদ্রতা জন্য আপনার প্রতি যখন তাঁহার অনাস্থা জন্মে ও পরমাত্মার শ্রেষ্ঠতা জন্য তাঁহাতে যখন তাঁহার সমুদায় আশা ভরসা স্থাপিত হয়, তখন তাঁহার সেই ব্যাকুলতা পরমাত্মার আনন্দময় সহবাসে বিলীন হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। এই রূপ, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার জন্য তাঁহার প্রতি আসক্তি, তাঁহার সহিত আপনার বিচ্ছেদ জন্য ব্যাকুলতা, এবং তাঁহার সহিত আপনার যোগ জন্য আনন্দ-ভোগ, (দর্শনাসক্তি বিরহ-ব্যাকুলতা, এবং যোগানন্দ) এই তিনটি অঙ্গ যথাবিধি পরিচালিত হইলেই ঈশ্বর-স্পৃহা সুন্দর রূপে চরিতার্থ হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ যত্ন কর্ত্তব্য। ৭।

ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে তজ্জন্য উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। চিন্তাতে করিয়া আমরা ঈশ্বরকে সত্য-রূপে উপলব্ধি করিতেছি; স্পৃহাতে করিয়া আমরা তাঁহাকে প্রিয়-রূপে অনুভব করিতেছি; কিন্তু কি যে উপায়ে আমরা ও-রূপ করিতে সমর্থ হইতেছি, সেই উপায়টি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সাহস করিয়া এ রূপ বলিতে পারিতেছি না যে, ঈশ্বরের পথে আমরা নিয়তই অগ্রসর হইব, তথা হইতে কোন কালেই বিচ্যুত হইব না। আধুনিক সুসভ্য জনসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই এই রূপ প্রতীতি হয় যে, উহা উন্নতির দিকেই ক্রমশঃ পদ নিক্ষেপ করিবে; কেন? না জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য যে সমস্ত উপায় আবশ্যক, তাহা তৎকর্ত্তৃক বিলক্ষণ রূপে আয়ত্তীকৃত হইয়াছে; নতুবা যদিও যৎপরোনাস্তি শ্রী সমৃদ্ধি উক্ত জনসমাজের হস্তগত হইত, তথাপি. শ্রীবৃদ্ধি

সাধনের উপায়-সমূহ যদি সে রূপ তাহার হস্তায়ত্ত না হইত, তবে সে জনসমাজের ভাবি উন্নতি-বিষয়ে আমাদের মনে নিতান্তই সন্দেহ বর্ত্তিত।

পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার পথের সহায়ই বা কি এবং বাধাইবা কি ইহা প্রথমে স্থির করা আবশ্যক; পশ্চাতে সেই বাধাকে অতিক্রম করিয়া সেই সহায়কে আশ্রয় করা আবশ্যক। সে পথের সহায় কি? না—বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ প্রেম এবং বিশুদ্ধ ইচ্ছা; সে পথের বাধা কি? না—ভ্রম প্রমাদ মোহ। এই যে সহায় ইহাকে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ সত্ত্ব-গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এই যে বাধা ইহাকে তমোগুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী আত্মার যে একটি বিমিশ্র ভাব তাহাকে রজোগুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি যখন কামক্রোধে অন্ধ হইয়া কোন অসৎ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়, তখন জ্ঞান—যাহা জগতের বন্ধু—তাহাও তাহার চক্ষে শত্রুবৎ প্রতীয়মান হয়। ক্ষিপ্ত অশ্ব যেমন সারথীর অভিপ্রায়ের বিপরীত পথে তীব্র বেগে ধাবমান হয়, সেই রূপ মনুষ্য যখন রিপুর বশবর্ত্তী হয়, তখন সে অন্ধকারময় জ্ঞানের-বিপরীত পথেই প্রমত্ত বেগে পদ নিক্ষেপ করিতে থাকে; তখন সে ব্যক্তি কহে, "জ্ঞান তুমি আমার শত্রু, মোহ তুমি আমার বন্ধু"। যে জ্ঞান তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত, সেই তাহার শত্রু! এবং যে মোহ তাহাকে বিনাশের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত, সেই তাহার বন্ধু! জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানান্ধকারের দিকে, আত্মার বিপরীতে বিষয়ের দিকে, মনুষ্যের মনের এই যে এক বেগ, ইহারই নাম তমোগুণ।

যে ব্যক্তি যখন রিপুদলের অধীনতা অলাভ-জনক বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তিনি জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া চলিতে কাযে কাযেই বাধ্য হন। কিন্তু ইনি কেবল লাভের উদ্দেশেই জ্ঞানের উপদেশানুসারে চলেন, এতদ্ব্যতীত ইনি এখনো জ্ঞানের এত দুর ভক্ত হন নাই যে, লাভালাভ বিবেচনা না করিয়া জ্ঞান যাহা বলিবে তিনি তাহাই করিতে প্রস্তুত; ইহাঁর অন্তঃকরণে এখনো এ বিশ্বাসটি দৃঢ়-রূপে বদ্ধমূল হয় নাই যে, জ্ঞান যাহা আদেশ করিবে তাহাতে পরম লাভ ব্যতিরেকে অলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই রূপ যাঁহারা কেবল লাভালাভ বিবেচনা করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা রজোগুণের শ্রেণীভুক্ত। বর্ত্তমান্ শ্রেণীর ব্যক্তিরা ভদ্রতা বিনয় প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক সদ্গুণে আপনারদিগকে অলঙ্কৃত করেন, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম-সাধন করিতে সঙ্কুচিত হন। আর এক দল এ রূপ আছেন যাঁহারা একেবারেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-রাজ্যে উত্থান করিবার মানসে সামাজিক আচার ব্যবহারাদি অমান্য করেন, অথচ তাঁহাদের অন্তঃকরণে এখনো এপ্রকার সামর্থ্য জন্মে নাই যে, তাঁহারা শুদ্ধ কেবল ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন; এই হেতু যদিও তাঁহারা সত্ত্বগুণে উত্থান করিবার মানসে রজোগুণের সাহায্য অগ্রাহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণের আবাসোপযোগী না হওয়াতে, সেই সুযোগে তমোগুণ আসিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিবাদে আক্রমণ করে। সুতরাং তাঁহারা কোথায় উন্নতির সোপানে পদনিক্ষেপ করিবেন, না তাঁহাদের পদস্খলন হইয়া অধোগতিই তাঁহাদের হস্তগত হয়। অতএব রজোগুণের মধ্য দিয়া

সত্ত্বগুণে উত্থান করাই বিধি-সঙ্গত, তদ্ব্যতীত, রজোগুণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সত্ত্বগুণে পদ প্রসারণ করা অতীব ভয়াবহ।

যে ব্যক্তি যখন জ্ঞান-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিন্তা স্পৃহা এবং যত্নের সহিত তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহাতে সত্ত্বগুণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্ম, রাজসিক ব্যক্তিদিগের দেখিতে ভাল, দেখাইতে ভাল, এই রূপ একটি আদর্শ মাত্র হইয়া স্থগিত থাকে, কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রাণ রূপে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরাই ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম সাধন করিতে যত্নবান্ হন।

যদিও ব্যক্তি-বিশেষে গুণ-বিশেষের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রতি ব্যক্তিতেই সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণই একত্রে অবস্থিতি করে। যেমন আয়তন-বিশেষে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ এই তিনের কোনটির বা আধিক্য কোনটির বা ন্যূনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত তিনের কোন একটিরও একান্ত অসদ্ভাব থাকিতে পারে না, সেই রূপ মনুষ্য-বিশেষে, সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ, ইহারদের কোনটির বা প্রাধান্য কোনটির বা ন্যূনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহারদের কোন একটিরও একান্ত অসদ্ভাব থাকিতে পারে না। পুনশ্চ মৃৎপিণ্ড-বিশেষকে দৈর্ঘ্যে প্রবর্দ্ধিত করিলে যেমন তাহা প্রস্থে এবং বেধে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অথবা প্রস্থে প্রবর্দ্ধিত করিলে যেমন তাহা দৈর্ঘ্যে ও বেধে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ব্যক্তি-বিশেষে সত্ত্ব-গুণ প্রবর্দ্ধিত হইলে তাঁহাতে রজস্তমের খর্ব্বতা হয়, তমোগুণ প্রবর্দ্ধিত হইলে সত্ত্ব-রজের খর্ব্বতা হয়, ইত্যাদি। উদাহরণ;—ব্যক্তিবিশেষে যখন ক্রোধাদি রিপুর প্রাবল্য হয়, তখন তাঁহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং লাভালাভ বোধের খর্ব্বতা হয়; এবং যখন জ্ঞানধর্ম্মাদির প্রাবল্য হয়, তখন স্বার্থপরতা এবং মোহাদির খর্ব্বতা হয়।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে তাহার উপায় এই যথা;—ভ্রম প্রমাদ মোহ প্রভৃতি তমোগুণকে প্রতিরোধ করত বুদ্ধি-বৃত্তি রূপ রজোগুণ পরিচালনা করা. এবং বুদ্ধি কৌশলাদি রজোগুণকে প্রতিরোধ করত জ্ঞান-ধর্ম্ম রূপ সত্ত্ব গুণ উদ্দীপিত করা। ভ্রম প্রমাদ মোহাদি তমোগুণের বিরুদ্ধে, এবং লাভালাভ সংক্রান্ত বুদ্ধি কৌশলের বিরুদ্ধে, বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রেমাদি সত্ত্বগুণ রূপ পরিষ্কৃত দর্পণকে যখন আমরা ঈশ্বর-সমক্ষে ধারণ করিতে পারিব, তখনই তাঁহার আবির্ভাব আমাদের আত্মাতে উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশমান হইবে। এই রূপে সত্ত্বগুণের উদ্দীপন দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য যত্ন করিলে, আমাদের সে যত্ন কখনই বিফল হইবে না।

যত্ন নিয়োগ করিবার তিনটি পদ্ধতি—প্রতিজ্ঞা, উদ্যম এবং অধ্যবসায়। ৮।

কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়-রূপে স্থির করা আবশ্যক; কার্য্যের সময় উপস্থিত হইলে উদ্যমের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক; এবং যে পর্য্যন্ত না ফলোদয় হয় সে পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে নিয়ত নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। প্রতিজ্ঞা স্থিরীভূত হইলে পশ্চাতে যেন উদ্যমের হানি না হয়, এবং উদ্যম প্রকটিত হইলে পশ্চাতে যেন অধ্যবসায়ের ত্রুটি না হয়, এই বিষয়ে অনুষ্ঠাতাদিগের বিশেষ-রূপে সতর্ক হওয়া আবশ্যক; তাহা হইলেই যত্ন সুচারু-রূপে নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

জৈনমত।

জৈনেরা ধর্ম্ম বিষয়ে যুক্তিরই বিশেষ আদর করিয়া থাকে। বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় কোন পুস্তক বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছুক নহে। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে যতগুলি ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বেদের অভ্রান্তবাদিতা রক্ষা করিয়া চলে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনেরা বেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আপনাদিগের ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারা বেদ ও বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিরোধক ভাবিয়া উহার প্রতি যথোচিত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং বেদাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে সমস্ত মত আছে তাহার অধিকাংশ যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস করে না

বৈদিক মতাবলম্বীরা কহেন যে,সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে এবং তাঁহারই শক্তিতে ইহা অবস্থান করিতেছে; কিন্তু এই বিষয়ে জৈনদিগের মত স্বতন্ত্র। ইহারা জগৎকে অনন্ত এবং জগতে যা কিছু পরিবর্ত্ত হইতেছে তাহা প্রকৃতিরই অধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ঈশ্বর কর্ম্মের অধীন নহেন বলিয়া ইহারা প্রকৃতিতেই কর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মতে জগতের ধ্বংস নাই।

ঈশ্বর যে স্বর্গে আছেন এ কথায় ইহারা বিশ্বাস করে না। ইহারা কহে ঈশ্বর স্বর্গে আছেন কি না ইহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই এবং তিনি যে অন্যের প্রত্যক্ষ হন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। গুরু ইহাদিগের উপাস্য। ইহারা কহে আমাদিগের পূর্ব্বতন পুরুষ আদি গুরুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা গুরুর যে স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত বিশ্বাস্য। এই গুরু স্বীয় কর্ম্ম-বলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই আদি গুরুর পর আরও কতক গুলি গুরু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলে ধর্ম্ম-রক্ষক ছিলেন। জৈনেরা ইহাঁদিগের প্রস্তরময় প্রতি মূর্ত্তি মন্দিরের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া রাখে এবং ইহাঁদিগকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। এই সকল গুরু ঈশ্বরের প্রতিনিধি। জৈনেরা কহে ঈশ্বরের প্রতিরূপ আছে, এবং প্রতিরূপ নাও আছে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও সকলের পিতা, তিনি অনন্ত সুখ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার নাম নাই তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার কেহ স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারে না। এই উল্লিখিত আটটি গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞানতা, মোহ, দুঃখোদ্রেক, বিনশ্বরভাব, অধীনতা প্রভৃতি কএকটি দোষ তাঁহাতে নাই। যিনি এই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়াছেন এবং এই সমস্ত দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন জৈনদিগের মতে তিনিই ঈশ্বর অথবা গুরু। এই কারণে জৈনেরা গুরুদিগের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। গুরুদিগের আরাধনা সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য ও সাযোগ্য আনুপূর্ব্বিক এই চারি প্রকার মুক্তি লাভ করিবার প্রধান উপায়। এই চারি প্রকার মুক্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমত গৃহস্থ তৎপরে অনুব্রত তৎপরে মহাব্রত পরিশেষে নির্ব্বাণাশ্রম অবলম্বন করা আবশ্যক।

অনুব্রতাশ্রম অবলম্বন করিতে হইলে পরিবারাদি সমস্ত পরিত্যাগ করা আবশ্যক এবং মস্তক মুণ্ডন, উপবীত ত্যাগ, হস্তে ময়ূরপিচ্ছ গ্রহণ ও কমণ্ডলু ধারণ করিতে হইবে। এই যতী কাষায় বস্ত্র পরিধান ও কখন কখন মঠে অবস্থান করিয়া থাকেন।

এই আশ্রমের নিয়ম পালনে কৃতকার্য্য হইলে মহাব্রত আশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকারী হওয়া যায়। এই আশ্রমে পরিচ্ছদের পারিপাট্য কিছুমাত্র নাই। কেবল ব্রহ্মচারীর ন্যায় খণ্ড চীবর মাত্র পরিধান করিতে হয়। এই আশ্রমে ময়ূরপিচ্ছ ও কমণ্ডলু ধারণ করিবার বিধি আছে, কিন্তু ক্ষৌর কর্ম্ম করিতে নাই। শিষ্যেরা এই সকল যতীর মস্তকের কেশগুলি উৎপাটন করিয়া মুণ্ডিত মস্তকের ন্যায় করিয়া দেয়। যে দিবস এই কেশ উৎপাটন করিতে হয় সেই দিবস নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। এই শ্রেণীর যতিদিগের দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিবার বিধি আছে।

এই অনুব্রত আশ্রমের পর নির্ব্বাণাশ্রম। এই আশ্রমে প্রবেশ করিলে পরিধেয় খণ্ড চীবর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবসে একাহার করিয়া কালযাপন করিতে হয়। কিন্তু এই আশ্রমেও ময়ূরপিচ্ছ ও কমণ্ডলু ধারণ করা আবশ্যক। এই আশ্রম-প্রবিষ্ট যতীর ক্ষৌর কার্য্য নিষেধ, শিষ্যেরা তাঁহার কেশ উৎপাটন করিয়া দিবে এবং সূর্য্যাস্তের পর তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। এমন কি, সূর্য্যাস্তের পর তিনি এক পদও চলিতে পাইবেন না। যিনি এই আশ্রমের কঠোরতা অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন, জৈনেরা পূর্ব্বোক্ত গুরুর ন্যায় তাঁহারও পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু জৈনেরা ইহাঁদিগকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া স্বীকার করে না। ইহাঁদিগের নাম নির্ব্বাণনাথ। জৈনদিগকে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দিবসের মধ্যে প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন বার স্নান করিতে হয়; এবং বৃক্ষের পত্র বা তাম্র পাত্রে আহার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে সাধারণের মধ্যে এই রূপ ব্যবহার আর নাই।

বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় জৈনেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। জৈনদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মযাজন করিয়া থাকেন। আগম শাস্ত্রে জৈনদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা প্রকার সংস্কারের বিধি আছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম যাজন কালে এই শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিবাহ ও উপনয়ন কালে ব্রাহ্মণেরা অগ্নির পূজা করেন। জৈনেরা আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা যতী মুহূর্ত্তকাল তাহাদিগের অশৌচ থাকে; এবং ব্রাহ্মণের দশ দিবস ক্ষত্রিয়ের পাঁচ দিবস বৈশ্যের দ্বাদশ দিবস ও শূদ্রের পঞ্চদশ দিবস অশৌচ হয়।

জৈনদিগের ষোড়শ বিধ সংস্কার আছে। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাসন, কর্ণবেধ, বিবাহ ও শাস্ত্রাভ্যাস এতদ্ভিন্ন অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি আরও কএকটি সংস্কার আছে। যখন স্ত্রীলোক ছয় মাস গর্ভবতী হয়, তখন এই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎকালে জৈনেরা পুষ্পাদি দ্বারা ঐ স্ত্রীর মস্তক বিভূষিত করিয়া দেয়। সন্তান উৎপন্ন হইলে এক বৎসরের মধ্যে অন্নপ্রাসন সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়। জন্ম হইতে পঞ্চম বৎসর পঞ্চম মাস ও পঞ্চম দিনের মধ্যে শাস্ত্রাভ্যাস সংস্কার আবশ্যক।

জৈনদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন শ্রেণী, ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বজাতি ভিন্ন আর কাহারও অন্ন স্পর্শ করে না। সূর্য্যাস্তের পর কোন দ্রব্য পান বা আহার করিতে জৈনদিগের নিষেধ আছে। ইহারা বস্ত্রপূত না করিয়া জলপান করে না। অজ্ঞানত কোন প্রাণী হত্যা হয়, এই ভয়ে পানাহারে ইহারা এই রূপ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছে।

[illegible] জাব-[illegible]-সম্প্রদায়ের কল ভক্ষণ; মধুপান, অনাবৃত আধারের ধৰ গ্রহণ, পর্ব্বতারোহণ ও মস্তকাভিগমন ও মন্ত্রনীত ভক্ষণ এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেবতার আরাধনা এই কএকটি জৈনদিগের বিশেষ নিষিদ্ধ। এই নিয়ম পালন করা প্রত্যেক জৈনের আবশ্যক। ক্ষৌদ্রমধু ইহাদিগের এমনি নিষিদ্ধ যে, অপোগণ্ড বালকেও যদি উহা পান করে, তাহা হইলে তাহার জাতি নষ্ট হয়। জৈনেরা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করে না।

দাহ্য কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড করিয়া দাহন করা, কুটীর মধ্যে গোময় লেপন করা, অগ্নিস্থান পরিচ্ছন্ন রাখা, পানীয় জল শোধন করা ও গৃহমার্জ্জন করা জৈনদিগের বিশেষ আবশ্যক। ইহাদিগের মধ্যে যিনি এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

স্ত্রীলোকের ঋতু-কাল উদয় হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ-সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যখন স্ত্রী জাতি ঋতুমতী হয় তাহাকে চারি দিবস একবস্ত্রা হইয়া একটি স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করিতে হয়। এ সময়ে পরিবারের কোন কেহ সে স্পর্শ করিতে পায় না। স্ত্রী লোকের এক বার মাত্র বিবাহ হয়। যদি অল্প বয়সেও বিধবা হয়, তথাচ পত্যন্তর পরিগ্রহ করা তাহার নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৈধব্য কালে তাহাকে তৎকালোচিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে এবং উত্তম পানাহার উত্তম বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহার এই সমস্ত জন্মের মত তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পশ্চিম দেশে বিধবাদিগের একটি বিশেষ নিয়ম আছে। বৈধব্য উপস্থিত হইলেই উহাদিগকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। এই সময়ে বিবাহ-কালে স্বামী যে মঙ্গল-সূত্র গলদেশে বন্ধন করিয়া দেন তাহা ধারণ করা অবৈধ।

মৃত্যু হইলে জৈনেরা মৃত দেহ দগ্ধ করে কিন্তু ইহাদিগের মতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে [illegible] কোন অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যক নাই। ইহারা কহে মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিলে তাহার দৈহিক অংশ সকল পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়া যায়; সুতরাং তাহাদিগের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত কোন প্রকার অন্ত্যেষ্টি আবশ্যক নাই। বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত এই বিষয় লইয়া ইহাদের ঘোরতর বিবাদ হয় এবং ইহারা এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত এই রূপ কহিয়া থাকে যে, দেহ এক বার নষ্ট হইলে পুনরায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় সেই দেহের তৃপ্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। যে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে তাহাতে তৈল প্রদান করিলে তাহা উজ্জ্বল হয়, কিন্তু নির্ব্বাণ হইয়া গেলে তাহাতে তৈল সেক করিলে কোন ফলোদয় হয় না।

কর্ণাট দেশীয় জৈনেরা কোন অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে যখন সংকল্প করিয়া থাকে তখন যে দেশে বাস সেই দেশের নাম, যে রাজার অধিকারে বাস তাহার নাম, ভারতবর্ষের নাম এবং শক মাস তিথি বার নক্ষত্র ও যুগের উল্লেখ করিয়া থাকে। বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন একাদশীর উপবাস করেন, সেই রূপ জৈনেরা এক পক্ষের মধ্যে অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এই দুই দিবস উপবাস করে, এবং ইহারা অনন্ত চতুর্দ্দশীর দিবস নাগের পূজা ও হস্তে রক্ত-সূত্র ধারণ করিয়া থাকে।

কাঞ্চী কোলাপুর ও [illegible] এই কএকটি স্থানে জৈনদিগের মঠাধিপতিরা বাস করিয়া থাকেন। জৈনেরা ইহাদিগকে "পণ্ডিত" বলিয়া থাকে। ইহারা জৈনদিগের উপর এক প্রকার রাজত্ব করেন। জৈনেরা যদি কোন রূপ অধর্ম্মজনক কার্য্য অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে এই সমস্ত পণ্ডিতেরা তাহার

যথোচিত শাসন করিয়া থাকেন। যদিও এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানের এই মঠাধিপতিরা একই প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছেন কিন্তু এক মঠের অধিপতি অন্য মঠের কোন ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাঁরা আপনাদিগের পদমর্য্যাদানুসারে সর্ব্বত্রই সবিশেষ আদর পাইয়া থাকেন।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

ষষ্ঠ—ভাগ্য। মহম্মদ ভাগ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দেওয়াতে ধর্ম্ম প্রচারে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি লোকের মনে এই বিশ্বাসটি বদ্ধমূল করিয়া দিতে না পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে তাঁহার সহচর ও অন্যান্য সকলে ধর্ম্মার্থ যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিত না। মহম্মদ কহিতেন যে এই পৃথিবী-সৃষ্টির পূর্ব্বেই ঈশ্বর এই পৃথিবীর ভাবী ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের ভাগ্য ও মৃত্যু কাল তিনি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য বিশেষ যত্ন করিলেও তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। মহম্মদ আরও কহিতেন যে দেখ, যদি তোমরা যুদ্ধে তনুত্যাগ কর তাহা হইলে স্বর্গ লাভ হইবে যদি শত্রুকে পরাস্ত করিতে পার জয় লাভ হইবে। সুতরাং সংগ্রাম-কালে জীবন ও মৃত্যু উভয়েতেই লাভ।

যখন ওহদ্ দেশে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তখন তাঁহার হামুজা প্রভৃতি বহুসংখ্য সহচর ঐ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে অন্যান্য সকলে নিতান্ত ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার উপক্রম করে। মহম্মদ এই ব্যাপার দেখিয়া সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক উৎসাহকর বাক্যে কহিয়াছিলেন দেখ, প্রত্যেক মনুষ্য গৃহেই মৃত্যু কোমল শয্যাতেই হউক, বা যে স্থলে শোণিত নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং শৃগাল কুক্কুরেরা নরমুণ্ড লইয়া ক্রীড়া করিতেছে সেই ভীষণ সমরাঙ্গনেই হউক এক স্থলে অবশ্যই মরিবে। হামুজা রণস্থলে কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে যে সুখ ভোগ করিতেন তদপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট সুখে স্বর্গলোকে কালাতিপাত করিতেছেন। দেবদূত গিব্রেল কহিয়াছেন, হামুজা এক্ষণে সপ্তম সর্গে বাস করিতেছেন। তথায় তাঁহার "ঈশ্বরের ও ঈশ্বর-প্রেরিতের সিংহ" এই উপাধি হইয়াছে। ঐ দেব-দূত আরও কহিয়াছেন যে যাঁহারা এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিবেন, বিচার-দিবসে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট বিশেষ সম্মান পাইবেন। মহম্মদ এই রূপে সাধারণের মনে ভাগ্যের বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাক্য শুনিবামাত্র সহস্র সহস্র লোকে তরবারি শাণিত করিয়া নির্গত হয়। মহাবীর নেপোলিয়ন আপনার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত ভাগ্যের প্রলোভনের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন। আমাদিগের এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছিল ভাগ্যের প্রলোভনে বিশ্বাসই লোককে তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। রণস্থলে নিহত হইয়া সুরলোকে গিয়া অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুখের আস্বাদ পাইব এই উৎসাহই সহস্র সহস্র লোক নির্দ্দোষ কণ্ঠ-শোণিত দ্বারা রণভূমিকে পূজা করিয়াছিল।

মহম্মদ যেমন এই ভাগ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া লইয়াছিলেন সেই রূপ এই ভাগ্যে বিশ্বাসই তাঁহার অনুগামিদিগের রাজ্য নাশের কারণ হয়। যে সময়ে তাঁহার উত্তরাধিকারি সকল যুদ্ধ হইতে

আবদ্ধ হয় এবং আপনাদিগের স্বর্ণবারি কোষ মধ্যে শায়িত করিয়া রাখে সেই অবধি তাহাদিগের ভোগ-বিলাস-প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কোরাণে ইন্দ্রিয় সুখ যথেষ্ট উপভোগ করিবার কিছুমাত্র নিষেধ নাই। সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিরা কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বিলাসী হইয়া উঠে। যুদ্ধ বিগ্রহে তাহাদিগের সেই অসাধারণ উৎসাহ-বহ্নি ক্রমশঃ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সুতরাং যে ভাগ্য এক সময়ে তাহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্যের আলোক লাভ বিষয়ে মূল হইয়া ছিল, তাহাই আবার সেই আলোক নির্ব্বাণ করিবার কারণ হয়।

ব্রাহ্ম-বিবাহ।

গত ৯ কার্ত্তিক শনিবার ভবানীপুরে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুত কেদারনাথ রায় গুপ্ত। ইহাঁর নিবাস টাকী। কন্যার নাম শ্রীমতী জগন্মোহিনী। ইনি ঢাকা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজসুন্দর মিত্রের চতুর্থ কন্যা। পাত্রের বয়স ২২ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ। এই বিবাহ সভায় বিস্তর ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন এবং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্মত বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৪৮৩ ৴	০
পুস্তকালয়	৮৫।	০
যন্ত্রালয়	৫৯২॥৶	
ডাক মাসুল	৪০৸৶	
দ্রব্য বিক্রয়	॥	
গচ্ছিত	১৩১।৶১	০
	১৩৪১৸৴	১৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	৩৯২	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৪০	১৫
পুস্তকালয় ..	২৯৯৸৴	০
যন্ত্রালয়	২৭০।৶	৩
ডাক মাসুল ..	৫৯।	১০
অনিরূপিত ..	৩৭৸৴	০
আলোকের ব্যয়	১৮॥৴	১১
কাগজ পত্রাদি ..	২২ ৴	৩
গচ্ছিত	১০৫॥	১০
	১৪৪৫॥	১০
আয়	১৩৪১৸৴	১১
পূর্ব্বকার স্থিত	২৫৬ ৴	০
	১৫৯৭৸৶	১৫
ব্যয়	১৪৪৫॥	১০
স্থিত	১৫২।৶	৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

১৭৯০ শকের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি ..	২৫
" শিবচন্দ্র নন্দী ..	১০
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি ..	১
" হরিমোহন রায় ..	২
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" বনমালী চন্দ্র ..	১
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
	৪১

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর .	১০
" হরিমোহন চক্রবর্ত্তি ..	৪
	৩৪

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	৩৫
" শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১৬
	৫১
দানাধারে দান-প্রাপ্ত ..	১৶৫
	১২৭।৶৫

পস্থে। উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জা-
যমানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতি
জোষয়েতে।১।৭।১।০

৫। 'আসু' মেঘস্থাস্বপ্সু বৈদ্যুতাত্মনা বর্ত্তমানঃ অগ্নিঃ 'চারুঃ' শোভন দীপ্তিঃ সন 'আবিষ্ট্যঃ' 'বর্দ্ধতে' আবির্ভূতঃ প্রকাশমানো বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। কিং কুর্ব্বন 'জিহ্মানাং' কুটিলানাং মেঘেষু তির্য্যক অবস্থিতানাং তাসাং অপাং 'উপস্থে' উৎসঙ্গে 'স্বযশাঃ' স্বায়ত্ত যশস্কঃ অগ্নিঃ 'ঊর্দ্ধঃ' ঊর্দ্ধজ্বলনঃ সন স্বকারণভূতাস্বপ্সু তির্য্যক অবস্থিতাস্বপি স্বয়ং ঊর্দ্ধং জ্বলন ইত্যর্থঃ। তদুক্তং বৈশেষিকৈঃ অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক পবনং। অণু মনসোরাদ্যং কর্ম্মেতানি অদৃষ্ট কারিতানীতি। অপিচ 'উভে' দ্যাবা পৃথিব্যৌ 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্যাৎ জায়মানাৎ উৎপদ্যমানাৎ তস্মাৎ অগ্নেঃ 'বিভ্যতুঃ' ভয়ং প্রাপতুঃ। তদনন্তরং উৎপন্নং 'সিংহং' সহনশীলং অভিভবনশীলং তমগ্নিং প্রতীচী প্রত্যঞ্চন্ত্যৌ প্রতিগচ্ছন্ত্যৌ আভিমুখ্যেন প্রাপ্য বর্ত্তমানে 'জোষয়েতে' সেবেতে। যাস্কস্তু [illegible] ভবেৎ। বর্দ্ধতে চারুরাসু চারুঃ [illegible] জিহ্মানাং ঊর্দ্ধো [illegible] স্বযশা আত্মনা উপস্থ উপস্থান উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জ্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে দ্যাবা পৃথিব্যাবিতি বা [illegible] বারুণী [illegible] সিংহং সহনং [illegible] ।১।৭।১।

৫। এই মেঘস্থ অগ্নি উৎকৃষ্ট দীপ্তিযুক্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। এই যশস্বী অগ্নি মেঘ মধ্যে তির্য্যক ভাবে অবস্থিত সলিলের উৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধ দিকে জ্বালা বিস্তার করিতেছেন। ভূলোক ও দ্যুলোক এই প্রদীপ্ত উৎপদ্যমান অগ্নি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে এই সহনশীল অগ্নির সম্মুখীন হইয়া ইহাঁকে সেবা করিয়া থাকে।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৯০ শক ৫ আশ্বিন।

শরীর যেমন অন্ন জলে পরিপোষিত হয়, আত্মা তেমনি জ্ঞান-ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া থাকে। অতুল-সম্পদ বিপুল-মান, অগণ্য পরিবার, অসংখ্য দাস দাসী দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পরিবেষ্টিত থাকিলেও আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না, আত্মার বল বীর্য্য বর্দ্ধিত হয় না। আত্মা দিবা রাত্র কেবল সেই অমৃত-ধনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাকে পাইলেই তাহার প্রভূত বল লাভ হয়, তাহার যথার্থ তৃপ্তি অনুভূত হয়। তাঁহার বিরহেই আত্মা দুঃসহ তাপে অভিতপ্ত হয়—তাঁহার বিচ্ছেদেই সে ম্রিয়মান—মুহ্যমান হইয়া থাকে।

ঈশ্বরেতেই আত্মার প্রকৃত সুখ। ধর্ম্মাচরণেই তাহার স্বাভাবিক বল-বীর্য্য। মৎস্য যেমন যতক্ষণ জলেতে বিচরণ করে, তত ক্ষণই তাহার যথার্থ স্ফূর্ত্তি, প্রকৃত সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; আত্মা তেমনি যতক্ষণ ধর্ম্মালোচনায়—ঈশ্বর চিন্তায় নিরত থাকে ততক্ষণই তাহার প্রকৃত শৌর্য্য বীর্য্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইলেই জলোদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় সে মৃত-কল্প হইয়া পড়ে। যে বৃহৎকায় তিমি মৎস্য স্বীয় নিবাস-নিকেতনে থাকিয়া নিজ-বলে গম্ভীর-সমুদ্রকে আলোড়িত করে, অপরিমেয় পণ্য-পরিপূরিত সুবিস্তীর্ণ অর্ণবপোতকে আন্দোলিত করিয়া দেয়, তাহাকে ভূমিতে উদ্ধৃত কর, অল্পাঘাতে অল্পায়াসেই নিহত হইবে। আত্মা তেমনি যতক্ষণ ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করে, প্রকৃত নিরাপদ নিকেতন-স্বরূপ ভূমা ঈশ্বরেতে অধিবাস করে, ততক্ষণ সে মর্ত্ত্য-জীব হইয়াও অমরগণের ন্যায় বল, বিক্রম প্রাপ্ত হয়। আত্মা যতক্ষণ ঈশ্বরেতে অবস্থিত থাকে ততক্ষণ সংসারের পাপ তাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুঃখ বিষাদের বিষাক্ত বাণ তাহাতে বিদ্ধ হয় না। জল-প্রবাহ যেমন পর্ব্বত-গাত্রে পতিত হইলে হতবীর্য্য হইয়া নতশিরে প্রত্যাগমন করে, প্রস্তর-খণ্ড যেমন লৌহ-পিণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইলে চূর্ণ হইয়া যায়, পাপ-প্রলোভন, বিষয়াকর্ষণও তেমনি ঈশ্বর-প্রেম-মগ্ন সমুন্নত হৃদয়ের সন্নিধানে পরাস্ত—

পরাভূত হয়। সমগ্র সংসার তাহার নিকটে পরাভব স্বীকার করে। মনুষ্যের আত্মা যখন স্বাভাবিক অবস্থাতে অবস্থান করে, যখন সে ধর্ম্ম সমীরের মধ্যে সঞ্চরণ করে—"আত্মাতে ক্রীড়া করে—আত্মাতেই রমণ করে" ঈশ্বরের নিরাপদ ক্রোড়ে থাকিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধাতে পরিপোষিত হয়, তখন সে অলৌকিক সৌন্দর্য্য ধারণ করে, তখন তাহার সেই স্বর্গীয় জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত হয়, জন-সমাজ জাগ্রত হয়। দেবতারাও সেই পবিত্র আত্মার প্রসন্ন ভাব দেখিবার জন্য লালুপ হন। আত্মা যখন ঈশ্বরের [illegible] বলে বলীয়ান্ হয়, তাঁহার মঙ্গল জ্যোতিতে সমুজ্জ্বলিত হয়, তখন চন্দ্র যেমন নিসাড়ে মেঘমালার মধ্য হইতে পরিষ্কৃত গগণে আসিয়া উপনীত হয়, পুণ্যাত্মা তেমনি নিঃশব্দে নিরাপদে জনসমাজের নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-পথে দীপ্তি পাইতে থাকেন। চন্দ্র-কিরণের ন্যায় তিনি চতুর্দ্দিকেই স্বীয় অকৃত্রিম সদ্ভাব—সাধু ভাব—ভ্রাতৃ ভাব বিস্তার করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি নিষ্কাম প্রেম, নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ঈদৃশ এক একটি পুণ্যাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্ম ভাব নিরীক্ষণ করিয়া এক একটি জনপদের অসংখ্য অধম লোকের ধর্ম্ম ভাব ও ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বিষয়-জালে আবদ্ধ থাকিয়া এক এক সময়ে যে দেহ ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, আপনাকে শোধিত সংস্কৃত করাই অসাধ্য বোধ হয়, প্রকৃত [illegible] সাধুর [illegible] জীবন্ত ধর্ম্ম ভাব পুণ্য [illegible] দেখিয়া তাদৃশ কত শত বিকৃত আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কত মলিন, পঙ্কিল আত্মা ঈশ্বর প্রেমে সংক্ষালিত হইয়া উঠে। কত পথ-হারা মোহান্ধ-হৃদয় সাধুর সাধু দৃষ্টান্তে সৎপথে ধর্ম্ম পথে আসিয়া উপনীত হয়।

যে বৃক্ষ বঙ্গ-দেশের কোমল-মৃত্তিকায় বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র পরিশ্রান্ত পথিককে সুশীতল ছায়া দান করে, তাহাকে সুদৃঢ় পর্ব্বতে বা সুকঠিন কঙ্করময় ভূমিতে রোপণ করিলে সে যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, যে পুষ্প প্রাতঃকালের সুশীতল সমীরণে শ্রী সৌরভে বিকশিত হয়, তাহাকে মধ্যাহ্ন কালের অনল-সদৃশ উত্তপ্ত সূর্য্য-কিরণে লইয়া গেলে যেমন তাহার সৌরভ সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, তেমনি যে আত্মা জ্ঞানধর্ম্মে, ঈশ্বরের প্রীতি-সলিলে, তাঁহার প্রসন্ন-মুখের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিপালিত হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, যে হৃদয়-কুসুম তাঁহার অনুরাগ সমীরণে প্রস্ফুটিত হইবার জন্যই সংরচিত হইয়াছে, তাহাকে কণ্টকাকীর্ণ নীরস বিষয়-ক্ষেত্রে—প্রজ্বলিত সংসার দাবানলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে তো নির্জীব ও অবসন্ন হইয়া পড়িবেই। তাহার সমুদায় প্রতিভা তো অন্তর্হিত হইবেই। পাপ, তাপ দুঃখাগ্নিতে সে তো অবনত অভিভূত হইয়া যাইবেই।

পক্ষিগণ যতক্ষণ অসীম আকাশের উচ্চতম প্রদেশে বিচরণ করে, ততক্ষণই তাহারা নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে থাকে, যখনই ভূমির নিকটবর্ত্তী হয়, বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করে, তখনই ব্যাধ-কর্ত্তৃক বাণ-বিদ্ধ হয়। মহাবল সিংহ হস্তী সকল বিশাল অরণ্যেই নিঃশঙ্ক চিত্তে সঞ্চরণ করে, সংকীর্ণ জনপদে আবদ্ধ হইলেই বিষাদ-ভরে বিকম্পিত হইতে থাকে। আত্মাও সেইরূপ যতক্ষণ সেই পরম আকাশ পরমেশ্বরেতে অবস্থান করে সেই সমুন্নত ধর্ম্মাচলের উচ্চতর প্রদেশে বিচরণ করিতে থাকে ততক্ষণই সে নির্ভয়ে কাল যাপন করে সে নিম্নে অবতরণ করিলে—ধর্ম্মাচল পরি-

ত্যাগ করিয়া বিষয়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই তাহার পদে পদেই বিঘ্ন বিপত্তি, বিষাদ দুর্গতি, উপস্থিত হয়। তখন সে সংসারের অণুমাত্র শোক তাপে অভিভূত হয়, বিষয়ের ঈষৎ প্রলোভনে এক কালে তাহার চির দাস হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম সংস্পর্শে আত্মা মহত্ত্ব, দেবত্ব লাভ করে, ধর্ম্ম রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলেই সে দানব দৈত্য পিশাচের ভাব ধারণ করে। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ত্রিভুবন-রাজ-পরমেশ্বরের প্রিয় সিংহাসন হইয়া উঠে, ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য হইলে সেই পবিত্র হৃদয় সিংহ-শার্দ্দূল সমাকীর্ণ অরণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম-সংযোগে হৃদয় ভূমিতে সত্য-জ্ঞান, আনন্দের উৎস উৎসারিত হয়, ধর্ম্ম-বর্জ্জিত-হৃদয় ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি সহস্রবিধ অসদ্ভাবের নিজস্ব-নিকেতন হইয়া থাকে। সেই জন্য আমরা এই পবিত্র প্রাতঃকালে সেই দীনবন্ধু পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইয়াছি, যে তিনি আমারদিগকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। আমরা সংসারের শোক সন্তাপ, বিষাদ ভয়ে আকুল হইয়া সেই জন্যই সেই অজর, অমর, অশোক, অভয়ের শরণাগত হইয়াছি যে তিনি আমারদিগকে তাঁহার নিরাপদ ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া অভয় দান করিবেন। সেই জন্যই আমরা তাঁহার পূজার উপচার লইয়া শশব্যস্তে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিয়াছি, যে তিনি কৃপা করিয়া প্রীতি পূজা গ্রহণ করত আমারদিগকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবেন। আত্মাকে রক্ষা করিবেন।

হে ঈশ্বর! আমারদের পাপ-দগ্ধ হৃদয় তোমারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা কর। হে পাবনের পাবন! তুমি তোমার পবিত্র সলিলে ইহার পাপ-কলঙ্ক ধৌত করিয়া তোমার প্রিয় সিংহাসন করিয়া লও যে আমরা কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সিন্দূরীয়াপটী পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ অগ্রহায়ণ ... শক।

পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর উপাস্য দেবতা; মনুষ্যের আত্মা তাঁহার ... তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য ... তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ... উপাসনা। যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা মনুষ্যকে অন্ন ও পানে নিয়োজিত করে, সেই রূপ ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক কামনাই মনকে তাঁহাতে আসক্ত করিয়া রাখে। ইহা যথার্থ যে চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, হস্তও তাঁহাকে ধরিতে পারে না; কেন না তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার শরীর নাই, কিন্তু মন যখন সুস্থ থাকে এবং হৃদয় যখন ভক্তি-রসে আর্দ্র হয়, তখন অন্তরের চক্ষু তাঁহার পবিত্র সৌন্দর্য্য পান করে। হৃদয় যখন ভক্তির অভাবে শূন্য থাকে, তখনই সমুদায় জগৎ শূন্য বোধ হয়। তিনি এই আলোকের মধ্যে বিরাজমান আছেন, কিন্তু আলোক তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়; তিনি সকলের বুদ্ধি দাতা, কিন্তু বুদ্ধির চাতুরী তাঁহার নিকটে সংকুচিত থাকে; তিনি এই স্থানেই বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু এ চক্ষু তাঁহার নিকটে অন্ধ। যে হৃদয়ে প্রেমের আলো প্রজ্বলিত হয়, তিনি সেই হৃদয়ের অতিথি। ধনীর ধন-পূর্ণ গৃহ হয় তো তাঁহার অভাবে শূন্য হইয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রের পর্ণকুটীর হয় তো তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ণ হয়। এই শরীর তাঁহার মন্দির, আত্মা তাঁহার আসন, তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার চক্ষু

নাই, কিন্তু সমুদায় দেখিতেছেন, তাঁহার কর্ণ নাই, কিন্তু সমুদায় শুনিতেছেন; তাঁহার হস্ত নাই কিন্তু এই চরাচর ধারণ করিয়া আছেন; তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, কিন্তু সকলেতেই বর্ত্তমান আছেন। আমি যেমন এই ক্ষুদ্র শরীরের আত্মা; তিনি সেই রূপ সমস্ত জগতের ও সমস্ত আকাশের একমাত্র আত্মা। এই গৃহ তাঁহাতে পরিপূর্ণ। তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা।

আমাদের এক অংশ শরীর, আর এক অংশ মন আত্মা। শরীর এই পৃথিবীর মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত, পৃথিবীতেই বিলীন হইয়া যাইবে, আত্মা অবিনাশী, অনন্ত কাল পরমায়ু ভোগ করিতে থাকিবে। আমি চক্ষু নই আমি কর্ণ নই, আমি হস্ত নই, আমি পদ নই; কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতিপালনের জন্য এই শরীর রূপ গৃহে আমাকে—আমাকে সংস্থাপিত করিয়াছেন। যেমন কিয়ৎক্ষণ পরে এই আলোকময় গৃহ পরিত্যাগ করিব সেই রূপ অবশ্যই এক দিন শরীর গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।— এই চক্ষু জ্যোতি হীন হইবে, এই কর্ণ নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, এই বাক্য স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, এই শরীর মৃত্যু শয্যায় লুণ্ঠিত হইতে থাকিবে, সংসার শোক তিমিরে অবগুণ্ঠিত হইবে, সমুদায় প্রিয় বস্তু পৃথিবীতেই থাকিবে, হয়তো আমার নাম পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলোকে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি কি তখন বিনষ্ট হইব? কখনই না; কখনই আমার পরমায়ু নিঃশেষিত হইবে না। আত্মাতে যে সকল পাপ ও পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছিল, লোকান্তরে উপনীত হইয়া তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে থাকিব। এই আমি এই আত্মা সেই পরমাত্মার উপাসক।

ঈশ্বর আমাদের পিতা ও মাতা; তিনি পিতার ন্যায় রক্ষা ও মাতার ন্যায় স্নিগ্ধ মা তিনি তাঁহাদের হইতেও অধিক; তিনি স্নেহ ও প্রেমে পরিপূর্ণ। পিতা ও মাতা ব্যতীত পৃথিবীতে বিমল ও কোমল ভাবের কথা আর কিছুই নাই; এই জন্যই বলিতেছি, তিনি পিতা ও মাতা। যেমন পিতা ও মাতাকে আমার বলিয়া জানি, যেমন ভ্রাতা ও ভগিনীকে আমার বলিয়া জানি, যেমন স্ত্রী ও পুত্রকে আমার বলিয়া জানি, তেমনি যখন ঈশ্বরকে আমার বলিয়া জানিব, যখন মনের সহিত বলিতে পারিব, তিনি আমার ঈশ্বর; যখন তাঁহার সহিত এই আত্মীয়তা বদ্ধমূল হইবে, সংসারের সকল বন্ধু অপেক্ষা তিনি যখন অধিক আত্মীয় হইবেন; যখন পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক আশক্ত হইব? যখন প্রিয়তমা পত্নীর আলিঙ্গন অপেক্ষা তাঁহার সন্নিধানে অধিক প্রীতি পাইব? যখন পিতা মাতার ক্রোড় অপেক্ষাও তাঁহার সহবাসে অধিক আনন্দ অনুভব করিব, যখন আপনার প্রাণ অপেক্ষাও তাঁহাতে অধিক প্রেম করিব, তখন বলিতে পারিব যে, আমরা তাঁহার ভক্ত হইয়াছি ও তাঁহাকে প্রীতি করিতেছি। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রী পুত্রের প্রতি প্রেম ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি প্রীতি; এ সমুদায় ঈশ্বর প্রেমের বিরোধী নহে, প্রত্যুত অনুকূল; এ স্থলে ঈশ্বর প্রেমের সে রূপ পরীক্ষা হয় না। যখন অন্তরের দুর্দ্দান্ত রিপু সকল পাপ কর্ম্মে প্রণয় বন্ধন করিতে শিক্ষা দিতে থাকিবে, যখন আত্মম্ভরিতা প্রবল হইয়া আমাদিগকে অন্যায় পথে সঞ্চালিত করিবে, যখন ধন মত্ততা কুৎসিত আমোদে আকর্ষণ করিবে, যখন অহংকার ভ্রাতৃভাবের বিচ্ছেদ করিতে আসিবে, যখন কুটিল বুদ্ধি সার্থ সাধনে চাতুরী অবলম্বন করিয়া সরলতার ধ্বংস করিতে আসিবে, তখন যিনি ঈশ্বরের

পথে অটল ভাবে থাকিবেন, ঈশ্বর প্রেমের বিরোধী ভাবিয়া রিপুগণকে বলিদান করিতে পারিবেন, ঈশ্বর প্রেমের প্রভাবে যাঁহার মত্ততা, অহংকার, কুটিলতা, তিরোহিত হইবে, তিনিই বলিতে পারিবেন, আমি ঈশ্বরের ভক্ত হইয়াছি ও তাঁহাতে প্রীতি করিতেছি। যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলের জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হন, তেমনি ঈশ্বর প্রেমী ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ান। পুত্র-বৎসল পিতা মাতা পুত্রের বিচ্ছেদে কতই কষ্ট পান, পতিব্রতা পতির বিচ্ছেদে কতই কাতর হন, ঈশ্বরের ভক্ত ঈশ্বরকে না পাইলে ততোধিক ব্যাকুল হইতে থাকেন। যে খানে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন হয়, তিনি সেই স্থানেই আনন্দ লাভ করেন। যে আলাপ ঈশ্বরের কথার সহিত সংসৃষ্ট তাহাই তাঁহার কর্ণে অমৃত ধারা বর্ষণ করে। তিনি যে ভাবে ঈশ্বরকে দীপ্যমান দেখেন, সেই ভাবই তাঁহার নিকট সদ্ভাব বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি যে কর্ম্ম ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই কর্ম্মই তাঁহার নিকট সৎকর্ম্ম হয়। যে আমোদ ঈশ্বরের সম্মুখে ভোগ করিতে লজ্জিত না হন, তিনি সেই আমোদের রসই আস্বাদন করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান না, কিন্তু সজনে নির্জ্জনে সেই প্রেমাস্পদকে চিন্তা করিতে থাকেন, তিনি ভজনালয়ে দেব-মূর্ত্তি ও আমোদ-গৃহে পিশাচ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন না, তাঁহার প্রেমার্দ্র স্নিগ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বত্রই সমান ও সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক। তাঁহার আমোদ প্রমোদ অন্যের সাধু ভাব উদ্দীপন করে। তাঁহার বিষয় কর্ম্মও অন্য লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, তাঁহার সহজ আলাপ অন্যের মনকে সদ্ভাবে পূর্ণ করে। হা! এমন ঈশ্বর প্রেমী কোথা এমন সাধু কোথায়? ব্রাহ্মধর্ম্ম! তিনিই তোমার মধুর রস আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই তোমার উন্নত ভাব অনুভব করিয়াছেন, এবং তোমার গূঢ় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন। এই রূপ ভক্তি ও এই রূপ কার্য্যই ঈশ্বরের উপাসনা।

এই উন্নত উপাসনা---এই আধ্যাত্মিক সাধন অভ্যাস করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন জানিলাম ঈশ্বর ব্যতীত আর আমাদের গতি নাই, যখন জানিলাম যেখানে ঈশ্বর নাই, সেখানে জীবন নাই, যখন জানিলাম ঈশ্বরের অভাবে মনুষ্য জীবন পশু জীবন অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হয়, পুরুষের পৌরুষ ও [illegible] সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের অভাবে পাপের অঙ্কুর হইয়া পড়ে, তখন আর কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। যদি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এই পথের সঙ্গী হন, তবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিব, যদি তাঁহারা এই পথের বিঘ্ন কারী হন, তবে নিশ্চয় জানিবেন তাঁহারা আর আমাদের নহেন। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা দীন হীন, ক্ষুদ্র ও [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের পুণ্য সঞ্চয় নাই, [illegible] নাই আমাদের কামনা [illegible], কর্ম্ম দূষিত, জীবন অপবিত্র; তথাপি আমাদের ভরসা এই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি দীন [illegible] ও পতিতপাবন। তিনি কি অধমদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ক্ষুদ্র [illegible] তাঁহার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবেন, তিনি একটী পিপীলিকাকেও আহার দিতে বিস্মৃত হন না, তিনি কি আমাদের ক্রন্দন শুনিবেন না, যখন ঘোরতর দুরাচার মনুষ্য নরহত্যার অপরাধে রাজ দ্বারে আনীত হন, যখন বিচারকের মুখ হইতে প্রাণদণ্ডের ভয়ানক

আজ্ঞা প্রচার হয়, যখন ঘাতকেরা তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া বধ্য ভূমিতে লইয়া যায়, তখন তাহার মাতা কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে, তখন সেই নিরুপায় জননী কি পুত্র শোকে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে না; সমস্ত লোক বিরক্ত হইয়া ঘৃণার সহিত যে দুরাচারকে রাজার নিষ্ঠুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার জননীকে এক বার সেই বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইতে দাও, দেখিবে যে, সকল লোকের ঘৃণাস্পদ সেই দুরাচারকে জননী আপনার পবিত্র ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছে; পৃথিবী যাহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত সেই জননী কি অমায়িক স্নেহে তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া সেই নরাধম ঘাতকের—সেই পশু তুল্য রাজ পুরুষের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতেছে; দেখ মনুষ্যের ক্ষুদ্র মনের স্নেহের কি আশ্চর্য্য ভাব, কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ণ স্নেহের তুলনায় জননীর স্নেহ এক বিন্দু মাত্র; সেই স্নেহের আকর ক্ষমার সমুদ্র অখিল মাতা পরমেশ্বর কি আমাদিগকে অধম বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন; ইহা কখন মনেও করিতে পারি না যে, তাঁহার কৃপার ভিখারি হইয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলে তিনি আমাদিগকে দুর করিয়া দিবেন; তিনি নিষ্ঠুর দৈত্যের ন্যায় ভীষণ নহেন; তিনি করুণাময় পিতা, তিনি স্নেহময় মাতা; তাঁহার নিকটে ভয় নাই। পাপী তাপী, নীচ ক্ষুদ্র, লোকের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত, জন সমাজের পরিত্যক্ত যে খানে আছে তাঁহার শরনাপন্ন হও; এমন করুণাময়, এমন স্নেহময়, এমন প্রেমময়, আর কেহই নাই তাঁহার নিকটে জ্ঞানী ও মুর্খ ধনী ও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সমান স্নেহের আস্পদ। তিনি অনাথের নাথ, পিতৃহীনের পিতা ও মাতৃহীনের মাতা। তিনি কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন।

আমাদের সামর্থ্য না থাকিলেও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান আছি। এই ক্ষুদ্র সমাজ তাঁহারই উপাসনার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবে আমরা তাঁহার কল্যাণময় পথে সম্পূর্ণ রূপে অবগাহন করিব, তাঁহাকে একমাত্র গতি জানিয়া কবে প্রাণের সহিত তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হইব ইহারই জন্য আমাদের আগ্রহ ও ইহারই জন্য আমাদের প্রার্থনা। হে বিশ্বপিতা, অখিলমাতা, তুমি সকলের অন্তর্যামী, তুমি সর্ব্বদর্শী, আমাদের পাপ ও পুণ্য তোমার নিকট অগোচর নাই। আমরা পাপ ও তাপ হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। হে রস স্বরূপ, আমরা তোমারই প্রসাদে তোমার মধুর রসের আস্বাদ পাইয়াছি; আর তোমাকে ভুলিতে পারিব না। তোমার সেবায় যেন আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। তোমার উপাসনাই যেন আমাদের সার কর্ম্ম হয়। আমাদের সমুদায় প্রীতি যেন তোমাতেই সমর্পিত হয়। নাথ! আমাদের পুণ্য বল নাই, তুমি পাপী তাপীর এক মাত্র আরাম স্থান, এই আমাদের ভরসা। আমাদিগকে বল দাও, সহিষ্ণুতা শিক্ষা দাও, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য যেন আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি। তোমার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য সমুদায় অপমান যেন সম্মান বলিয়া গ্রহণ; সমুদায় তিরস্কার যেন অঙ্গের আভরণ করি। পরিবারগণকে যেন তোমার পরিবার বলিয়া প্রতি পালন করি। যেন নির্ভয় হইয়া তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পারি। অপরাধীকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা দাও, শত্রুকে প্রীতি করিতে শিক্ষা দাও, সকল পরিবারকে তো-

মার সেবায় নিযুক্ত হয়, আমাদের নিকট প্রকাশিত থাক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

"মৃত্যোর্মামৃতং গময়"

দিবস রজনীর প্রভেদ কি? কেবল আলোক আর অন্ধকার. জীবন মৃত্যুর পার্থক্য কি? হর্ষ আর বিষাদ, উন্নতি আর অবনতি, যোগ আর বিয়োগ। যখন আমরা জীবিত থাকি, তখনই আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করি, যখন মৃত্যুর অধীন হই, তখন সকলই তিরোহিত হয়। যখন জীবিত থাকি তখন সকলই বর্দ্ধিত হয়, মৃত্যু হইলেই ছিন্ন তরুর ন্যায় শুষ্ক হইতে থাকে। যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ থাকি, প্রাণ ত্যাগ হইলে সকলই শিথিল ও অসম্বন্ধ হইয়া যায়। এখানে শরীর ত্যাগ করা যে মৃত্যু তাহার কথা হইতেছে না, এখানে প্রকৃত মৃত্যুর বিষয় আলোচিত হইতেছে। শরীর সুস্থ সবল থাকা, অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হওয়াই যথার্থ জীবিতের চিহ্ন নহে। যখন শরীর কর্ম্ম-বিশেষে চালিত হইতেছে, চক্ষু কর্ণ বহির্ব্বিষয় লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে তখনও আমরা মৃত্যুর দুর্জ্জয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। আত্মার মৃত্যুই যথার্থ মৃত্যু। শরীর যেমন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া এখানে জীবিত থাকে, আত্মাও তেমনি পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে। আত্মার প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণ নিখিল-জীবন পরমেশ্বর স্বয়ংই। সেই প্রাণ হারা হইলেই আত্মা মহানিদ্রায় অভিভূত হয়। তাঁহাকে পাইলেই সে আবার প্রাণ লাভ করে। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেই সে শোক তাপে, বিষাদ ভরে, মুহ্যমান হইতে থাকে, তাঁহাকে তাঁহার মহিমাকে দেখিলেই সে বীত-শোক হইয়া প্রফুল্ল হয়। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।"

বৃক্ষ যেমন মূলের সহিত সংযুক্ত থাকিলেই বর্দ্ধিত হয়, ফল যেমন বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন থাকিলেই পরিণত হয়, আত্মা তেমনি পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম-যোগে নিবদ্ধ থাকিলেই উন্নত হইতে থাকে। জরায়ু-মধ্যে জীব যেমন মাতৃ-শোণিত সহকারে পরিপোষিত হইয়া থাকে, আত্মা তেমনি সেই বিশ্ব-জননীর গর্ব্ভ-শয্যায় শয়ান থাকিয়া তাঁরই মঙ্গল ভাবে, প্রীতি-নীরে পরিবর্দ্ধিত হয়। বালকের ন্যায় মাতৃ-ক্রোড়-ভ্রষ্ট হইলেই আত্মা দুর্গতি-সাগরে পতিত হইয়া ক্রমে মৃত-কল্প হইতে থাকে। শরীর হইতে আত্মা তিরোহিত হইলেই যেমন শরীর অচেতন ও অসাড় হইয়া যায়, ঈশ্বর হইতে তেমনি আত্মা বিচ্যুত হইলেই সে অবসন্ন হইয়া পড়ে। নদী যেমন সমুদ্রসহ সংযুক্ত না থাকিলে সে আর বহমান থাকে না, আত্মার জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাও তেমনি সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছায় বর্দ্ধিত না হইলে, এবং সংযুক্ত না থাকিলে সে আর কোন রূপেই বর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইতে সমর্থ হয় না। দিন দিন তাহার সকল সাধু ভাব, সমুদায় সদ্বৃত্তি শুষ্ক ও মুমূর্ষু হইতে থাকে। বৃক্ষ যতক্ষণ মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করে, ততক্ষণই যেমন সে জীবিত, শিশু যতক্ষণ স্তন্য পানে সমর্থ ততক্ষণই যেমন সে সুস্থ, আত্মাও তেমনি যদবধি ঈশ্বরের প্রীতি-সুধা পানে অনুরক্ত ততক্ষণই সে প্রকৃতিস্থ থাকে। বালক যেমন স্তন্য-সুধা পানে বঞ্চিত হইলে অসুস্থ ও শীর্ণ হইয়া থাকে, আত্মা তেমনি ব্রহ্ম-প্রীতি-রসে পোষিত হইতে না পারিলে রুগ্ন ও বিরূপ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। অতএব

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগই যথার্থ জীবন, তাঁহা হইতে বিচ্যুতিই তাহার প্রকৃত মৃত্যু। তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ সম্ভোগই অমৃতত্ব, তাঁহা হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহার নরক ভোগ। এই মৃত্যু হইতে অমৃতে গমন করাই আমারদিগের আন্তরিক [illegible], এই নরক-ভোগ হইতে স্বর্গ-ধামে উপনীত হওয়াই আমারদের প্রাণগত প্রার্থনা। সেই জন্যই প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা নির্জ্জনে উপাসনা-কালে ঈশ্বরের সন্নিধানে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করি, "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" এই জন্যই এই প্রকাশ্য ব্রহ্ম-মন্দিরে সকলে সম্মিলিত হইয়া এক মনে সমস্বরে এই প্রাণগত প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করি "মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।"

আমারদের শারীরিক মৃত্যু হইতে উদ্ধা-[illegible] এ [illegible] ময়, অমৃতময় [illegible] বাক্য [illegible] গতি [illegible] জন্য আমাকে মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আমারদের এই প্রার্থনা [illegible] সংসারই সর্ব্বস্ব, সংসারই [illegible] সাংসারিক সুখকেই সার মনে [illegible] শরীর পতন ভয়ে আকুল হন [illegible] বিনাশই তাঁহারদের সর্ব্বনাশ। যাঁহারদের [illegible] প্রতি দৃষ্টি আছে, আত্মার [illegible] প্রতি যাঁহারদের লক্ষ্য আছে, [illegible] তাঁহারদের সাবধান নিতান্তই [illegible]। শ্রেষ্ঠতর পদের ব্রহ্মানন্দের জন্য [illegible]দের মানস-রসনা লালায়িত, ঈশ্বরের সহিত নিত্য সহবাস-জনিত দেব-দুর্লভ শাশ্বত সুখই যাঁহারদের প্রার্থনা, সংসার বন্ধন ও হৃদয়-গ্রন্থি ছেদ করত ক্রমশঃ উন্নত লোকে গমন করা, মহত্তর কল্যাণতর স্থান সম্ভোগ করা যাঁহারদের ইচ্ছা, তাঁহারা তাহার দ্বার উদ্ঘাটনে কেন ভীত বা শঙ্কিত হইবেন। শরীরের মৃত্যু তাঁহারদিগের পক্ষে তত ভয়ানক নহে। বীজ হইতে যেমন কাণ্ড শাখা, পুষ্প ফল যথাক্রমে প্রসবিত হইতে দেখিয়া সকলে প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির নিয়ম পুণ্যাত্মারা নরদেহে দেদীপ্যমান দেখিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরকেই ধন্য বাদ দেন। শোণিত শুক্র হইতে যেমন জননী-গর্ভে ক্রমে ক্রমে রক্ত মাংস শিরা শোণিত-সম্পন্ন অশরীরি আত্মার আবাস গৃহ এই শরীর নির্ম্মিত হয়, এবং যথাসময়ে আলোক-শূন্য জননীগর্ভ হইতে এই আলোকময় সুরম্য লোকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়, তেমনি পর্য্যায়-ক্রমে বাল্য, যৌবন, জরা ও বার্দ্ধক্য রূপ নানা অবস্থাতে আত্মা ক্রমশঃ জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া ইহ লোকের শিক্ষা সমাপন করিলেই মৃত্যু রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা পার্থিব-শরীর পৃথিবীতে রাখিয়া আবার উন্নততর লোকে যাইয়া উপনীত হয়। বালকের যতদিন মাতৃ শরীরে পোষিত হইবার আবশ্যক সে ততদিন তথায় পরিপালিত হয়, এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইবার কাল উপস্থিত হইলে সে তাহা পরিত্যাগ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলের মনে আনন্দ বিধান করে। আত্মার সেই রূপ এই ভঙ্গুর শরীরে ইহলোকে যতদিন ও যতদূর উন্নত হইবার প্রয়োজন, ততকাল এখানে অবস্থান করিয়া লোকান্তরে উপনীত হওত দেবতাদিগের মধ্যে হর্ষ আনন্দ বিস্তার করে। আমরা যেমন গর্ভ-কূপ হইতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া পুলকিত হই, দেবতারাও তেমনি আত্মার ভূলোক হইতে উন্নত লোকে যাইবার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া আনন্দিত হইতে থাকেন। মৃত্যু যে আমারদের উন্নতিশীল আত্মাকে কেমন বিচিত্র কৌশলে উন্নত লোকে লইয়া যায়, এই সংকীর্ণ কারাগার হইতে কেমন নিঃশব্দে বিমুক্ত করিয়া যে

প্রকৃত স্বদেশের পথ নির্দ্দেশ করে, যতক্ষণ না আমরা দেব-ভাবে, জ্ঞান প্রেমে সমুন্নত হই, ততক্ষণ মৃত্যুর তাঁহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। মনুষ্য যত বিষয়-জালে বিজড়িত হয়, পার্থিব সুখে অনুরক্ত হয়, মৃত্যু ততই তাহার সন্নিধানে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। মৃত্যু সংসার-পরতন্ত্র জ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষেই ভয়ানক; মৃত্যু সাধু সজ্জনের, ঋষি, যতি সন্ন্যাসীর পদানত দাস। মৃত্যু ভগবৎ-প্রেম-শূন্য নীরস হৃদয়ের পক্ষেই উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর, মৃত্যু ঈশ্বর-প্রেম-মগ্ন সুধীর সাধুর নিকটে পুষ্পবৎ কোমল। মৃত্যুকাল সংসার-সর্ব্বস্ব ঘোর বিষয়ীর পক্ষেই প্রলয়-কাল তুল্য, উন্নতমনা ঈশ্বর-পিপাসু প্রেমিকের সান্নিধানে তাহা উষা কালের ন্যায় সুখ-প্রদ, আনন্দ-প্রদ।

শরীর-ত্যাগ বা প্রাণনক্রিয়ার অবরোধ [illegible] বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে, সে মৃত্যুতে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সম্পন্ন অশরীরি আত্মার মৃত্যু হয় না। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই তাহার যথার্থ মৃত্যু। তাঁর সঙ্গে বিযুক্ত হওয়াই তাহার সাংঘাতিক বিনাশ। আমরা সকলে সেই মৃত্যু-ভয়েই ব্যাকুল হইয়া অমৃতের শরণাগত হইয়াছি। পাছে সংসার আমারদের আত্মার প্রাণ বিনষ্ট করে, পাছে বিষয়ারণ্যে প্রবেশ করিলে পাপ-পিশাচী আমারদের আত্মাকে আক্রমণ করে, এই ভয়েই ভীত হইয়া সেই প্রাণদাতার আশ্রয় লইয়াছি, যে তিনিই আমারদিগকে রক্ষা করিবেন। এস, সকলে এখানকার অসৎ অন্ধকার হইতে উদ্ধার হইবার জন্য, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সকাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করি, "অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" "অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য।

বকল নামক ইংলণ্ডীয় মহাপণ্ডিত তাঁহার ইংলণ্ডীয় সভ্যতার পুরাবৃত্তের ভূমিকা মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-মূলক নিয়মের তুলনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকলই মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত আছে, এবং তিনি যদ্যপিও ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তথাচ ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকলকে মনুষ্যগণের উন্নতি সাধন পক্ষে নিশ্চেষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি যাহা বলেন তাহার সত্যাসত্য বিচারে আপাততঃ ক্ষান্ত থাকিয়া তাঁহার উক্তিকেই প্রামাণ্য করত তৎপ্রতি তর্ক করা যাইতেছে। ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল, ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল নি[illegible] চিরকাল সমান ভাবে মনুষ্য[illegible] বিরাজিত আছে, সেই সকল সত্যে[illegible] বৃদ্ধি করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু তিনি পরে বলিয়াছেন, যে এই রূপ নিশ্চেষ্ট সত্য সকল মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধনে কখনই আনুকূল্য করিতে পারে নাই। এমন মনুষ্যের

---

* For there is, unquestionably nothing to be found in the world which has undergone so little change, as those great dogmas of which moral systems are composed. To do good to others, to sacrifice for their benefit your own wishes; to love your neighbour as yourself, to forgive your enemies; to restrain your passions; to honour your parents; to respect those who are set over you, these and a few others are the sole essentials of all morals but they have been known for thousands of years and not one jot or tittle has been added to them by all the sermons, homilies, and text books which moralists and theologians have been able to produce. *Buckle's History of Civilisation in England Vol. I. page* 163.

প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে তাহা দেখা আবশ্যক। যদ্যপি জ্ঞান-মূলক সত্য সকল ধর্ম্ম-মূলক সত্যকে ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে কি মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত, "অন্যের উপকার করা, অন্যের উপকার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, সকলকে আপনার ন্যায় প্রেম-ভাবে দর্শন করা, আপনার বিপক্ষকেও মার্জ্জনা করা, কামক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করা, পিতা মাতাকে ভক্তি করা ও গুরু-জনকে মান্য করা," এই সকল সত্য যদি মনুষ্যের আত্মা হইতে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কেবল জ্ঞান-মূলক সত্য জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল দ্বারা কি মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। এই সকল সত্য ও এই সকল নিয়ম যে অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থির ভাবে আমাদের আত্মাতে বিরাজিত রহিয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু ইহাতে যে মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় নাই, ইহা আমরা কোন রূপেই স্বীকার করিতে পারি না। মহাত্মা বকল যখন অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া, শারীরিক সুস্থতাকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ সভ্যতার পুরাবৃত্ত সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন কি তিনি পরের উপকারার্থে ঐ গ্রন্থ সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই? হায়! এখন ঐ আশ্চর্য্য জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থে তাঁহার শোচনীয় কথা মনে হইলে কাহার হৃদয় না দ্রবিত হয়? কিন্তু আমাদের সেই অশ্রু-নিপাত কোন উৎস হইতে উৎসারিত হয়, জ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁহার জ্ঞানের আলোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক সত্যই আমাদিগকে তাঁহাকে মান্য করিতে, তাঁহার জন্য শোক করিতে হৃদয়কে আদেশ করে, ধর্ম্ম-মূলক সত্য নিশ্চেষ্ট ভাবেই আমাদের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে? যাহারা স্থির ভাবে আমাদের উপকার করে তাহারা কি আমাদের উপ-কারক নহে, ধর্ম্ম-মূলক সত্য চিরকাল আমাদের হৃদয়কে নিয়োজিত করে বলিয়াই কি তাহাদের নিয়ম আমাদের পক্ষে পরম উপকারক নহে, মনুষ্য জাতির আজন্ম দুই হস্ত এবং দুই পদ; ত্রিপাদ কিম্বা চতু-র্ভুজ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এই জন্য কি উক্ত হস্ত পদাদি দ্বারা মনুষ্যের যে উপকার সাধিত হয় ও হইতেছে তাহা বৃথা হইবে, এই জন্যই কি তাহারা মনুষ্য জাতির পরম উপকারক নহে, এই জন্যই কি তাহা-দের দ্বারা ভবিষ্যতে যে সকল উন্নতি সাধিত হইবে তাহা মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ধর্ম্ম-মূলক সত্য আমাদের আত্মাতে চির-কাল সমভাবে অবস্থিতি করিয়া আমাদের পরম উপকার সাধন করিতেছে বটে, কিন্তু এই জন্য আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য সকলকেও তুচ্ছ করিতে পারি না। ধর্ম্ম-মূলক সত্য, ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল অবিনশ্বর অক্ষরে মনুষ্যের আত্মাতে নিবেশিত আছে, জ্ঞান আপনার জ্যোতি দ্বারা সেই সকল সত্যকে অগ্নিময় অক্ষরে পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের নিকটে প্রতিভাত করে। সপ্তসুর আমাদের কণ্ঠেই রহিয়াছে কিন্তু মনুষ্য বিশেষ কোন ক্রিয়া দ্বারা তাহা আকাশে নিক্ষেপ করত তাহাকে মোহিনী শক্তি প্রদান করে।

ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম ও জ্ঞান-মূলক নিয়ম উভয়েই আমাদের পরম উপকারক, উভয়-কেই বিশেষ রূপে আলোচনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমরা অতি সঙ্কুচিত হইয়াই মহাত্মা বকলের সহিত ভিন্নমত হইয়াছি। আমাদের মতে ধর্ম্ম-মূলক-নিয়ম ও জ্ঞান-মূলক নিয়ম, ইহার মধ্যে কোনটি আমাদের উন্নতি-সাধনে অল্প বা অধিক ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে তাহার

অনুসন্ধান করা কিম্বা তন্মধ্যে তুলনা সংস্থাপন করাই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল ক্রমে মনুষ্যের মন হইতে মোহ-অন্ধকার দূর করিয়া, ধর্ম্ম-মূলক সত্যকেই উদ্দীপিত করে, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম, ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বই যদি না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞান-মূলক সত্য সকল কি কর্ম্ম করিতে অধিকারী হইত? কিছুই নহে। যদ্যপি সমুদায় মহাত্মাগণের জ্ঞান-প্রদর্শিত মহা সত্য সকল এই ধর্ম্ম-মূলক নিয়মকে উদ্দীপিত না করিত যে—মনুষ্যের উপকার করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা হইলে ঐ সকল মহা সত্য, মনুষ্যের পক্ষে, বৃথা ও নিস্ফল কি না?

উক্ত মহাত্মাগণ মহা সত্যসকল আবিষ্কৃত করিয়া মনুষ্যের জ্ঞান-সমষ্টি বৃদ্ধি করিয়া, কি করিয়াছেন? মনুষ্যের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি ঐ সকল মহাত্মাদের মনে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় না থাকিত যে আমরা যাহা করিতেছি তদ্দ্বারা মনুষ্য জাতির পরম উপকারই সাধিত হইবে, তাহা হইলে কি তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ঐ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন।

মহাত্মা বকল, আপনার তর্ক দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি, অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকগণের বিদ্রোহাচরণ এবং পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রাদুর্ভাব। এক্ষণে আমরা এই দুই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাত্মা বকল বলেন, যে অজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে যেকালে প্রভুত্ব নিপতিত হইয়াছে, সেই সময়েই উক্ত ব্যক্তি প্রায়ই মনুষ্যের উপকার সাধন না করিয়া প্রত্যুতঃ মহা অপকারই করিয়াছেন এবং এই কথা যে কত দুর সত্য তাহা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রোহাচরণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হয়; কেন না, যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-যাজক ঐ রূপ ভিন্ন বিশ্বাসস্থ লোকগণের উপর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মানসিক প্রবৃত্তি সকল অতি নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল ও আপনাদের বিশ্বাসকে সত্য জানিয়াই ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং যদ্যপি তাঁহারা ধর্ম্মের বশীভূত হইয়াই ঐ সকল অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম-মূলক সত্যের গৌরব আর কোথায় রহিল। এই রূপ বিদ্রোহাচরণে, যে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট ঘটিয়া গিয়াছে, ও ইহা যে প্রভুত অনর্থের মূল ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি এবং যে সকল ধর্ম্মযাজক, ঐ বিষম কাণ্ডে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে অন্যান্য বিষয়ে পবিত্রচরিত্র এবং আপনাদের বিশ্বাসকে সত্য জানিয়াই ঐ রূপ অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে তাহাও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে ইহা দ্বারা ধর্ম্ম-মূলক সত্যের অস্তিত্বের কিম্বা তাহার উপকারিত্বের কি ব্যাঘাত জন্মিল? ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ যে অতি অকর্ত্তব্য এই যে এক মহান্ সত্য এইটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? কোন্ জ্ঞান-মূলক সত্য হইতে এই সত্যটি উৎপন্ন হইয়াছে? ঐ রূপ বিদ্রোহাচরণ করা নিস্ফল এই জন্যই কি মনুষ্য তাহা হইতে বিরত হয়, না ঐ রূপ আচরণ অতি অন্যায় ও অতি অকর্ত্তব্য এই জন্যই মনুষ্য উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু তবে কি এই ধর্ম্ম-মূলক সত্য আমরাই পাইয়াছি, পূর্ব্বকালীন যাঁহারা ঐ রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট কি এই সত্য প্রতিভাত হয় নাই? এখানে এই তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অবশ্যই প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শান্তি-মূলক কর্ম্মে মনুষ্য নিযুক্ত হইয়া, যুদ্ধ-প্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস করে ও সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ মঞ্চের নিম্ন সোপান সকলে এই রূপ ভাবই দেখা যায়। ক্রমে যুদ্ধ-প্রিয় ব্যক্তির হ্রাস দেখাইয়া তিনি ইউরোপীয় জ্ঞান বিস্তারে যে রূপ এই যুদ্ধ বিগ্রহের অল্পতা হইয়া আসিয়াছে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে বারুদের ব্যবহার ও মনুষ্যের গমনাগমনে বাষ্পের ব্যবহার এবং বার্ত্তাশাস্ত্রের সত্য সকলের আবিষ্কার এই তিন উপায়কেই তিনি যুদ্ধ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া গিয়াছেন এবং ফ্রান্স সম্বন্ধীয় মহাবিপ্লবের পর চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিনী শান্তি ও তৎপরে রূসও তুর্ক এই দুই অসভ্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহকেই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা বকল যদি এতদিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে জর্ম্মনির যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার দর্শনে তিনি তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিতেন বলিতে পারি না; কিন্তু এ রূপ তর্ক উত্থাপন করা আমাদের মতে যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়াই তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, আততায়িক যুদ্ধ ব্যাপার যে অন্যায় এই যে একটি মহান্ সত্য ইহা আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ভাব হইতে যদি আমরা এই সত্য না পাইতাম—যে স্বার্থ হেতু পরের মন্দ করা অন্যায় —তাহা হইলে, জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের আবির্ভাবে ইহা কি কখন আমাদের হৃদ্গত হইত। জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের আবির্ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের নিষ্ফলতা ও শান্তির উপকার সভ্য জাতির হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে উহার হ্রাস যে ক্রমে সাধিত হইবে তৎপ্রতি আমাদের কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু পুরাবৃত্ত পাঠে আমরা এই একটি সত্য প্রাপ্ত হই যাহা মহাত্মা বকল বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখেন নাই; তিনি কি ঐ চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিনী মহা শান্তির সময়ে আফ্রিকাস্থ এবং আসিয়াস্থ জাতিগণের উপর ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের অত্যাচারের ও আততায়িক যুদ্ধের বিষয় দেখিয়াও দেখেন নাই? আফ্রিকাস্থ আলজীরিয়ায় এবং আসিয়াস্থ ভারত বর্ষে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয় সভ্য জাতির মধ্যে ও তাহাদিগের পণ্ডিতগণের মধ্যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলের অবমাননায় এই এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, যে ইউরোপীয় সভ্য জাতি জ্ঞান বলে বলী হইয়া পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমুদায় দুর্ব্বল জাতির উপর মহা বিদ্রোহাচরণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা বিবিধ উপায় সৃজন করত অন্যান্য হীন-বল মনুষ্য জাতি সকলকে পৃথিবী হইতে উৎসন্ন করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ধর্ম্ম মূলক সত্যকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন যে এই ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য ইহা কি রূপে বলা যাইতে পারে। জ্ঞান-দর্পে দর্পিত হইয়া ইউরোপের মনুষ্যগণ, অন্যান্য দেশের লোকগণকে কি ভয়ানক ভাবে দেখিয়া থাকেন, কেহ কেহ ইহাদের মনুষ্য বলিতেও ঘৃণা করেন। এই রূপ বিদ্বেষ ভাব ও এই সকল হত্যাকাণ্ড কখনই জ্ঞান মূলক সত্য নিবারণ করিতে সমর্থ নহে ও হইবে না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা এই সকল অনর্থকর ব্যাপারের [illegible] বনা। ইউরোপীয় সভ্য [illegible] জ্ঞান প্রচারের ছলে পর দেশ আক্রমণের বিধিকে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভবিষ্যতে ধর্ম্মেরই মহা সত্য সকলই এই বিষম কাণ্ড নিবারণের যে মূলাধার হইবে তৎপ্রতি এক প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

যুদ্ধ বিগ্রহ এত দূর ভয়ঙ্কর ও ধর্ম্ম প্রতিরোধী কাণ্ড যে তজ্জনিত ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য ভয়ঙ্কর ব্যাপারের উপশম জন্যই ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল ব্রতী ছিল। পূর্ব্ব কালে গ্রীস এবং রোমীয় সংগ্রামে জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দাস সংখ্যার বৃদ্ধি হইত। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যগণ জেতাগণের দাস হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিত, বাস্তবিক ঐ হতভাগ্য পুরুষগণ ক্রীত দাস স্বরূপ গণ্য হইত। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই ভয়ানক ব্যাপার নিবারণের প্রধান উপায় [১]। অতএব দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্ম যাজকেরা যদ্যপিও যুদ্ধ বিগ্রহ নিবারণের জন্য ব্রতী থাকিয়া তাহা পৃথিবী হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয়েন নাই বটে, কিন্তু তাহার ভীষণ উৎপাত সকল তাহাদের দ্বারা অনেকাংশে নিরাকৃত হইয়াছে। জ্ঞান-মূলক সত্য এই ব্যাপারের উপশম জন্য চেষ্টা করিলে বোধ হয় কোন কালেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। পৃথিবী হইতে যে ঐ ভয়ানক কাণ্ড একেবারে উন্মূলিত হয় নাই, তাহার অন্যান্য কারণ আছে; সেই সকল কারণের আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ইহা কোন্ বিবেচক ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে যদ্যপি লোকেরা ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল হৃদয়ঙ্গম করে, ঐ সকল সত্যকেও ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকলকে পৃথিবীর কার্য্যে নিয়োগ করে, তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহ পৃথিবী হইতে একেবারে তিরোহিত হয় এবং এখানে ইহাও অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল দ্বারা ভবিষ্যতে এই ব্যাপারের নিরাকরণ হইবে। ধর্ম্ম-মূলক সত্য ক্রমে মনুষ্যের মনে উদ্দীপিত হইতেছে, ইহার দ্বারা মহৎ কর্ম্ম সকল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

এখন, মহাত্মা বকল যে ধর্ম্ম মূলক সত্যের উন্নতি হওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়াগিয়াছেন ইহা কত দূর সত্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ধর্ম্ম-মূলক সত্যের কতকগুলিন মূল তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে কোন কালে ইহার পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সিদ্ধান্ত এত দূর সত্য যে ইহার প্রতি কেহই সন্দেহ স্থাপন করিতে পারেন না; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সকল মূল তত্ত্ব যেমন অপরিবর্ত্তনশীল, জ্ঞান-মূলক সত্য জ্ঞান-মূলক নিয়মেরও সেই রূপ কতকগুলিন এমন মূল তত্ত্ব আছে যাহা ঐ রূপ অপরিবর্ত্তনশীল। সকল বিদ্যারই ঐরূপ কতকগুলিন এমন সত্য আছে যাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনশীল। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি, গণিত বিদ্যার মূল তত্ত্ব, জ্যামিতির মূল তত্ত্ব, সমুদায়ই অপরিবর্ত্তনশীল। এই সকল মূল তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারাই জ্ঞান-মূলক সত্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেই রূপ ধর্ম্ম-মূলক সত্যের মূল তত্ত্ব সকলেরও ঐ রূপ প্রয়োগ দেখা যায়, এবং ঐ রূপ প্রয়োগকে কি ধর্ম্ম-মূলক সত্যের উন্নতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না? মনুষ্যগণকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা এই রূপ প্রয়োগের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। রাজ-কার্য্যের

---

[১] It was in this manner that the old civilization which rested on conquest and on slavery had passed into complete dissolution: the free classes being altogether demoralised, and the slave classes exposed to the most horrible cruelties. At last the spirit of Christianity moved over this chaotic society and not merely alleviated the evil that convulsed it but also reorganised it on a new basis. Page 255, Leckie's Rise and Influence of Rationalism in Eurpoe. Other influences could produce the manumission of many slaves, but Christianity alone could effect the profound change of character that rendered possible the abolition of slavery—Ibid.

শাসন প্রণালী মধ্যে এই সকল ধর্ম্ম-মূলক নিয়মের যত প্রাচুর্ভাব হইবে ততই তাহা দ্বারা পৃথিবীস্থ তাবৎ জনগণের মহা উপকার সাধিত হইতে থাকিবে

ধর্ম্ম-মূলক সত্যের আর এক প্রকার উন্নতি পুরাবৃত্তে দৃষ্টিগোচর হয়। এককালে কোন গর্হিত কর্ম্ম সাধারণ সমাজ মধ্যে এরূপ প্রচলিত থাকে যে ঐ রূপ গর্হিতাচারী ব্যক্তি এক কালে সমাজ মধ্যে কিছুই নিন্দনীয় হয় না। কিছু দিন পরে আবার সেই রূপ গর্হিতাচরণ জন-সমাজ মধ্যে এরূপ নিন্দনীয় হয় যে, ঐরূপ আচরণ প্রায়ই ভদ্র সমাজ মধ্য হইতে উন্মূলিত হয়। এই রূপ ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে উহা বাস্তবিক ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল হইতে উত্থিত হইয়াছে, আমাদের সকলেরই মনে একটি মঙ্গলের আদর্শ আছে, সেই আদর্শ যদিও জ্ঞান দ্বারা আমাদের মনে ক্রমে উন্নত ও সুন্দর রূপ ধারণ করে কিন্তু তথাচ সেই মঙ্গলের আদর্শই প্রমার্জ্জিত হইয়া পরিস্ফুট আকার ধারণ করে মাত্র। ঐ মঙ্গলের আদর্শই বাস্তবিক আমাদের সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্বের মূল পত্তন ভূমি। অতএব যখন ঐ পত্তন-ভূমির বিস্তৃতি হয় তখন অবশ্যই ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলেরও বিস্তৃতি ও উন্নতি বলিতে হইবে। এই স্থানে লৌকিক গ্রন্থকার তাঁহার জ্ঞান-ভাবের উত্থাপন ও অধিকার বিষয়ক পুস্তকে যে রূপ বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম[১]।

এই নিমিত্ত আমরা জ্ঞান-মূলক সত্য সকলকেও অনাদর করিতে প্রবৃত্ত নহি, জ্ঞান-মূলক সত্য সকল দ্বারা মনুষ্য জাতির অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। জ্ঞান-মূলক সত্য সকল ধর্ম্মের পথকে পরিষ্কৃত করিতেছে, মনুষ্যের অবস্থাকে উন্নত করিতেছে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল উভয়ই মনুষ্য জাতির পরম হিত সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, উভয়ই আমাদিগের পক্ষে অতি শ্রদ্ধেয়, আমরা যেমন ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকল নিশ্চেষ্ট. ইহা দ্বারা মনুষ্য জাতির কোন উন্নতিই সাধিত হয় নাই, সেই রূপ ইহাও স্বীকার করিতে পারিনা যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকল অনাবশ্যক। বাস্তবিক ইহার মধ্যে কাহারো প্রতি বীতস্পৃহ হওয়া মনুষ্যের উচিত নহে। জ্ঞান-মূলক সত্য দ্বারা ধর্ম্ম-মূলক সত্যের ধর্ম্ম মূলক নিয়মেরও অনেক উপকার

[১] "I have examined several important intellectual agencies which have effected intellectual changes, but I have as yet altogether omitted the laws of moral development. In endeavouring to supply this omission, we are at first met by a school, which admits, indeed, that the true essence of all religion is moral, but at the same time, denies that there can be in this respect any principle of progress. Nothing it is said is so immutable as morals. The difference between right and wrong was always known and on this subject our conceptions can never be enlarged. But if in the term used moral be included not simply the broad difference between acts, which are positively virtuous, and those which are positively vicious, but also, the prevail standard of excellence it is quite certain that morals exhibit as constant a progress as intellect, and it is probable that this progress has exercised as important an influence upon Society * * * * * * * Thus, the pursuit of virtue for it's own sake is undoubtedly a higher excellence than the pursuit of virtue for the sake of attaining reward or avoiding punishment; yet the notion of disinterested virtue belongs almost exclusively to the higher ranks of the most civilized ages, and exactly in proportion as we descend the intellectual scale it is necessary to elaborate, the system of reward or punishment.

সাধিত হইয়াছে. পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু সেই সকল দৃষ্টান্ত এখানে সংকলন না করিয়া কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

জৈনমত।

জৈনেরা কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম উৎসর্পিণী দ্বিতীয়টির নাম অবসর্পিণী। এক একটি কাল লক্ষ কোটি বৎসর ব্যাপিয়া থাকে। এই উৎসর্পিণী ছয় ভাগে বিভক্ত—সুখ, সুখসুখ, সুখদুঃখ, দুঃখসুখ, দুঃখ ও অতি দুঃখ। দ্বিতীয় কাল অবসর্পিণীও আবার ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—অতি দুঃখ, সুখদুঃখ, দুঃখসুখ, দুঃখদুঃখ, ও সুখসুখ। মনুষ্যেরা যে সমস্ত স্থানে আছে তথায় যেমন চন্দ্রের এক বার হ্রাস ও এক বার বৃদ্ধি দেখা যায়, যেমন কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুইটি পক্ষ পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করে, সেই রূপ এই দুইটি কাল পুনঃপুনঃ গতায়াত করিতেছে। মনুষ্যেরা যে সমস্ত স্থানে বাস করে তৎসমুদায়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ এক শত সপ্ততি। তন্মধ্যে দশটি স্থান পাঁচ জন ভরত ও পাঁচটী ঐরাবতের নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ত্রিলোকসারক গ্রন্থে এই সমস্ত স্থানের বিস্তীর্ণ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথম, সুখকাল চার শত কোটি বৎসর থাকে। এই সময়ে মনুষ্যেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দশটি কল্প বৃক্ষের ফলভোগ করিয়া থাকে। এই দশটি বৃক্ষের নাম ভোজনাঙ্গ, বস্ত্রাঙ্গ, ভূষণাঙ্গ, মাল্যাঙ্গ, গৃহাঙ্গ, বাদ্যাঙ্গ, তূর্য্যাঙ্গ ও জ্যোতিরাঙ্গ ইত্যাদি। মনুষ্যেরা এই সমস্ত কল্প বৃক্ষ দ্বারা পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অত্যাচার নাই; সুতরাং তৎকালে রাজারও আবশ্যকতা ছিল না। মনুষ্যেরা সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিত। তাৎকালিক মনুষ্যদিগের নাম উত্তম-ভূমি-প্রবর্ত্তক ছিল।

দ্বিতীয় সুখ সুখ কাল তিন শত কোটি বৎসর থাকে। সুখ কালে যে রূপ কল্প-বৃক্ষের দান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত এ সময়ে তদপেক্ষা কিছু ন্যূন। এবং এ সময়ে মনুষ্যের বল বীর্য্য ও দীর্ঘজীবিতা তাদৃশ ছিল না। ইহাদিগের নাম মধ্যম-ভূমি-প্রবর্ত্তক ছিল।

তৃতীয় সুখদুঃখ কাল। এই কাল দুই শত কোটি বৎসর থাকে। এই সময়ে কল্প বৃক্ষ যৎসামান্য রূপ ফল প্রসব করিত। মনুষ্যেরা অল্পায়ু ও দুর্ব্বল ছিল এবং তাহাদিগের সুখ ও সন্তোষ অল্প পরিমাণেই লাভ হইত। এই সময়ে মনুষ্যদিগের নাম জঘন্য-ভোগ-প্রবর্ত্তক ছিল। এই তিন কালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হন। ইহাঁদিগের নাম প্রতিশ্রুতি, সন্মতি, ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমন্ধর, শ্রীমানকর, শ্রীমানধর, বিমলবাহন, চক্ষুষ্মান, যশস্বী, অভিচন্দ্র, চান্দ্রব, মরুদেব, প্রসন্নজিৎ, ও নাভিরাজ। এই শেষ মনু নাভিরাজ মরুদেবীকে বিবাহ করিয়া বৃষভ-নাথ তীর্থঙ্কর নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ দুঃখসুখ কাল। এই সময় অতি অল্প পরিমিত বৎসরই থাকে। কল্প বৃক্ষ এই কালে আর কিছুই প্রদান করে না। এই দুঃখ সুখ সময়ে কল্প বৃক্ষের তিরোভাব নিবন্ধন বোধ হইয়াছিল যেন মনুষ্যজাতি এক কালে উৎসন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে চতুর্দ্দশ মনু অযোধ্যাধিপতি

নাভিরাজের বৃষভ নাথ তীর্থঙ্কর নামে পুত্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর মনুষ্যেরা ইতস্তত বিচেষ্টমান হইতেছিল, এই বৃষভনাথ তাহাদিগের দুঃখ মোচন করেন। তিনি স্বয়ং উপদেশ দ্বারা তাহাদিগের সদসৎ জ্ঞান সম্ভব ও অসম্ভব জ্ঞান এবং পৃথিবী ও স্বর্গে সুখী হইবার উপায় জ্ঞান প্রদান করিয়া ছিলেন এবং তিনিই মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম কার্য্য সমুদায়ের নিয়ম-বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের জীবন যাপনের সুবিধা সম্পাদনের নিমিত্ত অসি, মশী ও কৃষি এই তিনটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই রূপ সমস্ত বিষয় সুপ্রণালীবদ্ধ করাতে বৃষভ নাথ সকল মনুষ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আধিপত্য লাভ করিবার পর তিনি প্রথমানুযোগ, কর্ম্মানুযোগ, চরণানুযোগ ও দ্রব্যানুযোগ এই কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর এই প্রকারে জৈনদিগের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণকে এই গ্রন্থের অভিমত কার্য্যানুষ্ঠানের ভারার্পণ করেন। এই সকল গ্রন্থের ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইত না এই কারণে ব্রাহ্মণেরা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের বোধ-সুলভ করিয়া দিতেন এবং অনেকানেক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদও প্রচলিত করেন। এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন বৃষভনাথ লোকের উপকারার্থ অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

যখন এই রূপে বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর লোকের উপকার সাধনে দীক্ষিত হইলেন, যখন নানা প্রকারে লোকের প্রকৃত উপকার হইতে লাগিল, তখন সাধারণে তাঁহাকে ঈশ্বরের অনুরূপ বলিয়া স্থির করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তেরা জৈনেশ্বর নামে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহার প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিত।

বৃষভনাথ তীর্থঙ্কর দুইটি স্ত্রী রাখিয়া লোকান্তরিত হন। ঐ দুইটি স্ত্রীর মধ্যে প্রথমার নাম আশাস্বতী দ্বিতীয়ার নাম সুনন্দা দেবী। আশাস্বতীর গর্ভে ভরত চক্রবর্ত্তী নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সুনন্দার গর্ভে গোমতেশ্বর স্বামী উৎপন্ন হন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরত চক্রবর্ত্তী এই পৃথিবীর ছয় ভাগ শাসন করেন এবং তাঁহার নামেই ঐ ছয় ভাগ ভারত ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। তদবধি অদ্যাপি উহার ঐ নামই চলিয়া আসিতেছে। অযোধ্যা এই ভরত চক্রবর্ত্তীর রাজধানী ছিল। তিনি বহু দিবস এই রাজ্য ভার স্বহস্তে বহন করিয়া পরিশেষে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমুদেশ্বর স্বামীকে অর্পণ করেন। তৎপরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যান যোগে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

গোমতেশ্বর স্বামী ভ্রাতৃদত্ত রাজ্য কিছু কাল পালন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভ পুর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজারা পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিল। তিনি নানা প্রকারে প্রজাদিগের উন্নতি চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রজারা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিত। জৈনেরা ভূত ভবিষৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কাল মধ্যে প্রত্যেক কালে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীত কালের তীর্থঙ্করদিগকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন তীর্থঙ্করেরা ভবিষ্যদ্বাদী ছিলেন। তাঁহারা সাধারণের গোচরার্থ ভাবী তীর্থঙ্করদিগের নামোল্লেখ করিয়া যান।

আদরাভিশযেন স্বকীয়ান্ বৎসান্ 'উপতস্থুঃ' সংগচ্ছন্তে তথা উষসমগ্নিং দ্যাবাপৃথিব্যাবুপশ্রিতে তবতুঃ। পূর্ব্বং সেবন মাত্রযুক্তং ইদানীং পুনর্গোমিবর্ণমেব স্তোত্রৈরাদরা-তিশয়েন দ্যোতয়তে। অতঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'দক্ষাণাং' সর্ব্বেষাং বলানাং দক্ষপতিঃ 'বলাধিপতিঃ' বভূব ইত্যর্থঃ 'যং' অগ্নিং 'দক্ষিণতঃ' আহবনীয়স্য দক্ষিণভাগেহবস্থিতাঃ ঋত্বিজঃ 'হবির্ভিঃ' চরুপুরোডাশাদিভিঃ 'অঞ্জন্তি' আজ্যৈঃ পূর্ব্বন্তি তর্পয়ন্তি সোঽগ্নিরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

৬। দিবা রাত্রি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীর ন্যায় এই অগ্নিকে সেবা করিয়া থাকে এবং ধেনুগণ যেমন হম্বারব করিয়া আদর সহকারে বৎসের সহিত সমাগত হয় সেই রূপ দিবা রাত্রি এই অগ্নির সহিত সমাগত হইয়া থাকে। এই অগ্নি সকল বলের অধিপতি। ঋত্বিকেরা দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হইয়া হবি দ্বারা এই অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন।

১১১৭

৭। উদ্যংযমীতি সবিতেব বাহূ উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্। উচ্ছুক্রমৎকমজতে সিমস্মান্নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি।

৭। 'সবিতেব' সর্ব্বস্য প্রেরক আদিত্যঃ যথা 'বাহূ' বাহুস্থানীয়ান্ রশ্মীন উদ্যময়তি তথাঽয়ং ঔষসঃ অগ্নিঃ স্বকীয়ানি তেজাংসি 'উদ্যংযমীতি' ভৃশং উদ্যতানি উৰ্দ্ধাভিমুখানি করোতি। তদনন্তরং 'ভীমঃ' সর্ব্বেষাং ভয়ঙ্করঃ অগ্নিঃ 'উভে সিচৌ' উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ঋঞ্জন্' প্রসাধয়ন স্বতেজসালংকুর্ব্বন্ 'যততে' স্বব্যা-পারে প্রযতেত। তদনন্তরং 'সিমস্মাৎ' সর্ব্বস্মাৎ ভূত-জাতাৎ 'শুক্রং' দীপ্তং 'অৎকং' সারভূতং রসং 'উদজতে' ঊৰ্দ্ধং রশ্মিভিঃ গময়তে। অপিচ 'মাতৃভ্যঃ' মাতৃস্থানী-য়েভ্যঃ বৃক্ষেভ্যঃ সকাশাৎ 'নবা' নবানি প্রত্যগ্রাণি 'বসনা' সর্ব্বস্য জগতঃ আচ্ছাদকানি তেজাংসি 'জহাতি' উৎসাদয়তি।

৭। আদিত্য যেমন রশ্মিজাল ঊর্দ্ধগত করিয়া থাকেন, সেই রূপ অগ্নি স্বীয় তেজ সকল ঊর্দ্ধগামী করেন। এই সর্ব্বভূত-ভয়াবহ অগ্নি ভূলোক ও দ্যুলোক, অলঙ্কৃত করিয়া স্বকার্য্যে [illegible] হইয়া থাকেন। ইনি সকল জঙ্গমাত্মক ভূ- [illegible] দীপ্ত রস গ্রহণ করেন এবং মাতৃস্থানীয় বৃ- [illegible] ল

হইতে সকলের আবরক নূতন তেজ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১১১৮

৮। ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎসংপৃঞ্চানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ। কবির্বুধ্নং পরি মর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্বভূব।

৮। 'সদনে' অন্তরিক্ষে 'গোভিঃ' গন্ত্রীভিঃ অদ্ভিঃ মেঘস্থাভিঃ সহ 'সংপৃঞ্চানঃ' বৈদ্যুতরূপেণ সংযুক্তঃ সন্ 'ত্বেষং' দীপ্তং সর্ব্বৈঃ দ্রষ্টুমশক্যং 'উত্তরং' উৎকৃষ্টতরং 'রূপং' বৈদ্যুতং প্রকাশং 'যৎ' যদা 'কৃণুতে' করোতি। তদানীং 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'ধীঃ' সর্ব্বেষাং ধারকঃ সোঽগ্নিঃ 'বুধ্নং' সর্ব্বস্য উদকস্য মূলং মূলভূতং অন্তরিক্ষং 'পরিমর্মৃজ্যতে' পরিতঃ মার্ষ্টি স্বতেজসাচ্ছাদয়তি তস্য অগ্নেঃ 'সা দেবতাতা' দেবেন দেবনশীলেন অগ্নিনা ততা বিস্তারিতা দীপ্তিঃ অস্মাভিঃ স্তুতা সতী, 'সমিতিঃ বভূব' তেজসাং সংহতির্ভবতি।

৮। যখন অগ্নি অন্তরিক্ষে জলের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া প্রদীপ্ত উৎকৃষ্টতর রূপ প্রকাশ করেন, তখন সেই কবি সকলের ধারক অগ্নি জলের মূলভূত অন্তরিক্ষকে আপনার তেজে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। সেই অগ্নির সেই বিস্তারিত দীপ্তি আমাদিগের স্তোত্র দ্বারা রাশীভূত হয়।

১১১৯

৯। উরু তে জ্রয়ঃ পর্য্যেতি বুধ্নং বিরোচমানং মহিষস্য ধাম। বিশ্বেভিরগ্নে স্বযশোভিরিদ্ধোঽদব্ধেভিঃ পায়ুভিঃ পাহ্যস্মান্।

৯। 'মহিষস্য' মহতঃ 'তে' তব 'জ্রয়ঃ' রাক্ষসাদীনাং অভিভাবুকং 'বিরোচমানং' বিশেষেণ দীপ্যমানং 'উরু' বিস্তীর্ণং 'ধাম' তেজঃ 'বুধ্নং' অপাং মূলভূতং অন্তরিক্ষং 'পর্য্যেতি' পরিতঃ ব্যাপ্নোতি। হে 'অগ্নে' 'ইদ্ধঃ' অস্মাভিঃ প্রজ্বলিতঃ সন 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ স্বযশোভিঃ স্বকীয়ৈঃ আত্মীয়ৈঃ তেজোভিঃ 'অস্মান' পাহি' রক্ষ কীদৃশৈঃ 'অদব্ধেভিঃ' রাক্ষসাদিভিঃ অহিংসিতৈঃ 'পায়ুভিঃ' পালনশীলৈঃ।

৯। হে অগ্নি! তুমি অতি মহান্, তোমার অভিভবনশীল তেজ অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হইতেছে। তুমি আমাদিগের দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া আপনার সমস্ত তেজ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার ঐ তেজ অন্যে নষ্ট করিতে পারে না এবং উহা সকলকে পালন করিতে পারে।

১১২০

১০। ধন্বন্ৎস্রোতঃ কৃণুতে গাতুমূর্ম্মিং শুক্রৈরূর্ম্মিভিরভি নক্ষতি ক্ষাং। বিশ্বা সনানি জঠরেষু ধত্তেঽন্তর্নবাসু চরতি প্রসূষু।

১০ 'ধন্বন্' গচ্ছন্তি 'গাতুং' গমনশীলং 'ঊর্ম্মিং' উদকসঙ্ঘং অয়ং অগ্নিঃ 'স্রোতঃ' কৃণুতে স্রোতসা প্রবাহরূপেণ যুক্তং করোতি। 'শুক্রৈঃ' নির্ম্মলৈঃ 'ঊর্ম্মিভিঃ' জলসমূহৈঃ 'ক্ষাং' ভূমিং 'অভিনক্ষতি' অভিব্যাপ্নোতি। অতোঽয়মগ্নিঃ অন্তরিক্ষে জলসঙ্ঘমুৎপাদ্য তেন সর্ব্বাং ভূমিং পরিবর্দ্ধয়তি ইত্যর্থঃ। পশ্চাৎ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'সনানি' অন্নানি 'জঠরেষু' 'ধত্তে' স্থাপয়তি। কিঞ্চ 'নবাসু' নূতনাসু পল্লবিতাসু 'প্রসূষু' সর্ব্বেষাং অন্নানাং প্রসবিত্রীষু ওষধীষু পাকার্থং 'অন্তঃ চরতি' মধ্যে বর্ত্ততে।

১০। আকাশে গমনশীল জলসমূহকে এই অগ্নি প্রবাহরূপে যুক্ত করিয়া থাকেন। ইনি নির্ম্মল জল সমূহ দ্বারা ভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। তৎপরে সমস্ত অন্নকে জঠর মধ্যে অবস্থাপিত করেন এবং নূতন ওষধির মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

১১২১

১১। এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বিভাহি। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১।৭।২।

১১। হে 'পাবক' শোধক অগ্নে 'সমিধা' অস্মাভির্দত্তেন সমিধাদিদ্রব্যেণ 'এবা' এবং উক্ত প্রকারেণ 'বৃধানঃ' বর্দ্ধমানঃ সন্ 'রেবৎ' ধনিমত্তে অন্নযুক্তায় 'নঃ' অস্মাকং 'শ্রবসে' অন্নায় 'বিভাহি' বিশেষেণ দীপ্যস্ব অস্মাকং তাদৃশং অন্নং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'তৎ' অন্নং মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তাং রক্ষন্তিত্যর্থঃ। উতশব্দঃ সমুচ্চয়ে। 'পৃথিবী চ দ্যৌশ্চ' ইত্যর্থঃ। ১।৭।

১১। হে পাবক! তুমি আমাদিগের প্রদত্ত সমিধাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের ধন ও অন্নের নিমিত্ত দীপ্ত হও। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও স্বর্গ আমাদিগের সেই অন্ন রক্ষা করুন। ১।৭।২।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৭৯০ শক ৩ পৌষ বুধবার।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কএকটি সম্বন্ধ আছে। প্রথম সম্বন্ধটি এই—তিনি আমাদিগের স্রষ্টা ও পাতা, আমরা তাঁহার সৃষ্ট ও আশ্রিত। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই জগতে ছিলাম না এবং এই দৃশ্যমান জগতও আমাদিগের অরেও পূর্ব্বে ছিল না। এই সৃষ্টি শক্তি ঈশ্বরেতে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। পরে তিনি এই জগৎ ও আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি যে কেবল আমাদিগের এই জড় পিণ্ড দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের আত্মা ও আত্মার বৃত্তি সকলও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যে বাক্যের পরিসমাপ্তি হইল তাহাও নহে, প্রত্যুত চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বস্তু দ্বারা আমরা নিরন্তর পরিবেষ্টিত আছি, আমাদিগের শারীরিক মানসিক ও সামাজিক যে সকল অবস্থান্তর উপস্থিত হইতেছে তৎ সমুদায়ই তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট বিহিত ও তাঁহারই মঙ্গল ভাবে চালিত হইয়া আমাদিগের নানা প্রকার শুভ সাধন করিতেছে।

ঈশ্বর আপনার পূর্ণভাবে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই পূর্ণতা আমাদিগের মনের অগম্য ও অনুভব শক্তির অতীত। তাঁহাকে পূর্ণশক্তি পূর্ণজ্ঞান

পূর্ণ দয়া ও পূর্ণ প্রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যে স্বয়ং এই সমস্ত পূর্ণতার আধার হইয়া আপনার আনন্দে আপনি বিরাজ করিতেছেন, তাহা নহে, যেমন সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইলে তাহা নানা প্রকার পথে প্রবাহিত হয়, সেই রূপ তাঁহার সেই পূর্ণ শক্তি জ্ঞান দয়া ও প্রীতি বিবিধ প্রকারে আমাদিগের সুখের আয়োজন করিবার নিমিত্ত অজস্র ধারে নিঃসৃত হইতেছে। বাহ্য জগতে যেমন সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত বস্তু আমাদিগের নিকট অভিব্যক্ত করিতেছে, সেই রূপ তাঁহারই মঙ্গল ভাব প্রতিফলিত হইয়া মঙ্গলময় ক্রিয়া সকল উদ্ভাবিত করিয়া দিতেছে। ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের যে এই সম্বন্ধ ইহা অনুধাবন করিলে তাঁহার প্রতি কি পবিত্র প্রীতির উদয় হয়। কি গূঢ় গম্ভীর নির্ভরের ভাবই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের নাম পিতৃত্ব সম্বন্ধ।

দ্বিতীয় সম্বন্ধ এই— ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞান তাঁহার পূর্ণ করুণার অনুগত হইয়া আমাদিগের নানাবিধ মঙ্গল ও সুখ বিতরণ করিতেছে। এই বিষয়ে আমরা এক এক বার মনে করি যেন, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি কেবল আমাদিগের জাতিরই জন্য; আবার প্রত্যেক ব্যক্তি এই রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে জগতের মধ্যে আমিই এক মাত্র ব্যক্তি কেবল আমারই জন্য ঈশ্বর মঙ্গল-প্রস্রবণ স্বরূপ হইয়া আমার অভাব কাল অনুসন্ধান করিতেছেন। যাঁহারা আপনার মস্তকে ঈশ্বরের হস্ত বিন্যস্ত দেখিতে পান, এই রূপ চিন্তা যে তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইবে ইহা নিতান্ত অদ্ভুত নহে। তাঁহারা সমাধিবলে কেবল আপনাকে ও ঈশ্বরকে দেখিতে পান। যাহাই হউক, ঈশ্বর যে প্রতি নিমেষে আমাদিগের প্রত্যেকের প্রতি করুণা-বিন্দু বর্ষণ করিতেছেন ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র বাধ্যতা নাই। তিনি যেমন স্বাধীন ভাবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই স্বাধীন ভাবে আমাদিগের মঙ্গলও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই দুই বিষয়ে কেহ তাঁহাকে বাধা ও অনুরুদ্ধ করে নাই; তথাচ কি আশ্চর্য্য, তাঁহার করুণার পার নাই দয়ার আর বিরাম নাই। কার্য্যকারিত্ব ও ঔদাসীন্য তাঁহারই আয়ত্ত; তথাচ কি বিচিত্র, যে তিনি এক পলও আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন। নির্জ্জনে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে তাঁহার প্রতি কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে। ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের যে এই সম্বন্ধ ইহার নাম পাতৃত্ব সম্বন্ধ।

এই দুই সম্বন্ধ নিবন্ধন আমাদিগের উপর ঈশ্বরের যত দূর স্বত্ব থাকিতে পারে তাহা আছে। আমরা কেবল "তাঁহারই" এই বলিলে তাঁহাকে স্বত্বের ভাব যে পর্য্যন্ত বুঝায় তাহা তাঁহাতে রহিয়াছে। আমরা কেবল যে আমাদিগের নহি ইহা নহে প্রত্যুত যে সমস্ত বস্তু আপাতত আমাদিগের বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাও আমাদিগের নহে। আমরা অবশ্যই স্বাধীন কিন্তু সে স্বাধীনতা কি না তাঁহার অধীনতা, সুতরাং আমাদিগের স্বাধীনতা আমাদিগের আয়ত্ত নহে। ঈশ্বর চাহেন তাঁহার যাহা ইচ্ছা আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ করি। আমাদিগের বৃত্তি সকলও আমাদিগের স্বাধীন নহে; তিনি চাহেন যে আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্ব স্ব বৃত্তি পরিচালনা করি। এইটি যে কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্র তাহা নহে, কার্য্যতও তিনি ইহাই করিতেছেন। তিনি আমাদিগের ইচ্ছায় নিরপেক্ষ থাকিয়া কি ভূলোক কি দ্যুলোক যে খানে যত জীব আছে, সকলেরই নিকট আপনারই ইচ্ছা প্রবল রাখিয়াছেন। সর্ব্বত্র তাঁহারই ইচ্ছা অপ্র-

চিহ্নত-প্রভাবে সিদ্ধ হইতেছে। তিনি স্বেচ্ছানুরূপ আমাদিগের নিকট কার্য্য লইতেছেন, সকল কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, আবশ্যকমত দণ্ড ও পুরস্কার দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। তিনি সকলের রাজাধিরাজ মহারাজ, তিনি আপনার ভাবেই আপনি কার্য্য করিতেছেন; আর আমরা তাঁহার প্রজা, আমরা তাঁহার আদেশের মুখাপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট কেবল বশ্য ভাবই প্রদর্শন করিতেছি ও করিব। হে ঈশ্বরের নিরীহ ভৃত্য! ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধ কি পবিত্র, নির্জ্জনে এক বার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি মনোমধ্যে কি আনন্দ হইবে!

আমাদিগের উপর ঈশ্বরের এই স্বত্ব ও ঈশ্বরের নিকট আমাদিগের এই বশ্যতা ইহা হইতে দুইটি কর্ত্তব্যের ভাব আসিতেছে; একটি ঈশ্বরের প্রতি আর একটি মনুষ্যের প্রতি। যদি মনুষ্য স্রষ্টাশূন্য হইয়া থাকিত তথাচ মনুষ্য বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান এই যে প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরেরই; সুতরাং যখন ঈশ্বরের জীব বলিয়া আমরা স্বজাতীয়ের প্রতি কোন রূপ কর্ত্তব্য সাধন করি তখন এক কালে ঐ দুই প্রকার কর্ত্তব্যেরই অনুষ্ঠান করা হইতেছে। যখন আমরা কেবল তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কার্য্য করি তখন মনুষ্যকে পরিহার করিতে পারি না; কারণ এই পৃথিবীই আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র। আবার যখন আমরা মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হই তখনও ব্যতিরেকে তাঁহারই কার্য্য করিয়া থাকি; কারণ মনুষ্য তাঁহারই সৃষ্ট ও আশ্রিত জীব। ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য এমনি জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে যেন উভয়ই এক। যাঁহারা এই দুইটি কর্ত্তব্যকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখেন তাঁহাদিগের কর্ম্ম অতি নীরস।

জগদীশ্বর! যখন তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া সংসারে থাকি তখন ইহা কেমন মধুময় হয়, কিন্তু যখন তোমাকে ত্যাগ করি তখন এই সংসারের ঘটনা সকল বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। হা! তাহারা কি কৃপাপাত্র, যাহারা এই দাবানলে দগ্ধ হইয়া বিন্দু মাত্র বারি প্রাপ্ত হইতেছে না। তাহারা কি দীন, যাহারা অধোদৃষ্টিতেই কালাতিপাত করিতেছে, ভ্রমেও ঊর্দ্ধে দৃষ্টি পাত করিতে চায় না। হা নাথ! ভ্রান্ত বুদ্ধিতেও যদি তোমার কার্য্য করি সে ভাল, তথাচ তোমাকে যেন পরিত্যাগ করিতে না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

১ আষাঢ় রবিবার ১৭৯০ শক।

"তমসোমা জ্যোতির্গময়।"

"অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" ইহা মনুষ্যমাত্রেরই আন্তরিক প্রার্থনা। অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা কাহারও ইচ্ছা নহে, কেন না অন্ধকারেই ভয়, আলোকেই মনুষ্য অভয় প্রাপ্ত হয়। শিশুকে অন্ধকারে লইয়া যাও [illegible] কম্পিত হইবে, আলোকে আনয়ন [illegible] আহ্লাদে হাস্য করিবে। যত ক্ষণ আমরা রজনীর অন্ধতম তিমিরের মধ্যে অবস্থান করি, তত ক্ষণ ভয়ে ভয়ে প্রাণ ধারণ করি, প্রভাতের সূর্য্য-রশ্মি দেখিলেই নির্ভয় ও নির্ব্বিঘ্ন হই। অন্ধকারই মৃত্যুর রূপ, জ্যোতিই প্রকৃত জীবন অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চেষ্ট নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা আর মৃত্যুর অধিকৃত হওয়া উভয়ই সমান। আলোকে

আইলেই শরীর ও মনের জড়ভাব অন্তরিত হইয়া প্রকৃত জীবনের সঞ্চার হয়, আমোদ আহ্লাদ, হর্ষ উৎসাহ আবির্ভূত হওত জন-সমাজকে আনন্দ-কানন করিয়া তুলে। মনুষ্য যখন অন্ধকারের মধ্যে শয়ান থাকে, তখন তাহার সহিত কাষ্ঠ লোষ্ট্রের, মৃৎপাষাণের আর কোন প্রভেদ থাকে না, কিন্তু তাহার এক বার আলোকের অবস্থা সন্দর্শন কর, সে কেমন উৎসাহ অনুরাগের সহিত, গুরুতর কার্য্যে, গভীর চিন্তায়, পৃথিবীর অতীত বিষয় লাভে প্রবৃত্ত হইয়া অবোলোককে প্রকৃত কর্ম্ম-ভূমি—উৎসব-ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে!

আলোকই যথার্থ সৌন্দর্য্য; আলোক না থাকিলে সকলই শ্রীহীন, সৌন্দর্য্য-বিহীন হইয়া পড়ে। প্রভাতের এত মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য কিসে? সূর্য্যালোকই তাহার এক মাত্র কারণ। সমস্ত রজনীর অন্ধকারের পর জ্যোতির সাগর সূর্য্য উদিত হওয়াতে মর্ত্ত্যলোক মধুর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্যালোকে সকলই জীবন-সুখে প্রফুল্ল হইতেছে, জন-সমাজের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের জ্ঞান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্যই প্রাতঃকাল সকলেরই পক্ষে এত মনোরম।

চতুর্দ্দিকে দেখ ওষধি বনস্পতি সকলই কেমন শ্রী সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে; পশু পক্ষী সকল কেমন বিচিত্র-বেশে মনের আনন্দে চারি দিকে বিচরণ করিতেছে। পুষ্পের যে মনোহর সৌন্দর্য্য এখন হৃদয় মন আকর্ষণ করিতেছে, ওষধি বনস্পতি সমূহের বারিধৌত শ্যামল শাখা-পল্লব সকল যাহা এক্ষণে নয়ন-যুগলকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, সমুদায় পৃথিবীর এই যে সুস্নিগ্ধ মধুর ভাব, যাহা সকলের হৃদয়ে অজস্রধারে শান্তি-সুধা বর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যালোকই এ সমুদায়ের এক মাত্র কারণ। এখনি যদি সূর্য্য অস্তমিত হয়, নিবিড় অন্ধকার উপস্থিত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করে, এখানকার সকল সৌন্দর্য্যই বিলুপ্ত হয়, সকল সুন্দর বস্তুই আলোক-বিরহে পরিম্লান হইয়া যায়। অধিক কি, আলোকের সঙ্গে আমাদের এমনি নিকট সম্বন্ধ, যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে আমাদের শরীর মন পর্য্যন্ত জড়ীভূত হইয়া যায়। আলোক সকলেরই স্বাস্থ্য-প্রদ ও জীবন-প্রদ। দিবালোকেই রোগীর রোগ-যন্ত্রণার উপশম হয়, দূষিত দুর্গন্ধ বায়ু বিশুদ্ধ হয়, আর্দ্র স্থান পরিশুষ্ক হয়, বৃক্ষলতা সকল উন্নত হয়, ফল মূল পুষ্প সমুদায় বর্দ্ধিত পরিণত হইয়া জীব-জন্তুগণকে পোষণ করে। আলোক দ্বারাই জল স্থল অনিল সকলই শোধিত ও সংস্কৃত হয়। আলোকেই আমরা দূর দূরান্তরের অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে অকুতোভয়ে গমন করিতে পারি, দূরস্থ বস্তুও দেখিতে পাই। অন্ধকারে পরিজ্ঞাত গৃহেও বিচরণ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে, আপনার শরীর পর্য্যন্তও নয়নগোচর হয় না। দিবালোকে যে স্থানে একাকী গমন করা যায়, অন্ধকারে দশ জন একত্র হইয়া তথায় যাইতে হইলে পদে পদেই বাধা বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতে মনুষ্য মাত্রেই এত ব্যাকুল হয়।

সূর্য্য যেমন বাহ্য জগতের শোভা ও সৌন্দর্য্যের কারণ, ঈশ্বর তেমনি আমারদিগের হৃদয়-রাজ্যের জ্যোতিঃ ও জীবন। আমরা কিসের জন্য এই পবিত্র প্রাতঃকালে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি? অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে যাইবার জন্য। কি জন্য জ্যোতিঃ-স্বরূপের শরণাপন্ন হইতেছি? আধ্যাত্মিক-ভয়-তাপ বিপত্তি-বিষাদ হইতে অব্যাহতি পাইবারই জন্য—তাঁহার মঙ্গল

জ্যোতিতে আত্মার বল বীর্য্য স্বাস্থ্য সাধনের নিমিত্ত। সূর্য্যোপাসকগণ যেমন আকাশে জড় সূর্য্যের সন্দর্শন না পাইলে জল গ্রহণ করে না, আমরা ব্রহ্মের উপাসক, আমরা এখানে তেমনি সেই সত্য-সূর্য্যের—সেই জ্যোতির জ্যোতির অভ্যুদয় সন্দর্শন না করিয়া কি রূপে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিব? কেমন করিয়াই বা এখানকার সুখ-সামগ্রী স্পর্শ করিব, সত্যাসত্য নিরূপণ করিব? সূর্য্য যাঁহার অনন্ত জ্যোতির এক স্ফুলিঙ্গে প্রদীপ্ত হইয়া দিখিদিক উজ্জ্বল করিতেছে, আমরা সেই জ্যোতির সুপ্রকাশ দেখিবার জন্যই এখানে সতৃষ্ণ-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। তাঁর আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিব, তাঁর মঙ্গল-জ্যোতিতে ধর্ম্ম-পথ আলোকিত দেখিয়া নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে ব্রহ্ম-ধামের অভিমুখীন হইব, তাঁর সেই মৃত-সঞ্জীবন মঙ্গল জ্যোতিঃ লাভ করিয়া আত্মাকে পোষণ করিব, এই আশ্বাসেই একদৃষ্টে তাঁহার অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করিতেছি। সূর্য্যের ন্যায় তিনি আমারদের হৃদয়-রাজ্যের জীবন জ্যোতি সকলই। তাঁর জ্যোতি পতিত না হইলে মনের একটি মাত্রও বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় না, তাঁর আলোকে হৃদয় আলোকিত না হইলে মনুষ্যের ধর্ম্ম-ভাব, পুণ্য-ভাব কিছুই বর্দ্ধিত হয় না। তাঁর কিরণে প্রীতি-কলিকা বিকশিত না হইলে তাহার অমৃত সৌরভ জগদ্ব্যাপ্ত হইতে পারে না। তাঁর আকর্ষণে শ্রদ্ধা, ভক্তি উন্নত না হইলে সেই অনন্ত-স্বরূপকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। আত্মার উৎকর্ষ সাধন, জীবনের সাফল্য সম্পাদন জন্য সেই সত্য-সূর্য্যকে আমারদের একান্ত প্রয়োজন।

সেই অতুল-জ্যোতির একটি মাত্র কিরণ অন্তরে পতিত হইলে পরলোক—ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত আমারদের বিজ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে প্রকাশ পায়। তাঁর আলোক হৃদয়ে পতিত না হইলে, সকল সত্যই অপ্রকাশিত থাকে, সকল বস্তুই ভূস্তর-নিহিত রত্নের ন্যায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। তাঁর প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয়, তাঁর জ্যোতিতেই হৃদয়-কাননের জ্ঞান-ভাব ও সত্য-কলিকা সকলই প্রস্ফুটিত হয়। তিনি জ্যোতিঃ আর সকলই অন্ধকার, তিনিই জীবন আর সকলই মৃত্যুর রূপ। তিনিই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল, তিনি বিনা আর সকলই অসার, অমঙ্গল, বিষাদের আলয়। এই জন্য সেই সৎকে জ্যোতিকে অমৃতকে লাভ করিবার জন্য আমারদের হৃদয়-মন এত আকুল ও অস্থির। আমরা পরলোক—ব্রহ্ম-লোকের প্রতি এত সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছি কেন? সেখানে কেবলই আলোক, কেবলই জ্যোতিঃ। পৃথিবীতে হর্ষও আছে, বিষাদও আছে, "দিবসের আলোক, রজনীর অন্ধকার দুইই আছে।" সেখানে সত্য-সূর্য্যের—প্রেম-সূর্য্যের আর অস্ত নাই। এখানে যখন হৃদয়াকাশে প্রাণ-সখা প্রকাশিত হন, তখন সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়, দিবা-রাত্র সমভাব ধারণ করে। দুর্গম পথও সুগম বোধ হয়, দূরের বস্তু সকলও উজ্জ্বল-রূপে দেখিতে পাই। আবার যখন অন্তরাকাশ মোহ-মেঘে আবৃত হয়, তখন সকলই অন্ধকার দেখি। অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক, আত্মার অভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণকেও দেখিতে পাই না। সেই জন্যই যখন আমরা তন্মনা একাগ্রমনা হইয়া ব্রহ্ম-পূজায় প্রবৃত্ত হই, সংসার-অন্ধকারের মধ্যে যখনই বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি-স্বরূপকে সন্দর্শন করি, তখনই আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা-বাক্য বিনিঃসৃত হয় "তমসোমা জ্যোতির্গময়"

"অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" আমরা সংসার-অন্ধকারে অন্তর্ভূত হইয়া হে জ্যোতির্জ্যোতি! তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হও, সৎপথ প্রদর্শন কর। আমরা এখানে তোমার জ্যোতি হারা হইয়া শোক তাপে, বিষাদ ভয়ে বিপন্ন হইয়া, "হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ!" তোমাকেই প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমারদের নিকট প্রকাশিত হইয়া ভয়, তাপ সকলই বিদূরিত কর। হে ঈশ্বর! তুমি আমারদের অন্তরাকাশে উদিত হইয়া আমারদের বিষন্ন-হৃদয় প্রসন্ন কর। আমারদের বিষাদ-রজনীর অবসান কর। এই প্রাতঃ-সূর্য্যের ন্যায় তুমি প্রকাশিত হইয়া, হৃদয়-রাজ্যে জীবন-জ্যোতি সুখ-শান্তি বিস্তার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

অষ্টাদশ উপদেশ।

ব্রহ্মানন্দ ও অভয় লাভ।

"তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার কি দুর্জ্জনের অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়জনের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণদাতার চরণে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্বসংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

জ্ঞানের আনন্দ সত্য; ভাবের আনন্দ প্রেম; ইচ্ছার আনন্দ কর্ম্ম। ঈশ্বরের জ্ঞান সত্যেতে পরিপূর্ণ; তাঁহার ভাব সম্পূর্ণ প্রেমময়, তাঁহার ইচ্ছা অবিশ্রান্ত কর্ম্মশীল জগতের মঙ্গল হউক, ইহাই সেই পূর্ণ মঙ্গলের সনাতন কামনা; কি উপায়ে জগতের মঙ্গল হইবে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সম্পূর্ণ রূপ জানিতেছেন; জগতের মঙ্গল সাধনে যে শক্তি আবশ্যক, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে তাহার অভাব নাই। তিনি সমুদায় সত্যের মূল; কোন সত্য তাঁহার জ্ঞানের অগোচর নাই। তিনি সমুদায় সদ্ভাবের মূল; তিনি পূর্ণ মঙ্গল। তিনি সমুদায় শক্তির মূল; তিনি পূর্ণশক্তি। সুতরাং তিনি আনন্দস্রোতের অক্ষয় প্রস্রবণ; সুতরাং তিনি আনন্দে বিরাজমান আছেন। ঈশ্বরের উপাসক, ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের দাস ঈশ্বরের সহিত যতই একীভূত হন, ততই সেই আনন্দের আস্বাদন পাইতে থাকেন। যাহা সত্য, তাহাই ঈশ্বরের জ্ঞান; ও যাহা মঙ্গল, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়; প্রত্যেক সত্য তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে, প্রত্যেক মঙ্গল ভাব তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; যিনি যে পরিমাণে সত্যের উপর আপনার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানাংশে একীভূত হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে সদ্ভাব উপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে আর এক অংশে—মঙ্গল ভাবে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে আলস্য ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই পরিমাণে তিনি যথার্থই ঈশ্বরের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছেন। মনুষ্য যখন সত্য উপার্জ্জন করেন, তখন ঈশ্বরেরই সম্মুখবর্ত্তী হন; কেন না সত্য—যাবতীয় সত্য ঈশ্বরেরই জ্ঞান। যখন ন্যায়পথে চলেন, তখন ঈশ্বরেরই সন্নিধানে থাকেন; যখন প্রেম ও পবিত্রতাতে উন্নত হন, তখন ঈশ্বরেরই সঙ্গে মিলিত হন; কেন না ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা ঈশ্বরেরই ভাব। যখন সৎ-কর্ম্ম করেন, তখন ঈশ্বরেরই সঙ্গে একীভূত হন, কেন না সমস্ত সৎকর্ম্ম ঈশ্বরেরই কর্ম্ম। ঈশ্বর যে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল সন্তানই তাহা লাভ করিবার

অধিকারী, কিন্তু যিনি এই রূপে ঈশ্বরের সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইতে পারিবেন; তিনিই ঈশ্বরের সঙ্গে সেই আনন্দ ভোগ করিতে থাকিবেন। সত্য উপার্জ্জন কর, ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানের মিল হইবে। ন্যায় পথে চল, প্রীতি বিস্তার কর, পবিত্র হও, ঈশ্বরের ভাবের সহিত সম্মেলন হইবে। শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—পৃথিবীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর, সকলকে সুখী করিতে যত্ন কর, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার কর, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, অজ্ঞানকে জ্ঞান দাও, রোগীকে ঔষধ দাও, সকলের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হও; ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সহিত ঐক্য স্থাপন হইবে। তাহা হইলে ঈশ্বর কি আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিবে এবং তাহার রসাস্বাদে সামর্থ্য জন্মিবে। আমাদের জ্ঞান যে পরিমাণে সত্য উপার্জ্জন করিবে, আমাদের ভাব যে পরিমাণে প্রেম-প্রধান হইবে, আমাদের ইচ্ছা যে পরিমাণে কর্ম্ম করিতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা জ্ঞানের আনন্দ ভাবের আনন্দ ও ইচ্ছার আনন্দ ভোগ করিতে থাকিব; এই ত্রিবিধ আনন্দ আত্মাতে একত্রিত হইলেই আমরা জানিতে পারিব ঈশ্বর স্বয়ং কি আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

"সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।" সেই "আনন্দজনন সুন্দর আনন" যিনি দর্শন করিয়াছেন, সেই অক্ষয় আনন্দ-স্রোতের প্রস্রবণ—সেই সত্যপূর্ণ জ্ঞান, সেই প্রেমপূর্ণ ভাব, সেই কর্ম্মশীল ইচ্ছা যিনি অনুভব করিতেছেন, অনুভব করিয়া যিনি সত্যেতে আরোহণ, প্রেমেতে অবগাহন ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সত্যের বলে প্রেমের বলে সাধু ইচ্ছার বলে—বস্তুতঃ ঈশ্বরেরই বলে বলবান্ হইয়া গন্তব্য পথের সমুদায় বিঘ্ন অতিক্রম করিবেন। ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁহার বিশ্বাসের আদর্শ, ঈশ্বরের প্রেম তাঁহার প্রেম শিক্ষার আদর্শ, ঈশ্বরের কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ, কে তাঁহার পথের বিঘ্নকারী হইতে পারে? যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার মিল হয়, তখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কর্ম্ম করিতে থাকেন এবং যখন আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী হই, তখন তিনি স্বয়ংই তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করেন; তাঁহার এই সহকারিতা ও বিঘ্নকারিতা হয়তো আমাদের চির জীবনই অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনি সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আপনার লক্ষ্য সাধনে—ঈশ্বরের লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি উচ্চ ভূমিতে সমারূঢ় থাকেন; নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহার পদতলে সঞ্চরণ করে। চিরস্থায়ী মঙ্গল রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার উদ্দেশ্য; ক্ষণস্থায়ী নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কুসংস্কৃত লোকে তাঁহার উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি আন্তরিক প্রেমের বলে সমুদায় সহ্য করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ঈশ্বরের কর্ম্ম করিতে থাকেন। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, যাহা মঙ্গল, যাহা ধর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠানে যদি সমস্ত পৃথিবী তাঁহার সহিত বিরোধাচরণ করে, তিনি সহিষ্ণুতা দ্বারা পৃথিবীকে পরাজয় করিয়া নির্ভয়ে তাহা সম্পন্ন করিতে থাকেন। লোকে অসূয়া-নিবন্ধন তাঁহার নামে অপবাদ ঘোষণা করে, অভিমানে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে অপমানিত করে; ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিরস্কার করিতে থাকে, অথবা আত্মম্ভরিতায় জ্ঞানশূন্য হইয়া

তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে ধাবিত হয় ইহা অসম্ভব নহে. কিন্তু "তিনি লোকাপবাদ, কি জনসং অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার. কি . নির্বার অত্যাচার ভয়ে ভীত হইয়া কদাপি তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন না।" কদাপি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন না।

মনুষ্যসমাজের প্রথমাবস্থায় প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্মপদ্ধতি ছিল না। আদিম মহর্ষিগণ মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন ও মুক্ত ভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেন—মুক্ত ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতেন। কালক্রমে সেই মুক্ত ভাব তিরোহিত হয়। স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন আলাপ ও স্বাধীন কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর উপর আরোহণ করে। তখন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত ও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া জনসমাজ এক প্রকার শৃংখলবদ্ধের ন্যায় অবস্থান করে, প্রায় কেহই স্বয়ং কোন তত্ত্বের অনুধ্যান বা অনুসন্ধানের আয়াস স্বীকার না করিয়া যথাপ্রচলিত মত, রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের সেবা করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই সকল মতাদির উপর তাঁহাদের এরূপ অন্ধীভূত মমতা উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে বাস্তবিক যে সকল দোষ আছে, তাহা দর্শন করিতে পারেন না। পূর্ব্বকালীন মহাত্মারা স্বাধীন ভাবে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন ও যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কিছু কাল তাহা কিম্বদন্তী সহকারে বিচরণ করিতে থাকে; এই সময়ে তাহার কিয়দংশ লুপ্ত হয়, কিয়দংশ নূতন সংযোজিত হয় ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; এই রূপে সেই সকল মত ও সেই সকল কর্ম্ম যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া উত্তর কালীন জনসমাজের নিকট অভ্রান্ত ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব কালে যে সকল মহর্ষি, রাজা বা বীর পুরুষ তৎকালোচিত জনসমাজের মধ্যে যে কোন বিষয়ে অসাধারণতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অনুগত কৃতজ্ঞ পুরুষগণের কৃতজ্ঞতাসূচক কীর্ত্তিগানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মর্ত্ত্য লোকে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; কালক্রমে তাঁহাদের কীর্ত্তির সহিত অনেকবিধ অলৌকিক ক্রিয়াসকল সংযুক্ত হওয়াতে উত্তর কালীন মনুষ্যগণের নিকটে তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বরবৎ অলৌকিক ক্ষমতাশালী বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। জনসমাজের এই রূপ অবস্থায় সেই ব্রহ্মপরায়ণ—"যিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন," যিনি জ্ঞান ভাব ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়াছেন—সেই ব্রহ্মপরায়ণ জনসমাজের সেই হীন অবস্থা সংশোধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি লোকদিগের নিকটে সেই শৃঙ্খলবদ্ধবৎ প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্মকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন; তাহাদিগের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের মারাত্মক দোষ সকল প্রদর্শন করেন, অভ্রান্ত বলিয়া প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন, অবতার সকলের দেবত্ব উৎসন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে মনুষ্য-শ্রেণীতে অবতারিত করেন; ধর্ম্ম-বাণিজিকদিগের প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতা ও গূঢ় চাতুরীর মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে থাকেন; ঈশ্বর মনুষ্যের সাক্ষাৎ পিতা, সাক্ষাৎ মাতা, সাক্ষাৎ গুরু ও সাক্ষাৎ পরিত্রাতা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থিত মধ্যস্থশালা, ঈশ্বরের নিম্নে ও মনুষ্য জাতির ঊর্দ্ধে সমারূঢ় প্রেরিতম্মন্য ধূর্ত্তদিগকে পদচ্যুত করিতে থাকেন;—ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বাক্য ও কার্য্যে কুসংস্কৃত

লোকদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; অন্ধকারপ্রিয় লোকেরা চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠে; গ্রহের দাসগণ অভিসম্পাত করিতে থাকে, অবতারের ভক্তগণ দিখিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া কটূক্তি করিতে থাকে, ধর্ম্মব্যাপারিকগণ আপনাদের সর্ব্বনাশ ভাবিয়া খড়্গ ধারণ করে। ইহাও অসম্ভব নহে যে ধূর্ত্তদিগের চক্রান্তে নিপতিত হইয়া সেই নিরীহ ঈশ্বর-ভক্তকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ভক্ত তাহাতেও ভীত হয়েন না; তিনি জানেন যে, আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি। সত্য অবলম্বন ঈশ্বরের আজ্ঞা, সত্যে অবস্থান ঈশ্বরের আজ্ঞা, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ঈশ্বরের আজ্ঞা; আমি তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিতেছি, তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরই তাঁহাকে রক্ষা করেন। যদি বন্ধুবান্ধব তাঁহার শত্রু হন, যদি সমুদায় সমাজ তাঁহার শত্রু হয়; যদি রাজা পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠেন, তথাপি তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। তিনি আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে পারেন না—সত্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কেনন ঈশ্বর তাঁহার সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয় যদি মর্ত্ত্য লোকের বিচারে ইহাই স্থির হয় যে, তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, তিনি তাহাতেও ভীত নহেন; "সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা-পালন-জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে?"

বস্তুতঃ মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের রাজ্যে ভয় কি? সত্য ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রীতি ঈশ্বরেরই ভাব, সাধু ইচ্ছা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। সত্য যে পথে লইয়া যাইবে, প্রীতি যে পথে লইয়া যাইবে, সাধু ইচ্ছা যে পথে লইয়া যাইবে, তাহা ঈশ্বরেরই পথ। ঈশ্বর কি তাঁহার পুত্রকে অপথে লইয়া বিনাশ করিবেন! সত্য বটে, দেশ বিদেশে সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে ঈশ্বরের ভক্তকে অনেকবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়;—তাঁহার মান সম্ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে থাকে, তাঁহার পদমর্য্যাদা ক্ষীণ হইতে থাকে, তাঁহার কুলগৌরব ম্লান হইয়া যায়, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, হয়তো তাঁহার পরিবার মধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া তাঁহার গার্হস্থ্য-সুখ উৎসন্ন করিয়া দেয়, তাঁহার সমাজ তাঁহাকে আশ্রয় দেয় না, হয়তো তাঁহাকে অন্নের জন্যও লালায়িত হইতে হয় হয়তো তাঁহাকে শারীরিক প্রহারও সহ করিতে হয়, যদি বিপদের চূড়ান্ত হয়, তবে হয়তো তাঁহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়—যদি সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য বাস্তবিকই এই সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ঈশ্বরপরায়ণ আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা সহকারে তাহা বহন করিতে থাকেন। ঈশ্বরের বলে তিনি সমুদায় বিঘ্ন পরাজয় করেন তিনি মৈত্রী দ্বারা শত্রুতাকে পরাজয় করেন তিনি প্রেম দ্বারা বিদ্বেষকে পরাজয় করেন তাঁহার গূঢ় সংকল্প এই—"যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।"

উন্নতহৃদয় সাধু যাহার বশম্বদ হইয়া ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহা অতি মধুময় ও আশ্চর্য্যময় ভাব। তিনি কোন বলে এখানকার সুখ দুঃখ ও সম্পদ্‌ বিপদে অটল থাকিয়া পর্ব্বত-সমান বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া একতান চিত্তে আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন, তাহা অন্য লোকে

কিছুই বুঝিতে পারে না। মহৎ মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনেকেই আগ্রহের সহিত অগ্রসর হন এবং বসন্ত কালের প্রজাপতির ন্যায় কএক দিন চাকচক্য বিস্তার করিয়া বাত্যা-রম্ভের পূর্ব্বেই কোথায় পলায়ন করেন। তাঁহাদের কার্য্যারম্ভের আড়ম্বরে যেন ত্রিভুবন কম্পিত হইতে থাকে, পরিশেষে তাহা অজা-যুদ্ধের ন্যায় নিঃশব্দে বিলীন হইয়া যায়। সাধুগণের ভাব ইহার বিপরীত। ঈশ্বরের ভক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকেন, বাত্যা ও বজ্রাঘাত যখন স্থগিত হইয়া থাকে, দাবানল যখন লুক্কায়িত হয়, প্রকৃতি যখন শান্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন সেই পর্ব্বত স্থানে স্থানে তরুলতা ফল পুষ্পে মনোহর কান্তি বিস্তার করিতে থাকে; যখন ঝঞ্জাবাত্যা উত্থিত হইয়া তাহার আভরণ-স্বরূপ তরুলতা সমস্ত ছিন্ন করিয়া দেয়, অথবা দুরন্ত দাবানল তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দ্দয়রূপে দগ্ধ করে, তখনও সেই পর্ব্বত স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অনাবিল শোভা বিস্তার করিতে থাকে। ঈশ্বরের ভক্ত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন, মর্ত্ত্যলোকের প্রতিবন্ধকতা তাহা ত্রুটিত করিতে সমর্থ নহে। অবজ্ঞা-সূচক করতালী, বা উপহাসের কোলাহল অথবা বিদ্বেষীদিগের নিপীড়ন তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে পারে না; প্রতি বাধায় তাঁহার বল দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই। কেনই বা ভয় থাকিবে? যিনি আপনার মান সম্ভ্রম পদ-মর্য্যাদা ও সাংসারিক সুখ ঈশ্বরের প্রেমে উৎসর্গ করিয়াছেন, বিশেষত যখন সেই ব্রহ্মানন্দ ও সেই ব্রহ্মানন্দের প্রস্রবণ পর্য্যন্তের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সেই স্রোতেই ভাসমান হইতেছেন, তখন তাঁহার আর কিসের ভয়? যত ক্ষণ আত্মম্ভরিতাই সর্ব্বস্ব, তত ক্ষণই ভয়। অন্য ভয়ের তো কথাই নাই, তিনি মৃত্যুকেও ভয় করেন না। তিনি দেখেন যে, আমার প্রাণ ঈশ্বরের হস্তে রক্ষিত হইয়াছে; "সর্ব্ব সংহারক" মৃত্যুরও তাহাতে অধিকার নাই। আমার শরীরে যে সকল আঘাত হইবে তাহাতে আমার যতই কষ্ট হউক, ঈশ্বরের মহিমার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না। বস্তুত কষ্টই প্রেমের পরীক্ষা। যে প্রেম কষ্টের ভয়ে সংকুচিত হয় তাহা প্রেমই নহে। যিনি বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিই অভয় লাভ করিয়াছেন। "কেন না তিনি আপনার প্রাণ-দাতার-হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্ব সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম, গুরু ও প্রচারক।

সম্প্রতি কএক জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের বিষয়ে সংবাদ পত্রে ও অন্যান্য স্থানে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা লইয়া সর্ব্বত্রই অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদ পত্রের পরিহাসপ্রিয় সম্পাদকেরা দিব্য সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের পরিহাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। উপহাস-রসিক দুর্জ্জনেরা বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভদ্র-লোকদিগকে বিরক্ত করিতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাঁহারা বৈরসাধনের সময় বুঝিয়া উহাতে নানা শাখা পল্লব সংযুক্ত করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের হিতৈষী বন্ধুগণ আন্তরিক ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছেন। আমরা পরম্পরায় ইহাও অবগত হইলাম যে, যাঁহারা সর্ব্বাংশে কেশবচন্দ্রের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত

হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ কেহ বা তাঁহার প্রচার কার্য্যে সাহায্য দান বন্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রথমে এই গোলযোগ উত্থাপন করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নিজের লোক; এই জন্যই উহা এরূপ তীব্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অতএব এ সময়ে কএকটি বক্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বৌদ্ধ, বৈরাগী, নানকপন্থী, মুসলমান্ ও খৃষ্টান্ প্রভৃতি যত গুলি সম্প্রদায় ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের প্রবর্ত্তকেরা কেহ বা ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ বা অনবধানতা দোষে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে অলৌকিক পদে আরোহণ করিয়া আছেন। প্রতি সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তকদিগের অলৌকিকতা কল্পনায় যতই আনন্দিত হউন; তদ্দ্বারা জনসমাজে বাস্তবিক অশুভ ফলই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ, ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে বা তাঁহার সঙ্গে মনুষ্যের উপাসনা করা অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে অধিক হীনত্ব আর কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্য স্বাধীন ও ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই তাহার যথার্থ দুরবস্থা; অতএব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সেবা পরিত্যাগ করিয়া সেই ভাবে মনুষ্য বিশেষের সেবা করা অপেক্ষা ঈশ্বর-বিচ্যুতি ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থা অধিক কি হইতে পারে? দেখ ইউরোপীয়েরা অন্যান্য বিষয়ে সকল পৃথিবী অপেক্ষা সমুন্নত হইয়াও উক্তরূপ এক কুসংস্কার নিবন্ধন কি নীচতা প্রদর্শন করিতেছে! ইউরোপে পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের উন্নতি স্মরণ করিলে আমরা কত নীচে পড়িয়া আছি বলিয়া ধিক্কৃত হইতে হয়, কিন্তু যখন ইউরোপের ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করি, তখন তাহার সৌন্দর্য্য ব্যাধিক্রান্ত যৌবনের ন্যায় অতীব দীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। তখন ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এমন স্বাধীনবৃত্তি ইউরোপ কেমন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে এত অধীন হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, কেবল এই সকলই উক্ত কুসংস্কারের সম্পূর্ণ ফল নহে; ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনেও উহা যৎপরোনাস্তি প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। মনুষ্য এক বারে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হইবে, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। যে ধর্ম্মে কোন মনুষ্যকে অলৌকিক ক্ষমতায় ভূষিত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে ধর্ম্মের উন্নতি সেই স্থানেই পরিসমাপ্ত হইল। তাঁহার শিষ্যেরা বা অনুশিষ্যেরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে তাঁহার সমুদায় মতকে তীব্রতা সহকারে সমর্থন করিতে যায় এবং তাঁহার সমুদায় কার্য্যকেই সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে; ইহাতে অনেক সময় অসত্যও সত্য হইয়া পড়ে ও বাস্তবিক অনাচারও সদাচার হইয়া উঠে। ভবিষ্যতে তাহাতে কাহারও আপত্তি হইলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়—তখন ধর্ম্ম সাক্ষাৎ অধর্ম্মের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধ, মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তৃতীয়তঃ, মনুষ্য বিশেষে অলৌকিকতার ভান করিয়া যে ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহার উন্মূলনের হেতু তাহার মূলেই বিদ্যমান থাকে। যখন বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়া বস্তু সকলের স্বরূপকে উদ্ভাসিত করিবে তখন সেই ধর্ম্ম অন্ধকারের ন্যায় অপসারিত হইবে। বিশেষতঃ যে সকল কৌশল ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনকে রোধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় ভবিষ্যতে তাহাই মহা বিপ্লবের হেতু হইয়া উঠে। জর্ম্মনি ও ফ্রান্স প্রভৃতির চর্চ্চ সকল ইহার সাক্ষী।

মহাত্মা রামমোহন রায় যে ট্রষ্টডিড্ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়া আছে। তাঁহার পর প্রধান আচার্য্য মহাশয় সেই

ট্রষ্টভিড্ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রণালী আদর্শ করিয়া আদি সমাজে যে রূপ কার্য্য প্রণালী সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে যে সকল মত সংকলন করিয়া ও নিজের অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিতেছেন, তাহা কাহার অগোচর নাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয় নির্ব্বিবাদ ব্রহ্ম নাম অবলম্বন করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই উদার নামে এই ধর্ম্মকে অলঙ্কৃত করিয়া সত্যপ্রিয় ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই আদরণীয় করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত পুস্তক পত্রিকা ব্যাখ্যান বক্তৃতা যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। যখনই যাহা ভ্রান্তি বলিয়া অবধারিত হয়, তাহা হইতে যত্নের সহিত ইহাকে মুক্ত করা হইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা প্রায় সকলের নিকটেই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে অনেকের হৃদয়ের ধন ও আরামস্থান হইয়াছেন। ইহার উপর অনেকেরই মমতা নিপতিত হইয়াছে। এই স্বাভাবিক ও যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সংস্থান প্রণালী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, তাহাতে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, কি গুণে ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন অধিকতর উপাদেয় ও উপচীয়মান হইতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই সম্যক্ অনুযায়ী। ইহাতে গুরু বিশেষকে ঈশ্বরের প্রদত্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে হয় না; মনুষ্য বিশেষের একাধিপত্যও অঙ্গীকার করিতে হয় না, এমন কি সকলের পক্ষে গুরুকরণও আবশ্যক হয় না; মনুষ্যের প্রকৃতিই এই ধর্ম্মের শিক্ষা দান করিতেছে— ঈশ্বর স্বয়ংই আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। তথাপি আমরা সকলে সমান বুদ্ধিমান নহি বলিয়া যাঁহারা সত্যৈষণা সহকারে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আমরা চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিব; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি তাঁহাদিগকে সীমা অতিক্রম করিতে দিবেন না; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসমর্থদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি তাঁহাকে পিতার আসন গ্রহণ করিতে দিবেন না; "আমি তোমাদের এক মাত্র গুরু, আর তোমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতা;" এ দূষিত বাক্য যে গুরুর মুখ হইতে পুনর্ব্বার বিনির্গত হইবে, তিনি এ সময়ে কাহারও শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ব্রাহ্মমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে এমন নিয়ম নাই যে, ব্যক্তিবিশেষের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা বা দীক্ষা গ্রহণ না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। অথবা এমন ব্যবস্থাও নাই যে, বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে ভার প্রাপ্ত না হইলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পাইবেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা অন্যান্য সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছেন, সেই সকল বিষয়ী ব্রাহ্মগণ দ্বারাই (যদি বিষয়ী বলা সঙ্গত হয়) বিনাড়ম্বরে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা এরূপ প্রচারে পরিতৃপ্ত না হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কায়ক্লেশ স্বীকার ও সাংসারিক সুখ ভোগের বাসনা খর্ব্ব করিয়া প্রচারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও বহু মানের আস্পদ হইবেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার মহিমা নহে। খৃষ্ট বা মহম্মদের ন্যায় আপনাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বা প্রেরিত বলিয়া প্রচার করিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলোচ্ছেদন হইবে। তাঁহাদের উপর ঈশ্বরের বিশেষ দৃষ্টি হইয়াছে,

অথবা তিনি সাধারণ অপেক্ষা তাঁহার সহিত বিশেষ রূপ যোগ দিতেছেন, এরূপ অভিমান যেন তাঁহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত না হয়; এরূপ অভিমান সবিশেষ কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও যোগ সাধারণের উপর যেমন, তাঁহাদের উপরও অবিকল সেইরূপ। যিনি যে কার্য্যে সবিশেষ যত্নের সহিত নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তিনিই সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করেন। কৃষক, বণিক, শিল্পি, চিকিৎসক কবি ও বিজ্ঞানবিৎ অথবা ধর্ম্মপ্রচারক ইহাঁরা সকলেই স্বস্বকার্য্যে সমভাবেই ঈশ্বরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সেই সাহায্যই আধিভৌতিক হউক, আর আধ্যাত্মিক হউক, সাধারণ নিয়ম অনুসারেই উপস্থিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি নাই—ঈশ্বরের সাহায্য বা অনুগ্রহ অথবা যোগ ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া নহে।

এই সকল বিষয়ে অনবধানতা নিবন্ধন সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণই শিষ্য ও অনুশিষ্যদিগকে এক প্রকার ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিয়া স্ব স্ব নামের সেবক করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সেই সেই প্রবর্ত্তকগণ ঈশ্বর অপেক্ষাও অধিক অথবা তাঁহার সঙ্গে সমান রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত রূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনেকে আনন্দিত হইতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে যাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। মহাত্মা রামমোহন রায় দুরদর্শিতা সহকারে যে ট্রষ্টডিড্ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আদি সমাজে কাহারও চিন্তার বিষয় নাই। কিন্তু এমন ভ্রান্ত প্রচারের সময়ে অন্যত্রও যে উহা সংঘটিত হয়, অন্ততঃ উহা লইয়া কথা উৎপন্ন হয়, ইহাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের নিমিত্ত যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই উপকার স্বীকার করিতেছেন; কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে সকলেই আশঙ্কিত হইয়াছেন। কএক বৎসর অবধি অনুষ্ঠান ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মত ভেদ যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আদি সমাজ কাহারও স্বাধীন ভাবে হস্তার্পণ করেন নাই এবং তাহা করিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না; বিশ্বাস ও কার্য্যে এক ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মেরা যদি অন্যান্য বিষয়ে শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হন, আদি সমাজ তাঁহাদের কোন শাখার বিপক্ষ বা কোন শাখার একাধিপত্যের স্থান হইবেন না; প্রত্যুত সকল শাখাই আদি সমাজের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এই উদ্দেশ্য অনুসারে আদি সমাজ কাহারও স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সংপ্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অন্ততঃ লোকের এই রূপ সংস্কার হইয়াছে। এই জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

কেশবচন্দ্র প্রেরিত বা ভবিষ্যদ্বক্তা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় নিপতিত হইয়াছেন বলিয়া লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাতে লোকদিগকে সে রূপ দোষ দেওয়া যাইতেছে না। যে সকল ছিদ্রান্বেষী কেবল অসূয়াপরায়ণ হইয়া সকল কথাই শাখা পল্লবে বিস্তারিত করিয়া থাকেন এবং অন্যের পরীবাদে আনন্দ অনুভব করেন, আমরা তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিতেছি না। তাঁহার উন্নতি দর্শনে যাঁহাদের বিদ্বেষবুদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং যাঁহারা চির কাল তাঁহার মত ও কার্য্যের অনুবর্ত্তন ও সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা লোকে সহসা অগ্রাহ্য করিতে পারি

তেছেন না। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সহিত যদুনাথের যে প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল, তাহা যদি যদুনাথ অবিকল সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকের মনে সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইবার কারণেরও অসদ্ভাব নাই। কেশবচন্দ্রের মনে যে দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, ইহা আমাদের মনে করিতেও ক্লেশ বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার কএক জন সহচর যে তাঁহাকে কিছু অস্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই গোলযোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এক বৎসর অতীত হইল প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মসম্মেলন সভার উপদেশ দিবার সময়ে ব্রাহ্মগণকে ভূয়োভূয়ঃ এই কথা বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে প্রায় গুরু হইলেই অবতার হইয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মেরা যেন সে রূপ কলঙ্কে নিপতিত না হন। "ইহা অলীক বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে" বলিয়া ইণ্ডিয়ান্ মিরর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি কাহাদিগকেও মনে করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন কি না। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহচর ও অনুচরগণ দ্বারাই সেই বাক্য ভবিষ্যদ্ বাণীর ন্যায় পূর্ণ হইতে লাগিল এবং তিনি তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা কেশবচন্দ্রকে যে রূপ চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানি, তাহাতে তিনি যে শীঘ্র লোকের এই সংস্কার উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিবেন ও তাহা করিতেও পারিবেন এবং তাঁহার সহচরগণকেও সত্যের পথে পুনর্ব্বার লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ ভরসা করিতেছি।

যাঁহারা অবিবেচনা পূর্ব্বক লোকের নিকটে কেশবচন্দ্রকে উপহাসাস্পদ করিতেছেন এবং অদ্যাপি সেই সকল অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহারা যাহা সম্মান বলিয়া অবধারণ করিতেছেন,তাহা হইতে তাঁহাদের, কেশবচন্দ্রের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্টই হইবে। তাঁহারা যেন এ রূপ মনে না করেন যে, মনুষ্যের পূজা এই রূপ করিতে করিতে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহা হইলে পৌত্তলিকতা কি অপরাধ করিল? যীশু খৃষ্টকে লোকে যে প্রতারক বলিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? খৃষ্টানেরা খৃষ্টকে যে রূপ করিয়া লোকের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা হইতে সহজেই ঐ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্রের হিতৈষিগণ কি তাঁহাকেও ঐ রূপ কলঙ্কিত করিতে চান? যিনি তাঁহাদেরই জন্য সপরিবারে সামাজিক সুখ বিসর্জ্জন দিতেছেন, তাঁহাদেরই জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, পরিশেষে তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার কি এই পুরস্কার হইবে যে তিনি লোকের নিকট উপহাসাস্পদ ও ধূর্ত্ত বলিয়া পরিগণিত থাকিবেন। তাঁহারা কি যথার্থই এই রূপ মনে করিতেছেন যে, কেশবচন্দ্রের দ্বারা না হইলে ঈশ্বর তাঁহাদের উপাসনা গ্রহণ করিবেন না অথবা তাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ না পাইবেন, তাহা কেশবচন্দ্রের অনুরোধে ঈশ্বর প্রদান করিবেন। তাঁহাদের মনের ভাব কি, তাহা আমরা প্রকৃত রূপে জানি না, তাঁহাদিগকে কেবল এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন ইহা যেন বিস্মৃত না হন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৭০। ১৫ পৌষ সোমবার।

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

মাঘ ১৭৯০ শক।

৩০৩ সংখ্যা ব্রহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ং কালে ৭ ঘণ্টার সময়ে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ১৭৯০ শক। } শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

১১২৮

১। স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ সদ্যঃ কাব্যানি বলধত্ত বিশ্বা। আপশ্চ মিত্রং ধিষণা চ সাধন্ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং।

১। 'সহসা' বলেন 'জায়মানঃ' নির্মথনেন উৎপ[illegible] 'সঃ' অগ্নিঃ 'প্রত্নথা' পুরাতনঃ [illegible] ইব [illegible] চিরন্তন ইব 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি [illegible] কবেঃ ক্রান্তদর্শিনঃ [illegible] কর্ম্মাণি [illegible] অধারয়ৎ পূর্ব্বং বিদ্যমান ইব [illegible] স্বকীয়ং হবির্ব্বহনাদিকং সর্ব্বং কার্য্যমকরোদিত্যর্থঃ। [illegible] অগ্নিং বৈদ্যুতরূপেণ বর্ত্তমানং [illegible] 'ধিষণা চ' বা মাধ্যমিকা বাক্ চ মিত্রং [illegible]

এনং' সাধয়ন্তি কুর্ব্বন্তি। তমিমং 'দ্রবিণোদাং দ্রবিণস্য ধনস্য দাতারং 'অগ্নিং' 'দেবাঃ' ঋত্বিজঃ 'ধারয়ন্' পার্ক পত্যাদিরূপেণ ধারয়ন্তি। যদ্বা দেবাঃ এব ইন্দ্রাদয়ঃ উক্ত-মগ্নিং দ্রবিণোদাং হবির্লক্ষণস্য ধনস্য দাতারং কৃত্বা দূতো ধারয়ন ধারয়ন্তি।

১। অগ্নি সহসা উৎপন্ন হন। উৎপন্ন হইয়াই প্রাচীনের ন্যায় স্বকীয় সমস্ত কার্য্য যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জল ও মাধ্যমিক ঋষিদিগের বাক্য এই অগ্নির সহিত মিত্রতা করে। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতা অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১২৯

২। স পূর্ব্বয়া নিবিদা কব্য-তায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্ম-নূনাং। বিবস্বতা চক্ষসা দ্যাম-পশ্চ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবি-ণোদাং।

২। 'সঃ' অগ্নিঃ 'পূর্ব্বয়া' [illegible] ইত্যাদি [illegible] স্তুতিং কু-র্ব্বতা আয়োঃ [illegible] সম্বন্ধিনোক্তেন [illegible] 'মনূনাং' [illegible] 'ইমাঃ' প্রজাঃ 'অজনয়ৎ' উদপাদয়ৎ, মনুনা স্তুতঃ [illegible] প্রজা অজনয়ৎ ইত্যর্থঃ। তথা 'বিবস্বতা' [illegible] বিশেষেণ আচ্ছাদয়তা 'চক্ষসা' [illegible] তেজসা 'দ্যাং' দ্যুলোকং 'অপশ্চ' অন্তরিক্ষং চ ব্যাপ্নোতি [illegible] অন্যৎ সমানং।

২। সেই অগ্নি মনুর প্রথম স্তুতি দ্বারা সংস্তুত হইয়া [illegible] এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আবরণশীল স্বীয় তেজ দ্বারা দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করেন। ঋত্বিকেরা সেই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩০

৩। তমীড়ত প্রথমং যজ্ঞ-সাধং বিশ আরীরাহুতমৃঞ্জ-সানং। ঊর্জ্জঃ পুত্রং ভরতং সৃপ্রদানুং দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্র-বিণোদাং।

৩। হে 'বিশঃ' সর্ব্বে মনুষ্যাঃ 'আরীঃ' অগ্নিং প্রাপ্নবন্তঃ যূয়ং 'তং' অগ্নিং 'ঈড়ত' স্তুত। কীদৃশং 'প্রথমং' সর্ব্বেষু দেবেষু মুখ্যং 'যজ্ঞসাধং' যজ্ঞস্য দর্শপূর্ণমাসাদেঃ সাধকং নিষ্পাদকং 'আহুতং' হবির্ভিস্তর্পিতং 'ঋঞ্জসানং' স্তোত্রৈঃ প্রসাধ্যমানং 'ঊর্জ্জঃ' অন্নস্য 'পুত্রং' ভুক্তেন অ-ন্নেন জাঠরাগ্নের্বর্দ্ধনাৎ অগ্নেরন্নপুত্রত্বং 'ভরতং' হবিষাং ভর্ত্তারং যদ্বা প্রাণরূপেণ সর্ব্বাসাং প্রজানাং ভর্ত্তারং। শ্রুতেশ্চ এষ প্রাণোভূত্বা প্রজা বিভর্ত্তি তস্মাদেষ ভরত ইতি। 'সৃপ্রদানুং' সর্পণশীল দানযুক্তং যজমানেভ্যো ধনানি প্রযচ্ছন্তং ইত্যর্থঃ।

৩। হে মনুষ্যগণ! তোমরা অগ্নির স্তব কর। এই অগ্নি সকল দেবতার প্রধান, যজ্ঞের সাধক, হবি দ্বারা তৃপ্ত, স্তোত্র দ্বারা স্তূয়মান, অন্নের পুত্র ও প্রজাদিগের ভর্ত্তা। ইনি নিরন্তর ধন দান করেন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতা অগ্নিকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩১

৪। স মাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টি-র্বিদদ্গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ। বিশাং গোপা জনিতা রোদ-সোর্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবি-ণোদাং।

৪। 'সঃ' অগ্নিঃ 'তনয়ায়' অস্মদীয়ায় পুত্রায় 'গাতুং' অনুষ্ঠানমার্গং 'বিদৎ' লম্ভয়তু। কীদৃশঃ 'মাতরিশ্বা' মাতরি সর্ব্বস্য জগতঃ নির্মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ 'পুরু-বারপুষ্টিঃ' পুরুভিঃ বহুভিঃ 'বারা' বরণীয়া পুষ্টিঃ অভিবৃদ্ধিঃ যস্য স তথোক্তঃ 'স্বর্বিৎ' স্বঃ স্বর্গস্য যাগদ্বারেণ লম্ভয়িতা 'বিশাং' সর্ব্বাসাং প্রজানাং 'গোপা' গোপায়িতা রক্ষিতা 'রোদসোঃ' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ 'জনিতা' উৎপাদয়িতা।

৪। অগ্নি অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন। বহু লোকে ইহাঁর পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। ইনি স্বর্গদাতা ও সকলের রক্ষক এবং ইহাঁ হইতে ভূলোক ও দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে এই অগ্নি আমাদিগের পুত্রকে অনুষ্ঠান পথ প্রদর্শন করুন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন।

১১৩২

৫। নক্তোষাসা বর্ণমামেম্যা-নে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমী-

চী। দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্বিভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং। ১। ৭। ৩।

৫। 'নক্তোষাসা' রাত্রিশ্চাহশ্চ 'বর্ণং' স্বকীয়ং স্বরূপং 'আমেম্যানে' পরস্পরং পুনঃ পুনঃ হিংসন্ত্যৌ 'সমীচী' সংগতে সংশ্লিষ্টে একস্মিন্ অন্তরিক্ষে 'একং শিশুং' তাভ্যাং পুত্রং অগ্নিং 'ধাপয়েতে' স্তন্যং পায়য়তঃ 'রুক্মঃ' রোচমানঃ সোঽগ্নিঃ 'দ্যাবাক্ষামা' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ অন্তর্মধ্যে 'বিভাতি' বিশেষেণ প্রকাশতে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ১। ৭। ৩।

৫। দিবা ও রাত্রি বার বার আপনার আপনার স্বরূপকে হিংসা করত সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। সেই দিবা ও রাত্রি এক মাত্র পুত্র অগ্নিকে হবি পান করাইয়া থাকেন। এই দীপ্তিশীল অগ্নি ভূলোক ও দ্যুলোকের মধ্যে সবিশেষ প্রকাশিত হন। ঋত্বিকেরা এই ধনদাতাকে ধারণ করিয়া থাকেন। ।৭।৩।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

৭ পৌষ রবিবার ১৭৯০ শক।

"আবিরাবীর্ম এধি।"

আমরা গৃহ-কার্য্যেই আবদ্ধ থাকি, কর্ম্ম ক্ষেত্রেই বিচরণ করি, অথবা অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই কালাতিপাত করি, আমারদের আত্মা সেই অমৃত—অমৃতের জন্যই সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। বট বীজের ন্যায় যদিও আমরা ধরাতলে বালু-কণার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছি, আমারদের অন্তর্নিহিত আত্মা বট বৃক্ষের ন্যায় সেই অনন্ত আকাশ অভিমুখেই উত্থিত হইবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। আমারদের শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রীতিকে সংসার প্রতিক্ষণ আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু আত্মা সেই সমস্ত বাধা বিঘ্নের মধ্যে এই সংসার-অরণ্যেই সেই অনাদ্যনন্ত ভূমাকে অন্বেষণ করিতেছে। বিষয়-বাসনা যদিও আমারদিগের হৃদয়কে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু ঘটনা ক্রমে সেই বন্ধন ঈষৎ শিথিল হইলেই আত্মা অমনি দিগ্দর্শন শলাকার ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করে—সেই ভূমার অভিমুখীন হইয়া পড়ে। ঈশ্বর আমারদিগের আত্মার এমনি উন্নত প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, যে সে এই ক্ষুদ্র মর্ত্তালোকবাসী হইয়া পক্ষীর ন্যায় দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়াও অনন্তের জন্য দিবারাত্র পিপাসিত রহিয়াছে। সে এখানে সংসারের অন্ন-জলে পরিপোষিত হইতেছে, সংসারীর স্নেহ মমতাতেই পরিপালিত হইতেছে, কিন্তু প্রতিক্ষণ পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকাশ-বিহারের জন্যই চেষ্টা করিতেছে। এখানকার বন্ধন-শৃঙ্খল ছেদ করিবার জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। চাতকের ন্যায় ধরাতলে বসতি করিয়া সেই ব্রহ্ম-প্রীতি-সুধার জন্য ঊর্দ্ধমুখে ভূমাকে আহ্বান করিতেছে। ক্ষুদ্র হইয়া সেই মহানকে, পরিমিত হইয়া সেই অপরিমিতকে, মর্ত্তাজীব হইয়া সেই অমৃতকে পাইবার নিমিত্তই সমুৎসুক রহিয়াছে। মনুষ্য শরীরের এমন বলবীর্য্য নাই, যে সেই অশরীর অক্ষ আত্মার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার বাক্যেরও এমন সামর্থ্য নাই, যে তাঁহাকে সম্যক্ নির্ব্বাচন করিতে পারে, তাহার জ্ঞানেরও এমন প্রভাব নাই, যে সেই অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করে, তথাপি তাহার আত্মা ব্রহ্ম-গত-প্রাণ হইয়া রহিয়াছে। সাংসারিক সম্পদ আপাতরম্য হইলেও, বিষয়-সুখ আশু তৃপ্তি বিধান করিলেও মনুষ্যের আত্মা সেই অনির্দ্দেশ্য সুখ-সাগরের প্রতিই সস্পৃহ-নেত্রে দৃষ্টি করিতেছে, সে সেই বাক্য মনের অগোচর নিরতিশয় মহানকে পাইবার জন্য এখানকার হস্তগত সমুদায় সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াও

প্রফুল্ল হইতেছে। ঈশ্বর আত্মার এমনি হৃদয়-রঞ্জন প্রিয় ধন, যে তাঁহাকে এখানে সম্যক্ লাভ করিতে না পারিলেও তাঁর অপার করুণা স্বরূপের সমালোচনাতেও অসামান্য সুখ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তাঁর অপার জ্ঞান চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যদি কেহ হৃদয় সমগ্র সংসার-সুখে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলেও তাহার আন্তরিক অতৃপ্তি নিরাকৃত হয় না। কিন্তু সেই অমৃতের অন্বেষণে, সেই অনন্তের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য না হইলেও তাহার চিত্ত প্রসাদ লাভ হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেই তাহার হৃদয় দুঃখ গ্লানিতে বিদ্ধ হইতে থাকে। ধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া নিষ্পীড়ন নির্য্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিলেও তাহার আন্তরিক বল বর্দ্ধিত হয়, আলোড়িত জ্বলন্ত ইন্ধনের ন্যায় তাহার উৎসাহ অনুরাগ আরও প্রজ্বলিত হইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ের সুখ সচ্ছন্দতার মধ্যে তাহাকে রক্ষা করিতে গেলে সে দিন দিন হীন-বল ও মুমূর্ষু হইতে থাকে।

ঈশ্বর আত্মার জীবন-জ্যোতি হইলেও তাঁহার সহিত তাহার এত নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেও সে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হওত মৃতকল্প হইয়া পড়িলেই তাঁহাকে বিস্মৃত হয়। ক্ষুদ্র বিষয়-সুখে আবদ্ধ হইলেই সে তাহার বিশ্ব-ব্যাপী অতুল মঙ্গল-জ্যোতি দেখিতে পায় না। সে পাপ-কলঙ্কে বিকৃত হইলেই আপনার প্রকৃতি আপনি বুঝিতে পারে না। সে গুটি-কীটের ন্যায় আপনার বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হইয়া পরাভূত হয়। সে সূর্য্যালোকের মধ্যে থাকিয়াও আপনি অন্ধকারে বাস করে। যখন সে দেব-প্রসাদে, আত্ম-প্রভাবে জাগরিত হয়, আপনার কর্ম্ম-দোষে, আপনার অন্ধতা বুঝিতে পারে, তখনই সে তন্তু কীটের ন্যায় আগ্রহের সহিত বহু আয়াস-নির্ম্মিত হৃদয় গ্রন্থি ও মোহ-জাল ছেদ করিয়া আলোকে বহির্গত হয়। যখন সেই পবিত্র স্বরূপের প্রেমালোক সংস্পর্শে তাহার চির-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, তখন তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা-বাক্য নির্গত হইতে থাকে "আবিরাবীর্ম্মএধি।" তাঁর প্রসন্ন-মুখের বিমল-জ্যোতিতেই যখন সে আপনার ক্ষুদ্রতা মলিনতা, হীনতা দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারে— আপনাকে অসহায় ও অনন্যগতি জানিতে পারে, তখনই সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বলিতে থাকে "হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও।"

আত্মাকে জাগরিত রাখিতে পারিলেই, তাহাকে পাপ, তাপ ও সংসারাসক্তি হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেই, নদী যেমন সহজেই সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, আত্মাও তেমনি সরল-ভাবে ঈশ্বরাভিমুখে উত্থিত হয়। প্রবাস-প্রমুগ্ধ ব্যক্তি যেমন স্বদেশ-সংবাদ শ্রবণ করিলে—স্বদেশের যাত্রীকে সন্দর্শন করিলে তাহার চৈতন্য হয়—স্বদেশানুরাগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তেমনি যেখানে প্রকৃত স্বদেশের কথা সর্ব্বদা সমালোচিত হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম-ধামের যাত্রী সকল একত্রিত হইয়া মনের আনন্দে স্বদেশের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, বিষয়-বিমুগ্ধ সংসারাসক্ত আত্মাকে এক এক বার তাদৃশ স্থানে লইয়া গেলে তাহারও মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাহারও সেই করুণা-পূর্ণ পিতার সেই স্নেহময়ী মাতার অসদৃশ করুণা স্মরণ হইয়া অবিরল অশ্রুপাত হইতে থাকে। এই ব্রাহ্ম-সমাজ—এই পবিত্র উপাসনা-গৃহ সেই অমৃতধামের যাত্রীদিগের সম্মিলন স্থল। এই সেই উন্নতি-পথের পথিকদিগের পান্থ-নিবাস। এখানে দাঁড়াইলেই সংসারের পরপার— সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম সন্দর্শন করা যায়। এখানে উপনীত হইলেই হৃদয় মন স্বদেশ

যাত্রার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমরা সেই জন্যই এই সুরম্য সময়ে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই সাধু সজ্জন-সমাজে প্রবেশ করাতেই হৃদয় এখন ব্রহ্ম লাভের জন্য অস্থির হইতেছে। আমারদের দোষ গ্লানি—পাপ মলিনতা সকলই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, অতএব এস সকলে ঈশ্বরের শরণাগত হই, গতি-মুক্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

হে দেব! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি দুঃখ তাপে অবসন্ন হইয়া সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছি, আমি পাপ প্রলোভনে অন্ধ হইয়া পথ-হারা পথিকের ন্যায় বিপথেই চালিত হইতেছি, তোমাকে ভুলিয়া এই প্রবাস-সুখে প্রমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তুমি তোমার প্রসন্ন মুখের বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ কর যে গম্য পথ দেখিতে পাই। তুমি অভয় দান কর যে, ভগ্ন নিরাশ হৃদয়ে আশা-রশ্মির সঞ্চার হউক, এই প্রাণ-শূন্য হৃদয়ে জীবন জ্যোতির আবির্ভাব হউক; দুঃখ-রজনীর অবসান হউক যে তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি সন্দর্শন করি। তোমাকে আর কি বলিব—তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এই যাচ্ঞা করি যে, হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। তুমি আমাকে তোমার সেই দিব্য-ধামে লইয়া চল, যেখানে অবিচ্ছেদে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, যেখানে অনিমিষলোচনে তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য।

জগদীশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সকল ধর্ম্ম-মূলক তত্ত্বের অগ্রভাগে নিহিত আছে, এই বিশ্বাসকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। অতীব অসভ্য জাতি মধ্যেও কোন না কোন প্রকারে এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। পুরাবৃত্ত আলোচনায় আমরা অতি প্রাচীন জাতি মধ্যেও এই বিশ্বাসের নিদর্শন প্রাপ্ত হই[১]। পৃথিবীতে এখন যত প্রকার ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও পারসী-গণের ধর্ম্ম, আর আর সকল ধর্ম্ম-প্রণালীর মূলাধার। ইহাদিগেরই শাখা প্রশাখা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই ছয় প্রকার ধর্ম্ম মধ্যে ইহুদী, পারসী এবং হিন্দু ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; পারসী ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে অতি অল্প। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্মের দুই প্রধান শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের এক মহত্তর শাখা মাত্র। হিন্দু-বৈদিক ও ইহুদীদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় স্পষ্টই দেখা যায়; কিন্তু তথাচ এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়। মুসা বারম্বার পৌত্তলিকতার নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন; ইহুদীর ধর্ম্ম-যাজকেরা বারম্বার পৌত্তলিকতার উপর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, তথাচ ইহুদীগণ-মধ্যে বারম্বার পৌত্তলিকতার প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। পুরাতন ভারতবর্ষীয় মুনিগণ যদিও সাধারণ মধ্যে পৌত্তলিকতা নিবারণ জন্য কোন কালে উৎসাহী হইয়াছিলেন, এরূপ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহারা যে একেশ্বরবাদী ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংস্কৃত শাস্ত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতএব এই দুই ধর্ম্মের ধর্ম্ম-

১ Rawlinson's Ancient Monarchies, Vol 2nd, Page 228 Chapter VIII. Max Muller's chips, from a German Workshop Semitic Monotheism.

যাজকেরা কি নিমিত্ত পৌত্তলিকতা নিবারণে কৃতকার্য্য হয়েন নাই তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব কালে গ্রীস, রোম ও ইজিপ্ট দেশে পৌত্তলিকতার প্রভাবই সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন কালে কি জন্য যে এই রূপ পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়, তৎপ্রতি বিশেষ রূপ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, প্রাচীন কালের লোকেরা আপনাদের জ্ঞানান্ধ আত্মাতে নিরাকার জগদীশ্বরের ভাবের ধ্যান ধারণা করিতে সমর্থ হইত না। যদিও মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা নিরাকার পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা জন্য উপদেশ দিয়া, ঈশ্বর জ্ঞান বিষয়ক মহা সত্য সকল জ্বলন্ত অক্ষরে বিকীর্ণ করিয়া, মনুষ্যগণের নিকট তাহার প্রভা প্রতিভাত করিয়াছিলেন; তথাপি তাহা কোন রূপেই তাহাদিগকে চিরকালের জন্য অধিকার করিতে পারে নাই। বাস্তবিক পুরাবৃত্তের অন্ধতম প্রদেশ সকল যতই অন্বেষণ করা যায়, ততই জড় বস্তুতে ঐশী শক্তির বিশ্বাস দৃষ্টিগোচর হয়[২]। এবং এই রূপই যে হইবে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেন না, নিরাকার পরমেশ্বরের চিন্তা, তাঁহার উপাসনা, যদিও ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ, তথাপি জ্ঞান-যোগ ভিন্ন ইহা মনে ধারণ করা অতীব কঠিন ব্যাপার। জড় বস্তুকে ধ্যান করা, জড় বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া মানসিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা এত সহজ ব্যাপার, যে অসভ্য জাতিরা প্রথমেই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। প্রস্তরের কাঠিন্য, বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়া, পর্ব্বতসমূহের উন্নত শিখর, নদী-প্রবাহের ভয়ানক তরঙ্গ দেখিয়া প্রথমেই ইহাদিগকে—এই জড়বস্তুদিগকে মনুষ্য হইতে সমধিক প্রতাপশালী মনে হইয়া উপাস্য বোধ হয়। আবার মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রস্তরকে স্বাভাবিক নিয়মে আকাশ হইতে পতিত হইতে দেখে, তাহাকে যে ঐশী শক্তি বিশিষ্ট বলিবে ইহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন ঐ সকল জড় বস্তুতে আপনাদের প্রতিকৃতি নিক্ষেপ করে, এবং সেই সকল প্রতিকৃতিতে অমানুষ শক্তি কিম্বা অমানুষ গুণ যোগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ঐশী শক্তি কিম্বা ঐশী গুণ যুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পৌত্তলিকতার এই টুকু প্রমার্জ্জনও জ্ঞানের কার্য্য[৩]। জ্ঞান দ্বারা জড় প্রকৃতির উপর যত টুকু প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, মনুষ্য ততই জড় বস্তুর প্রতি ভক্তি করিতে বিরত হয়। পুরাতন কালের সমুদায় জাতির মধ্যে জ্ঞানের প্রভাব অতি অল্প ছিল; এই জন্যই পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখা যায়। ইহুদী জাতির ধর্ম্ম-যাজকগণ দ্বারা পৌত্তলিকতার বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও উহা মধ্যে মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল[৪]; কিন্তু ঐ রূপ ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এই রূপ দেখা যায় যে, তাঁহারদিগের মনে ঈশ্বরের ভাব পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষা কিছু উন্নত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা জগদীশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও সাকার-স্বরূপ কল্পনা করিতেন। জগদীশ্বরের নিকট হইতে মুসার ধর্ম্ম-নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া, পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখিয়া ঈশ্বরের বারম্বার

২ Page 208. Lecki's Rise and Influence of Rationalism in Europe. VoL 1st.

৩ Page 213 Rise of Leckie's influence of Rationalism in Europe.

3 Max Muller's chips from a German Workshop Page 365.

Leckie's Rise and Influence of Rationalism in Europe Page 215. Thus it was that the doctrine of one God taught to the Hebrews of old, remained for many centuries altogether inoperative. Buckle's History of Civilization.

ক্রোধ ও তজ্জন্য নগর সকল উচ্ছিন্ন করা, পাপী নৃপতির সম্মুখে ঈশ্বর-প্রেরিত জ্বলন্ত অক্ষর সকল বাস্তবিক প্রতিভাত হওয়া, এই সকল পাঠ করিলে তাহাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান, মঙ্গল-স্বরূপের জ্ঞান হইতে কত বিভিন্ন ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়[২]। তথাচ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা মনুষ্য মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য তাঁহারা যে কিছু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ইহুদি জাতি মধ্যে যে ঐ রূপ উপাসনা বহুদিবসাবধি প্রচলিত ছিল, তাহার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা মিশর দেশ পরিত্যাগ করিয়া যখন প্যালেষ্টাইন দেশে আসিয়া বাস করিলেন, তখন চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য জাতি এই জাতিকে উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছিল এবং ইহুদিদিগের ধর্ম্মযাজকেরা ঐ সময়ে এক ঈশ্বরের উপাসনা স্বদেশ-প্রেমের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া উহাকে নূতন বল প্রদান করিয়াছিল। ইহুদী জাতীয় ধর্ম্মযাজকেরা এক দিকে নিরাকার মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনাকে সাকার ভাবে প্রতিভাত করিলেন এবং আর এক দিকে আপনাদের ঐ ধর্ম্মকেই স্বজাতির অস্তিত্বের সহিত মিলন করিয়া দিলেন; এই রূপে তাঁহারা ইহুদী ধর্ম্মকে কোন রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ও রূপ সুবিধা সত্ত্বেও ইহুদি জাতিরা মধ্যে মধ্যে পৌত্তলিকতার বশবর্ত্তী হইতেন।

পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন এমন মহাপুরুষ সকল জন্ম গ্রহণ করেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম-যাজনা দ্বারা মনুষ্য জাতির মহৎ উপকার সাধিত হয়। তাঁহারা যে সকল জ্বলন্ত অক্ষর দ্বারা আপনাদের মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তাহা দ্বারা অনেকেরই মনে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তাঁহারা ভবিষ্যৎকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই যেন ধর্ম্মযাজনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তন্মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্ম-বলে বলী হইয়া, ঈশ্বর-জ্ঞানে চরিতার্থ হইয়া, ধর্ম্মযাজনায় প্রবৃত্ত হওত ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও কীর্ত্তি এক সময় প্রচারে কৃতসংকল্প হয়েন। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারকের প্রকৃত সীমা উল্লঙ্ঘন করত কেহ বা ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র, কেহ বা ঈশ্বর-প্রেরিত এক মাত্র গুরু, এই বলিয়া আপনাদের উপাসনাও মনুষ্য মধ্যে প্রচলিত করিতে যত্নশীল হয়েন। জগদীশ্বরের ধর্ম্ম যাজনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা ঘৃণিত লজ্জাকর ও অধার্ম্মিক ব্যবহার আর কিছুই নাই। ঈসা ও মহম্মদ ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত-স্থল। ঈসা ইহুদী জাতি মধ্যে অতি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ধর্ম্ম-যাজনায় স্বীয় প্রভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঈসার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব ইহুদী জাতীয় অন্যান্য ধর্ম্ম-যাজকগণ অপেক্ষা বোধ হয় উন্নততর ছিল এবং এই জন্যই তাঁহাকে ভয়ানক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু কালের গুণে তিনিও আপনার ধর্ম্মে একটি ভয়ানক কলঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি পৌত্তলিকতার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি যে ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় সন্তান ও মনুষ্যের উপাস্য এই বিষয়ের নিষেধ কিম্বা সম্মতি কিছুই প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত, যদ্যপি বাইবেলের নিউ-টেষ্টমেণ্টের সকল স্থানে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ইঙ্গিতে তাঁহার সম্মতিই প্রকাশ পায়[৩]। যাহা হউক মহাত্মা ঈসার সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ

২ Bible Old Testament.

৩ Newman's Phases of Faith, Chapter [illegible] Moral Perfection of Jesus.

সেণ্ট পল ইসার ধর্ম্ম ইহুদী মধ্যে নিবেশিত না রাখিয়া পৃথিবীতে প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ইসাকে কুমারী মেরীর গর্ভজাত ও নিরাকার জগদীশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান বলিয়া তাহাকে মধ্যস্থ করত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। পৌত্তলিকতা আর এক উন্নত সোপানে পদ নিক্ষেপ করিল। এই ঘটনায় সেণ্ট পলের অনেক কর্তৃত্বই প্রকাশ পায়। সেণ্ট পলের জীবন-চরিত দেখিলে বোধ হয় যে তিনি গ্রীক-জ্ঞানে জ্ঞানবান ছিলেন ও এই রূপ ঘটনার সূত্রপাতে প্রবৃত্ত হওয়া বোধ হয় তাহারই ফল। গ্রীক জাতি পৌত্তলিক হইয়াও জ্ঞান-প্রভাবে ক্রমে পৌত্তলিকতাকে যে রূপ প্রমার্জ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় পুরাবৃত্ত-পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। রোম সাম্রাজ্য ইউরোপের বহু স্থান জয় করিয়া গ্রীক্ জ্ঞান দ্বারা শোভিত হয়েন; তাহাদের জয়ের সঙ্গে গ্রীক-ভাষা পৃথিবী মধ্যে প্রচলিত হইয়া, গ্রীক্ জাতীয় মহা পণ্ডিতগণের জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক সকল ইহুদী ও তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য জাতি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। বাইবলের নিউটেষ্টমেণ্ট গ্রীক্ ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং এই রূপ রচনা-প্রণালীই গ্রীক-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাবের স্বল্প চিহ্ন মাত্র।

মনুষ্য জাতির যে রূপ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে এই ঘটনার উৎপত্তি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গ্রীক-জাতীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জড় প্রকৃতির নিয়ম সকল আলোচিত হইয়াছিল। দর্শন-শাস্ত্র জ্ঞানের ঊর্দ্ধ্বতম পরিসীমা—এই দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাও গ্রীক্ জাতি মধ্যে বাহুল্য রূপে বিস্তৃত ছিল। গ্রীক-পণ্ডিতগণ অনেকেই নিরাকার জগদীশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব সকল অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের ন্যায় তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের দুর্জ্ঞেয় বলিয়া সাধারণের নিকট ঐ সকল সত্যের উপদেশ প্রদানে বিরত ছিলেন, এবং ঐ রূপ উপদেশ দিলেও যে তাহা ফলবান্ হইত এরূপ বোধ হয় না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ক্রমে ইউরোপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল; কিন্তু তৎকালে রোমীয় সাম্রাজ্য হীনবল হইয়া দুরন্ত অসভ্য জাতির হস্তে নিপতিত হওয়াতে জ্ঞানের চর্চ্চা রহিত হইয়াছিল, সুতরাং খৃষ্টীয় ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার ঘোর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে ইসা ও পরে তাঁহার জননী মেরীর প্রতিমূর্ত্তি সকল পূজিত হইতে লাগিল। হায়! কোন কোন ছবিতে ঈশ্বরের হস্ত সকলও চিত্রিত হইতে লাগিল! কিন্তু সৌভাগ্যশালী ইউরোপ খণ্ডে জ্ঞানের স্রোত আবার প্রবাহিত হইল, মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত হইল, গেলিলিও ও কোপর্নিকস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জড় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব সকল নির্ণয় করিতে লাগিলেন, জ্ঞান-প্রভা উদ্দীপিত হইল, মহাত্মা লুথর ধর্ম্ম-যাজনায় প্রবৃত্ত হইলেন, প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রপট সকল কারুকরের ও চিত্রকরের নিপুণতার চিহ্ন মাত্র হইল, নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হইল; কিন্তু ইসা যে ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান ছিলেন এবং তিনি যে দয়া করিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির পরিত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল না। এই রূপ পৌত্তলিকতা নিরাকরণ জন্য জ্ঞান-মূলক সত্যের প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইল; ধর্ম্ম-যাজকেরা আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য বাইবলের অক্ষর সকলের নানার্থ ঘটাইতে লাগিলেন, এ দিকে ভূতত্ত্ব বিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা মহা সত্য সকল নির্ণয় করিয়া বাইবল লিখিত

ঘটনা সকলকে অপ্রাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাইবল পরিত্যাগ করত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকেরা নূতন ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা ইসার প্রকৃত চরিত্র ঐশী ভাব-পূর্ণ বলিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারই চরিত্র ধর্ম্ম-ভাবের এক সীমা এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু ইউরোপে ইহাও রক্ষা করা তাঁহাদের কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এই রূপ তর্কের এক সুবিধা এই যে জ্ঞান-বলে আমরা যতই উন্নত হই, এবং ধর্ম্ম-বলে আমরা যতই বলীয়ান হইয়া আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব উন্নত করি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকেরা তাঁহাদের আদর্শ ইসাকে তাহারই চূড়ান্ত আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সাহস এই যে ঈশ্বরের প্রকৃত পরম মঙ্গল-স্বরূপ যতই মনুষ্য মনে জাগরুক হইবে ততই মনুষ্য-আদর্শ অতি অকিঞ্চিৎকর হইবে। জ্ঞান-মূলক সভ্যতা সকল জগদীশ্বরের মঙ্গল ভাবেরই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত আছে।

হিন্দুধর্ম্ম যে কি, ইহা নির্দ্দেশ করা অতি সুকঠিন। হিন্দুধর্ম্ম অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে একটি সাধারন সূত্র আছে যাহা অবলম্বন করিলে এই সকল গ্রন্থিকে ভেদ করা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলই বেদকে সনাতন ও ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাকে এক প্রকার বৈদিক ধর্ম্ম বলিলেও বলা যায়। সমুদায় বেদ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণের অপেক্ষা উন্নত-তর ছিলেন। বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ যে বৈদিক ঋষিগণের পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের এই রূপ মানসিক ভাবই তাহার একটী প্রমাণ মাত্র। বৈদিক ঋষিগণ বোধ হয় অনেকেই ইন্দ্র-অগ্নি প্রভৃতির উপাসক ছিলেন সুতরাং তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা বাহুল্য মাত্র এবং তাঁহারা যে পৌত্তলিক হইবেন তাহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কেন না তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে অন্যান্য প্রাচীন জাতিগণের মানসিক অবস্থা হইতে উন্নততর তাহাও বোধ হয় না। কিন্তু বেদান্তের আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; কেন না বেদান্ত-প্রণেতা মুনিগণ অত্যল্পকাল মধ্যে আলোচনার বলে জ্ঞান-বলে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা এই ঈশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তখন তাঁহারা ঈশ্বরকে ইহুদীগণের ন্যায় আর সাকার ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন না; প্রত্যুত গ্রীক পণ্ডিতগণের ন্যায় সেই জ্ঞান সাধারণের পক্ষে অতি দুজ্ঞের্য় বলিয়াই তন্মধ্যে প্রচলিত করিতে যত্ন হয়েন নাই। হিন্দু জাতির চতুষ্পার্শ্বের ভাবও এই ঘটনার সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। হিমালয় এবং ভারতবর্ষের সীমান্বিত সমুদ্র সকল ইহাকে যেন আততায়িক সংগ্রামশালী জাতির পক্ষে অতি ভয়ানক দুর্গ-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল সুতরাং স্বদেশ-প্রেম ব্রাহ্মণগণের এক প্রকার অনন্যভূত পদার্থ বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম [৭] বেদ সনাতন নয় এই

৭ Such was the state of the Hindu mind when Buddhism arose or rather, such was the state of the Hindu mind which gave rise to Buddhism. Buddha himself, went through the school of Brahmans. He performed their penances, he studied their philosophy, he at last claimed the name of the Buddha, or the enlightened, when he threw away, the whole ceremonial with it's sacrifices, superstitions, penances, and caste's as worthless, and changed the complicated system of philosophy into a short doctrine of salvation. This doctrine of salvation has been called pure Atheism and nihilism, and it no doubt was liable to

প্রমাণ করিতে প্রথমে ব্রতী হয়। বৌদ্ধেরা ক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি আঘাত করিল। ব্রাহ্মণগণকে অপদস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হইয়া ধর্ম্ম মূলক সত্যের কতক গুলি সত্য সাধারণ মধ্যে প্রচলিত করিতে গিয়া ব্রাহ্মণগণের বিদ্রোহাচরণে বৌদ্ধেরা ভয়ানক সংকটে পতিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে না দেওয়ায় তাহা পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ জাতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য অসভ্য জাতিগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াও আপনাদের প্রভুত্ব স্থিরীকৃত করিয়া, তাহাদের জ্ঞান-দ্বার প্রায় রুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতি জ্ঞানোপার্জ্জনে এত দূর ব্রতী হইয়াছিলেন যে তাঁহারা অত্যল্প কাল মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান সকল লাভ করিয়া উন্নততম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সাধারণের জ্ঞান-দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে যে পৌত্তলিকতার প্রভাব তাহাই রহিল। সাধারণে এই রূপ পৌত্তলিকতার প্রভাব ও জ্ঞান প্রভাবে মুনিগণের একেশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই জ্ঞান-মূলক সত্যেরই উপকারিত্বের প্রমাণ স্থল। এই রূপে ভারতবর্ষে এক অনন্যসাধারণ অদ্ভুত ব্যাপার প্রাদুর্ভূত হইল। এক দিকে উন্নততম ঈশ্বর-জ্ঞান, আর দিকে ঘোর পৌত্তলিকতা। এক দিকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই মহা সত্যের প্রতি বিশ্বাস, আর এক দিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও তাঁহাদের প্রত্যেকের ভূরি ভূরি অবতারের প্রাদুর্ভাব ও তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা। সাধারণের এই বিশ্বাস যে জ্ঞান-জ্যোতি দ্বারা ক্রমে প্রমার্জ্জিত হইবে তাহারও দ্বার ব্রাহ্মণ জাতি দ্বারা রুদ্ধ ছিল।

ঈসার পর মহম্মদ। তিনি আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী আপনার জাতিকে প্রথমে ঈশ্বরের পথে আনয়ন করেন। মহম্মদের জীবন-চরিত্র ও তাঁহার প্রণীত কোরাণ পাঠ করিলে তিনি ইহুদীদিগের ও ঈসার ধর্ম্ম পুস্তক হইতে যে অনেক সাহায্য লইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে মহাত্মা মহম্মদ ঈসার ন্যায় ঈশ্বর-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর পৌত্তলিক বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এক বারও ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় সন্তান বলিয়া আপনাকে কীর্ত্তিত করেন নাই এবং পৌত্তলিকতার নিষেধ এত স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছিলেন যে মানব-নির্ণীত সমুদায় ধর্ম্মমধ্যে তাঁহার ধর্ম্মকেই এক প্রকার অপৌত্তলিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোরাণকে

both changes in it's metaphysical character, and in that form in which we chiefly know it. It was Atheistic, not because it denied the existence of such Gods as Indra and Brahma Buddha did not even condescend to deny their existence. But it was called Atheistic, like the *Sankhya* Philosophy, which admitted but one subjective self, and considered creation as an illusion of that self imaging itself for a while in the Mirror of Nature As there was no reality in creation, there could be no real creator.

All that seemed to exist was the result of ignorance, to remove that ignorance was to remove the cause of all that seemed to exist. How a religion which sought the anihilation of all existence, of all thought, of all individuality and personality, as the highest object of all endeavours could have laid hold of the minds of millions of human beings, and how at the same time, by enforcing the duties of morality, justice, kindness, and self-sacrifices, it could have exercised a decided beneficial influence, not only on the Natives of India, but on the lowest barbarians of Central Asia, is a riddle which no one has been able to solve. We must distinguish, it seems, between Buddhism as a religion and Buddhism as a Philosophy. The former addressed itself to millions, the latter to a few isolated thinkers *Max Muller on Buddhist Pilgrims.*

ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া তিনি আর এক প্রকার পৌত্তলিকতার সংস্থাপন করেন এবং আপনাকে যদিও ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র বলেন নাই, তথাপি ঈশ্বর-প্রেরিত এক মাত্র গুরু এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন, পৌত্তলিকতার এই আর এক সোপান।

প্রথমে প্রস্তর বৃক্ষাদির পূজা বোধ হয় পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ছিল। পরে মেঘ বিদ্যুৎ বায়ু উষা অরুণ অগ্নি সূর্য্য ও নদ-নদীস্থ দেবতাগণের উপাসনা, পরে ইসার উপাসনা এবং তৎপরে মহম্মদের গুরু অবতার এই রূপে পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতার প্রমার্জ্জনা দেখা যাইতেছে। পৃথিবী মধ্যে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতার প্রমার্জ্জন দেখা যায়। গ্রীক এবং হিন্দু জাতিকেই পুরাকালে এই জ্ঞান বৃদ্ধির কর্ত্তা বলিতে হইবে। গ্রীক জ্ঞান দ্বারা ইহুদী জাতি মধ্য হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম পৃথিবীতে বিকীর্ণ হয় ও ভারতবর্ষে বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার ধর্ম্ম আসিয়াতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন

মহম্মদ যে অগ্নি আরব দেশে নিক্ষেপ করেন সেই অগ্নি ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া, পারস্য দেশ হইতে পারসী-ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। পারসী-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আশ্রয় লইল এবং ভারতবর্ষও মুসলমানগণের অধীন হইল। যখন মহম্মদের ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, ব্রাহ্মণগণ তখন আপনাদের ধর্ম্ম স্বদেশ-প্রেমের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলেন এবং পৌত্তলিকতাকে আশ্রয় দিয়া হিন্দু জাতিকে মুসলমানগণ হইতে পৃথক রাখিতে সচেষ্ট হইলেন।

এই রূপে মানব-নির্ণীত ধর্ম্ম প্রণালীরও ক্রমশঃ প্রমার্জ্জন দেখা যাইতেছে। অতীব অসভ্য জাতির পৌত্তলিকতা ক্রমে সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা যে জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের প্রভাবে হইতেছে তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। যত অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকৃত হইয়াছে ততই ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে ধর্ম্ম-মূলক সত্য সকলের উদ্দীপনও জ্ঞান-মূলক সত্য সকলের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে; সাহায্য আবশ্যক, কিন্তু ধর্ম্ম-মূলক সত্য যদি একেবারে না থাকিত তাহা হইলে জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল অকর্ম্মণ্য হইত এবং জ্ঞান-মূলক সত্য না থাকিলেও ধর্ম্ম-মূলক সত্যের উদ্দীপনের ব্যাঘাত জন্মিত। জ্ঞান ও ধর্ম্ম এই উভয় বিষয়ের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। আমাদের ভারতবর্ষ মুসলমান দ্বারা অধিকৃত হইলে, ভারতবর্ষীয়েরা যদ্যপি প্রগাঢ় মোহান্ধকারে নিপতিত হইয়াছিল, তথাচ আকবর প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণের গুণে ক্রমে মুসলমান শাস্ত্রও হিন্দুদিগের দ্বারা আলোচিত হওয়াতে ঈশ্বর-জ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। যদিও হিন্দু-জাতি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে নাই, তথাচ কবীর দাদু চৈতন্য ও নানকের শিক্ষা ও উপদেশ সকল পাঠ করিলে বোধ হয় যে মুসলমানগণের শাস্ত্র সকল তাহাদের দ্বারা পঠিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ নানকের ধর্ম্ম-প্রণালী যে কত দূর পরিশুদ্ধ তাহা এখানে বলা বাহুল্য। কিন্তু নানকের যে রূপ মতই থাকুক না কেন, শিখ্ জাতি মধ্যে আর এক রূপ পৌত্তলিকতা ক্রমে প্রচারিত হইল। তাঁহারা আদি গ্রন্থকে ক্রমে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কাল ক্রমে ভারতবর্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসী ও মুসলমান এই চারি ধর্ম্মেরই আবাস স্থান হইয়াছিল। পোর্ত্তুগিস জাতি পৌত্তলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মও এখানে প্রচার করিলেন। পরে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন ও খৃষ্টীয় মিসনরিরা আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার কামনায় ইউরোপীয়

বিদ্যা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এখানে নিঃশঙ্কিত চিত্তে বলিতে পারি যে, যদ্যপি পুরাতন মুনি ঋষিগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র ও উপনিষদ সকল পৃথিবীতে প্রচারিত না থাকিত, যদ্যপি মুসলমানগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল হিন্দু জাতির ভদ্র-সমাজ মধ্যে প্রচলিত না থাকিত, যদ্যপি ইংলণ্ডীয় বিদ্যার ও ইউরোপীয় জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক সকল বঙ্গদেশীয় লোকগণের আত্মাকে আকর্ষণ না করিত, তাহা হইলে এক্ষণকার প্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মও এত দিন এখানে জন্ম গ্রহণ করিত না। মহাত্মা রামমোহন রায় আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবলে সংস্কৃত ভাষায় আমাদের প্রাচীন উপনিষদ সকল পাঠ করিয়া আরব ভাষায় মুসলমানগণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পারস্য ভাষায় পারসীদিগের ধর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া, হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় ইহুদীয় ও ঈসার ধর্ম্ম পুস্তক সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ও তিব্বত প্রদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, উপরোক্ত সমস্ত মানব-ধর্ম্মের পৌত্তলিকতার প্রতিরোধী ও উপরোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের বিশুদ্ধ আচরণের আদর স্থান। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানের ও ধর্ম্মের শেষ সীমা। জ্ঞান-মূলক নিয়ম সকল যতই মহাত্মা সকল আবিষ্কৃত করিয়া মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট ততই তাঁহারা প্রশংসনীয়। ধর্ম্ম-মূলক নিয়ম সকল যতই উদ্দীপিত হইবে ততই মনুষ্যগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অন্যান্য ধর্ম্মে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয় এই ধর্ম্মে তাহার সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। যাহারা পুত্তলিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার উপাসনা করে, জ্ঞান তথায় এই বিরোধ উপস্থিত করে, যে পুত্তলিকা জড় মাত্র, উহা বাস্তবিক মনুষ্যগণেরই অধিকৃত পদার্থ, উহাতে ঈশ্বর-শক্তি কিরূপে থাকিতে পারে। হিন্দু, গ্রীক, ও পুরাতন অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্ম্মকে জ্ঞান এই বলিয়াই পরাভূত করত পৃথিবীর উপকার সাধন করিয়াছে।

খৃষ্ট ধর্ম্মে জ্ঞানের এই বিরোধ উৎপন্ন হয়, যে ঈসা মনুষ্য, ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র হইতে পারেন না। সকল মনুষ্যই তাঁহার পুত্র, সাধু গুণে ভূষিত হইলেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়, কিন্তু কেহই ঈশ্বরের এক মাত্র প্রিয় পুত্র নহেন। ঈসা অপ্রাকৃত অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন দ্বারা আপনার ঐশী-শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভ্রম মাত্র; কারণ ঈশ্বরের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় ও অচিন্তনীয়। জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বটেন কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার নিয়ম-সূত্রে গ্রথিত, এই বিরোধ উপস্থিত হইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। মহম্মদের ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের এই বিরোধ উপস্থিত হয় যে কোন বিশেষ পুস্তক কখনই নিরাকার জগদীশ্বরের প্রণীত হইতে পারে না, কেন না এই বিশ্ব সংসারই তাঁহার প্রকৃত পুস্তক ও ইহার আলোচনায় যে সত্য পাওয়া যায়, তাহা কোরাণ এবং অন্য সকল মানব-প্রণীত ধর্ম্ম-পুস্তকের কাল্পনিক বৃত্তান্তের সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য। পুরাতন ইহুদী জাতীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের সহিত জ্ঞানের এই অনৈক্য যে জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে নিয়ম-সূত্রই বলবান। এই নিয়ম-সূত্র এবং ইহুদীগণের ঈশ্বরের ভাব সম্পূর্ণ অনৈক্য, এই জন্য জ্ঞানের সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিবাদ। হিন্দু ও গ্রীক পণ্ডিতগণের সহিত জ্ঞানের এই বিবাদ, যে ঈশ্বর দুজ্ঞের্য় নহেন; বাস্তবিক, তিনিই যথার্থ জ্ঞেয় পদার্থ। অতএব সাধারণ মধ্যে, সংসার মধ্যে, ইহা প্রচলিত করাই আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। জ্ঞানের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্কুচিত হয়েন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অশঙ্কিতচিত্তে মনুষ্যকে জ্ঞানোপার্জ্জনে যত্নশীল হইতে আদেশ করেন; কেন না, জগদীশ্বরের নিয়ম সকল যতই আবিষ্কৃত হইবে, ততই তাঁহার পরমমঙ্গল স্বরূপের আবির্ভাব আমাদের আত্মাতে জাগরূক হইবে। ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই মনে নিহিত আছে, মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, জ্ঞান সেই সকল মোহকে দূরীকৃত করিতেছে। দেবদেবীর পূজা নিবারণ, মনুষ্য-বিশেষের পূজা নিবারণ ইহাই জ্ঞানের প্রভাব এবং জ্ঞান যতই ঈশ্বরের নিয়ম সকল আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ মনুষ্য নিকটে দেখাইয়া দিবে, মনুষ্য জাতি ততই উন্নত হইয়া মনুষ্যের আদর্শকে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞান-প্রভাবে ধর্ম্ম-প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতির মনুষ্য-পূজাকে নিরাকৃত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের আদর্শ হইতে আর এক উন্নততর উন্নততম আদর্শ পৃথিবীতে বিস্তার করিতে ব্রতী হইয়াছেন। অনন্ত কাল মনুষ্য সম্মুখে রাখিয়া উন্নত হইবে। পূর্ণ মঙ্গল জগদীশ্বরই সেই আদর্শ। তাঁহার পথে চলিলেই আমাদের মুক্তি হইবে। অতএব তিনিই পরিত্রাতা, তিনিই কৃপা করিয়া আমাদের সম্মুখে তাঁহার আদর্শ রাখিয়াছেন। অতএব তিনিই দয়ালু, তিনিই গুরু, তিনিই করুণাময় প্রভু। অপূর্ণ মনুষ্য আমাদের পরিত্রাতা নহে, অপূর্ণ মনুষ্য আমাদের সম্পূর্ণ আদর্শ নহেন। ইসা ও মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইসা ও মহম্মদ এই দুই মনুষ্যকে আপনাদের পূর্ণ আদর্শ বলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম-জগদীশ্বরকে ব্রাহ্মগণের পূর্ণ আদর্শ বলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়ম সকল আলোচনা করিতে করিতে জ্ঞান-দর্পে দর্পিত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করেন, যে তোমরা নিয়ম দেখিতে দেখিতে অন্ধ হইয়া নিয়ন্তাকে বিস্মৃত হইয়াছ [৮]।

পুনরায় যাঁহারা জ্ঞানকে তুচ্ছ করেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই উপদেশ প্রদান করেন, যে তোমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানে উন্নত হইয়া, নানা ভ্রম

৮ When all the motions of the heavenly bodies have been reduced to the dominion of gravitation, gravitation itself remains an insoluble problem. Why it is that matter attracts matter we do not know—we perhaps never shall know. Science can throw much light upon the laws that preside over the development of life; but what life is and what is its ultimate cause, we are utterly unable to say. The mind of man, which can track the course of the comet and measure the velocity of light, has hitherto proved incapable of explaining the existence of minutest insect or the phenomena in ascertaining their sequences and their anologies, its acheivements have been mervellous; in discovering ultimate causes, it has ablolutely failed. An impenetrable mystery lies at the root of every existing thing. The first principle, the dynamic force, the vivifying powers, the efficient causes of those successions which we term natural laws, elude the utmost efforts of our research. The scalpel of the anatomist and the analysis of the chemist are here at fault. The microscope, which reveals the traces of all pervading, all ordaining, intelligence in the minutest globule and displays a world of organized and living beings in a grain of dust, supplies no solution of the problem. We know nothing or next to nothing of the relations of mind to matter, either in our own persons or in the world that is around us; and to suppose that the progress of natural science eliminates the conception of a first cause from creation, by supplying natural explanations is completely to ignore the sphere and limits to which it is confined. Leckie's Rise and influence of Rationalism in Europe.

প্রমাদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, অতএব জ্ঞান দ্বারা হৃদয়-স্থিত প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানকে দৃঢ়ীকৃত কর, ইহাতে তোমাদের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। পূর্ব্বে অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ কেহ পুত্তলিকাকে কেহ কেহ বা মনুষ্যকে পূজা করিয়াছে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে তোমারদের আত্মা নূতন বল ধারণ করিবে, তোমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি অটল অচল হইবে ও ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই রূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক জাতীয় পণ্ডিতগণ ঈশ্বর-জ্ঞান অতি দুর্জ্ঞেয়, সাধারণ লোক ইহার ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সাধারণ মনুষ্য সম্মুখে কোন প্রাকৃতিক বস্তু না রাখিলে জগদীশ্বরের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সাধারণে পুত্তলিকা কিম্বা মনুষ্যকে আশ্রয় না করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না এই যে তাঁহাদিগের একটি ভ্রম ছিল, ইহা যে ভ্রম মাত্র, ভারতবর্ষের লোকগণ বঙ্গ দেশের লোকগণ হঁহা যেন আপনাদের কার্য্য দ্বারা পৃথিবীতে প্রথমে প্রচার করেন।

এলাহাবাদ ব্রাহ্ম-সমাজ।

১৭৮২ শকে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মের যত্নে এই স্থানে প্রথম একটি ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়া প্রায় ৫ বৎসর পরে তাহা রহিত হয়। তদনন্তর ১৭৮৭ শকের ২ - শ্রাবণ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মের উৎসাহে শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয়ের ভবনে সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরে উহা নগরের মধ্যবর্ত্তী স্বতন্ত্র বাটিতে আনীত হইয়া নিয়মিত রূপে চলিতেছে। উপাসনা কার্য্য কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রয়াগে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতি কালে সমাজ গৃহে বিগত ১৫ ই অগ্রহায়ণ দিবসে মহা সমারোহ পূর্ব্বক এক সমাজ হয়। তাহাতে তিনি নিম্ন লিখিত মর্ম্মে একটি বক্তৃতা করেন।

"ব্রহ্ম নাম ভারতবর্ষের চিরন্তন ধন। যখন হিন্দু জাতি হিন্দু নাম প্রাপ্ত হয় নাই—যখন তাহারা আর্য্য নামে বিখ্যাত ছিল, তখনও এই ব্রহ্ম নাম বিদ্যমান ছিল। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের প্রাদুর্ভাব তাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই—পৌরাণিক পৌত্তলিকতাও তাহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই—মুসলমানদিগের অত্যাচারও তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারে নাই—মিশনরিদিগের খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারও তাহাকে উন্মূলন করিতে পারে নাই। ব্রহ্ম নাম ভারতবর্ষের চির ভূষণ। কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সকল হিন্দু শাস্ত্রই ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতেছে। ব্রহ্মোপাসনা নূতন প্রকার উপাসনা নয়, এ উপাসনা ভারতবর্ষে চির প্রসিদ্ধই আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সনাতন ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম। উহা আত্মাকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া রাখে। যখনই মনুষ্য পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতে ইচ্ছুক হয়, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মাকে অনন্ত দেবের দিকে আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে মানব-হৃদয়ে চিরকাল মুদ্রিত আছে। যখনই কোন ধর্ম্ম বিকৃত

আকার ধারণ করে, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই অবিনশ্বর ভাব জাগরূক হইয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করে। পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে—যখনই পরিমিত দেবতার উপাসনা আরম্ভ হয়, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। সাবধান! ব্রাহ্ম হইয়া যেন পরিমিত দেবতার উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত না কর। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ঈশ্বরই পাপের পরিত্রাতা। ঈশ্বরই কেবল মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন। মনুষ্য কখনো মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। পাপ-প্রপীড়িত আত্মার ভার কেবল ঈশ্বরই মোচন করিতে পারেন; মনুষ্য কখনো তাহা মোচন করিতে সমর্থ হয় না। যখন আমরা পাপ-তাপে কাতর হইয়া ঈশ্বরের নিকট পলায়ন করি, তখনই করুণাময় ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দিয়া, পাপ তাপে দহ্যমান আত্মাকে শীতল করেন। আমরা যদি পাপ হইতে পরিত্রাণ জন্য কোন মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তাহা পৌত্তলিকতা হয়। রাজা রামচন্দ্র দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালন জন্য বিখ্যাত ছিলেন—রাজা রামচন্দ্র ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন বলিয়া তিনি সকলেরই সম্মান যোগ্য। এই সম্মান ভাব বিগর্হিত নহে, কিন্তু যদি রামচন্দ্রকে ঈশ্বর মনে করিয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলেই তাহা পৌত্তলিকতা হয়। সাধু মনুষ্যকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে তাঁহাকে স্থাপন করা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিধান নহে।"

বন্ধু।

শেষ।

তোমা বিনা মনোদুঃখ কব আর কারে।
তোমা বিনা কে বা তাহা নিবারিতে পারে ॥
তোমা বিনা হৃদয়ের বন্ধু কে বা আছে।
হৃদয়ের দ্বার খুলে কান্দি কার কাছে ॥
তোমা হতে কে বা আর আছে হে আপন।
তোমা হতে কে বা আছে বিশ্বাস-ভাজন ॥
ভয়-শূন্য হয় প্রাণ তোমাকে সঁপিয়া।
বিপদে সাহস পাই তোমাকে দেখিয়া ॥
জটিল কুটিল চিন্তা কত আসে মনে।
তন্ন তন্ন করি তাহা তোমার স্মরণে ॥
রোগের ঔষধ তুমি শোকের সান্ত্বনা।
পাপের দমন আর কে বা তোমা বিনা ॥
তুমি হে ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল।
বিশ্রামের তরুতল পথের সম্বল ॥
হৃদয়-রঞ্জন তুমি নয়ন-অঞ্জন।
কণ্ঠের ভূষণ তুমি কিরীট-রতন ॥
তব সম নাহি পাই খুঁজে ত্রিভুবন।
সখা হে আমার তুমি মনের মতন ॥
যাবতীয় প্রিয় বস্তু হতে তুমি প্রিয়।
আত্মীয় হইতে তুমি পরম আত্মীয় ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
কে করিতে পারে দয়া তোমার মতন ॥
কাল পূর্ণ হলে মনে সকলে ত্যজিবে।
আপনার বলি তুমি গ্রহণ করিবে ॥
রোগ শোক জরা মৃত্যু করি নিবারণ।
নিত্য পূর্ণ আনন্দেতে করিবে মগন ॥
ঘুচাইয়ে এক বারে সকল দুর্গতি।
করিবে অনন্তকাল অনন্ত উন্নতি ॥
ওহে সখা তোমা বিনা আর কেহ নাই।
আমার মনের কথা তোমারে জানাই ॥
এসেছি তোমার ভবে তোমার ইচ্ছায়।
পেয়েছি মানব দেহ তোমার কৃপায় ॥
যা করি করাও তুমি কৌশল করিয়া।
তোমার কি অভিপ্রায় না পাই ভাবিয়া ॥
তব ইচ্ছা সিদ্ধি হোক আমি এই চাই।
কখন তোমাকে যেন ভুলে নাহি যাই ॥
তোমারি কাজের জন্যে এসেছি হেথায়।
মন যেন তাতে তাই নাহি রয় বেকার ॥
তব অনুচর হয়ে মন যেন থাকে।
মন যেন তোমাকে হে দিবানিশি ডাকে ॥
তব কার্য্যে অবসর পাইব যখন।
দিও যেন দয়া করি চরণে শরণ ॥
যত করিয়াছি দোষ করিয়া মার্জ্জনা।
এখন পুরাও এই মনের বাসনা ॥
এস হে হৃদয়-সখা হৃদয়-মন্দিরে।
সখা বলে আলিঙ্গন করিতে তোমারে ॥
প্রেমানন্দে যোগানন্দে হয়ে নিমগন।
প্রাণ-ভরি দেখি তব প্রসন্ন বদন ॥

তুমি হে প্রাণের প্রাণ জগতের প্রাণ।
সুধার আধার তুমি প্রেমের নিধান ॥
মোহ-অন্ধ হৃদয়ে তোমারে যদি পাই।
আর কিবা চাই তবে আর কিবা চাই ॥
কাজ নাই রাজ-গৃহে কুটীরে রহিব।
পর্য্যঙ্কে কি প্রয়োজন ভূতলে শুইব ॥
বসন অভাবে নয় বল্কল পরিব।
সামান্য শাকান্নে নয় উদর পুরিব ॥
কারেও না পাই যদি একা মাত্র রব।
তোমারে হৃদয়ে দেখে দুঃখে সুখী হব ॥

বিজ্ঞাপন

আগামী ১১ মাঘ ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের পুস্তকালয়স্থ নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল নগদ মূল্যে শতকরা ২৫ টাকা কমিসন বাদ বিক্রয় হইবে।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (বাঙ্গলা অক্ষরে) ।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (তাৎপর্য্য সহিত) ॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ৶০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি .. .. ॥০
মাঘোৎসব .. ..
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. . ।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. ॥০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ।৶০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ .. .. ১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা— প্রথম ভাগ .. ১
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ .. ১
আত্মোৎকর্ষ বিধান . . ১।৶০
প্রশ্ন মঞ্জরী .. .. ॥০
আহ্নিক ব্রহ্মোপাসনা ৵০
ব্রহ্মোপাসনা ৵০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ৵০
ব্রহ্ম স্তোত্র ৵১০
আত্মতত্ত্বাবধান .. .. ।০
ধর্ম্মশিক্ষা ৶০

পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. ।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে ৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৶০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫।৬। সংখ্যা একত্র ।০
ধর্ম্ম চর্চ্চা .. .. ।০
প্রবচন সংগ্রহ ৵১৬
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত ৵০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত .. .. .. ।০
সংগীত মুক্তাবলী .. .. .. ।০
সুভাব সঙ্গীত .. .. ।০
উদ্বোধনাঞ্জলি ৵০
গৃহ কর্ম্ম ৶০
স্তোত্রমালা .. .. ।০
ধর্ম্ম দীক্ষা ৵০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান ৸০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৬।৮৭ শকের ১॥
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৮ শকের .. ৸০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক ... . ।১০
ব্রহ্মসাধন ৵১০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ৵০
ব্রাহ্মব্যবহার ৵০
দুর্গোৎসব ৵০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা .. .. ।১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ৵০

	Rs.	As.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book		1
Signs of the Times		1
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		2
Physiology of Idolatry		2
Lectures on Patholgy of Fever.....................	1	4

পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল (যাহা উপস্থিত আছে) এবং তত্ত্বপ্রকাশ (যাহার মূল্য ৶০) অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক সাত আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৭০। ১ মাঘ বুধ বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

ফাল্গুন ১৭৯০ শক।

৩০৭ সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৯০ শক।

প্রাতঃকালে ৮ ॥০ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইলে নিম্ন লিখিত সঙ্গীত হইল।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

আজি আমারদের মহোৎসব। আজ আনন্দের
সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে। আজ
আনন্দের সীমা কি।

সঙ্গীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন।

"বঙ্গবাসী ভারতবাসীগণ! অদ্য তোমরা সকলে হৃদয়ের সহিত এই মহোৎসবে যোগ দেও। ইহাই তোমারদের প্রকৃত উৎসবের দিন। এই পুণ্য মাসে, এই পুণ্য বাসরে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় বীজ বঙ্গভূমির উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত হয়; তাহা এক্ষণে শাখা পল্লবে বিস্তৃত হইয়া শত শত আত্মাকে ছায়া দান করিতেছে। তোমরা যদি প্রকৃত মঙ্গল চাও; আপনার উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, জনসমাজের উন্নতি সংসাধন করিতে চাও, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা করিও না। এক্ষণে ভারত-গগন ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন—চতুর্দ্দিক হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা নির্ব্বীর্য্য, ব্রাহ্মণেরা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; হিন্দু সমাজ বিকলেন্দ্রিয়, মৃতপ্রায়; ধর্ম্ম, বাহ্যাড়ম্বর অর্থ শূন্য প্রলাপ বাক্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে;—এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মই এক মাত্র আশা। ইনি অল্পে অল্পে হিন্দু সমাজে, নূতন জীবন নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন বল সঞ্চারিত করিতেছেন—যে সকল জটিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, হিন্দু সমাজ নিস্পন্দ, অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা একে একে ছিন্ন হইতেছে;—উন্নতির পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে রূপ উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাতে ইহাই যে কালে পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জন সমাজের

পত্তন ভূমি হইবে, সে সমাজ যে পৃথিবীর আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

প্রথমতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতির ধর্ম্ম—ইনি উন্নতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন না; সত্য যেখান হইতে আসুক না কেন, ইনি আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম। আত্মা যে পরিমাণে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইবে; জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত হইতে থাকিবে, নূতন নূতন সত্য সকল উপার্জ্জন করিবে, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিপুষ্ট হইবে। আত্মা যে রূপ উন্নতিশীল, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই রূপ উন্নতি-সাপেক্ষ ধর্ম্ম। এই পৃথিবীতেই আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় না—এই জীবনেই আমরা ঈশ্বরের সকল স্বরূপ অবগত হইতে পারি না; এ দেহ ত্যাগ করিয়া যত আমরা উন্নত হইতে উন্নততর লোকে গমন করিব, ততই ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের মহিমা অধিক রূপে উপলব্ধি হইতে থাকিবে। আমরা এখানে থাকিয়াও যত সত্য উপার্জ্জন করিব, তাহা সকলি ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পত্তি হইবে। আমারদের ধর্ম্ম গ্রন্থ-বিশেষে আবদ্ধ নাই—ইহার উপর কালের হস্ত নাই, কীটেরও উৎপাত নাই। আত্মার বিনাশ না হইলে আর ব্রাহ্মধর্ম্মের বিনাশ হয় না। আমারদের ধর্ম্ম কতকগুলি অক্ষর মাত্রে পর্য্যবসিত নহে—মুখ-পরম্পরাগত প্রবাদ মাত্রও নহে—কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও ইহার সার নহে—ইহার সত্য-সকল সমর্থন করিবার নিমিত্ত কোন বাহ্য সাক্ষীরও আবশ্যক করে না,—মনুষ্যের আত্মাই তাহারদের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জীবন্ত ধর্ম্মের অভাবে সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কত উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে—ধর্ম্ম পুস্তকের সহিত ঐক্য হয় না বলিয়া কত সত্যকে জলাঞ্জলি দিতে হইতেছে—স্বাধীন আত্মার স্ফূর্ত্তি উদ্যমের কত লাঘব হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। যেমন ঈশ্বর এক, তেমনি ধর্ম্মও এক। যেমন একই বায়ু সকল প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে; একই সূর্য্য সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিতেছে; সেই রূপ একই ধর্ম্ম সকল আত্মার ক্ষুৎ পিপাসা মোচন করিতেছে। যে সকল সত্য সকল-ধর্ম্মেরই মূলে বর্ত্তমান, সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ সম্পত্তি, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই হেতু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের বিরোধের সম্ভাবনা নাই। ইনি উন্নত ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, সকল মনুষ্যকেই প্রীতিনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মই না হইতেছে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পিতা, পুত্রের প্রতি কঠোরতাচরণ করিতেছে; স্বামী, ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতেছে; ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঘোর বিবাদ হইতেছে—কত দেশে কত সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। কোথায় ঈশ্বর ধর্ম্মকে সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, না ধর্ম্মই অশান্তির কারণ হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই শান্তির রাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের বিষয়-ক্ষতিলাভের সহিত যখন ধর্ম্মকে জড়িত করা হয়, তখনই ধর্ম্ম জীর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ সাবধান! আমরা যেন নির্ম্মল, উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বীয় বৈষয়িক ক্ষতিলাভের সহিত লিপ্ত করিয়া ইহাকে সংকীর্ণ মলিন করিয়া না ফেলি! আমরা যেন ধর্ম্মের নামে নিজ স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ না করি। আমরা যেন সেই অনন্ত ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে গিয়া, আমা-

দের ক্ষুদ্র যশোমান বিস্তারে নিযুক্ত না থাকি। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত স্বার্থপরতার লেশ মাত্র সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক হস্তে প্রলোভন ও অপর হস্তে বিভীষিকা ধারণ করিয়া আমারদিগকে ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতেছেন না; তিনি স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মের মধুময় রাজ্যে—ঈশ্বরের প্রেম রাজ্যে আহ্বান করিতেছেন। তিনি আমারদিগকে উপদেশ দিতেছেন, নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিবে; ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্তই, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইবে

তৃতীয়তঃ। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই আর একটী সত্য পাইতেছি যে ঈশ্বরের সহিত আমারদিগের অতি নৈকট্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তিনি আমারদের পিতা মাতা, আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র; তাঁহার নিকট যাইতে হইলে কোন মধ্যস্থের আবশ্যক করে না, তিনি পাপী তাপী সকলকেই তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন—এই ভাবটী যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মে জাজ্বল্যমান এমন আর কোন ধর্ম্মে নাই। বস্তুতঃ এই ভাবটী আমাদের এ দেশীয় ধর্ম্মের ভাব। আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে দৃষ্টি করিতেন, গিরি গুহা কানন সমুদ্রে, সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা অনুভব করিতেন—প্রতি ঘটনায় তাঁহার হস্ত বিদ্যমান দেখিতেন। যেমন ঈশ্বর ও মনুষ্য মধ্যে ব্যবচ্ছেদ স্থাপন করা ইহুদি দেশীয় ধর্ম্মের, সেই রূপ এই সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার অতি নিগূঢ় নৈকট্য যোগ স্থাপন করা অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মের মূল ভাব। কিন্তু আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই ভাবটি এত দুর লইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহারা যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া, একটী মহৎ ভ্রমে নিপতিত হইলেন। তাঁহারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান রাখিলেন না; তাঁহারা ভাবিলেন যখন সকলই ব্রহ্মময়—তখন ব্রহ্মই জগৎ, জগৎই ব্রহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ভ্রম বিনাশ করিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার বাস্তবিক নৈকট্য যোগটী সম্যক্‌ রূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের সহিত ঈশ্বরের অনন্ত যোগ। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা মাতা বিধাতা ও পাপের মোচয়িতা জানিয়া, যেন তাঁহারই শরণাপন্ন হই ও সংসারের ভয়াবহ স্রোত-সকল অতিক্রম করিয়া কল্যাণ পথে উন্নতি লাভ করিতে থাকি।

চতুর্থতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ধর্ম্ম। ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, এই ভাবটী ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। প্রীতিবিহীন হইয়া আমরা তাঁহার যে কার্য্য করি, তাহা যেমন বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই রূপ যে প্রীতি কার্য্যেতে প্রকাশ না পায়, সে প্রীতি প্রীতিই নহে। আমরা ঈশ্বর হইতেই সকল সুখ সৌভাগ্য লাভ করিতেছি—তাঁহার অজস্র করুণায় আমরা জীবিত রহিয়াছি—অথচ আমরা তাঁহাকে এক বার মনেও করি না—আমরা ঈশ্বরের কার্য্য করি অথচ কাহার কার্য্য করিতেছি, আমরা তাহা জানি না—এই সাংসারিক ভাব যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ; সংসার হইতে পলায়ন করিয়া, তাঁহার আদিষ্ট সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন না করিয়া শুদ্ধ ধ্যানেতেই নিমগ্ন থাকা—অথবা বৈরাগী হইয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করা—এই সন্ন্যাসিক ভাবও ব্রাহ্মধর্ম্মের তেমনি বিরোধী। ঈশ্বর আমারদিগকে এই অভিপ্রায়ে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, যে আমরা সংসারের উন্নতি সাধন করি, তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করি, সাংসারিক প্র-

লোভনের সহিত প্রতি মুহূর্ত্ত সংগ্রাম করিয়া আত্মাকে প্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ করি। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহাই মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব হে ব্রাহ্মগণ! আমরা যেন স্বাধীন ভাবে, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সংসারের তাবৎ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকি, আপনার উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, দেশের উন্নতি; জগতের উন্নতি সাধনে আগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রসর হই। ধর্ম্মকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া না রাখি। আমরা যেন কিছুতেই উদাসীন না থাকি। ঔদাসীন্যই হিন্দুদিগের পতনের অন্যতর কারণ। আমারদের দেশের অনেকেই সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যে বাস করাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকেন। এই রূপ উদাসীন ভাব বহু অনর্থের মূল ইহাতে আত্মার প্রবৃত্তি সকল, যথোচিত রূপে পরিচালিত না হওয়াতে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়—ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া থাকে—জন সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়—জ্ঞান ও সভ্যতা তিরোহিত হইয়া যায়।

হে পরমাত্মন্! তোমার এই উদার পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগৎময় প্রচার কর—তোমার পবিত্র আসন প্রতি আত্মাতে স্থাপন কর—তোমার সিংহাসন প্রতি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত কর এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উদ্বোধন দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

উদ্বোধন

"যিনি অসীম আকাশে স্থিতি করিতেছেন, যিনি হৃদয়ে হৃদয়ে বর্ত্তমান, যিনি সকল আত্মার অন্তরাত্মা, যিনি প্রীতির এক মাত্র নিকেতন, যিনি শ্রদ্ধার পরম ভাজন, যিনি গুরু পিতা মাতা—তিনি এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি এই ১১ মাঘের উৎসবের উৎসাহ দাতা। আমরা যেমন তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সংবৎসর পরে উৎসবের উদয়ে যেমন আমরা এক-হৃদয় হইয়া তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি-পুষ্প-অঞ্জলি দিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি—তেমনি সেই মহান্ বিভু সর্ব্বাশ্রয় একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ পুরুষের প্রীতি-নয়ন এখানে আমারদের সকলের উপরে রহিয়াছে, তিনিও এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আমারদের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, এখানে পবিত্র সমীরণ তাঁহার পবিত্রতার সঙ্গে বহমান হইতেছে, সেই জ্ঞান-জ্যোতি এখানকার এই জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া আমারদিগকে অবলোকন করিতেছেন, এই জ্যোতির মধ্যে বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু-সকল উন্মীলিত রহিয়াছে, তাঁহার মাতৃ-স্নেহ-দৃষ্টি আমারদিগকে উৎসাহ দিতেছে, সেই উৎসাহে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সিংহাসনের অভিমুখে যাইতেছি। তিনি এখানে বর্ত্তমান, যেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে কিছুমাত্র কৃপণতা না করি—শ্রদ্ধা ভক্তিকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি।"

উদ্বোধনের পর এই ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইল

রাগ ভৈরব তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা। আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।

হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার, প্রভুচরণে ছাও রে ছাও।

নব নব রাগ রচিত বন্দন মালা, গাঁথি গাঁথি দে উপহার।

বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসার।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে এই গান গীত হইল।

রাগিনী দেবগিরি—তাল একতালা।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে। হৃদয়-
কমল বিকাশে যাঁর নামে।
গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত মন্দিরে
বিরাজেন স্বপ্রকাশ।
দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে
সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে।

অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যন্তরে অতি মহান্ উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট আছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, মনুষ্যের মলিন কামনা সাধনের জন্য নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহার আপনার প্রভাবে সঞ্চরণ করিতে দাও; আপনাদের ক্ষুদ্র ভাবে ইহাঁর সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করিও না। জ্ঞান প্রচার ও প্রেম বিস্তার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে থাক; দেখিবে ইহাঁর সৌন্দর্য্যে মর্ত্ত্য লোক কি সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

যখন যৌবনের মত্ততা, রিপুগণের উত্তেজনা ও সম্মুখের প্রলোভন চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখে, কর্ণকে বধির করিয়া দেয় এবং সমুদায় বিচার শক্তি অপহরণ করিয়া লয়; তখন ঈশ্বরের পবিত্র নাম, ধর্ম্মের উপদেশ ও কল্যাণের পথ তুচ্ছ বোধ হয়, পাপের মূর্ত্তি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, এবং স্বেচ্ছাচার পৌরুষ বলিয়া পরিগৃহীত হয়—তখন স্নেহ ও হিতৈষণার অবতারস্বরূপ জনক-জননীর পবিত্র মূর্ত্তিও যেমন অবমানিত হয়, ধর্ম্মও সেই রূপ অবজ্ঞাত হইতে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর তখন কোমল হস্তে তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করেন। যদি আপনার সংকট বুঝিতে পারিয়া তখন তাঁহারা ঈশ্বরকে ডাকেন, ঈশ্বর তখনই—তাঁহাদের দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করেন। এমন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিওনা; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন ও মৃত্যুর পথ পৃথক্ করিয়া সকলের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন, এবং মৃত্যু হইতে জীবনের পথে আনয়ন করিবার জন্য নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। কাহাকেও সুখ ভোগে বঞ্চিত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে; প্রত্যুত নিত্য সুখের পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। যদি সেই সুখ-ধামের সরল পথ চাও, তবে সমুদায় অবৈধ সুখ-সম্ভোগ এখনই পরিত্যাগ কর, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধ। ধনোপার্জ্জন কর, যশোবিস্তার কর, মান সম্ভ্রমে সমুন্নত হও, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি বন্ধক নহেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, সত্য পথ পরিত্যাগ করিওনা, ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিওনা, ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিওনা। যে কর্ম্ম করিলে পরিণামে সন্তাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে, তাহা এখন অবধিই পরিত্যাগ কর। বিষয়-সুখ ক্ষণকালের জন্য, তাহা আত্মার অন্ন স্বরূপ; শরীর যেমন অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে বল পায়;—আত্মা সেই রূপ পরিমিত বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং শরীর ও মনের অভাব-সকল পূর্ণ থাকিলে মনুষ্য সহজে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে পারেন; এই উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখ পরম পুরুষার্থ ভাবিয়া তাহাতেই নিমগ্ন থাকা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ।

বিষয়-সুখ অপেক্ষা আর এক উন্নততর সুখের অধিকারী হইয়া মনুষ্য জন্ম গ্রহণ

করিয়াছে; যথার্থ পাত্র হইয়াও সে অধিকারে বঞ্চিত থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিরূপণ করিয়া প্রীতির সহিত সেই অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আত্মাতে অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। সেই আত্ম-প্রসাদ বিষয়-সুখ অপেক্ষা সদ্‌গুণে উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে গুরু। ঈশ্বর মনুষ্যকে ধর্ম্মজীবী করিয়াছেন; মনুষ্য পশুদিগের ন্যায় কেবল আত্মম্ভরি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই। অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি ভাব বিস্তার করিয়া, ন্যায় ও বিবেচনার আদেশ অনুসারে অন্যের অহিতাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, সকলের দুঃখ নিবারণ ও সুখ বর্দ্ধন করিয়া, মনুষ্য এই মর্ত্তলোকে থাকিয়াই স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য যদি কখন বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন করিতেও হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধ।

মনুষ্য যখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া আত্ম-প্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার নিকট আর এক উচ্চতর সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তিনি তখন অনায়াসে পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান করিয়া জীবন ধারণের চরম ফল ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারেন। জড়ের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, ও মনের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া,— অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ ভেদ করিয়া, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান পূর্ব্বক, সেই বিজ্ঞানময় আত্মাতে যে আনন্দময় পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, তাঁহার সহিত সমাগত হইয়া মনুষ্য ইহ জীবনেই শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয় গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষরস পান করিতে থাকেন। আত্মা যখন ঈশ্বরেতে অবস্থান করিবে,—তখন উচ্চপর্ব্বতে আরোহণ করিলে ভূপৃষ্ঠের বৃহৎ বস্তুও যেমন ক্ষুদ্র বোধ হয়, সেই রূপ শৈশবের ক্রীড়া ও যৌবনের বিলাস এবং পশু প্রবৃত্তির পরিচারণা ও পাপ পথে সঞ্চরণ অতীব হেয় ও জঘন্য বলিয়া আপনা হইতে প্রতীয়মান হইবে। কি প্রকারে ঈশ্বরের সহবাস চিরস্থায়ী হয়, তখন তাহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া উপায়-সকল অনুসন্ধান করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই রূপে জীবনের পথ প্রদর্শক হইয়া, মনুষ্যকে অবৈধ বিষয়-সুখ পরিহার পূর্ব্বক পাপ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত আত্ম-প্রসাদে অভিষিক্ত করিবেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীও আপ্যায়িত হইতে থাকিবে, সমাজ-সকল সুসংস্কৃত হইবে, দেশাচার পরিশোধিত হইবে, রাজনীতি সমুৎকৃষ্ট হইবে, ভ্রাতৃভাব বিস্তারিত হইবে, সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সভ্যতা ও স্বাধীনতা পরিব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু যেমন অদ্যকার উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য সেই ধর্ম্ম ও শান্তির প্রেরয়িতা পরমেশ্বরকে সবান্ধবে উপাসনা করা, আর সমুদায় তাহার আনুসঙ্গিক শোভা; সেই রূপ ঈশ্বরের সঙ্গে অবস্থান করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আরোহণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য; বাহ্য বিষয়ের উন্নতি তাহার আনুসঙ্গিক ফল। প্রথমে ঈশ্বরকেই চাই। তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন করিতে না পাইলে আর সকলই নিরর্থক হইবে। হৃদয় তাঁহারই প্রেম সুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া আছে। তাঁহাকে লইয়া বরং পর্ণকুটীরেও অবস্থান করিব; তাঁহাকে ছাড়িয়া অট্টালিকার প্রয়োজন নাই। পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ কর, বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া থাক, চীর খণ্ড পরিধান কর, ফল মূল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি কর; যদি হৃদয় কন্দরে সেই জ্যোতি

সকলের উন্নতি। দেখ, যে মঙ্গলময়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই প্রেমের উপরে নির্ভর করিয়াই এখনো সকল চলিতেছে। তিনি অদ্যাপি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। "এষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানামসম্ভেদায়।" তিনি আপনার করতলে সকল ধরিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ভাব অনুভব কর। আমরা সেই পবিত্র-স্বরূপের মঙ্গল ভাব দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। যখন পৃথিবীতে প্রথম আসিয়াছিলাম, তখন সকলি অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। জ্ঞান আচ্ছন্ন ছিল, ভাব মুকুলিত ছিল—মাতৃ ক্রোড়ে শয়ান ছিলাম। ক্রমে জ্ঞান প্রকাশিত হইল, হৃদয়ের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, কর্ত্তব্য-কর্ম্মের শাসনে আত্মা উন্নত ও পবিত্র হইল, তার সঙ্গে সঙ্গে সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে বুঝিতে পারিলাম। একই দিনে এই সকল আমরা পাই নাই, কিন্তু এই সকল পাইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতে সকলি প্রস্তুত ছিল। সেই রূপ যদিও মনুষ্য-সমাজে বিশুদ্ধ-রূপে ঈশ্বরের উপাসনা এত দিন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু তাহা যে হইবে না, এমন কখনই নহে। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য-সমাজ উন্নত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতা চলিয়া যাইতেছে—এমন দিন আশা করিতেছি, যখন সকলে এক স্বরে একমেবাদ্বিতীয় পরব্রহ্মের গুণ গান করিবে। এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন ঈশ্বরের সঙ্কল্পের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ রহিয়াছে, তখন ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবেই হইবে। আমি আপনার জীবন-পুস্তক পাঠ করিয়াও দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য-জ্যোতি ও নিষ্কাম প্রীতি প্রেরণ করিয়া আমার তমসাচ্ছন্ন পাপ-দূষিত আত্মাকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করিতেছেন। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের হস্ত যে কেবল আমার উপরেই, তাহা নহে—তাহা সকলের উপরেই রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের আত্মাকেই পবিত্র করিয়া ব্রহ্মের দিকে লইয়া যাইতেছেন। অদ্য তাঁহারই আহ্বানে তোমরা এখানে সমাগত হইয়াছ। ইহাতে কি তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আকর্ষণ ও ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতেছ না? এখানে এখন সত্য ও প্রেমের হিল্লোল উঠিয়া আত্মাকে কেমন মধুময় করিতেছে—ইহার জন্য সকলে মিলিয়া হৃদয়-থাল-ভরা ভক্তি-পুষ্প-হার সেই প্রেমদাতার চরণে অর্পণ কর। "যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ" নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদের এবং আমারদের চিরন্তন ব্রহ্মের সহিত সমাধান করি—স্বীয় আত্মাকে সেই পরমাত্মার সহিত যোগ করি। "অনাদিমত্বং বিভূম্নন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা" হে অনাদিমৎ! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ—তোমা হইতে এই সমুদয় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। এই সত্য সকলেই উল্লেখ করিতেছে—এই সত্য সত্য-স্বরূপের নিকট হইতে আসিয়াছে। তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল পোষণ কর—নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের সেবা কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি দুর্ব্বলের বল, নতুবা তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি এমন আমার কি সাধ্য! আমার যাহা কিছু গ্রহণ কর। তোমাকে যে প্রেম দিতে পারিতেছি, এই আমার সৌভাগ্য। হে দেব! যাঁহারা এই উৎসব-ক্ষেত্রে অদ্য তোমার সত্য আহরণ করিবার জন্য, তোমার প্রেম পান করিবার জন্য, আগমন করিয়াছেন; তাঁহারা যেন শূন্য হস্তে, শূন্য হৃদয়ে না যান। প্রতি জনের আত্মাতে তোমার সত্যের আদর্শ প্রেরণ কর,

তোমার পবিত্র প্রেম প্রেরণ কর। হে পরমেশ্বর! তোমার যে কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা এই উৎসবক্ষেত্রে প্রতি জনের হৃদয়কে আকর্ষণ কর। তোমার সত্য গ্রহণ করিতে উৎসাহী কর, তোমার সত্য ধারণ করিতে উৎসাহী কর, তোমার সত্য প্রচার করিতে উৎসাহী

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

শেষে নিম্ন লিখিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া প্রাতঃকালের উপাসনা ভঙ্গ হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর গায় সকল জগতবাসী।

প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ-নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।

ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবি চন্দ্র পরে জ্যোতি তোমার হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ।

জগত পিতা জগত পালক তুমি সকল মঙ্গলের নিদান।

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

তুমি তো জীবনের আধার।

ডাকি তোমায়, সংসার-মোহ-কোলাহলে দেও নিস্তার।

রয়েছো সকল ভুবন করি আলো, নিরঞ্জন সনাতন, যত আর সকলি অসার।

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

দীননাথ! প্রেম-সুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে।

তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে, রাখে কে নিবারিয়ে॥

তব প্রেম-নীরে আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।

উৎস যত উৎসারিত মরু-ভূমি-প্রস্তরে।

অমৃত-ধার মুক্তি-জনন সেই প্রেম জানিয়ে,

যাচি নাথ বিন্দু তার শোক-দগ্ধ অন্তরে।

সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদ-জাল কাটিয়ে,

জুড়াব প্রাণ, পরম সখা! তোমার প্রেম পাইয়ে॥

রাগিণী গৌড়শারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

আঁখি-অঞ্জন! ডাকি হে তোমারে।

তোমা তরে তৃষিত হৃদয়, প্রেম সুধা পিয়াও আমারে।

চঞ্চল চপলা সম চমকি নয়ন, কোথা গেলে ফেলিয়ে আঁধারে।

মধ্যাহ্ন কালে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে নিম্ন লিখিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইল।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট—তাল দাদরা।

উথলিল প্রেম-সুধা, আজ, অহো সাধু! জ্ঞান ভান বিমল অপার

নিদ্রা না এসে, প্রেম জলে ভাসে, নয়ন সবার।

যেথা সেথা ব্রহ্ম নাম, হেরো দেখি ব্রহ্ম ধাম, রস-স্বরূপের নাম বদনে সবার।

জ্ঞান-জল নিধির খেলা, এ আনন্দের মেলা জোলা,

চক্ষু মন শীতল হলোরে সবার।

সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা।

সায়ংকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবন আলোক-মালায় উজ্জ্বল ও ব্রাহ্মগণে পরিপূর্ণ হইলে প্রথমত এই ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা।

আজ আমাদের মহোৎসব।
আজ আনন্দের সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে।
আজ আনন্দের সীমা কি।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই উৎসব-জনিত হৃদয়ের আনন্দ সুমধুর গম্ভীর-স্বরে ব্যক্ত করিলেন।

"আজ বন্ধুগণের সহিত ব্রহ্ম নাম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম আলোচনা করিতে করিতে মনে হইল যে আমরা কি নিমিত্ত এই দিনে আনন্দিত হই। মহাত্মা রামমোহন রায় এই দিনে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং আমরা সেই সমাজের সহিত যোগ রাখিয়া জগদীশ্বরের পথে চলিতেছি—অদ্যকার আনন্দের এই এক কারণ আমার মনে প্রথমেই প্রতিভাত হইল; কিন্তু হৃদয়ের তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। রামমোহন রায়ের উপর কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইল; কিন্তু আনন্দের সমস্ত কারণ বুঝিতে পারিলাম না। জগদীশ্বরের পথে চলিলেই বিমলানন্দ, ও তাহা হইতে বিচ্যুতিই বিষাদ—ইহা তো জীবনের প্রতি দিনের সহিত সম্বন্ধ রাখে—তবে আজ কেন আমার হৃদয় প্রফুল্ল, ব্রাহ্মগণের মুখ উজ্জ্বল। ইহার কারণ কি?

ভাবিয়া দেখিলাম, যে অদ্য সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় যে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে আমাদের মনুষ্য নামের গৌরব হয়—এইটিই আনন্দের প্রকৃত কারণ। রামমোহন রায় মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উপকারের জন্য এই ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই আমরা আনন্দিত; আমারদের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যোগ, তাহাই অদ্য প্রতিভাত হইতেছে। মহাত্মা রামমোহন রায় আমারদের প্রিয়তম ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের আর এক সম্বন্ধ আছে। এই দেশ-কাল-ধর্ম্ম সংযোগে অদ্য তাঁহার নাম মনে হয়ই হয়। বাস্তবিক মনুষ্যের আত্মা যে দিন সৃজিত, সেই দিনেই এই ধর্ম্মের প্রকৃত উৎপত্তি। সকল ধর্ম্ম হইতেই মোহান্ধকার দূরীকৃত হইলে এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে পারে; সকল ধর্ম্মেতেই কিছু না কিছু সত্য প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিহিত আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম—অন্যান্য ধর্ম্মে এই ধর্ম্মের আংশিক সত্য-সকল প্রচ্ছন্ন-ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ধর্ম্ম—ইহা এইক্ষণে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া পরিস্ফুটিত হইয়াছে। এই জন্যই অদ্য আমারদের আনন্দ।

প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ভূতকালের সম্ভ্রমনীয় ছিল, তেমনি আমার সমুদয় ভবিষ্যৎ কালেরও পূজনীয়। যত জ্ঞান বৃদ্ধি হউক না কেন, ধর্ম্ম-তত্ত্ব-সকল মনুষ্যের মনে যতই প্রতিভাত হউক না কেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ উন্নত থাকিবেই। যে ধর্ম্মের আদর্শ অনন্ত-স্বরূপ, তাহার সীমাকে কে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে মনুষ্যের আত্মা ধর্ম্ম বলে বলী হইয়া, জ্ঞান যোগে সত্য জানিবা মতই উন্নত হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার, একমেবাদ্বিতীয়ং সেই বরণীয় অনন্ত পুরুষের পবিত্র ভাবের প্রতি প্রীতি, ভক্তি, ও শ্রদ্ধা পৃথিবী হইতে ততই উত্থিত হইতে থাকিবে। এই ভাবিয়াই অদ্য আমারদের আনন্দ।

জড় জগৎ না জানিয়া তাঁহার আজ্ঞা বহন করে, আত্মা তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে। অগণ্য অগণ্য নক্ষত্র—সৌর জগৎ সমেত দীপ্তিমান সূর্য্য—মহা সমুদ্র ও পর্ব্বত-শ্রেণী তাঁহার শাসনে থাকিয়া অহরহ তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে; মনুষ্যগণ পৃথিবীতে ও সংসারে তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারই উপাসনা করিতেছে; মনুষ্য হইতে উন্নত ভাবাপন্ন দেবতারা তাঁহারই পূজাতে নিমগ্ন রহিয়াছে। ঈশ্বর কালে অনন্ত, দেশে অনন্ত, অতএব ঈশ্বর চিরকাল সর্ব্বত্রই পূজনীয় ও উপাস্য। অনন্তকাল তাঁহার গান উত্থিত হইতেছে ও উত্থিত হইবে। সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব লোকে বলিতেছে যে "গাও তাঁরে গাও সদা।" অদ্য আমরা একতানে সেই গানের সহিত যোগ দিয়া এমন বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।'

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-
শরণ, তুমি গুরু পিতা পাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্বসুখদাতা।
তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি
অমৃত-সেতু; তুমি অগম্য অপার।
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত-কারণ, তুমি
সকলের মূলাধার।

উদ্বোধনের পর এই সঙ্গীত-সহকারে উপাসনা আরম্ভ হইল।

গান

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞান-যোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।
ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়-নাথ, ভুলো না রে তাঁরে।
রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে।
ভয় কি, অভয় দানে, তোষেন জগত জনে,
ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর-বিপদ-শাসনে॥
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত
ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরা-
জিলে,
ভকত হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু
ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারণে।
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ
গাইয়ে, যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম্ম
সাধনে॥

অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যাত হইলে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"অসীম আকাশে যিনি বর্ত্তমান, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি বিরাজমান; এই গৃহের পরিমিত আকাশ-মধ্যে সেই অনাকাশ স্বপ্র-

কাশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্রের অভ্যুদয়ে, শীত-বসন্তের সমাগমে যাঁহার অনুপম কৌশল-কলাপ বিলোকন করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে যাঁহাকে ধন্যবাদ দিই; পরিবারের মধ্যে সম্পদ সৌভাগ্য-বিকাশে যাঁহার অসীম-করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তি-ভরে যাঁহার চরণে প্রণত হই; আজ সাধারণের একত্রীভূত গৃহ-স্বরূপ ভারত-ভূমির এই উৎসব উপলক্ষে সেই অনাদিমৎ পরমেশ্বরের অপরিসীম দয়া মূর্ত্তিমতী দেখিয়া তাঁহাকে পূজার উপহার প্রদান করিতে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি।

যিনি সূর্য্যে জ্যোতিঃ, চন্দ্রে কান্তি, পুষ্পে সৌন্দর্য্য, ওষধি বনস্পতিকে ফল ফুল প্রদান করিয়া দ্যুলোক ভূলোককে মনোহর ভূষণে বিভূষিত করিতেছেন, যিনি পরিবারের মধ্যে সুখ সম্পদ প্রেরণ করিয়া আমোদ আহ্লাদে সকলকে প্রফুল্লিত করিতেছেন; সেই ধর্ম্মাবহ অখিল বিশ্বরাজ পরমেশ্বর আপনি বঙ্গের সহায় হইয়া প্রতি আত্মাতে ধর্ম্ম বল শুভবুদ্ধি প্রেরণ করত জন-সমাজকে জাগ্রৎ ও জীবন্ত রাখিতেছেন।

বৃক্ষলতা যেমন রৌদ্র জলে বর্দ্ধিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন অন্ন পানে পরিপোষিত হয়; মানব-আত্মা তেমনি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারাই সমুন্নত হইয়া থাকে, পরিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব দ্বারাই তেমনি সমগ্র জনসমাজ জাগ্রৎ হইয়া উঠে। রৌদ্র জলের অসদ্ভাবে যেমন তরু-লতা সকল পরিশুষ্ক হয়, অন্ন পানের ব্যতি-ক্রম দ্বারা যেমন শারীরিক বল বীর্য্যের ব্যাঘাত হয়, তেমনি জীবন্ত ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব অভাবে মানব-আত্মার সমষ্টি স্বরূপ প্রকাণ্ড জন-সমাজও অবসন্ন হইয়া পড়ে। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই যেমন শারীরিক ক্রিয়া সকল সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হয়, বিবিধ পরমাণু-পুঞ্জ একত্রীভূত হইয়া এক শরীর-রূপে প্রতিভাত হয়; তেমনি যতক্ষণ জনসমাজ মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্বরূপ সুনির্ম্মল ধর্ম্ম-সমীরণ সঞ্চরণ করিতে থাকে, ততক্ষণই জন-সমাজের বাহিরে শৌর্য্য বীর্য্য, সম্পদ স্বাধীনতা, অন্তরে জ্ঞান প্রীতি, শ্রদ্ধা ভক্তি, সদ্ভাব একতা স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম মলিন ভাব ধারণ করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন-সমাজের শ্রী সৌন্দর্য্য সকলই অন্তরিত হয়—ধর্ম্ম হত হইলেই মনুষ্যের সকলই নিহত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের উত্থান অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সকলেই উত্থিত অভ্যুদিত হয়।

বসন্ত-বায়ু-প্রবহনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন শুষ্ক তরুলতা সকল মুকুল-পল্লবে শোভমান হয়, তেমনি দেখ—সকলে প্রত্যক্ষ দেখ—বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে এই ক্ষীণ মলিন পরাধীন বঙ্গবাসীগণের দুর্ব্বল-শরীরে নূতন-বলের আবির্ভাব হইতেছে, অবসন্ন হৃদয়ে নবানুরাগ, নূতন উদ্যম উৎসাহ অবতীর্ণ হইয়া এই শ্রী-হীন বঙ্গ-রাজ্যে এই সমস্ত স্বর্গীয় আনন্দ-উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহস্র সহস্র আত্মাকে এক ভাবে এক লক্ষ্যে নিয়মিত করিয়া সেই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতেছে। এই পাপ-মলিন বঙ্গ-ভূমিতে এক ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে জ্ঞান প্রেম সত্যের সহস্র উৎস উৎসারিত হইতেছে। আজ ঊনচত্বারিংশ বৎসর পূর্ণ হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল-জ্যোতি এখানে যথা বিধি বিকীরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উদয়াচল সদৃশ এই আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে স্বকীয় মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—উদার ভাবে সকলকে ঈশ্বরের প্রেমালোকে আনয়ন করিতেছেন—নিরপেক্ষ ভাবে সকলের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা

নিবারণ করত অমৃত ধামের প্রতি অগ্রসর করিতেছেন। পূর্ব্বে যে ভারত ভূমির এক একটি জনপদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্ম-বাদী ব্রহ্মোপাসক নির্ব্বাচন করা দুর্ঘট ছিল, সেই ভারতবর্ষের বঙ্গ-দেশের এখন এমন প্রসিদ্ধ স্থানই নাই যে সে খানে সময়ে সময়ে বহু সংখ্যক ব্রহ্মোপাসক লক্ষিত না হন। এই পরিমিত গৃহই আজ কত দূর দুরান্তর সমাগত ব্রহ্মোপাসক দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা। এই উনচত্বারিংশ বৎসর মধ্যে নানা উৎপাতের মধ্যেও যেমন বঙ্গ ভূমি এখনও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তেমনি বঙ্গের শিরোভূষণ—ভারতের অক্ষয়-কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজও নানা উৎপাত উপদ্রবে অবিচলিত থাকিয়া দিন দিন উজ্জ্বল জ্ঞান, উন্নততম সত্য সকল প্রচার করিতেছেন, জ্বলন্ত ইন্ধনের ন্যায় প্রতি আঘাতেই জ্ঞান প্রেম সত্যে আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। প্রতি প্লাবনেই যেমন ভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠে, তেমনি প্রতি উপদ্রবে এই আদি ব্রাহ্মসমাজ সারবান্ ব্রহ্মধনে হইয়া উঠিতেছেন।

কেন না ব্রাহ্মসমাজ উন্নতি পথে উত্থিত হইবে? কেন না নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন পূর্ণ-প্রভায় দীপ্তি পাইবে? যিনি ত্রিভুবন পরিপালক, তিনি স্বয়ংই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মাতা যেমন সন্তানকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করেন, এবং তাহার জীবন সুধা যত্নের সহিত হৃদয়ে ধারণ করেন; তেমনি সেই বিশ্ব-জননী তাঁহার অতি যত্নের ধন মানব আত্মাকে স্বীয় নিরাপদ ক্রোড়ে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার অনন্ত কালের উপজীবিকা ধর্ম্মকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে মানব! এক বার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখ সন্দর্শন কর; তাঁহার অপার প্রেম, অনুপম স্নেহ অনুভব করিয়া হৃদয়ের ক্ষীণতা দুর্ব্বলতা পরিহার কর। সেই ধৃত-ব্রত সত্য-কাম সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বরের মহান্ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশঙ্ক হও। তাঁর নদী যেমন ব্যাঘাত পাইলে পর্ব্বত প্রান্তর ভেদ করিয়া প্রবাহিত হয়, তাঁর সূর্য্য যেমন সূচী-ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া উদিত হয়; তেমনি তাঁর ধর্ম্ম-স্রোত সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চির দিনই প্রবাহিত হইতেছে—তাঁর সত্য-সকল অব্যাহত থাকিয়া নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়াও দীপ্তি পাইতেছে। তিনি ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, চির দিনই বিধান করিতেছেন। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।"

হে পরমাত্মন্! তোমার শরণাগত হইতেছি—তুমি আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মকে উন্নত কর, আমারদের অনুরাগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, তোমার বিশুদ্ধ প্রেমে আমারদের হৃদয়কে পবিত্র কর। এই পৃথিবীতে সত্যের জয় হউক, মঙ্গলের জয় হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক—সকলেই এক মনা হইয়া তোমার আরাধনাতে নিযুক্ত থাকুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"দিবসের পর দিবস, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ যেমন ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হইতেছে; সেই রূপ এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইতে হইবে। মৃত্তিকা ও প্রস্তর স্তব্ধ হইয়াই থাকুক; বৃক্ষ ও লতা এক স্থানেই অবস্থান করুক; পশু ও পক্ষী পৃথিবীতেই ঘূর্ণমাণ হউক; কেন না, তাহাই তাহাদের স্বভাব—কিন্তু মনুষ্য অন্যবিধ পদার্থ; মনুষ্যের প্রকৃতি অন্যবিধ; মনুষ্যের গতিও

অন্যবিধ হইবে। মনুষ্যের জীবন ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ কর্ম্ম-ভূমি ও আনন্দের বিহার-স্থান। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন সুন্দর, মনোহর ও প্রীতিকর; প্রভাতের সূর্য্যও সেরূপ মনোহর নহে, বসন্তের পুষ্পও সেরূপ কান্তি-যুক্ত নহে, শরতের চন্দ্রও সেরূপ সুন্দর নহে। যে মৃত্তিকায় সমুদায় জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, মনুষ্যের শরীরে সেই মৃত্তিকাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই শরীর ভেদ করিয়া যে জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে, তাহা আর কোন পদার্থে দৃষ্টি-গোচর হয় না। মনুষ্যের মুখশ্রীতে যে মহত্ত্বের চিহ্ন সকল প্রকটিত হইয়া আছে, তাহাই মনুষ্যকে পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। তিনি পৃথিবীর রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পরিচারণা করিতেছে তথাপি তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাঁহার উন্নত আশার নিকট পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ অতীব ক্ষুদ্র বোধ হয়! সেই উন্নত আশাই তাঁহার মহত্ত্বের প্রধান চিহ্ন। সেই তৃপ্তির অভাবই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পূর্ব্ব লক্ষণ; বর্ত্তমান অবস্থা অতি-ক্রম করিবার জন্য তাঁহার যে ব্যগ্রতা, তাহাই তাঁহার অলৌকিক জীবনের চিহ্ন; ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার স্বাভাবিক গতি। তিনি এ রূপ উন্নতিশীল প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহার সংসর্গে নির্জ্জীব পৃথিবীও দিন দিন উন্নত বেশে অলঙ্কৃত হইতেছে।

মনুষ্যের গতি কেন এ প্রকার হইল? পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর জীবনের আদর্শ হইয়া প্রতি মনুষ্যের অন্তরে বিরাজমান আছেন। মনুষ্য জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, সেই আদর্শের সহিত আপনার জীবনের মিল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এক বার পৃথিবীর পৃষ্ঠোপরি সমুদায় লোকালয় চিন্তা করিয়া দেখ, কেহই নিশ্চিন্ত নাই, কেহই নিষ্কর্ম্মা নাই; সকলেই ব্যস্ত, সকলেই ধাবমান। সম্রাটের প্রাসাদ, কৃষকের শস্য ক্ষেত্র, ছাত্রের বিদ্যালয়, পণ্ডিতের পুস্তকাগার, বণিকের বিপণি ও শিল্পীর শিল্পশালা অনুসন্ধান কর; সকলেই সেই হৃদয়গত আদর্শে উত্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। মধুমক্ষিকা জগতের কি উপকার করিতেছে, না জানিয়াই যেমন মধুচক্র নির্ম্মাণ ও মধু সঞ্চয় করে; সেই রূপ অনেকে কোথায় যাইতেছি এবং কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা না জানিয়াই ধাবমান হইতেছে। তাহারা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, কেবল হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছে এবং ধন মান ইন্দ্রিয় সুখ প্রভৃতি পার্থিব উপকরণ সকল আহরণ করিয়া সেই ব্যাকুলতা শান্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। দীন হীন পৃথিবীর কি সাধ্য যে সেই গভীর ব্যাকুলতা পরিতৃপ্ত করিতে পারে? পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত সুখ সমৃদ্ধি, অনন্ত ভোগ সামগ্রী একটি আত্মারও সেই গভীর ব্যাকুলতাতে পর্য্যাপ্ত হয় না। যখন সেই পূর্ণ আদর্শ হৃদয়কে ব্যাকুলিত করে, তখন দরিদ্র পর্ণ কুটীর ও সম্রাট্ সিংহাসন সমভাবে পরিত্যাগ করেন। তখন বিদ্বান্ ও মূর্খ সমভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তখন পুরুষ, স্ত্রী সমভাবে আর্ত্তনাদ করেন। সেই আদর্শের আকর্ষণ এমনি প্রবল যে, তাহার নিকটে পৃথিবীর সমুদায় আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যায়—এবং সেই আদর্শের অনুরোধ এমনি প্রবল যে, তাহার জন্য সমুদায় সংসারই সুন্দর হইয়া উঠে। তাহার আকর্ষণে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার আকর্ষণে স্বামী পত্নীকে ও পত্নী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার আকর্ষণে

পৃথিবীর সমুদায় বন্ধুতা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; পৃথিবীর সমুদায় অনুরোধ শিথিল হইয়া পড়ে—এবং তাহারই অনুরোধে পিতা পুত্রকে স্নেহ করেন ও পুত্র পিতাকে ভক্তি করেন। তাহারই অনুরোধে জায়া পতী পরস্পরে প্রেম বন্ধন করেন। তাহারই অনুরোধে সমুদায় সংসার প্রণয় ভাজন হয়। সেই আদর্শের আভাস পাইয়াই বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞান-শাস্ত্রে নিমগ্ন থাকেন। প্রভাতের সূর্য্যে, শরতের চন্দ্রে ও বসন্তের পুষ্পে সেই আদর্শের আভাস পাইয়াই কবি তাহাতে আসক্ত হন। জ্ঞানবান্ গুরু, ন্যায়বান্ রাজা, পরহিতৈষী দয়ালু ও ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু সেই আদর্শের আভাস ধারণ করেন বলিয়াই লোকের হৃদয় আকর্ষণ করেন। যখন দেখি, মনুষ্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মিথ্যার সহিত প্রণয় বন্ধন করিতেছে, সাধুতা ও ভদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে, স্বার্থ পিশাচের চরণ পূজাতে ন্যায় সত্য দয়া ধর্ম্ম বলিদান দিতেছে; তখন হৃদয় কেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে? ইহার এই মাত্র কারণ যে, অন্তরে যে উন্নত আদর্শ নিহিত হইয়া আছে, তাহার সহিত মিল দেখিতে পাই না।

জড় জগৎ ও পশু প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি হইতে প্রবাহিত হইয়াও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন আর মনুষ্য তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া অমনি প্রণত হইল ও তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিল। তিনি আদর্শ হইয়া মনুষ্যের জীবনকে নিয়মিত করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যখনি সেই আদর্শে দৃষ্টিপাত করে, তখনই আপনার ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়। ইহাঁরই আকর্ষণে পৃথিবীর মুখ-শ্রী দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে এবং প্রত্যেক মনুষ্য পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও শিল্প উন্নত হইবে, ন্যায় ও প্রেম বিস্তারিত হইবে, সভ্যতা ও স্বাধীনতা প্রসারিত হইবে এবং ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় প্রতি আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত, প্রেম ও দয়াতে বর্দ্ধিত এবং পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য ধামের উপযুক্ত হইবে।

নিভৃত ভাবে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আত্মা সেই তাঁহারই সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে। যখন আমরা ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির সেবাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হইয়া থাকি, তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসার স্রোতেই মজ্জমান হই; কিন্তু তাহা হইতে অবসৃত হইলেই দেখিতে পাই, আত্মার জ্ঞান তৃষ্ণা, প্রেম পিপাসা তাঁহারই জন্য প্রজ্বলিত হইতেছে এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে জীবন ধারণ করিতেছে। যত ক্ষণ সেই সত্য-স্বরূপে উপনীত না হই, তত ক্ষণ জ্ঞান তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় না; সমুদায়ই প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া থাকে। আমি জানিলাম যে, এই সকল জড় পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে এই সমুদায় বস্তু শূন্য আকাশকে পরিপূর্ণ করিল, এ জিজ্ঞাসা আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। আমি জানিলাম যে এই নির্জ্জীব জড় হইতেই বৃক্ষ লতা সমুৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে তাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইল, ইহা কে বুঝাইতে সমর্থ হয়? আমি জানিলাম যে পৃথিবী হইতেই পশু পক্ষী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু কোথা হইতে তাহাদের মধ্যে মন উৎপন্ন হইল, কার সাধ্য এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করেন? কি প্রকার উপাদানে পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ মনুষ্য বিনির্ম্মিত হইলেন? তাঁহার জ্ঞান স্মৃতি কল্পনা, প্রেম ভক্তি দয়া, আশা ও কামনা কোথা হইতে

উৎপন্ন হইল। কে তাঁহার প্রকৃতিকে উন্নতি-শীল করিয়া দিলেন? তাঁহার মুখশ্রীতে মহত্ত্বের চিহ্ন সকল কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মর্ত্ত্য লোকে অবস্থান করিয়া কেন মনুষ্য অমৃতের জন্য উৎকণ্ঠিত হন? কেন তিনি আপনার সুখ ভোগ সঙ্কুচিত করিয়া অন্যের সুখ বর্দ্ধন করিতে যান? কেন তিনি দুর্ব্বিষহ ক্লেশ রাশি সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হন? ঈশ্বরকে না পাইলে কে এই জ্ঞান পিপাসার শান্তি পূর্ণ করিতে পারে? কে বা এই সকল জিজ্ঞাসা একেবারে রুদ্ধ করিতে পারে? ইহার জন্য আত্মা স্বভাবতই ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হয়। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, সে কোন্ প্রেম-সুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে? সংসার কি তাহার প্রেম পিপাসা পূর্ণ করিতে পারে? সংসারের প্রেম ও বন্ধুতার মধ্যে সাংসারিক আসক্ত-তা লুক্কায়িত হইয়া থাকে। তুমি যদি সংসারের নিকট প্রেম ও বন্ধুতা চাহ, অগ্রে তাহার আত্মম্ভরিতার তুষ্টি সাধন কর, তবে তাহার নিকট শরতের মেঘ তুল্য ছিন্ন ভিন্ন ও [illegible] প্রেমের বিন্দু মাত্র লাভ করিতে পারিবে। হায়! হৃদয় কি এই রূপ প্রেমের প্রত্যাশায় ধাবমান হইতেছে? কখ-নই না—সে নিত্য কাল হইতেই ঈশ্বরের প্রেম কামনা করিতেছে এবং সেই প্রেম শিক্ষা করিবার জন্যই এখানে আসিতে প্রস্তুত হই-তেছে। সমুদায় আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কাহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। রোগীর রোগ যন্ত্রণা, দরিদ্রের অভাব ও শোকার্ত্তের হৃদয় জ্বালা শত গুণ বর্দ্ধিত হইত, যদি সেই দয়া অন্তরে সান্ত্বনা প্রদান না করিত। অকৃত্রিম বন্ধু, অকৃত্রিম মন্ত্রী, অকৃত্রিম হিতৈষী জনক জননী যখন জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন; তখন পুত্র কোন্ দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সং-সারে অবগাহন করেন? জনক জননী স্নেহের পুত্তলিকাগণকে কোন্ দয়ার উপর সমর্পণ করিয়া পরলোক যাত্রা করেন? স্বামী মৃত্যু কালে কোন্ দয়ার উপর আপনার পতি-ব্রতার ভারার্পণ করিয়া যান? পতিব্রতা তাঁহার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ দয়ার উপর আত্ম-সমর্পণ করিয়া শ্মশান হইতে পুনরায় গৃহে গমন করেন। যখন চতুর্দ্দিক বিপৎসাগরে উচ্ছলিত হয়, যখন বন্ধুবান্ধব অসাধ্য ভাবিয়া প্রস্থান করেন, যখন সংসা-রের সাহায্যে আর কোন প্রত্যাশা থাকে না, তখন মনুষ্য কোন্ দয়ার উপরে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন? যখন পাপী আপ-নার জঘন্য অবস্থা বুঝিতে পারে, যখন আত্মকৃত পাপাচার স্মরণ করিয়া নরক যন্ত্র-ণায় অস্থির হইতে থাকে, যখন মর্ত্ত্য লোক আর সান্ত্বনা দিতে পারে না; তখন কোন্ দয়া তাহাকে আশা দান করিয়া জীবিত রাখিতে পারে? আর তাঁহার দয়ার কথা কি বলিতেছি! জীবনের একটি নিমেষও তাঁহার দয়া ব্যতীত অতিবাহিত হয় না। পরোপকারী দয়ালু, শিষ্য-বৎসল আচার্য্য, ভৃত্য-বৎসল প্রভু, সুনিপুণ চিকিৎসক, ন্যায়বান্ রাজা, সেই আদর্শ হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়া, সেই দয়াময়ের প্রতিনিধি হইয়া, সকলের দুঃখ মোচনে নিযুক্ত হইয়া আছেন।

সেই সত্য-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষ কৃপা করিয়া মনুষ্যের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের প্রকৃতি বল পূর্ব্বক মনুষ্যকে তাঁহারই দিকে লইয়া যাইতেছে। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, তিনিই মনুষ্যের পিতা মাতা ও সৌভাগ্যের বিধাতা; তাঁহার প্রেমই আমা-দের উপজীবিকা। তাঁহার করুণাই আমা-

দের শোকানলের শান্তি বারি। তিনিই এই সংসার মরুভূমির একমাত্র ছায়া। তাঁহাকে জানাই জ্ঞান শিক্ষার পরিসমাপ্তি। তাঁহাকে প্রীতি করাই সাধু ভাবের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই একমাত্র ধর্ম। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানই আমাদের জ্ঞান শিক্ষার আদর্শ; তাঁহার মঙ্গল ভাবই আমাদের সাধুতা লাভের আদর্শ; তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের আদর্শ। তাঁহার মুক্ত ভাবই আমাদের মুক্তি লাভের আদর্শ। তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বরূপ আমাদের পবিত্রতার আদর্শ। তিনি আমাদের জীবনের অনুকরণীয় সম্পূর্ণ আদর্শ। তাঁহারই অভিমুখে গমন করিবার নিমিত্ত মনুষ্য-সমাজ ব্যাকুল হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

এই পূর্ণ আদর্শে উত্থান করিবার জন্য মনুষ্য জাতি ক্রমাগত প্রস্তুত হইতেছে; এবং পরিণামে প্রত্যেক মনুষ্যই এই লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইবে। পর্ব্বত হইতে নদী-সকল পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যতই ভ্রমণ করুক, পরিশেষে সমুদ্র ব্যতীত সে আর কোথায় বিশ্রাম পাইবে? মনুষ্যের জীবন-স্রোত সকল পথ পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ যতই পর্য্যটন করুক, পরিণামে সেই পূর্ণ জীবনের সমুদ্রেই তাহার শেষ গতি হইবে—তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সৌভাগ্যের দিন আপনা হইতে কখনই উপস্থিত হইবে না; আমারদিগকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই সৌভাগ্য উপার্জ্জন করিতে হইবে। যদি অবহেলা করি, অবশ্যই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এখন যিনি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তিনি জ্যোতির জন্য ব্যাকুলিত হইবেন। যিনি অজ্ঞানের পরিচারণায় নিযুক্ত আছেন, তিনি জ্ঞানের জন্য আর্ত্তনাদ করিবেন। যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রবৃত্তির দাসত্ব শৃঙ্খল পরিধান করিয়া আছেন, সেই শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রোদন করিতে হইবে। যে স্বেচ্ছাচার সুখের আলয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই যন্ত্রণার নিদান হইয়া উঠিবে। যে পাপাচার সুমিষ্ট বলিয়া সেবিত হইতেছে, তাহাই গরল তুল্য হইয়া হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকিবে। যে মিথ্যা ও অন্যায় জীবনের অবলম্বন বলিয়া প্রণয়-ভাজন হইয়াছে, তাহাই বিনাশের হেতু হইয়া উঠিবে। প্রবৃত্তির সেবা এখন যতই সুস্বাদু হউক, স্বেচ্ছাচার এখন যতই মিষ্ট লাগুক, অজ্ঞান এখন যতই সান্ত্বনা দিউক, মিথ্যা এখন লজ্জা ও সম্ভ্রমকে যতই রক্ষা করুক, অন্যায়াচরণ এখন যতই সুখের হউক, এক সময়ে সকলই বিপর্য্যয় হইবে। তখন দেখিবে, সেই সত্য ব্যতীত আর গতি নাই, সেই প্রেম ব্যতীত আর পথ নাই, সেই ধর্ম্ম ব্যতীত আর উপায় নাই, সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর ভরসা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরিশেষে নিম্নলিখিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল

বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে
 দুখ পলায়, সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বহিছে অমৃত, সৌরভ, অসঙ্কুচিত,
 প্রেম-কুসুম ফুটে।
যেদিকে করুণা-বাত, কুসংস্কার নিশা প্রভাত,
 মুক্ত হইবে মন-বন্ধন টুটে।
কেবলি তাঁর গুণে জীবন ধরে আছি,
 দহিলো হৃদয় টুটে।

রাগিণী শাহানা—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।
অপরূপ অরূপ, নাহি যে তুলনা, কি বলিব,
কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার
খুলিয়ে।
দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে, ধন্যরে
তাঁর করুণা, ধন্যরে, কি সুখে হেরিনু হৃদয়-
দুয়ার খুলিয়ে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

সেই প্রেম-ছবি সুধার সার! হৃদি জাগিছে
শত শত বার।
না শোভে চপলা, রবি ইন্দু কলা, লুকালো
কোথা তারা সবে, সব শোভা যাঁর।
হৃদ-কমল-দল-রাজি-আসন বিছায়িছে, এ-
সঙ্গে।
চিত্ত-বিহঙ্গ গায় চারু হেরি দিন, কোথা আর
রজনীর আঁধার।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠেংরি।

গাওরে জগপতি জগবন্দন।
ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক।
কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক।
সেবক-[illegible] দাতা।
বিদ্যা-সম্পদ-ভক্তি বিধাতা।
যাচে চরণ-ভক্ত কর-যোড়ে।
বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে।

তত্ত্ববিদ্যা।

সাধন-প্রকরণ।

চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন, এই যে তিনটি সাধনাঙ্গ, ইহার মধ্যে চিন্তার গতি বিষয়-গত আবির্ভাব হইতে আত্ম-গত ভাবের দিকে, যত্নের গতি আত্ম-গত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাবের দিকে, এবং স্পৃহার গতি উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের দিকে। ৯।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এ-খানে বলা পুনরুক্তি মাত্র যে, শুদ্ধ কেবল আবির্ভাব মাত্র-টিতে আমারদের চিন্তা স্থ-গিত থাকিতে পারে না, আবির্ভাব উপলক্ষ্য মাত্র, ভাবই চিন্তার প্রকৃত লক্ষ্য। এখানে অবিকল্প বক্তব্য এই যে, চিন্তা যেমন আবি-র্ভাবের মধ্যে ভাবের অন্বেষণ করে, যত্ন সেই রূপ ভাব হইতে আবির্ভাব কল্পনা করে; ইহার একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে, তাহা হইলে আর প্রমাণের প্রয়োজন থা-কিবে না। একটা অট্টালিকা দৃষ্ট হইলে, তাহা যে কি ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহার অন্বেষণ-কার্য্যে চিন্তারই কেবল অধিকার; কিন্তু সেই ভাবানুসারে একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে, তাহা যত্ন ভিন্ন চিন্তাতে করিয়া কদাপি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যথা;—কোন অট্টালিকার স্তম্ভ-শ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হইলে, চিন্তা তাহাদের মধ্যে সমতা-র ভাব উপলব্ধি করে, এবং কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ কালীন যত্ন সেই সাম্যভাবানুসারে স্তম্ভ-শ্রেণী সংস্থাপন করে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে চিন্তার গতি বিষয়-গত আবি-র্ভাব হইতে আত্মগত ভাবের দিকে, এবং যত্নের গতি আত্মগত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাবের দিকে। এই রূপ, চিন্তা এবং যত্ন, এ দুই ব্যাপার যদিও পরস্পরের বিপ-রীত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি উভয়ের মধ্যে এ রূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে চিন্তা ব্যতিরেকে যত্ন সম্পন্ন হইতে পারে না এবং যত্ন ব্যতিরেকেও চিন্তা সম্পন্ন হইতে পারে না; যেমন গতি, বাধার বিপরীত পক্ষ হইলেও, জড়-পিণ্ডগত বাধার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেই রূপ চিন্তা, যত্নের

বিপরীত পক্ষ হইলেও, যত্নের সঙ্গ ছাড়িয়া তিলার্দ্ধকালও থাকিতে পারে না।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, স্পৃহার গতি উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনের দিকে। চিন্তার আতিশয্য হইলে, স্পৃহা যত্নের দিকে ভর দেয়, এবং যত্নের আতিশয্য হইলে চিন্তার দিকে ভর দেয়, এই রূপে উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য রক্ষা করে; যেমন নিশ্বাসের আতিশয্য হইলে প্রশ্বাসের দিকে এবং প্রশ্বাসের আতিশয্য হইলে নিশ্বাসের দিকে, অথবা বিশ্রামের আতিশয্য হইলে ব্যায়ামের দিকে এবং ব্যায়ামের আতিশয্য হইলে বিশ্রামের দিকে, স্পৃহা সহজে ধাবিত হয়,—সেই রূপ। চিন্তা, ভাবকে আবির্ভাব হইতে পৃথক্ করে; যত্ন, আবির্ভাবকে ভাব হইতে পৃথক্ করে; কিন্তু স্পৃহা, ভাব এবং আবির্ভাব দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখে না; যথা;—অন্তঃকরণের আনন্দ এবং বদনের প্রফুল্লতা অথবা অন্তঃকরণের দুঃখ এবং নয়নের অশ্রু, এই প্রকার ভাব এবং আবির্ভাবের মধ্যে যে এক স্পৃহার স্রোত যাতায়াত করিতে থাকে, তাহার পথে ব্যবধান নিক্ষেপ করা সহজ নহে।

পুনশ্চ, যত্ন সহকারে আত্মগত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাব কল্পনা করিতে হইলে যে হেতু উদ্যমের পথ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, এই হেতু চিন্তা সহকারে সেই কল্পিত আবির্ভাব হইতে ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইলে, উদ্যমের বিপরীত পথ, শান্তির পথ, অবলম্বন করা আবশ্যক হয়;—উদ্যমের পথে যেমন যত্ন স্ফূর্ত্তি পায়, শান্তির পথে সেই রূপ চিন্তা স্ফূর্ত্তি পায়। আমরা উদ্যম অবলম্বন করিলেই ভাব হইতে আবির্ভাবের দিকে অবনত হই, এবং প্রশান্তি অবলম্বন করিলেই আবির্ভাব হইতে ভাবের দিকে আকৃষ্ট হই। অতঃপর ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রশান্তি এবং উদ্যম উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সহজ ভাব অবলম্বন করিলেই আমরা ভাব এবং আবির্ভাব উভয় কূলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করি। আমাদের স্পৃহা কি চায়?—এত শান্তি নহে যে, তদ্বশাৎ সকলই পুরাতন থাকিয়া যায়! এবং এত উদ্যম ও নহে যে, তদ্বশাৎ সকলই নূতন হইয়া উঠে! পরন্তু অব্যবহিত সোপান পদ্ধতি ক্রমে পুরাতন হইতে নূতনে উত্থান করিতে হইলে, তাহারই জন্য যত টুকু শান্তি এবং যত টুকু উদ্যম আবশ্যক হয়, তাহাই স্পৃহনীয়।

মনঃ কল্পিত আবির্ভাবের সম্বন্ধে যে রূপ—জীবাত্মা, জগৎ রূপ আবির্ভাবের সম্বন্ধে অনন্তগুণে সেই রূপ পরমাত্মা; এবং আত্মার সম্বন্ধে যে রূপ মনঃ কল্পিত বিষয়, পরমাত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ জগৎ; ইত্যাদি সূত্রে পরমাত্মার অপরিমিত জ্ঞান আনন্দ এবং মঙ্গল ভাবের পরিচয় যাহা আমরা সহজে প্রাপ্ত হই; তাহাই আমারদের যৎপরোনাস্তি শিরোধার্য্য। ২।

ভাব এবং আবির্ভাব উভয়ের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, তাহা আমারদের জীবাত্মাতে পরিমিত রূপে অনুভূত হইয়া থাকে; যথা—ভাব এক, আবির্ভাব অনেক; ভাব বস্তু, আবির্ভাব গুণ; ভাব কারণ, আবির্ভাব কার্য্য; এই প্রকার সম্বন্ধ প্রতি আত্মাতেই স্থূল রূপে অনুভূত হয়। কিন্তু কার্য্য কারণ প্রভৃতি উক্ত সম্বন্ধ-সকলের এ রূপ ব্যাপক ভাব যে, "আমাতেই আছে অন্য কোথাও নাই" উহারদের সম্বন্ধে এ রূপ কথা বলিতে কেহই অধিকারী নহে; যেহেতু কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ-সকল জগতের সর্ব্বত্রই অবশ্য-রূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে। মনঃকল্পনার সম্বন্ধে জীবাত্মা যে রূপ—কারণ, রূপ-রসাদির সম্বন্ধে বহি-

বিষয় সেই রূপ, এবং জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্ত-গুণে সেই রূপ; এই রূপে কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ-সকল যাহা আমারদের জীবাত্মাতে আপাততঃ স্থূল-রূপে অনুভূত হয়, তাহার অসীম বিস্তার এবং গভীরতা পরমাত্মার সাক্ষ্য না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। "জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা"—এ রূপ বলাতে আত্মার সম্বন্ধেই পরমাত্মাকে বুঝায়, যেহেতু আত্মাই জগতের নখ-দর্পণ স্বরূপ। বন, উপবন, গিরি, নদী, গ্রহ, নক্ষত্র, ইহারদের কোনটিকেই জগৎ বলিতে পারা যায় না, পরন্তু সকলের সমষ্টিকেই কথঞ্চিৎ রূপে জগৎ বলা গিয়া থাকে। কিন্তু উক্ত সকল বস্তুর সমষ্টিকেই বা কি রূপে জগৎ বলা যাইবে? কেন না জগৎ শব্দের অর্থ এক মুহূর্ত্তেই আমাদের বোধগম্য হয়, কিন্তু সকল বস্তুর সমষ্টি করিতে গেলে বহুকালেও তাহার সমাপ্তি হইতে পারে না। অতএব সকল বস্তুর সমষ্টি ভিন্ন, জগৎ শব্দ বলাতে, আরো কিছু বুঝায়। যত পদার্থ আছে এবং হইতে পারে, এক মাত্র চেতন পদার্থই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ; কেন না যে কোন বস্তু যাহার নিকটে প্রকাশ পায়, আত্মার যোগেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মাকে যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে প্রাকৃত সমুদায় জগৎকেই আয়ত্ত করিতে পারি; কেন না কি গিরি কি নদী কি বন কি উপবন কি চন্দ্র কি সূর্য্য কি আকাশ কি কাল, সকলেরই ভাব আত্মা আপনাতে ধারণ করে;—সকলের ভাব যদি আপনাতে ধারণ না করিবে, তবে উহা কি রূপে, গিরির সহিত গিরি রূপে, নদীর সহিত নদী রূপে, সকলেরই সহিত সকল রূপে যোগ দিতে সমর্থ হইবে। এই রূপ যদি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে জগৎ বলা যায়, তবে জগৎ বলিলে আত্মাকে বুঝাইবার কোন বাধা নাই, কেন না আত্মাই জগতের প্রতিনিধি স্বরূপ, আত্মাই ক্ষুদ্র জগৎ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনঃ-কল্পনার সম্বন্ধে জীবাত্মা যেরূপ, রূপ-রসাদির সম্বন্ধে বহির্বস্তু সেই রূপ, এবং জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্তগুণে সেই রূপ; ইহার শেষাংশের পরিবর্ত্তে এক্ষণে যদি বলা যায় যে, আত্মার সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্তগুণে সেই রূপ, তবে কেবল বাক্য মাত্রেরই পরিবর্ত্তন হয়, অর্থের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না।

"আমি" বলিলে যে আত্মাকে বুঝায়, তাহাই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা জড়-ভাব দ্বারা ওত প্রোত;—জীবাত্মার চিন্তা সংশয় দ্বারা, স্পৃহা অভাব দ্বারা, যত্ন আলস্য দ্বারা ওত প্রোত। এই জড়ভাবাশ্রিত জীবাত্মার মধ্য হইতে যে এক পবিত্র নিষ্কলঙ্ক আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই পরমাত্মা। জীবাত্মা শরীরী, পরমাত্মা অশরীরী, জীবাত্মা অপূর্ণ-আত্মা, পরমাত্মা পূর্ণ আত্মা; জীবাত্মা জড়ময় আত্মা, পরমাত্মা অসঙ্গ নির্লিপ্ত কেবলাত্মা। অসীম আকাশ মূলে না থাকিলে যেমন খণ্ড আকাশ থাকিতে পারে না, সেই রূপ পূর্ণ-আত্মা মূলে না থাকিলে অপূর্ণ-আত্মা থাকিতে পারে না, যে হেতু অপূর্ণ-আত্মা পূর্ণ আত্মারই প্রতিকৃতি। যিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং মুক্ত, তাঁহারই প্রভাবে আমারদের এই পরিমিত আত্মা কতক পরিমাণে এক, সদ্ভাব-সম্পন্ন, এবং স্বাধীন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। পরমাত্মা যদি অদ্বিতীয় না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন এক হইতে পারিত না, পরমাত্মা যদি পূর্ণ না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন সদ্ভাব সম্পন্ন হইতে পারিত না, পরমাত্মা যদি মুক্ত না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন স্বাধীন হইতে পারিত না। কিন্তু আমারদের এই পরিমিত

জীবাত্মার একত্ব, সদ্ভাব এবং স্বাধীনতা লইয়া আমরা কদাপি তৃপ্ত থাকিতে পারি না; পরমাত্মার যে অসীম একত্ব, অসীম সদ্ভাব, অসীম স্বাধীনতা, তাহারই আমরা ভিখারী। পরমাত্মার প্রতি আমারদের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকাতেই আমারদের জীবাত্মার আত্মত্ব, সেই লক্ষ্যকে হারাইলেই আমরা আত্মাকে হারাই, সেই লক্ষ্যকে পাইলেই আমরা আত্মাকে পাই। পরমাত্মা মূলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়াতে আমরা কতক সত্য জানিতেছি; তিনি মূলে পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ হওয়াতে আমরা কতক মঙ্গল অনুষ্ঠান করিতেছি; এবং তিনি মূলে পূর্ণানন্দে বিরাজ করাতেই আমরা সেই আনন্দের কণা মাত্র উপভোগ করিতেছি; পরমাত্মার সহিত আমারদের আত্মার এই রূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অতএব "আমরা আপনারা সত্য জানিতেছি, আপনারা সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছি, আপনারা আত্ম প্রসাদ উপভোগ করিতেছি" ইহার সঙ্গে সঙ্গে জানা উচিত যে, মূলে পরমাত্মা সেই সত্য জানাতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা তাহা জানিতেছি, মূলে তিনি সেই সৎকার্য্য প্রবর্ত্তিত করাতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা তাহা অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং মূলে তিনি অপরিমিত আনন্দে বিরাজমান হওয়াতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা সকলে তাহার কণা মাত্র উপভোগ করিয়া সুখী হইতেছি। এই রূপ, আমারদের জড়ময় অপূর্ণ জীবাত্মার অভ্যন্তরে নিষ্কলঙ্ক ও পরিপূর্ণ আত্মা রূপে পরমাত্মা আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন। আমারদের কর্ত্তব্য যে বৃথা কল্পনাতে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সেই স্বপ্রকাশিত সত্যে দ্বিধা শূন্য অটল বিশ্বাস স্থাপন করি।

প্রথমতঃ আমারদের চিন্তা যত নির্ব্বাত দীপের ন্যায় প্রশান্ত হয়, আমারদের সেই চিন্তার অভ্যন্তরে ততই স্পষ্ট রূপে কেবল-মাত্র জ্ঞান স্বরূপ, অভ্রান্ত অতন্দ্রিত জ্ঞান—যে জ্ঞানে অন্য কোন সামগ্রী মিশ্রিত নাই, যে জ্ঞান পরম পরিশুদ্ধ, সেই অপরিমিত জ্ঞান স্বরূপ আবির্ভূত হন। সে জ্ঞান আকাশে বদ্ধ নহেন, কালেতে বদ্ধ নহেন, পঞ্চভূতে বদ্ধ নহেন, দেহ মনেতেও বদ্ধ নহেন, অথচ এক মাত্র তাঁহারি গুণে আকাশ কাল পঞ্চভূত দেহ মন সমুদায়ই প্রকাশ পাইতেছে। সেই অতীন্দ্রিয় নিষ্কলঙ্ক স্বপ্রকাশ জ্ঞান কাযে কাযেই যৎপরানাস্তি সত্য রূপে শিরোধার্য্য; কেন না যিনি আপনি স্বপ্রকাশ এবং সমুদায়কেই প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় সত্য আর কে?

দ্বিতীয়তঃ আমারদের যত্ন যত অপরাজিত রূপে বাধা বিঘ্ন অতিক্রমণে উদ্যত হয়, ততই সেই যত্নের অভ্যন্তরে পরমাত্মার অনলস মঙ্গল ভাব এবং অমোঘ সাহায্য দীপ্তি পাইতে থাকে। অগ্রবর্ত্তী সমর-প্রবৃত্ত সেনাগণের ছিন্ন ভিন্ন দলকে, সেনাপতি যেমন সময়ে সময়ে অনু-সমৃত সেনা-দল দ্বারা পরিপোষিত করে, সেই রূপ ঈশ্বরের অজস্র শুভ ইচ্ছা আমাদের সাধু ইচ্ছাতে সময়ে সময়ে নবোদ্যম স্ফুরিত করিয়া তাহাকে অবসন্ন হইতে বারণ করে। বায়ুর আঘাতে দাবানল কখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত আরো বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; সেই রূপ আমাদের সাধু ইচ্ছা বাহির হইতে যত কেন আঘাত প্রাপ্ত হউক না, তাহাতে সে ইচ্ছা নির্ব্বাপিত হয় না, প্রত্যুত আরো বেগবতী হইয়া উঠে; কেন না পরমাত্মা আমারদের শুভ ইচ্ছাতে নিয়তই আহুতির সঞ্চার করিতেছেন।

এক দিকে পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জ্ঞান জ্যোতি আনন্ত্যে অবসৃত হইয়া সত্যের পরাকাষ্ঠা রূপে দীপ্তি পাইতেছে, অন্য দিকে তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ভাব পরিমিত জগতে

সর্ব্ব শক্তি সহ কেন্দ্রীভূত হইয়া নিখিল জগৎ কার্য্য যন্ত্রের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছে। এই রূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, পরমাত্মা কেবল উদাসীন জ্ঞান স্বরূপ নহেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাগ্রত মঙ্গল স্বরূপ।

তৃতীয়তঃ স্পৃহা—চিন্তা এবং কার্য্য উভয়ের মধ্যস্থলে। স্পৃহা, ভাব এবং আবির্ভাব, চিন্তা এবং কার্য্য, উভয়কে কর-যোড়বৎ যোড়ে মিলিত করিয়া ব্রহ্মানন্দের প্রার্থী হইলে, চিন্তা ঈশ্বরের গুণ স্মরণ করত এই রূপ সিদ্ধান্ত স্থির করে যে, ইহাঁকে পাইলেই আমারদের সকল অভাব দূর হয়। এই প্রকার জ্ঞানের উদ্রেকে আমারদের স্পৃহা অর্দ্ধ চরিতার্থ হয়। পশ্চাৎ যখন সেই জ্ঞানানুসারে আমরা ঈশ্বরকে কার্য্যতঃ লাভ করি, তখন আমাদের স্পৃহা যথোচিত রূপে চরিতার্থ হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, এক দিকে জ্ঞান, অন্য দিকে কার্য্য, এই দুই বাহুর সহিত সামঞ্জস্য মতে হৃদ্গত ঈশ্বর-স্পৃহা চরিতার্থ হইলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়। জ্ঞান যখন লক্ষ্য স্থির করে, তখন স্পৃহার একটি মাত্র পদ আনন্দ-সোপানে নিহিত হয়, পশ্চাৎ ইচ্ছা যখন সেই স্থির-লক্ষ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোৎপাদন করে, তখন স্পৃহার উভয় পদ উক্ত সোপানে সমুত্থিত হওয়াতে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সমেত চরিতার্থ হয়। এই রূপে আমাদের আত্মা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করে।

যাহা বলা হইল সমুদায় একত্র করিয়া এই রূপ পাওয়া যায়;—চিন্তাকে প্রশান্ত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে পরমাত্মার অটল জ্ঞান-জ্যোতি অনুভব করিতে হইলে, বিঘ্ন বাধা অতিক্রমণ কার্য্যে উদ্যমের সহিত যত্ন নিয়োগ করা আবশ্যক হয়, এবং সেই যত্নের সহায় রূপে পরমাত্মার অপ্রতিহত মঙ্গল ইচ্ছা দীপ্তি পাইতে থাকে। পরমাত্মা কেবল সাধনের লক্ষ্য মাত্র নহেন, তদ্ব্যতীত তিনি সাধনের সিদ্ধি-দাতা; এই রূপে সাধক সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এবং মঙ্গল উভয়ই একত্রে প্রতিভাত হইতে থাকে। কিন্তু, প্রশান্ত চিন্তা হইতে উদ্যমশীল যত্ন, এবং উদ্যমশীল যত্ন হইতে প্রশান্ত চিন্তা, আমারদের মনের এই যে স্পন্দন, ইহা কিসের গুণে সুচারু রূপে চলিতে থাকে? ইহার উত্তর এই যে, স্পৃহার গুণে; বাষ্প না থাকিলে যেমন বাষ্পীয় যান চলিতে পারে না, সেই রূপ স্পৃহা না থাকিলে চিন্তা এবং যত্ন আন্দোলিত হইতে পারে না; আত্মার স্পৃহা ব্রহ্মানন্দের দিকে উন্মুখ থাকাতেই, ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা এবং ব্রহ্ম লাভের যত্ন উভয়ই পর্য্যায়ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। পরমাত্মার সৌন্দর্য্যে আমাদের স্পৃহা নিবিষ্ট হইলেই আমাদের চিন্তা এবং কার্য্য উভয়ই সহজ এবং শোভন ভাবে চলিতে থাকে।

পবিত্র সৌন্দর্য্যের স্পৃহা হৃদয়াভ্যন্তরে পরিপোষিত হইলে জ্ঞানাকাশে ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক সত্য সকল উদিত হইতে থাকে, এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সৎকার্য্য সকল অঙ্কুরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ আমারদের স্পৃহা বিমলানন্দ হইতে ভ্রষ্ট হইলে যেমন বিষয়া-কর্ষণ-বশতঃ আমারদের মনে অসৎচিন্তা সকল আপনা হইতেই উদিত হইয়া অসৎ-কার্য্যে পরিণত হয়, সেই রূপ উহা বিমলানন্দের সহিত যুক্ত থাকিলে ঈশ্বর প্রসাদ-বশতঃ সৎচিন্তা সকল আপনা হইতেই উদিত হইয়া সৎকার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। শুদ্ধ কেবল চিন্তা-পরায়ণ হইলে কার্য্যের ত্রুটি হইতে পারে, এবং শুদ্ধ কেবল কার্য্য-পরায়ণ হইলে চিন্তার ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমে নিমগ্ন হইলে, কি চিন্তা কি কার্য্য, তৎকালে যাহা করা যায় তাহাই বৈধ রূপে

পোতা পায় ; যে হেতু বিশুদ্ধ প্রেম-নিকেতনে প্রবেশ করিলে, সচ্চিন্তা এবং সৎকার্য্য উভয়েরই দ্বার যথারীতি পর্য্যায়-ক্রমে সহজেই উন্মুক্ত হইতে থাকে। স্বচ্ছ প্রেম সরসীতে একদিক্ হইতে যেমন জ্ঞানাকাশ সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়, অন্যদিক্ হইতে সেই রূপ সৎকার্য্য রূপ পঙ্কজিনী শোভন রূপে উদ্ভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ সৌরভে আমোদিত করে।

অতএব আমারদের কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বর-স্পৃহার উত্তেজনা অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রথমতঃ চিন্তা-সহকারে কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে প্রশান্ত-ভাবে অবসৃত হইয়া পরমাত্মার নিরবলম্ব এবং অনিরুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিতে লক্ষ্য প্রত্যাবর্ত্তন করি, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সেই জ্ঞানেতে যে এক অনুপম মঙ্গল ইচ্ছা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই ইচ্ছার বলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক যত্নের সহিত সৎকার্য্য সম্পাদন করি, এই রূপ হইলেই আমারদের আত্মার সেই অনিবার্য্য স্পৃহা উত্তরোত্তর ব্রহ্মানন্দে বদ্ধমুল হইতে থাকিবে এবং আত্ম-প্রসাদে অভিষিক্ত হইতে থাকিবে, এই রূপে আমাদের সমুদায় আত্মা ক্রমশঃ উন্নত ও চরিতার্থ হইবে।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৪২৮৸৶ ০
পুস্তকালয়	২৫৩ (৫
যন্ত্রালয়	৪৪০
ডাক মাসুল	৩৮।৶১
দান	৩০৫
গচ্ছিত	১৬৯।/১০
	১৬৩৪॥৶ ৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	২৫২॥ ০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৪৩।/১০
পুস্তকালয় ..	২৬৯।৶ ৫
যন্ত্রালয়	২৩১॥৵ ০
ডাক মাসুল ..	৬৭ ৶ ০
অনিরূপিত ..	৫১।/ ৫
আলোকের ব্যয়	৩০ ৶১০
গৃহ সংস্কার	১০০
সংগীতাদি মুদ্রাঙ্কন ..	৪১
গচ্ছিত ..	১২০৸/১০
	১৫০৭।/ ০
আয়	১৬৩৪॥৶ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত	১৫২।৶ ৫
	১৭৮৭ /১০
ব্যয়	১৫০৭।/ ০
স্থিত	২৭৯৸ ১০

১৭৯০ শকের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্য হইতে দান প্রাপ্ত	৩১
" যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ..	১০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	২
" হরনাথ ঠাকুর	২
" রসিকলাল পাইন	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	২
" দীননাথ মণ্ডল	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" রাজনারায়ণ বসু ..	২
" রাখালরাজ রায়	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	১
নন্দলাল সেন	১
ক্ষেত্রমোহন ধর	১
" হরিদাস শ্রীমানি	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	১২৮

পূর্ব্ব পৃষ্ঠ হইতে আগত .. ১২৮

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত রমনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২

এক কালিন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩০

গোকুলকৃষ্ণ সিংহ .. ১

২৩১

দানাধারে দান প্রাপ্ত .. ১।৫

৩৬২।৫

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর
ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসের বেতন ৩০

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার
আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন,
কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসিক বৃত্তি ৩০

পুস্তক মুদ্রাঙ্কন
লাল কাল অক্ষরে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাপার
অগ্রিম ব্যয় ২০০

সাম্বৎসরিক দান শিরে ব্যয়।

লাহোরস্থ পত্রিকা গ্রাহক
ক্ষেত্রচন্দ্র বসুর প্রেরিত টাকা
ভুল ক্রমে সাম্বৎসরিক দানে
জমা হইয়াছিল তাহার ব্যয় ১২৸০

২৭২৸০

আয়	..	৩৬২। ৫
পূর্ব্বকার স্থিত	.	৩২৭ ৸/০
		৬৯০ /৫
ব্যয়	.. ..	২৭২৸ ০
স্থিত	.. ..	৪১৭। /৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

কলিকতা আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (বাঙ্গলা অক্ষরে) ।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (তাৎপর্য্য সহিত) ॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. ॥০
মাঘোৎসব .. .. ৵
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .. ॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ .. .. ১॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ৶০
ব্রহ্মোপাসনা .. .. /০
ব্রহ্ম-স্তোত্র .. .. /১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা ৴০
ধর্ম্ম-শিক্ষা ৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. .. ।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে ৵০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। সংখ্যা একত্র ।০
ধর্ম্ম চর্চ্চা .. .. ।০
প্রবচন সংগ্রহ .. .. /১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত .. .. /০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত .. .. .. ।০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক ... . .. /১০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা /০
ব্রাহ্মব্যবহার .. .. /০
দুর্গোৎসব ... . /০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা .. .. /১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা .. .. /০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—১৭৬৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯ শকের। প্রতি শকের একত্রবাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য .... ৫ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ
আগামী ৩০ চৈত্র রবি বার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময়ে
এবং
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ
আগামী ১ বৈশাখ সোম বার প্রাতে ৫ ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ১১ ফাল্গুন রবিবার।

৩০৭ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৯০ শক।

প্রাতঃকালে ৮ ॥০ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দির ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইলে নিম্ন লিখিত সঙ্গীত হইল।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

আজি আমারদের মহোৎসব। আজ আনন্দের সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে। আজ আনন্দের সীমা কি।

সঙ্গীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন।

"বঙ্গবাসী ভারতবাসীগণ! অদ্য তোমরা সকলে হৃদয়ের সহিত এই মহোৎসবে যোগ দেও। ইহাই তোমারদের প্রকৃত উৎসবের দিন। এই পুণ্য মাসে, এই পুণ্য বাসরে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় বীজ বঙ্গভূমির উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত হয়; তাহা এক্ষণে শাখা পল্লবে বিস্তৃত হইয়া শত শত আত্মাকে ছায়া দান করিতেছে। তোমরা যদি প্রকৃত মঙ্গল চাও; আপনার উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, জনসমাজের উন্নতি সংসাধন করিতে চাও, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা করিও না। এক্ষণে ভারত-গগন ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন—চতুর্দ্দিক্ হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা নির্ব্বীর্য্য, ব্রাহ্মণেরা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; হিন্দু সমাজ বিকলেন্দ্রিয়, মৃত প্রায়; ধর্ম্ম, বাহ্যাড়ম্বর অর্থ শূন্য প্রলাপ বাক্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে;—এক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই এক মাত্র আশা। ইনি অল্পে অল্পে হিন্দু সমাজে, নূতন জীবন নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন বল সঞ্চারিত করিতেছেন—যে সকল জটিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, হিন্দু সমাজ নিস্পন্দ, অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা একে একে ছিন্ন হইতেছে,—উন্নতির পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে রূপ উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাতে ইহাই যে কালে পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জন সমাজের

পত্তন ভূমি হইবে, সে সমাজ যে পৃথিবীর আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

প্রথমতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতির ধর্ম্ম—ইনি উন্নতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন না; সত্য যেখান হইতে আসুক না কেন, ইনি আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম। আত্মা যে পরিমাণে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইবে; জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত হইতে থাকিবে, নূতন নূতন সত্য সকল উপার্জ্জন করিবে, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিপুষ্ট হইবে। আত্মা যে রূপ উন্নতিশীল, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই রূপ উন্নতি-সাপেক্ষ ধর্ম্ম। এই পৃথিবীতেই আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় না—এই জীবনেই আমরা ঈশ্বরের সকল স্বরূপ অবগত হইতে পারি না; এ দেহ ত্যাগ করিয়া যত আমরা উন্নত হইতে উন্নততর লোকে গমন করিব, ততই ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের মহিমা অধিক রূপে উপলব্ধি হইতে থাকিবে। আমরা এখানে থাকিয়াও যত সত্য উপার্জ্জন করিব, তাহা সকলি ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পত্তি হইবে। আমারদের ধর্ম্ম গ্রন্থ-বিশেষে আবদ্ধ নাই—ইহার উপর কালের হস্ত নাই, কীটেরও উৎপাত নাই। আত্মার বিনাশ না হইলে আর ব্রাহ্মধর্ম্মের বিনাশ হয় না। আমারদের ধর্ম্ম কতকগুলি অক্ষর মাত্রে পর্য্যবসিত নহে—মুখ-পরম্পরাগত প্রবাদ মাত্রও নহে—কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও ইহার সার নহে—ইহার সত্য-সকল সমর্থন করিবার নিমিত্ত কোন বাহ্য সাক্ষীরও আবশ্যক করে না—মনুষ্যের আত্মাই তাহারদের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জীবন্ত ধর্ম্মের অভাবে সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কত উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে—ধর্ম্ম পুস্তকের সহিত ঐক্য হয় না বলিয়া কত সত্যকে জলাঞ্জলি দিতে হইতেছে—স্বাধীন আত্মার স্ফূর্ত্তি উদ্যমের কত লাঘব হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। যেমন ঈশ্বর এক, তেমনি ধর্ম্মও এক। যেমন একই বায়ু সকল প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে; একই সূর্য্য সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিতেছে; সেই রূপ একই ধর্ম্ম সকল আত্মার ক্ষুৎ পিপাসা মোচন করিতেছে। যে সকল সত্য সকল-ধর্ম্মেরই মূলে বর্ত্তমান, সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ সম্পত্তি, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই হেতু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের বিরোধের সম্ভাবনা নাই। ইনি উন্নত ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, সকল মনুষ্যকেই প্রীতিনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মই না হইতেছে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পিতা, পুত্রের প্রতি কঠোরতাচরণ করিতেছে; স্বামী, ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতেছে; ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঘোর বিবাদ হইতেছে—কত দেশে কত সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। কোথায় ঈশ্বর ধর্ম্মকে সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, না ধর্ম্মই অশান্তির কারণ হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই শান্তির রাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের বিষয়-ক্ষতিলাভের সহিত যখন ধর্ম্মকে জড়িত করা হয়, তখনই ধর্ম্ম জীর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ সাবধান! আমরা যেন নির্ম্মল, উদার ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বীয় বৈষয়িক ক্ষতিলাভের সহিত লিপ্ত করিয়া, ইহাকে সংকীর্ণ মলিন করিয়া না ফেলি। আমরা যেন ধর্ম্মের নামে নিজ স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ না করি। আমরা যেন সেই অনন্ত ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে গিয়া, আমা-

রের সূত্রে যশোমান বিস্তারে নিযুক্ত না থাকি। ব্রাহ্মধর্মের সহিত স্বার্থপরতার লেশ মাত্র সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম এক হস্তে প্রলোভন ও অপর হস্তে বিভীষিকা ধারণ করিয়া আমারদিগকে ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতেছেন না; তিনি স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মের মধুময় রাজ্যে—ঈশ্বরের প্রেম রাজ্যে আহ্বান করিতেছেন। তিনি আমারদিগকে উপদেশ দিতেছেন, নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিবে; ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্তই, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইবে।

তৃতীয়তঃ। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই আর একটী সত্য পাইতেছি যে ঈশ্বরের সহিত আমারদিগের অতি নৈকট্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তিনি আমারদের পিতা মাতা, আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র; তাঁহার নিকট যাইতে হইলে কোন মধ্যস্থের আবশ্যক করে না, তিনি পাপী তাপী সকলকেই তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন—এই ভাবটী যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মে জাজ্বল্যমান এমন আর কোন ধর্ম্মে নাই। বস্তুতঃ এই ভাবটী আমাদের এ দেশীয় ধর্ম্মের ভাব। আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে দৃষ্টি করিতেন, গিরি গুহা কানন সমুদ্রে, সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা অনুভব করিতেন—প্রতি ঘটনায় তাঁহার হস্ত বিদ্যমান দেখিতেন। যেমন ঈশ্বর ও মনুষ্য মধ্যে ব্যবচ্ছেদ স্থাপন করা ইহুদি দেশীয় ধর্ম্মের, সেই রূপ এই সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার অতি নিগূঢ় নৈকট্য যোগ স্থাপন করা অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মের মূল ভাব। কিন্তু আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই ভাবটি এত দূর লইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহারা যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া, একটী মহৎ ভ্রমে নিপতিত হইলেন। তাঁহারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কিছু-মাত্র ব্যবধান রাখিলেন না; তাঁহারা ভাবিলেন যখন সকলই ব্রহ্মময়—তখন ব্রহ্মই জগৎ, জগৎই ব্রহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ভ্রম বিনাশ করিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার বাস্তবিক নৈকট্য যোগটী সম্যক্ রূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের সহিত ঈশ্বরের অনন্ত যোগ। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা মাতা বিধাতা ও পাপের মোচয়িতা জানিয়া, যেন তাঁহারই শরণাপন্ন হই ও সংসারের ভয়াবহ স্রোত-সকল অতিক্রম করিয়া কল্যাণ পথে উন্নতি লাভ করিতে থাকি।

চতুর্থতঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ধর্ম্ম। ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, এই ভাবটী ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। প্রীতিবিহীন হইয়া আমরা তাঁহার যে কার্য্য করি, তাহা যেমন বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই রূপ যে প্রীতি কার্য্যেতে প্রকাশ না পায়, সে প্রীতি প্রীতিই নহে। আমরা ঈশ্বর হইতেই সকল সুখ সৌভাগ্য লাভ করিতেছি—তাঁহার অজস্র করুণায় আমরা জীবিত রহিয়াছি—অথচ আমরা তাঁহাকে এক বার মনেও করি না—আমরা ঈশ্বরের কার্য্য করি অথচ কাহার কার্য্য করিতেছি, আমরা তাহা জানি না—এই সাংসারিক ভাব যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ; সংসার হইতে পলায়ন করিয়া, তাঁহার আদিষ্ট সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন না করিয়া শুদ্ধ ধ্যানেতেই নিমগ্ন থাকা—অথবা বৈরাগী হইয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করা—এই সন্ন্যাসিক ভাবও ব্রাহ্মধর্ম্মের তেমনি বিরোধী। ঈশ্বর আমারদিগকে এই অভিপ্রায়ে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, যে আমরা সংসারের উন্নতি সাধন করি, তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করি, সাংসারিক প্র-

লোভনের সহিত প্রতি মুহূর্ত্ত সংগ্রাম করিয়া আত্মাকে প্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ করি। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহাই মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব হে ব্রাহ্মগণ। আমরা যেন স্বাধীন ভাবে, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সংসারের তাবৎ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকি; আপনার উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, দেশের উন্নতি; জগতের উন্নতি সাধনে আগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রসর হই। ধর্ম্মকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া না রাখি। আমরা যেন কিছুতেই উদাসীন না থাকি। ঔদাসীন্যই হিন্দুদিগের পতনের অন্যতর কারণ। আমারদের দেশের অনেকেই সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যে বাস করাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকেন। এই রূপ উদাসীন ভাব বহু অনর্থের মূল; ইহাতে আত্মার প্রবৃত্তি সকল, যথোচিত রূপে পরিচালিত না হওয়াতে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়—ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া থাকে —জন সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়—জ্ঞান ও সভ্যতা তিরোহিত হইয়া যায়।

হে পরমাত্মন্! তোমার এই উদার পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগৎময় প্রচার কর—তোমার পবিত্র আসন প্রতি আত্মাতে স্থাপন কর তোমার সিংহাসন প্রতি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত কর—এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উদ্বোধন দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

উদ্বোধন।

"যিনি অসীম আকাশে স্থিতি করিতেছেন, যিনি হৃদয়ে হৃদয়ে বর্ত্তমান, যিনি সকল আত্মার অন্তরাত্মা, যিনি প্রীতির এক মাত্র নিকেতন, যিনি শ্রদ্ধার পরম ভাজন, যিনি গুরু পিতা মাতা—তিনি এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি এই ১১ মাঘের উৎসবের উৎসাহদাতা। আমরা যেমন তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সংবৎসর পরে উৎসবের উদয়ে যেমন আমরা এক-হৃদয় হইয়া তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি-পুষ্প-অঞ্জলি দিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি—তেমনি সেই মহান্ বিভু সর্ব্বাশ্রয় একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ পুরুষের প্রীতি-নয়ন এখানে আমারদের সকলের উপরে রহিয়াছে, তিনিও এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আমারদের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, এখানে পবিত্র সমীরণ তাঁহার পবিত্রতার সঙ্গে বহমান হইতেছে, সেই জ্ঞান-জ্যোতি এখানকার এই জ্যোতিকে বিদীর্ণ করিয়া আমারদিগকে অবলোকন করিতেছেন, এই জ্যোতির মধ্যে বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষু-সকল উন্মীলিত রহিয়াছে, তাঁহার মাতৃ-স্নেহ-দৃষ্টি আমারদিগকে উৎসাহ দিতেছে, সেই উৎসাহে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সিংহাসনের অভিমুখে যাইতেছি। তিনি এখানে বর্ত্তমান, যেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে কিছুমাত্র কৃপণতা না করি—শ্রদ্ধা ভক্তিকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি।"

উদ্বোধনের পর এই ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইল।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা। আজ কর রে জীবনের ফল লাভ
হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার, প্রভুচরণে দাও রে দাও।
নব নব রাগ রচিত বন্দন মালা, গাঁথি গাঁথি দে উপহার।
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসার।

পরে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে এই গান গীত হইল।

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

নয়ন খুলিয়ে দেখ নয়নাভিরামে। হৃদয়-
কমল বিকাশে যাঁর নামে।
গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগত মন্দিরে
বিরাজেন স্বপ্রকাশ।
দেখ দেখ প্রেমাকরে, দিবাকর জিনিয়ে
সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে।

অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যন্তরে অতি মহান্ উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট আছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে. মনুষ্যের মলিন কামনা সাধনের জন্য নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে ইঁহার আপনার প্রভাবে সঞ্চরণ করিতে দাও; আপনাদের ক্ষুদ্র ভাবে ইঁহার সৌন্দর্য্য কলঙ্কিত করিও না। জ্ঞান প্রচার ও প্রেম বিস্তার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে থাক, দেখিবে ইঁহার সৌন্দর্য্যে মর্ত্ত্য লোক কি সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

যখন যৌবনের মত্ততা, রিপুগণের উত্তেজনা ও সম্মুখের প্রলোভন চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখে, কর্ণকে বধির করিয়া দেয় এবং সমুদায় বিচার শক্তি অপহরণ করিয়া লয়, তখন ঈশ্বরের পবিত্র নাম, ধর্ম্মের উপদেশ ও কল্যাণের পথ তুচ্ছ বোধ হয়, পাপের মূর্ত্তি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, এবং স্বেচ্ছাচার পৌরুষ বলিয়া পরিগৃহীত হয়— তখন স্নেহ ও হিতৈষণার অবতার-স্বরূপ জনক-জননীর পবিত্র মূর্ত্তিও যেমন অবমানিত হয়, ধর্ম্মও সেই রূপ অবজ্ঞাত হইতে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর তখন কোমল হস্তে তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করেন। যদি আপনার সংকট বুঝিতে পারিয়া তখন তাহারা ঈশ্বরকে ডাকেন, ঈশ্বর তখনই তাঁহাদের দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করেন। এমন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিওনা; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন ও মৃত্যুর পথ পৃথক্ করিয়া সকলের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন, এবং মৃত্যু হইতে জীবনের পথে আনয়ন করিবার জন্য নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। কাহাকেও সুখ ভোগে বঞ্চিত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে; প্রত্যুত নিত্য সুখের পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। যদি সেই সুখ-ধামের সরল পথ চাও, তবে সমুদায় অবৈধ সুখ-সম্ভোগ এখনও পরিত্যাগ কর, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধ। ধনোপার্জ্জন কর, যশোবিস্তার কর, মান সম্ভ্রমে সমুন্নত হও তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি বন্ধক নহেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, সত্য পথ পরিত্যাগ করিওনা, ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিওনা, ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিওনা। যে কর্ম্ম করিলে পরিণামে সন্তাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে, তাহা এখন অবধিই পরিত্যাগ কর। বিষয়-সুখ ক্ষণকালের জন্য, তাহা আত্মার অন্ন স্বরূপ; শরীর যেমন অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে বল পায়,—আত্মা সেই রূপ পরিমিত বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং শরীর ও মনের অভাব-সকল পূর্ণ থাকিলে মনুষ্য সহজে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে পারেন; এই উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয় সুখ পরম পুরুষার্থ ভাবিয়া তাহাতেই নিমগ্ন থাকা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ।

বিষয়-সুখ অপেক্ষা আর এক উন্নততর সুখের অধিকারী হইয়া মনুষ্য জন্ম গ্রহণ

করিয়াছে; যথার্থ পাত্র হইয়াও সে অধিকারে বঞ্চিত থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিরূপণ করিয়া প্রীতি সহকারে সেই অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আত্মাতে অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। সেই আত্ম প্রসাদ বিষয়-সুখ অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে গুরুতর। ঈশ্বর মনুষ্যকে ধর্ম্মজীবী করিয়াছেন, মনুষ্য পশুদিগের ন্যায় কেবল আত্মস্বার্থ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই। অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি ভাব বিস্তার করিয়া, ন্যায় ও হিতৈষণার আদেশ অনুসারে অন্যের অহিতাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, সকলের দুঃখ নিবারণ ও সুখ বর্দ্ধন করিয়া মনুষ্য এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াই স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য যদি কখন বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন করিতেও হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হওন কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন।

মনুষ্য যখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া আত্ম প্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার নিকট আর এক উচ্চতর সোপানের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তিনি তখন অনায়াসে পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান করিয়া জীবনের চরম ফল ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারেন। জড়ের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, ও মনের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া—অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ ভেদ করিয়া বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান পূর্ব্বক, সেই বিজ্ঞানময় আত্মাতে যে আনন্দময় পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, তাঁহার সহিত সমাগত হইয়া মনুষ্য ইহ জীবনেই শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয় গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষরস পান করিতে থাকেন। আত্মা যখন ঈশ্বরেতে অবস্থান করিবে,—তখন উচ্চপর্ব্বতে আরোহণ করিলে ভূপৃষ্ঠের বৃহৎ বস্তুও যেমন ক্ষুদ্র বোধ হয়, সেই রূপ শৈশবের ক্রীড়া ও যৌবনের বিলাস এবং পশু প্রবৃত্তির পরিচারণা ও পাপ পথে সঞ্চরণ অতীব হেয় ও জঘন্য বলিয়া আপনা হইতে প্রতীয়মান হইবে। কি প্রকারে ঈশ্বরের সহবাস চিরস্থায়ী হয়, তখন তাহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া উপায়-সকল অনুসন্ধান করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই রূপে জীবনের পথ প্রদর্শক হইয়া, মনুষ্যকে অবৈধ বিষয়-সুখ পরিহার পূর্ব্বক পাপ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত আত্ম-প্রসাদে অভিষিক্ত করিবেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীও আপ্যায়িত হইতে থাকিবে, সমাজ-সকল সুসংস্কৃত হইবে, দেশাচার পরিশোধিত হইবে, রাজনীতি সমুৎকৃষ্ট হইবে, ভ্রাতৃভাব বিস্তারিত হইবে, সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সভ্যতা ও স্বাধীনতা পরিব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু যেমন অন্ধকার উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য সেই ধর্ম্ম ও শান্তির প্রেরয়িতা পরমেশ্বরকে সবান্ধবে উপাসনা করা, আর সমুদায় তাহার আনুসঙ্গিক শোভা, সেই রূপ ঈশ্বরের সঙ্গে অবস্থান করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আরোহণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, বাহ্য বিষয়ের উন্নতি তাহার আনুসঙ্গিক ফল। প্রথমে ঈশ্বরকেই চাই। তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন করিতে না পাইলে আর সকলই নিরর্থক হইবে। হৃদয় তাঁহারই প্রেম সুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া আছে। তাঁহাকে লইয়া বরং পর্ণ-কুটীরে অবস্থান করিব; তাঁহাকে ছাড়িয়া অট্টালিকার প্রয়োজন নাই। "পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ কর, বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া থাক, চীর খণ্ড পরিধান কর, ফল মূল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি কর; যদি হৃদয় কন্দরে সেই জ্যোতি

বিরাজিত থাকে, সকল দুঃখ, সুখ উঠিবে। আজি আমরা সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই মহোৎসব আমারদিগকে বিবিধ সুখ প্রদান করিতেছে। ধার্ম্মিকগণের মনোহর মুখশ্রী, এক দেবতার উপাসক বান্ধবগণের সমাগম, এবং তৃপ্তিকর সঙ্গীত মাধুরী অন্তরে পবিত্র সুখ বর্ষণ করিতেছে; ঈশ্বরের আদেশে—ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছি স্মরণ করিয়া প্রচুর আত্ম প্রসাদ লাভ হইতেছে, এবং যখন দেখিতেছি সেই অমৃতময় তেজোময় পুরুষ এই উৎসবের প্রাণ-রূপে অবস্থান করিতেছেন, বাহিরে সমুদায় আকাশ অন্তরে সমুদায় আত্মা তাঁহারই দ্বারা পূর্ণ হইয়া আছে, তিনি পিতার ন্যায় মাতার ন্যায় গুরুর ন্যায় বন্ধুর ন্যায় সমস্ত দিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তখন অনুপম ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছি

"অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।" হে অনাদি মৎ পরমাত্মন্! সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছ, তোমা হইতে সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সমুদায় বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছ; তুমি অসীম আকাশে অনন্ত রূপে বিরাজ করিতেছ; তুমি আমাদের আত্মাতে আনন্দ রূপে দীপ্যমান আছ। আজি তোমারই আদেশে এই উৎসবে সমাগত হইয়া তোমার ও তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্য পান করিতেছি। যে উৎসবে তোমার ভাব নাই, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। হৃদয়ের উন্নত কামনা কেবল তোমারই সমাগমে পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে যদি তোমার জ্যোতি দেখিতে পাই, তবে সকলই জ্যোতির্ম্ময় হয়। হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমারই জন্য হৃদয় সমুৎসুক হইয়াছিল। মুক্ত কণ্ঠে যে তোমার নাম গান করিতেছি, ইহাই আমাদের মহোৎসব; তোমাকে লইয়াই যে অদ্যকার দিবস অতিবাহিত করিব, ইহাই আমাদের মহোৎসব; তোমার ভক্তগণে যে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, ইহাই আমাদের মহোৎসব। হে জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তোমার কৃপায় এই ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে বল দাও; তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের পথ প্রদর্শক করিয়া তোমার পবিত্র সন্নিধানে উপনীত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উপদেশ প্রদান করিলেন।

"অদ্য যেমন এই উৎসব-দিনে মেঘ-আবরণ ভেদ করিয়া নবতর সূর্য্য আকাশ হইতে সমুজ্জ্বলিত হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সৃষ্টি প্রকাশিত হইল--সেই প্রথম দিনে, সেই আদি দিনেও এই প্রকারেই এই সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল এবং এই জগৎ সংসার প্রসূত হইয়াছিল। সেই দিন প্রথম উৎসবের দিন—সেই প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি এই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের কিরণ সমুদয় জগতে বিকীর্ণ হইতেছে—সেই প্রথম দিন হইতে ঈশ্বরের সংকল্প সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সেই প্রথম দিনের আনন্দ, সেই প্রথম দিনের মঙ্গল ভাব, সেই প্রথম দিনের সংকল্প, অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন অদ্যকার এই প্রাতঃকালের সূর্য্য-কিরণে সমুদয় পৃথিবী উজ্জ্বলিত হইয়াছে; সেই প্রকার সেই প্রেমময়ের আনন্দ-জ্যোতিতে নব বল ধারণ করিয়া আমারদের সমুদয় আত্মা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সূর্য্যের কিরণের শেষ নাই—ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের বিরাম নাই। এই এক মঙ্গলময়ের প্রভাবে

সকলের উন্নতি। দেখ, যে মঙ্গলময়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই প্রেমের উপরে নির্ভর করিয়াই এখনো সকল চলিতেছে। তিনি অদ্যাপি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। "এষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানামসম্ভেদায়।" তিনি আপনার করতলে সকল ধরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ভাব অনুভব কর। আমরা সেই পবিত্র-স্বরূপের মঙ্গল ভাব দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। যখন পৃথিবীতে প্রথম আসিয়াছিলাম, তখন সকলি অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। জ্ঞান আচ্ছন্ন ছিল, ভাব মুকুলিত ছিল—মাতৃ ক্রোড়ে শয়ান ছিলাম। ক্রমে জ্ঞান প্রকাশিত হইল, হৃদয়ের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, কর্ত্তব্য-কর্ম্মের শাসনে আত্মা উন্নতও পবিত্র হইল, তার সঙ্গে সঙ্গে সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে বুঝিতে পারিলাম। একই দিনে এই সকল আমরা পাই নাই, কিন্তু এই সকল পাইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতে সকলি প্রস্তুত ছিল। সেই রূপ যদিও মনুষ্য-সমাজে বিশুদ্ধ-রূপে ঈশ্বরের উপাসনা এত দিন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু তাহা যে হইবে না, এমন কখনই নহে। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য-সমাজ উন্নত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতা চলিয়া যাইতেছে—এমন দিন আশা করিতেছি, যখন সকলে এক স্বরে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের গুণ গান করিবে। এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যখন ঈশ্বরের সঙ্কল্পের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ রহিয়াছে, তখন ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবেই হইবে। আমি আপনার জীবন-পুস্তক পাঠ করিয়াও দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য-জ্যোতি ও নিষ্কাম প্রীতি প্রেরণ করিয়া আমার তমসাচ্ছন্ন পাপ-দূষিত আত্মাকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করিতেছেন। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের হস্ত যে কেবল আমার উপরেই, তাহা নহে—তাহা সকলের উপরেই রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের আত্মাকেই পবিত্র করিয়া ব্রহ্মের দিকে লইয়া যাইতেছেন। অদ্য তাঁহারই আহ্বানে তোমরা এখানে সমাগত হইয়াছ। ইহাতে কি তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আকর্ষণ ও ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতেছ না? এখানে এখন সত্য ও প্রেমের হিল্লোল উঠিয়া আত্মাকে কেমন মধুময় করিতেছে—ইহার জন্য সকলে মিলিয়া হৃদয়-থাল-ভার ভক্তি-পুষ্প-হার সেই প্রেমদাতার চরণে অর্পণ কর। "যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ" নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদের এবং আমারদের চিরন্তন ব্রহ্মের সহিত সমাধান করি—স্বীয় আত্মাকে সেই পরমাত্মার সহিত যোগ করি। "অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা" হে অনাদিমৎ। তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ—তোমা হইতে এই সমুদয় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। এই সত্য সকলেই উল্লেখ করিতেছে—এই সত্য সত্য-স্বরূপের নিকট হইতে আসিয়াছে। তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল পোষণ কর—নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের সেবা কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি দুর্ব্বলের বল, নতুবা তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি এমন আমার কি সাধ্য! আমার যাহা কিছু গ্রহণ কর। তোমাকে যে প্রেম দিতে পারিতেছি, এই আমার সৌভাগ্য। হে দেব! যাঁহারা এই উৎসব-ক্ষেত্রে অদ্য তোমার সত্য আহরণ করিবার জন্য, তোমার প্রেম পান করিবার জন্য, আগমন করিয়াছেন; তাঁহারা যেন শূন্য হস্তে, শূন্য হৃদয়ে না যান। প্রতি জনের আত্মাতে তোমার সত্যের আদর্শ প্রেরণ কর,

তোমার পবিত্র প্রেম প্রেরণ কর। হে পরমেশ্বর! তোমার যে কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা এই উৎসবক্ষেত্রে প্রতি জনের হৃদয়কে আকর্ষণ কর। তোমার সত্য গ্রহণ করিতে উৎসাহী কর, তোমার সত্য ধারণ করিতে উৎসাহী কর, তোমার সত্য প্রচার করিতে উৎসাহী কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

শেষে নিম্ন লিখিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া প্রাতঃকালের উপাসনা ভঙ্গ হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ-নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি চন্দ্র পরে জ্যোতি তোমার হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ।
জগত পিতা জগত পালক তুমি সকল মঙ্গলের নিদান।

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

তুমি তো জীবনের আধার।
ডাকি তোমায়, সংসার-মোহ-কোলাহলে দেও নিস্তার।
রয়েছো সকল ভুবন করি আলো, নিরঞ্জন সনাতন, যত আর সকলি অসার।

রাগিণী টোড়ী—তাল চৌতাল।

দীননাথ! প্রেম-সুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে, রাখে কে নিবারিয়ে
তব প্রেম-নীরে আজ শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
উৎস যত উৎসারিত মরু-ভূমি-প্রস্তরে।
অমৃত-ধার মুক্তি-জনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ বিন্দু তার শোক-দগ্ধ অন্তরে।
সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদ-জাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ, পরম সখা! তোমার প্রেম গাইয়ে॥

রাগিণী গৌড়শারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

আঁখি-অঞ্জন। ডাকি হে তোমারে।
তোমা তরে তৃষিত হৃদয়, প্রেম সুধা পিয়াও আমারে।
চঞ্চল চপলা সম চমকি নয়ন, কোথা গেলে ফেলিয়ে আঁধারে।

——:০:——

মধ্যাহ্ন কালে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে নিম্ন লিখিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইল।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

উথলিল প্রেম-সুধা, আজ, অহো সাধু! আন আন বিমল আধার
নিদ্রা না এসে, প্রেম জলে ভাসে, নয়ন সবার।
যেথা সেথা ব্রহ্ম নাম, হলো দেখি ব্রহ্ম ধাম, রস-স্বরূপের নাম বদনে সবার।
জ্ঞান-জল নিধির বেলা, এ আনন্দের মেলা, চক্ষু মন শীতল হলোরে সবার।

সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা।

সায়ংকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবন আলোক-মালায় উজ্জ্বল ও ব্রাহ্মগণে পরিপূর্ণ হইলে প্রথমত এই ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা।

আজ আমাদের মহোৎসব।
আজ আনন্দের সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে।
আজ আনন্দের সীমা কি।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই উৎসব-জনিত হৃদয়ের আনন্দ সুমধুর গম্ভীর-স্বরে ব্যক্ত করিলেন।

"আজ বন্ধুগণের সহিত ব্রহ্ম নাম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম আলোচনা করিতে করিতে মনে হইল যে আমরা কি নিমিত্ত এই দিনে আহ্লাদিত হই। মহাত্মা রামমোহন রায় এই দিনে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং আমরা সেই সমাজের সহিত যোগ রাখিয়া জগদীশ্বরের পথে চলিতেছি—অদ্যকার আনন্দের এই এক কারণ আমার মনে প্রথমেই প্রতিভাত হইল; কিন্তু হৃদয়ের তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। রামমোহন রায়ের উপর কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইল; কিন্তু আনন্দের সমস্ত কারণ বুঝিতে পারিলাম না। জগদীশ্বরের পথে চলিলেই বিমলানন্দ, ও তাহা হইতে বিচ্যুতিই বিষাদ—ইহা তো জীবনের প্রতি দিনের সহিত সম্বন্ধ রাখে—তবে আজ কেন আমার হৃদয় প্রফুল্ল, ব্রাহ্মগণের মুখ উজ্জ্বল। ইহার কারণ কি?

ভাবিয়া দেখিলাম, যে অদ্য সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় যে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে আমাদের মনুষ্য নামের গৌরব হয়—এইটিই আনন্দের প্রকৃত কারণ। রামমোহন রায় মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উপকারের জন্য এই ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই আমরা আনন্দিত; আমারদের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যোগ, তাহাই অদ্য প্রতিভাত হইতেছে। মহাত্মা রামমোহন রায় আমারদের প্রিয়তম ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের আর এক সম্বন্ধ আছে। এই দেশ-কাল-ধর্ম্ম সংযোগে অদ্য তাঁহার নাম মনে হয়ই হয়। বাস্তবিক মনুষ্যের আত্মা যে দিন সৃজিত, সেই দিনেই এই ধর্ম্মের প্রকৃত উৎপত্তি। সকল ধর্ম্ম হইতেই মোহান্ধকার দূরীকৃত হইলে এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে পারে; সকল ধর্ম্মেতেই কিছু না কিছু সত্য প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিহিত আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম—অন্যান্য ধর্ম্মে এই ধর্ম্মের আংশিক সত্য-সকল প্রচ্ছন্ন-ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ধর্ম্ম—ইহা এইক্ষণে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া পরিস্ফুটিত হইয়াছে। এই জন্যই অদ্য আমারদের আনন্দ।

প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ভূতকালের সম্ভজনীয় ছিল, তেমনি আবার সমুদয় ভবিষ্যৎ কালেরও পূজনীয়। যত জ্ঞান বৃদ্ধি হউক না কেন, ধর্ম্ম-তত্ত্ব-সকল মনুষ্যের মনে যতই প্রতিভাত হউক না কেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ উন্নত থাকিবেই। যে ধর্ম্মের আদর্শ অনন্ত-স্বরূপ, তাহার সীমাকে কে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে মনুষ্যের আত্মা ধর্ম্ম বলে বলী হইয়া, জ্ঞান যোগে সত্য জানিয়া যতই উন্নত হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার, একমেবাদ্বিতীয়ং সেই বরণীয় অনন্ত পুরুষের পবিত্র ভাবের প্রতি প্রীতি, ভক্তি, ও শ্রদ্ধা পৃথিবী হইতে ততই উত্থিত হইতে থাকিবে। এই ভাবিয়াই অদ্য আমারদের আনন্দ।

জড় জগৎ না জানিয়া তাঁহার আজ্ঞা বহন করে, আত্মা তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে। অগণ্য অগণ্য নক্ষত্র—সৌর জগৎ সমেত দীপ্তিমান সূর্য্য—মহা সমুদ্র ও পর্ব্বত-শ্রেণী তাঁহার শাসনে থাকিয়া অহরহ তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে; মনুষ্যগণ পৃথিবীতে ও সংসারে তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারই উপাসনা করিতেছে; মনুষ্য হইতে উন্নত ভাবাপন্ন দেবতারা তাঁহারই পূজাতে নিমগ্ন রহিয়াছে। ঈশ্বর কালে অনন্ত, দেশে অনন্ত, অতএব ঈশ্বর চিরকাল সর্ব্বত্রই পূজনীয় ও উপাস্য। অনন্তকাল তাঁহার গান উত্থিত হইতেছে ও উত্থিত হইবে। সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব লোকে বলিতেছে যে "গাও তাঁরে গাও সদা।" অদ্য আমরা একতানে সেই গানের সহিত যোগ দিয়া এমন বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।'

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল

গান

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-
শরণ, তুমি গুরু পিতা পাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্বসুখদাতা।
তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি
অমৃত-সেতু; তুমি অগম্য অপার।
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অসৃত-কারণ, তুমি
সকলের মূলাধার।

উদ্বোধনের পর এই সঙ্গীত-সহকারে উপাসনা আরম্ভ হইল।

গান

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞান-যোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।
ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়-নাথ, ভুলো না রে তাঁরে।
রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে।
ভয় কি, অভয় দানে, তোষেন জগত জনে,
ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে এই সঙ্গীত হইল।

গান

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর-বিপদ-শাসনে॥
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত
ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরা-
জিলে,
ভকত হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু
ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে।
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ
গাইয়ে, যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম্ম
সাধনে॥

অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যাত হইলে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"অসীম আকাশে যিনি বর্ত্তমান, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি বিরাজমান; এই গৃহের পরিমিত আকাশ-মধ্যে সেই অনাকাশ স্বপ্র-

কাশ পরমেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্রের অভ্যুদয়ে, শীত-বসন্তের সমাগমে যাঁহার অনুপম কৌশল-কলাপ বিলোকন করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে যাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। পরিবারের মধ্যে সম্পদ সৌভাগ্য-বিকাশে যাঁহার অসীম-করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তি-ভরে যাঁহার চরণে প্রণত হই; আজ সাধারণের একত্রীভূত গৃহ-স্বরূপ ভারত-ভূমির এই উৎসব উপলক্ষে সেই অনাদিমৎ পরমেশ্বরের অপরিসীম দয়া মূর্ত্তিমতী দেখিয়া তাঁহাকে পূজার উপহার প্রদান করিতে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি।

যিনি সূর্য্যে জ্যোতিঃ, চন্দ্রে কান্তি, পুষ্পে সৌন্দর্য্য, ওষধি বনস্পতিকে ফল ফুল প্রদান করিয়া দ্যুলোক ভূলোককে মনোহর ভূষণে বিভূষিত করিতেছেন, যিনি পরিবারের মধ্যে সুখ সম্পদ প্রেরণ করিয়া আমোদ আহ্লাদে সকলকে প্রফুল্লিত করিতেছেন; সেই ধর্ম্মাবহ অখিল-বিধরণ পরমেশ্বর আপনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া প্রতি আত্মাতে ধর্ম্ম-বল শুভবুদ্ধি প্রেরণ করত জন-সমাজকে জাগ্রৎ ও জীবন্ত রাখিতেছেন।

বৃক্ষলতা যেমন রৌদ্র জলে বর্দ্ধিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন অন্ন পানে পরিপোষিত হয়; মানব-আত্মা তেমনি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারাই সমুন্নত হইয়া থাকে, পরিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব দ্বারাই তেমনি সমগ্র জনসমাজ জাগ্রত হইয়া উঠে। রৌদ্র জলের অসদ্ভাবে যেমন তরু-গুল্ম সকল পরিশুষ্ক হয়, অন্ন পানের ব্যতিক্রম দ্বারা যেমন শারীরিক বল বীর্য্যের ব্যাঘাত হয়, তেমনি জীবন্ত ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ আনন্দ উৎসব অভাবে মানব-আত্মার সমষ্টি স্বরূপ প্রকাণ্ড জন-সমাজও অবসন্ন হইয়া পড়ে। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই যেমন শারীরিক ক্রিয়া সকল সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হয়, বিবিধ পরমাণু-পুঞ্জ একত্রীভূত হইয়া এক শরীর-রূপে প্রতিভাত হয়; তেমনি যতক্ষণ জনসমাজ মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্বরূপ সুনির্ম্মল ধর্ম্ম-সমীরণ সঞ্চরণ করিতে থাকে, ততক্ষণই জন-সমাজের বাহিরে শৌর্য্য বীর্য্য, সম্পদ স্বাধীনতা, অন্তরে জ্ঞান প্রীতি, শ্রদ্ধা ভক্তি, সদ্ভাব একতা স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম মলিন ভাব ধারণ করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন-সমাজের শ্রী সৌন্দর্য্য সকলই অন্তরিত হয়—ধর্ম্ম হত হইলেই মনুষ্যের সকলই নিহত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের উত্থান অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সকলেই উত্থিত অভ্যুদিত হয়।

বসন্ত-বায়ু-প্রবহনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন শুষ্ক তরুলতা সকল মুকুল-পল্লবে শোভমান হয়, তেমনি দেখ—সকলে প্রত্যক্ষ দেখ-বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে এই ক্ষীণ মলিন পরাধীন বঙ্গবাসীগণের দুর্ব্বল-শরীরে নূতন-বলের আবির্ভাব হইতেছে, অবসন্ন হৃদয়ে নবানুরাগ, নূতন উদ্যম উৎসাহ অবতীর্ণ হইয়া এই শ্রী-হীন বঙ্গ-রাজ্যে এই সমস্ত স্বর্গীয় আনন্দ-উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহস্র সহস্র আত্মাকে এক ভাবে এক লক্ষ্যে নিয়মিত করিয়া সেই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতেছে। এই পাপ-মলিন বঙ্গ-ভূমিতে এক ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে জ্ঞান প্রেম সত্যের সহস্র উৎস উৎসারিত হইতেছে। আজ ঊনচত্বারিংশ বৎসর পূর্ণ হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল-জ্যোতি এখানে যথা বিধি বিকীরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উদয়াচল সদৃশ এই আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে স্বকীয় মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—উদার ভাবে সকলকে ঈশ্বরের প্রেমালোকে আনয়ন করিতেছেন—নিরপেক্ষ ভাবে সকলের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা

নিবারণ করত অমৃত ধামের প্রতি অগ্রসর করিতেছেন। পূর্ব্বে যে ভারত ভূমির এক একটি জনপদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্ম-বাদী ব্রহ্মোপাসক নির্ব্বাচন করা দুর্ঘট ছিল, সেই ভারতবর্ষের বঙ্গ-দেশের এখন এমন প্রসিদ্ধ স্থানই নাই যে সে খানে সময়ে সময়ে বহু সংখ্যক ব্রহ্মোপাসক লক্ষিত না হন। এই পরিমিত গৃহই আজ কত দূর দুরান্তর সমাগত ব্রহ্মোপাসক দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা। এই ঊনচত্বারিংশ বৎসর মধ্যে নানা উৎপাতের মধ্যেও যেমন বঙ্গ ভূমি এখনও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তেমনি বঙ্গের শিরোভূষণ—ভারতের অক্ষয়-কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজও নানা উৎপাত উপদ্রবে অবিচলিত থাকিয়া দিন দিন উজ্জ্বল জ্ঞান, উন্নততম সত্য সকল প্রচার করিতেছেন, জ্বলন্ত ইন্ধনের ন্যায় প্রতি আঘাতেই জ্ঞান প্রেম সত্যে আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। প্রতি প্লাবনেই যেমন ভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠে, তেমনি প্রতি উপপ্লবেই এই আদি ব্রাহ্মসমাজ সারবান্ ব্রহ্মবান্ হইয়া উঠিতেছেন

কেন না ব্রাহ্মসমাজ উন্নতি পথে উত্থিত হইবে? কেন না নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন পূর্ণ-প্রভায় দীপ্তি পাইবে? যিনি ত্রিভুবন পরিপালক, তিনি স্বয়ংই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মাতা যেমন সন্তানকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করেন, এবং তাহার ভোজ্য সুধা যত্নের সহিত হৃদয়ে ধারণ করেন; তেমনি সেই বিশ্ব-জননী তাঁহার অতি যত্নের ধন মানব আত্মাকে স্বীয় নিরাপদ ক্রোড়ে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অনন্ত কালের উপজীবিকা ধর্ম্মকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে মানব! এক বার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখ সন্দর্শন কর; তাঁহার অপার প্রেম, অনুপম স্নেহ অনুভব করিয়া হৃদয়ের ক্ষীণতা দুর্ব্বলতা পরিহার কর। সেই ধৃত-ব্রত সত্য-কাম সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বরের মহান্ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশঙ্ক হও। তাঁর নদী যেমন ব্যাঘাত পাইলে পর্ব্বত প্রান্তর ভেদ করিয়া প্রবাহিত হয়, তাঁর সূর্য্য যেমন সূচী-ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া উদিত হয়; তেমনি তাঁর ধর্ম্ম-স্রোত সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চির দিনই প্রবাহিত হইতেছে—তাঁর সত্য-সকল অব্যাহত থাকিয়া নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়াও দীপ্তি পাইতেছে। তিনি ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, চির দিনই বিধান করিতেছেন। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।"

হে পরমাত্মন্! তোমার শরণাগত হইতেছি—তুমি আমারদের জ্ঞান ধর্ম্মকে উন্নত কর, আমারদের অনুরাগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, তোমার বিশুদ্ধ প্রেমে আমারদের হৃদয়কে পবিত্র কর। এই পৃথিবীতে সত্যের জয় হউক, মঙ্গলের জয় হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক—সকলেই এক মনা হইয়া তোমার আরাধনাতে নিযুক্ত থাকুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় এই বক্তৃতা করিলেন।

"দিবসের পর দিবস, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ যেমন ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হইতেছে; সেই রূপ এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইতে হইবে। মৃত্তিকা ও প্রস্তর স্তব্ধ হইয়াই থাকুক; বৃক্ষ ও লতা এক স্থানেই অবস্থান করুক; পশু ও পক্ষী পৃথিবীতেই ঘূর্ণমাণ হউক; কেন না, তাহাই তাহাদের স্বভাব—কিন্তু মনুষ্য অন্যবিধ পদার্থ; মনুষ্যের প্রকৃতি অন্যবিধ; মনুষ্যের গতিও

অন্যবিধ হইবে। মনুষ্যের জীবন ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ কর্ম্ম-ভূমি ও আনন্দের বিহার-স্থান। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন সুন্দর, মনোহর ও প্রীতিকর; প্রভাতের সূর্য্যও সেরূপ মনোহর নহে, বসন্তের পুষ্পও সেরূপ কান্তি-যুক্ত নহে, শরতের চন্দ্রও সেরূপ সুন্দর নহে। যে মৃত্তিকায় সমুদায় জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, মনুষ্যের শরীরে সেই মৃত্তিকাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই শরীর ভেদ করিয়া যে জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে, তাহা আর কোন পদার্থে দৃষ্টি-গোচর হয় না। মনুষ্যের মুখশ্রীতে যে মহত্ত্বের চিহ্ন-সকল প্রকটিত হইয়া আছে, তাহাই মনুষ্যকে পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। তিনি পৃথিবীর রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পরিচারণা করিতেছে—তথাপি তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাঁহার উন্নত আশার নিকট পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ অতীব ক্ষুদ্র বোধ হয়! সেই উন্নত আশাই তাঁহার মহত্ত্বের প্রধান চিহ্ন, সেই তৃপ্তির অভাবই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পূর্ব্ব লক্ষণ; বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার যে ব্যগ্রতা, তাহাই তাঁহার অলৌকিক জীবনের চিহ্ন; ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার স্বাভাবিক গতি। তিনি এ রূপ উন্নতিশীল প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহার সংসর্গে নির্জীব পৃথিবীও দিন দিন উন্নত বেশে অলংকৃত হইতেছে।

মনুষ্যের গতি কেন এ প্রকার হইল? পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর জীবনের আদর্শ হইয়া প্রতি মনুষ্যের অন্তরে বিরাজমান আছেন। মনুষ্য জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, সেই আদর্শের সহিত আপনার জীবনের মিল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এক বার পৃথিবীর পৃষ্ঠোপরি সমুদায় লোকালয় চিন্তা করিয়া দেখ, কেহই নিশ্চিন্ত নাই, কেহই নিষ্কর্ম্মা নাই; সকলেই ব্যস্ত, সকলেই ধাবমান। সম্রাটের প্রাসাদ, কৃষকের শস্য ক্ষেত্র, ছাত্রের বিদ্যালয়, পণ্ডিতের পুস্তকাগার, বণিকের বিপণি ও শিল্পীর শিল্পশালা অনুসন্ধান কর; সকলেই সেই হৃদয়গত আদর্শে উত্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। মধুমক্ষিকা জগতের কি উপকার করিতেছে, না জানিয়াই যেমন মধুচক্র নির্ম্মাণ ও মধু সঞ্চয় করে, সেই রূপ অনেকে কোথায় যাইতেছি এবং কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা না জানিয়াই ধাবমান হইতেছে। তাহারা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, কেবল হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছে এবং ধন মান ইন্দ্রিয় সুখ প্রভৃতি পার্থিব উপকরণ সকল আহরণ করিয়া সেই ব্যাকুলতা শান্তি করিবার চেষ্টা পাইতেছে। দীন হীন পৃথিবীর কি সাধ্য যে সেই গভীর ব্যাকুলতা পরিতৃপ্ত করিতে পারে? পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত সুখ সমৃদ্ধি, অসুলভ ভোগ সামগ্রী একটি আত্মারও সেই গভীর ব্যাকুলতাতে পর্য্যাপ্ত হয় না। যখন সেই পূর্ণ আদর্শ হৃদয়কে ব্যাকুলিত করে, তখন দরিদ্র পর্ণ কুটীর ও সম্রাট্ সিংহাসন সমভাবে পরিত্যাগ করেন। তখন বিদ্বান্ ও মূর্খ সমভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তখন পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে আর্ত্তনাদ করেন। সেই আদর্শের আকর্ষণ এমনি প্রবল যে, তাহার নিকটে পৃথিবীর সমুদায় আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যায়—এবং সেই আদর্শের অনুরোধ এমনি প্রবল যে, তাহার জন্য সমুদায় সংসারই সুন্দর হইয়া উঠে। তাহার আকর্ষণে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার আকর্ষণে স্বামী পত্নীকে ও পত্নী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার আকর্ষণে

পৃথিবীর সমুদায় বন্ধুতা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; পৃথিবীর সমুদায় অনুরোধ শিথিল হইয়া পড়ে—এবং তাঁহারই অনুরোধে পিতা পুত্রকে স্নেহ করেন ও পুত্র পিতাকে ভক্তি করেন। তাঁহারই অনুরোধে জায়া পতী পরস্পরে প্রেম বন্ধন করেন। তাঁহারই অনুরোধে সমুদায় সংসার প্রণয় ভাজন হয়। সেই আদর্শের আভাস পাইয়াই বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞান-শাস্ত্রে নিমগ্ন থাকেন। প্রভাতের সূর্য্যে, শরতের চন্দ্রে ও বসন্তের পুষ্পে সেই আদর্শের আভাস পাইয়াই কবি তাঁহাতে আসক্ত হন। জ্ঞানবান্ গুরু, ন্যায়বান্ রাজা, পরহিতৈষী দয়ালু ও ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু সেই আদর্শের আভাস ধারণ করেন বলিয়াই লোকের হৃদয় আকর্ষণ করেন। যখন দেখি, মনুষ্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মিথ্যার সহিত প্রণয় বন্ধন করিতেছে, সাধুতা ও ভদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে, স্বার্থ পিশাচের চরণ পূজাতে ন্যায় সত্য দয়া ধর্ম্ম বলিদান দিতেছে; তখন হৃদয় কেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে? ইহার এই মাত্র কারণ যে, অন্তরে যে উন্নত আদর্শ নিহিত হইয়া আছে, তাহার সহিত মিল দেখিতে পাই না।

জড় জগৎ ও পশু প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি হইতে প্রবাহিত হইয়াও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন আর মনুষ্য তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া অমনি প্রণত হইল ও তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিল। তিনি আদর্শ হইয়া মনুষ্যের জীবনকে নিয়মিত করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যখনি সেই আদর্শে দৃষ্টিপাত করে, তখনই আপনার ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়। ইহাঁরই আকর্ষণে পৃথিবীর মুখ-শ্রী দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে এবং প্রত্যেক মনুষ্য পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও শিল্প উন্নত হইবে, ন্যায় ও প্রেম বিস্তারিত হইবে, সভ্যতা ও স্বাধীনতা প্রসারিত হইবে এবং ইহাঁরই প্রবর্ত্তনায় প্রতি আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত, প্রেম ও দয়াতে বর্দ্ধিত এবং পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য ধামের উপযুক্ত হইবে।

নিভৃত ভাবে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আত্মা সেই তাঁহারই সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে। যখন আমরা ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির সেবাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হইয়া থাকি, তখন আত্ম বিস্মৃত হইয়া সংসার স্রোতেই মজ্জমান হই; কিন্তু তাহা হইতে অবসৃত হইলেই দেখিতে পাই, আত্মার জ্ঞান তৃষ্ণা, প্রেম পিপাসা তাঁহারই জন্য প্রজ্বলিত হইতেছে এবং তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে জীবন ধারণ করিতেছে। যত ক্ষণ সেই সত্য-স্বরূপে উপনীত না হই, তত ক্ষণ জ্ঞান তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় না; সমুদায়ই প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া থাকে। আমি জানিলাম যে, এই সকল জড় পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে এই সমুদায় বস্তু শূন্য আকাশকে পরিপূর্ণ করিল, এ জিজ্ঞাসা আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। আমি জানিলাম যে এই নির্জীব জড় হইতেই বৃক্ষ লতা সমুৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে তাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইল, ইহা কে বুঝাইতে সমর্থ হয়? আমি জানিলাম যে পৃথিবী হইতেই পশু পক্ষী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু কোথা হইতে তাহাদের মধ্যে মন উৎপন্ন হইল, কার সাধ্য এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করেন? কি প্রকার উপাদানে পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ মনুষ্য বিনির্ম্মিত হইলেন? তাঁহার জ্ঞান স্মৃতি কল্পনা, প্রেম ভক্তি দয়া, আশা ও কামনা কোথা হইতে

উৎপন্ন হইল। কে তাঁহার প্রকৃতিকে উন্নতি-শীল করিয়া দিলেন? তাঁহার মুখশ্রীতে মহত্ত্বের চিহ্ন সকল কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মর্ত্ত্য লোকে অবস্থান করিয়া কেন মনুষ্য অমৃতের জন্য উৎকণ্ঠিত হন? কেন তিনি আপনার সুখ ভোগ সংকুচিত করিয়া অন্যের সুখ বর্দ্ধন করিতে যান? কেন তিনি দুর্ব্বিসহ ক্লেশ রাশি সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হন? ঈশ্বরকে না পাইলে কে এই জ্ঞান পিপাশার শান্তি পূর্ণ করিতে পারে? কে বা এই সকল জিজ্ঞাসা একেবারে রুদ্ধ করিতে পারে? ইহার জন্য আত্মা স্বভাবতই ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হয়। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, সে কোন্ প্রেম-সুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে? সংসার কি তাহার প্রেম পিপাশা পূর্ণ করিতে পারে? সংসারের প্রেম ও বন্ধুতার মধ্যে সাংঘাতিক আত্মম্ভরিতা লুক্কায়িত হইয়া থাকে। তুমি যদি সংসারের নিকট প্রেম ও বন্ধুতা চাও, অগ্রে তাহার আত্মম্ভরিতার তুষ্টি সাধন কর; তবে তাহার নিকট শরতের মেঘ তুল্য ছিন্ন ভিন্ন ও অব্যবস্থিত প্রেমের বিন্দু মাত্র লাভ করিতে পারিবে। হায়! হৃদয় কি এই রূপ প্রেমের প্রত্যাশায় ধাবমান হইতেছে? কখনই না—সে নিভৃত হইয়াই ঈশ্বরের প্রেম ভিক্ষা করিতেছে এবং সেই প্রেম শিক্ষা করিবার জন্যই এখান হইতে প্রস্তুত হইতেছে। সমুদায় আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কাহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। রোগীর রোগ যন্ত্রণা, দরিদ্রের অভাব ও শোকাতুরের হৃদয় জ্বালা শত গুণ বর্দ্ধিত হইত, যদি সেই দয়া অন্তরে সান্ত্বনা প্রদান না করিত। অকৃত্রিম বন্ধু, অকৃত্রিম মন্ত্রী, অকৃত্রিম হিতৈষী জনক জননী যখন জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন; তখন পুত্র কোন্ দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সংসারে অবগাহন করেন? জনক জননী স্নেহের পুত্তলিকাগণকে কোন্ দয়ার উপর সমর্পণ করিয়া পরলোক যাত্রা করেন? স্বামী মৃত্যু কালে কোন্ দয়ার উপর আপনার পতিব্রতার ভারার্পণ করিয়া যান? পতিব্রতা তাঁহার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ দয়ার উপর আত্ম-সমর্পণ করিয়া শ্মশান হইতে পুনরায় গৃহে গমন করেন। যখন চতুর্দ্দিক বিপৎসাগরে উচ্ছলিত হয়, যখন বন্ধুবান্ধব অসাধ্য ভাবিয়া প্রস্থান করেন, যখন সংসারের সাহায্যে আর কোন প্রত্যাশা থাকে না, তখন মনুষ্য কোন্ দয়ার উপরে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন? যখন পাপী আপনার জঘন্য অবস্থা বুঝিতে পারে, যখন আত্মকৃত পাপাচার স্মরণ করিয়া নরক যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকে, যখন মর্ত্ত্য লোক আর সান্ত্বনা দিতে পারে না; তখন কোন্ দয়া তাহাকে আশা দান করিয়া জীবিত রাখিতে পারে? আর তাঁহার দয়ার কথা কি বলিতেছি! জীবনের একটি নিমেষও তাঁহার দয়া ব্যতীত অতিবাহিত হয় না। পরোপকারী দয়ালু, শিষ্য-বৎসল আচার্য্য, ভৃত্য-বৎসল প্রভু, সুনিপুণ চিকিৎসক, ন্যায়বান্ রাজা, সেই আদর্শ হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়া, সেই দয়াময়ের প্রতিনিধি হইয়া, সকলের দুঃখ মোচনে নিযুক্ত হইয়া আছেন।

সেই সত্য-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষ কৃপা করিয়া মনুষ্যের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের প্রকৃতি বল পূর্ব্বক মনুষ্যকে তাঁহারই দিকে লইয়া যাইতেছে। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, তিনিই মনুষ্যের পিতা মাতা ও সৌভাগ্যের বিধাতা। তাঁহার প্রেমই আমাদের উপজীবিকা। তাঁহার করুণাই আমা-

দের শোকানলের শান্তি বারি। তিনিই এই সংসার মরুভূমির একমাত্র ছায়া। তাঁহাকে জানাই জ্ঞান শিক্ষার পরিসমাপ্তি। তাঁহাকে প্রীতি করাই সাধু ভাবের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই একমাত্র ধর্ম্ম। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানই আমাদের জ্ঞান শিক্ষার আদর্শ; তাঁহার মঙ্গল ভাবই আমাদের সাধুতা লাভের আদর্শ; তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ। তাঁহার মুক্ত ভাবই আমাদের মুক্তি লাভের আদর্শ। তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বরূপ আমাদের পবিত্রতার আদর্শ। তিনি আমাদের জীবনের অনুকরণীয় সম্পূর্ণ আদর্শ। তাঁহারই অভিমুখে গমন করিবার নিমিত্ত মনুষ্য-সমাজ ব্যাকুল হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

এই পূর্ণ আদর্শে উত্থান করিবার জন্য মনুষ্য জাতি ক্রমাগত প্রস্তুত হইতেছে; এবং পরিণামে প্রত্যেক মনুষ্যই এই লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইবে। পর্ব্বত হইতে নদী-সকল পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যতই ঘূর্ণমাণ হউক, পরিশেষে সমুদ্র ব্যতীত সে আর কোথায় বিশ্রাম পাইবে? মনুষ্যের জীবন-স্রোত সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া ইতস্তত যতই পর্য্যটন করুক, পরিণামে সেই পূর্ণ জীবনের সমুদ্রেই তাহার শেষ গতি হইবে—তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সৌভাগ্যের দিন আপনা হইতে কখনই উপস্থিত হইবে না; আমারদিগকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই সৌভাগ্য উপার্জ্জন করিতে হইবে। যদি অবহেলা করি, অবশ্যই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এখন যিনি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া নিশ্চিন্ত আছেন; তিনি জ্যোতির জন্য ব্যাকুলিত হইবেন। যিনি অজ্ঞানের পরিচারণায় নিযুক্ত আছেন, তিনি জ্ঞানের জন্য আর্ত্তনাদ করিবেন। যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রবৃত্তির দাসত্ব শৃংখল পরিধান করিয়া আছেন, সেই শৃংখল ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রোদন করিতে হইবে। যে স্বেচ্ছাচার সুখের আলয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই যন্ত্রণার নিদান হইয়া উঠিবে। যে পাপাচার সুমিষ্ট বলিয়া সেবিত হইতেছে, তাহাই গরল তুল্য হইয়া হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকিবে। যে মিথ্যা ও অন্যায় জীবনের অবলম্বন বলিয়া প্রণয়-ভাজন হইয়াছে, তাহাই বিনাশের হেতু হইয়া উঠিবে। প্রবৃত্তির সেবা এখন যতই সুস্বাদু হউক, স্বেচ্ছাচার এখন যতই মিষ্ট লাগুক, অজ্ঞান এখন যতই সান্ত্বনা দিউক, মিথ্যা এখন লজ্জা ও সম্ভ্রমকে যতই রক্ষা করুক, অন্যায়াচরণ এখন যতই সুখের হউক, এক পলকে সকলই বিপর্য্যস্ত হইবে। তখন দেখিবে, সেই সত্য ব্যতীত আর গতি নাই, সেই প্রেম ব্যতীত আর পথ নাই, সেই ধর্ম্ম ব্যতীত আর উপায় নাই; সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর ভরসা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরিশেষে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল

সঙ্গীত।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল

বহিছে কৃপা-পবন তোমার, যার হিল্লোলে
দুখ পলায়, সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত
প্রেম-কুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে।
কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধরেয়া আছি,
নহিলে হৃদয় টুটে।

রাগিণী শাহানা—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।

অপরূপ অরূপ, নাহি যে তুলনা, কি বলিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।

দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে, ধন্যরে তাঁর করুণা, ধন্যরে, কি সুখে হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খামার।

সেই প্রেম-ছবি সুধার সার। হৃদি জাগিছে শত শত বার।

না শোভে চপলা, রবি ইন্দু কলা, লুকালো কোথা তারা সবে,সব শোভা তাঁর।

হৃদ-কমল-দল-রাজি-আসন বিছায়িছে, এ-সহে।

চিত্ত-বিহঙ্গ গায় চারু হেরি দিন, কোথা আর রজনীর আঁধার।

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

গাওরে জগপতি জগবন্দন।
ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক।
কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা।
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ-ভক্ত কর-যোড়ে।
বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে।

তত্ত্ববিদ্যা।

সাধন-প্রকরণ।

চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন, এই যে তিনটি সাধনাঙ্গ, ইহার মধ্যে চিন্তার গতি বিষয়-গত আবির্ভাব হইতে আত্ম-গত ভাবের দিকে, যত্নের গতি আত্ম-গত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাবের দিকে, এবং স্পৃহার গতি উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের দিকে। ৯।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এ-খানে বলা পুনরুক্তি মাত্র যে, শুদ্ধ কেবল আবির্ভাব মাত্র-টিতে আমারদের চিন্তা স্থগিত থাকিতে পারে না, আবির্ভাব উপলক্ষ্য মাত্র, ভাবই চিন্তার প্রকৃত লক্ষ্য। এখানে অধিকন্তু বক্তব্য এই যে, চিন্তা যেমন আবির্ভাবের মধ্যে ভাবের অন্বেষণ করে, যত্ন সেই রূপ ভাব হইতে আবির্ভাব কল্পনা করে; ইহার একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে, তাহা হইলে আর প্রমাণের প্রয়োজন থাকিবে না। একটা অট্টালিকা দৃষ্ট হইলে, তাহা যে কি ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহার অন্বেষণ-কার্য্যে চিন্তারই কেবল অধিকার; কিন্তু সেই ভাবানুসারে একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে, তাহা যত্ন ভিন্ন চিন্তাতে করিয়া কদাপি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যথা:—কোন অট্টালিকার স্তম্ভ-শ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হইলে, চিন্তা তাহাদের মধ্যে সমতা-র ভাব উপলব্ধি করে, এবং কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ কালীন যত্ন সেই সাম্যভাবানুসারে স্তম্ভ-শ্রেণী সংস্থাপন করে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে চিন্তার গতি বিষয়-গত আবির্ভাব হইতে আত্মগত ভাবের দিকে, এবং যত্নের গতি আত্মগত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাবের দিকে। এই রূপ, চিন্তা এবং যত্ন, এ দুই ব্যাপার যদিও পরস্পরের বিপরীত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি উভয়ের মধ্যে এ রূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে চিন্তা ব্যতিরেকে যত্ন সম্পন্ন হইতে পারে না এবং যত্ন ব্যতিরেকেও চিন্তা সম্পন্ন হইতে পারে না; যেমন গতি, বাধার বিপরীত পক্ষ হইলেও, জড়-পিণ্ডগত বাধার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেই রূপ চিন্তা, যত্নের

বিপরীত পক্ষ হইলেও, যত্নের সঙ্গ ছাড়িয়া তিলার্দ্ধকালও থাকিতে পারে না।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, স্পৃহার গতি উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনের দিকে। চিন্তার আতিশয্য হইলে, স্পৃহা যত্নের দিকে ভর দেয়, এবং যত্নের আতিশয্য হইলে চিন্তার দিকে ভর দেয়, এই রূপে উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য রক্ষা করে; যেমন নিশ্বাসের আতিশয্য হইলে প্রশ্বাসের দিকে এবং প্রশ্বাসের আতিশয্য হইলে নিশ্বাসের দিকে, অথবা বিশ্রামের আতিশয্য হইলে ব্যায়ামের দিকে এবং ব্যায়ামের আতিশয্য হইলে বিশ্রামের দিকে, স্পৃহা সহজে ধাবিত হয়, সেই রূপ। চিন্তা, ভাবকে আবির্ভাব হইতে পৃথক্ করে; যত্ন, আবির্ভাবকে ভাব হইতে পৃথক্ করে; কিন্তু স্পৃহা, ভাব এবং আবির্ভাব দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখে না; যথা;—অন্তঃকরণের আনন্দ এবং বদনের প্রফুল্লতা অথবা অন্তঃকরণের দুঃখ এবং নয়নের অশ্রু, এই প্রকার ভাব এবং আবির্ভাবের মধ্যে যে এক স্পৃহার স্রোত যাতায়াত করিতে থাকে, তাহার পথে ব্যবধান নিক্ষেপ করা সহজ নহে।

পুনশ্চ, যত্ন সহকারে আত্মগত ভাব হইতে বিষয়-গত আবির্ভাব কল্পনা করিতে হইলে যে হেতু উদ্যমের পথ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, এই হেতু চিন্তা সহকারে সেই কল্পিত আবির্ভাব হইতে ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইলে, উদ্যমের বিপরীত পথ, শান্তির পথ, অবলম্বন করা আবশ্যক হয়;—উদ্যমের পথে যেমন যত্ন স্ফূর্ত্তি পায়, শান্তির পথে সেই রূপ চিন্তা স্ফূর্ত্তি পায়। আমরা উদ্যম অবলম্বন করিলেই ভাব হইতে আবির্ভাবের দিকে অবনত হই, এবং প্রশান্তি অবলম্বন করিলেই আবির্ভাব হইতে ভাবের দিকে আকৃষ্ট হই। অতঃপর ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রশান্তি এবং উদ্যম উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সহজ ভাব অবলম্বন করিলেই আমরা ভাব এবং আবির্ভাব উভয় কূলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করি। আমাদের স্পৃহা কি চায়?—এত শান্তি নহে যে, তদ্বশাৎ সকলই পুরাতন থাকিয়া যায়! এবং এত উদ্যম ও নহে যে, তদ্বশাৎ সকলই নূতন হইয়া উঠে! পরন্তু অব্যবহিত সোপান পদ্ধতি ক্রমে পুরাতন হইতে নূতনে উত্থান করিতে হইলে, তাহারই জন্য যত টুকু শান্তি এবং যত টুকু উদ্যম আবশ্যক হয়, তাহাই স্পৃহনীয়।

মনঃ কল্পিত আবির্ভাবের সম্বন্ধে যে রূপ—জীবাত্মা, জগৎ রূপ আবির্ভাবের সম্বন্ধে অনন্তগুণে সেই রূপ পরমাত্মা; এবং আত্মার সম্বন্ধে যে রূপ মনঃ কল্পিত বিষয়, পরমাত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ জগৎ; ইত্যাদি সূত্রে পরমাত্মার অপরিমিত জ্ঞান আনন্দ এবং মঙ্গল ভাবের পরিচয় যাহা আমরা সহজে প্রাপ্ত হই, তাহাই আমারদের যৎপরোনাস্তি শিরোধার্য্য। ২।

ভাব এবং আবির্ভাব উভয়ের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, তাহা আমারদের জীবাত্মাতে পরিমিত রূপে অনুভূত হইয়া থাকে; যথা— ভাব এক, আবির্ভাব অনেক; ভাব বস্তু, আবির্ভাব গুণ; ভাব কারণ, আবির্ভাব কার্য্য; এই প্রকার সম্বন্ধ প্রতি আত্মাতেই স্থূলরূপে অনুভূত হয়। কিন্তু কার্য্য কারণ প্রভৃতি উক্ত সম্বন্ধ-সকলের এ রূপ ব্যাপক ভাব যে, "আমাতেই আছে অন্য কোথাও নাই" উহারদের সম্বন্ধে এ রূপ কথা বলিতে কেহই অধিকারী নহে; যেহেতু কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ-সকল জগতের সর্ব্বত্রই অবশ্য-রূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে। মনঃকল্পনার সম্বন্ধে জীবাত্মা যে রূপ—কারণ, রূপ-রসাদির সম্বন্ধে বহি-

বিষয় সেই রূপ, এবং জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্ত-গুণে সেই রূপ; এই রূপে কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ-সকল যাহা আমারদের জীবাত্মাতে আপাততঃ স্থূল-রূপে অনুভূত হয়, তাহার অসীম বিস্তার এবং গভীরতা পরমাত্মার সাক্ষ্য না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। "জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা"—এ রূপ বলাতে আত্মার সম্বন্ধেই পরমাত্মাকে বুঝায়, যেহেতু আত্মাই জগতের নখ-দর্পণ স্বরূপ। বন, উপবন, গিরি, নদী, গ্রহ, নক্ষত্র, ইহারদের কোনটিকেই জগৎ বলিতে পারা যায় না, পরন্তু সকলের সমষ্টিকেই কথঞ্চিৎ রূপে জগৎ বলা গিয়া থাকে। কিন্তু উক্ত সকল বস্তুর সমষ্টিকেই বা কি রূপে জগৎ বলা যাইবে? কেন না জগৎ শব্দের অর্থ এক মুহূর্ত্তেই আমাদের বোধগম্য হয়, কিন্তু সকল বস্তুর সমষ্টি করিতে গেলে বহুকালেও তাহার সমাপ্তি হইতে পারে না। অতএব সকল বস্তুর সমষ্টি ভিন্ন, জগৎ শব্দ বলাতে, আরো কিছু বুঝায়। যত পদার্থ আছে এবং হইতে পারে, এক মাত্র চেতন পদার্থই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ; কেন না যে কোন বস্তু যাহার নিকটে প্রকাশ পায়, আত্মার যোগেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মাকে যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে পাকত সমুদায় জগৎকেই আয়ত্ত করিতে পারি; কেন না কি গিরি কি নদী কি বন কি উপবন কি চন্দ্র কি সূর্য্য কি আকাশ কি কাল, সকলেরই ভাব আত্মা আপনাতে ধারণ করে;—সকলের ভাব যদি আপনাতে ধারণ না করিবে, তবে উহা কি রূপে, গিরির সহিত গিরি রূপে, নদীর সহিত নদী রূপে, সকলেরই সহিত সকল রূপে যোগ দিতে সমর্থ হইবে। এই রূপ যদি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে জগৎ বলা যায়, তবে জগৎ বলিলে আত্মাকে বুঝাইবার কোন বাধা নাই, কেন না আত্মাই জগতের প্রতিনিধি স্বরূপ, আত্মাই ক্ষুদ্র জগৎ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনঃ-কল্পনার সম্বন্ধে জীবাত্মা যেরূপ, রূপ-রসাদির সম্বন্ধে বহির্ব্বস্তু সেই রূপ, এবং জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্তগুণে সেই রূপ; ইহার শেষাংশের পরিবর্ত্তে এক্ষণে যদি বলা যায় যে, আত্মার সম্বন্ধে পরমাত্মা অনন্তগুণে সেই রূপ, তবে কেবল বাক্য মাত্রেরই পরিবর্ত্তন হয়, অর্থের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না।

"আমি" বলিলে যে আত্মাকে বুঝায়, তাহাই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা জড়-ভাব দ্বারা ওত প্রোত;—জীবাত্মার চিন্তা সংশয় দ্বারা, স্পৃহা অভাব দ্বারা, যত্ন আলস্য দ্বারা ওত প্রোত। এই জড় ভাবাশ্রিত জীবাত্মার মধ্য হইতে যে এক পবিত্র নিষ্কলঙ্ক আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই পরমাত্মা। জীবাত্মা শরীরী, পরমাত্মা অশরীরী, জীবাত্মা অপূর্ণ-আত্মা, পরমাত্মা পূর্ণ আত্মা; জীবাত্মা জড়ময় আত্মা, পরমাত্মা অসঙ্গ নির্লিপ্ত কেবলাত্মা। অসীম আকাশ মূলে না থাকিলে যেমন খণ্ড আকাশ থাকিতে পারে না, সেই রূপ পূর্ণ-আত্মা মূলে না থাকিলে অপূর্ণ-আত্মা থাকিতে পারে না, যে হেতু অপূর্ণ-আত্মা পূর্ণ আত্মারই প্রতিকৃতি। যিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং মুক্ত, তাঁহারই প্রভাবে আমারদের এই পরিমিত আত্মা কতক পরিমাণে এক, সদ্ভাব-সম্পন্ন, এবং স্বাধীন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। পরমাত্মা যদি অদ্বিতীয় না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন এক হইতে পারিত না, পরমাত্মা যদি পূর্ণ না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন সদ্ভাব সম্পন্ন হইতে পারিত না, পরমাত্মা যদি মুক্ত না হইতেন তবে জীবাত্মা কখন স্বাধীন হইতে পারিত না। কিন্তু আমারদের এই পরিমিত

জীবাত্মার একত্ব, সম্ভাব এবং স্বাধীনতা লইয়া আমরা কদাপি তৃপ্ত থাকিতে পারি না; পরমাত্মার যে অসীম একত্ব, অসীম সম্ভাব, অসীম স্বাধীনতা, তাহারই আমরা ভিখারী। পরমাত্মার প্রতি আমারদের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকাতেই আমারদের জীবাত্মার আত্মত্ব, সেই লক্ষ্যকে হারাইলেই আমরা আত্মাকে হারাই, সেই লক্ষ্যকে পাইলেই আমরা আত্মাকে পাই। পরমাত্মা মূলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়াতে আমরা কতক সত্য জানিতেছি; তিনি মূলে পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ হওয়াতে আমরা কতক মঙ্গল অনুষ্ঠান করিতেছি; এবং তিনি মূলে পূর্ণানন্দে বিরাজ করাতেই আমরা সেই আনন্দের কণা মাত্র উপভোগ করিতেছি; পরমাত্মার সহিত আমারদের আত্মার এই রূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অতএব "আমরা আপনারা সত্য জানিতেছি, আপনারা সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছি, আপনারা আত্ম প্রসাদ উপভোগ করিতেছি" ইহার সঙ্গে সঙ্গে জানা উচিত যে, মূলে পরমাত্মা সেই সত্য জানাতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা তাহা জানিতেছি, মূলে তিনি সেই সৎকার্য্য প্রবর্ত্তিত করাতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা তাহা অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং মূলে তিনি অপরিমিত আনন্দে বিরাজমান হওয়াতেই তাঁহারই প্রসাদে আমরা সকলে তাহার কণা মাত্র উপভোগ করিয়া সুখী হইতেছি। এই রূপ আমারদের জড়ময় অপূর্ণ জীবাত্মার অভ্যন্তরে নিষ্কলঙ্ক ও পরিপূর্ণ আত্মা রূপে পরমাত্মা আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন। আমারদের কর্ত্তব্য যে বৃথা কম্পনাতে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সেই স্বপ্রকাশিত সত্যে দ্বিধা শূন্য অটল বিশ্বাস স্থাপন করি।

প্রথমতঃ আমারদের চিন্তা যত নির্ব্বাত দীপের ন্যায় প্রশান্ত হয়, আমারদের সেই চিন্তার অভ্যন্তরে ততই স্পষ্ট রূপে কেবল-মাত্র জ্ঞান স্বরূপ, অভ্রান্ত অতন্দ্রিত জ্ঞান— যে জ্ঞানে অন্য কোন সামগ্রী মিশ্রিত নাই, যে জ্ঞান পরম পরিশুদ্ধ, সেই অপরিমিত জ্ঞান স্বরূপ আবির্ভূত হন। সে জ্ঞান আকাশে বদ্ধ নহেন, কালেতে বদ্ধ নহেন, পঞ্চভূতে বদ্ধ নহেন, দেহ মনেতেও বদ্ধ নহেন, অথচ এক মাত্র তাঁহারি গুণে আকাশ কাল পঞ্চভূত দেহ মন সমুদায়ই প্রকাশ পাইতেছে। সেই অতীন্দ্রিয় নিষ্কলঙ্ক স্বপ্রকাশ জ্ঞান কাযে কাযেই যৎপরোনাস্তি সত্য রূপে শিরোধার্য্য; কেন না যিনি আপনি স্বপ্রকাশ এবং সমুদায়কেই প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় সত্য আর কে?

দ্বিতীয়তঃ আমারদের যত্ন যত অপরাজিত রূপে বাধা বিঘ্ন অতিক্রমণে উদ্যত হয়, ততই সেই যত্নের অভ্যন্তরে পরমাত্মার অনলস মঙ্গল ভাব এবং অমোঘ সাহায্য দীপ্তি পাইতে থাকে। অগ্রবর্ত্তী সমর-প্রবৃত্ত সেনাগণের ছিন্ন ভিন্ন দলকে, সেনাপতি যেমন সময়ে সময়ে অনু-সমৃত সেনা-দল দ্বারা পরিপোষিত করে, সেই রূপ ঈশ্বরের অজস্র শুভ ইচ্ছা আমাদের সাধু ইচ্ছাতে সময়ে সময়ে নবোদ্যম স্ফুরিত করিয়া তাহাকে অবসন্ন হইতে বারণ করে। বায়ুর আঘাতে দাবানল কখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত আরো বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; সেই রূপ আমাদের সাধু ইচ্ছা বাহির হইতে যত কেন আঘাত প্রাপ্ত হউক না, তাহাতে সে ইচ্ছা নির্ব্বাপিত হয় না, প্রত্যুত আরো বেগবতী হইয়া উঠে; কেন না পরমাত্মা আমারদের শুভ ইচ্ছাতে নিয়তই আহুতির সঞ্চার করিতেছেন।

এক দিকে পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জ্ঞান জ্যোতি অনন্যে অবসৃত হইয়া সত্যের পরাকাষ্ঠা রূপে দীপ্তি পাইতেছে, অন্য দিকে তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ভাব পরিমিত [illegible]

সর্ব্বশক্তি সহ কেন্দ্রীভূত হইয়া নিখিল জগৎ কার্য্য যন্ত্রের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছে। এই রূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, পরমাত্মা কেবল উদাসীন জ্ঞান স্বরূপ নহেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাগ্রত মঙ্গল স্বরূপ।

তৃতীয়তঃ স্পৃহা—চিন্তা এবং কার্য্য উভয়ের মধ্যস্থলে। স্পৃহা, ভাব এবং আবির্ভাব, চিন্তা এবং কার্য্য, উভয়কে কর-যোড়বৎ যোড়ে মিলিত করিয়া ব্রহ্মানন্দের প্রার্থী হইলে, চিন্তা ঈশ্বরের গুণ স্মরণ করত এই রূপ সিদ্ধান্ত স্থির করে যে, ইহাঁকে পাইলেই আমারদের সকল অভাব দূর হয়। এই প্রকার জ্ঞানের উদ্রেকে আমারদের স্পৃহা অর্দ্ধ চরিতার্থ হয়। পশ্চাৎ যখন সেই জ্ঞানানুসারে আমরা ঈশ্বরকে কার্য্যতঃ লাভ করি, তখন আমাদের স্পৃহা যথোচিত রূপে চরিতার্থ হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, এক দিকে জ্ঞান অন্য দিকে কার্য্য, এই দুই বাহুর সহিত সামঞ্জস্য মতে হৃদ্গত ঈশ্বর-স্পৃহা চরিতার্থ হইলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়। জ্ঞান যখন লক্ষ্য স্থির করে, তখন স্পৃহার একটি মাত্র পদ আনন্দ-সোপানে নিক্ষিপ্ত হয়, পশ্চাৎ ইচ্ছা যখন সেই স্থির-লক্ষ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোৎপাদন করে, তখন স্পৃহার উভয় পদ উক্ত সোপানে সমুপস্থিত হওয়াতে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সমেত চরিতার্থ হয়। এই রূপে আমাদের আত্মা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করে।

যাহা বলা হইল সমুদায় একত্র করিয়া এই রূপ পাওয়া যায়;—চিন্তাকে প্রশান্ত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে পরমাত্মার অটল জ্ঞান-জ্যোতি অনুভব করিতে হইলে, বিষয় বাধা অতিক্রমণ কার্য্যে উদ্যমের সহিত যত্ন নিয়োগ করা আবশ্যক হয়, এবং সেই যত্নের সহায় রূপে পরমাত্মার অপ্রতিহত মঙ্গল ইচ্ছা দীপ্তি পাইতে থাকে। পরমাত্মা কেবল সাধনের লক্ষ্য মাত্র নহেন, তদ্ব্যতীত তিনি সাধনের সিদ্ধি-দাতা; এই রূপে সাধক সমক্ষে তাঁহার জ্ঞান এবং মঙ্গল উভয়ই একত্রে প্রতিভাত হইতে থাকে। কিন্তু, প্রশান্ত চিন্তা হইতে উদ্যমশীল যত্ন, এবং উদ্যমশীল যত্ন হইতে প্রশান্ত চিন্তা, আমারদের মনের এই যে স্পন্দন, ইহা কিসের গুণে সুচারু রূপে চলিতে থাকে? ইহার উত্তর এই যে, স্পৃহার গুণে; বাষ্প না থাকিলে যেমন বাষ্পীয় যান চলিতে পারে না, সেই রূপ স্পৃহা না থাকিলে চিন্তা এবং যত্ন আন্দোলিত হইতে পারে না; আত্মার স্পৃহা ব্রহ্মানন্দের দিকে উন্মুখ থাকাতেই, ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনা এবং ব্রহ্ম লাভের যত্ন উভয়ই পর্য্যায়ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। পরমাত্মার সৌন্দর্য্যে আমাদের স্পৃহা নিবিষ্ট হইলেই আমাদের চিন্তা এবং কার্য্য উভয়ই সহজ এবং শোভন ভাবে চলিতে থাকে।

পবিত্র সৌন্দর্য্যের স্পৃহা হৃদয়াভ্যন্তরে পরিপোষিত হইলে জ্ঞানাকাশে ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক সত্য সকল উদিত হইতে থাকে, এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সৎকার্য্য সকল অঙ্কুরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ আমারদের স্পৃহা বিমলানন্দ হইতে ভ্রষ্ট হইলে যেমন বিষয়াকর্ষণ-বশতঃ আমারদের মনে অসৎচিন্তা সকল আপনা হইতেই উদিত হইয়া অসৎ-কার্য্যে পরিণত হয়, সেই রূপ উহা বিমলানন্দের সহিত যুক্ত থাকিলে ঈশ্বর প্রসাদ-বশতঃ সৎচিন্তা সকল আপনা হইতেই উদিত হইয়া সৎকার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। শুদ্ধ কেবল চিন্তা-পরায়ণ হইলে কার্য্যের ত্রুটি হইতে পারে, এবং শুদ্ধ কেবল কার্য্য-পরায়ণ হইলে চিন্তার ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমে নিমগ্ন হইলে, কি চিন্তা কি কার্য্য, তৎকালে যাহা করা যায় তাহাই বৈধ রূপে

শোভা পায়; যে হেতু বিশুদ্ধ প্রেম-নিকেতনে প্রবেশ করিলে, সচ্চিন্তা এবং সৎকার্য্য উভয়েরই দ্বার যথারীতি পর্য্যায়-ক্রমে সহজেই উন্মুক্ত হইতে থাকে। স্বচ্ছ প্রেম সরসীতে একদিক্ হইতে যেমন জ্ঞানাকাশ সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়, অন্যদিক্ হইতে সেই রূপ সৎকার্য্য রূপ পঙ্কজিনী শোভন রূপে উদ্ভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ সৌরভে আমোদিত করে।

অতএব আমারদের কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বর-স্পৃহার উত্তেজনা অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রথমতঃ চিন্তা-সহকারে কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে প্রশান্ত-ভাবে অবসৃত হইয়া পরমাত্মার নিরবলম্ব এবং অনিরুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিতে লক্ষ্য প্রত্যাবর্ত্তন করি, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সেই জ্ঞানেতে যে এক অনুপম মঙ্গল ইচ্ছা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই ইচ্ছার বলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক যত্নের সহিত সৎকার্য্য সম্পাদন করি, এই রূপ হইলেই আমারদের আত্মার সেই অনিবার্য্য স্পৃহা উত্তরোত্তর ব্রহ্মানন্দে বদ্ধমূল হইতে থাকিবে এবং আত্ম-প্রসাদে অভিষিক্ত হইতে থাকিবে, এই রূপে আমাদের সমুদায় আত্মা ক্রমশঃ উন্নত ও চরিতার্থ হইবে।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৪২৮৮৶ ০
পুস্তকালয়	২৫৩ ৷ ৫
যন্ত্রালয়	৪৪০
ডাক মাশুল	৩৮।৶১০
দান	৩০৫
গচ্ছিত	১৬৯।/১০
	১৬৩৪॥৶ ৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	২৫২॥ ০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৪৩।/১০
পুস্তকালয় ..	২৬৯।৶ ৫
যন্ত্রালয়	২৩১॥৶ ০
ডাক মাশুল ..	৬৭ ৶ ০
অনিরূপিত ..	৫১।/ ৫
আলোকের ব্যয়	৩০ ৶১০
গৃহ সংস্কার	১০০
সংগীতাদি মুদ্রাঙ্কন ..	৪১
গচ্ছিত ..	১২০৸/১০
	১৫০৭।/ ০
আয়	১৬৩৪॥৶ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত ..	১৫২।৶ ৫
	১৭৮৭ /১০
ব্যয়	১৫০৭।/ ০
স্থিত	২৭৯৸ ১০

১৭৯০ শকের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
" প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্য হইতে দান প্রাপ্ত	৩৩
" যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	৮
" হরনাথ ঠাকুর	২
" রসিকলাল পাইন	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	২
" দীননাথ মণ্ডল	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" রাজনারায়ণ বসু	২
" রাখালরাজ রায়	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	১
" নন্দলাল সেন	১
" ক্ষেত্রমোহন পর	১
" হরিদাস শ্রীমানি	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	১২৮